স্বদেশ ও স্বজন

—পুণ্যাত্মা দালাই লামার আত্মজীবনী—

অনুবাদ :

অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা।

১৯৫০ সালে যখন চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করলো তিব্বতে এবং দখল করে নিল তার পূর্বাঞ্চলটি, অসহায় এবং প্রায় নিরাশ অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম আমি এবং আমার দেশবাসীরা। বিশ্বের বহু প্রধান প্রধান জাতির কাছে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আবেদন করেছিলুম আমরা, আমাদের পক্ষ নিয়ে এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল আমাদের সাহায্যের সে আবেদন। বহু শতাব্দী পূর্বে সামরিক শক্তিতে শক্তিশালী ছিল তিব্বত, কারণ সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে যখন নিয়ে আসা হয়েছিল আমাদের দেশে প্রভু বুদ্ধের বাণী, সেই সময় থেকেই আমরা বিশ্বাসী শান্তির পথে এবং চেষ্টা করে আসছি সেই পথই অনুসরণ করতে; এবং আমাদের ধর্ম্মতেই যেহেতু উৎসর্গীকৃত ছিল আমাদের জাতীয় জীবন, আমাদের পার্থিব সঙ্গতি ছিল তাই অত্যন্ত সামান্য। কাজেই অন্য জাতির সহায়তা থেকে বঞ্চিত আমরা অবিলম্বেই অভিভূত হয়ে পড়লুম চীনের সামরিক শক্তি দ্বারা। সম্মানজনক একটি চুক্তি সম্পাদনের আশায় আমরা একটি প্রতিনিধিদলকে পাঠালুম পিকিংয়ে; কিন্তু ভয় দেখিয়ে এঁদের দিয়ে সই করিয়ে নেওয়া হলো আমাদের সার্বভৌমত্ব সমর্পণের অঙ্গীকার পত্রে। জোর করে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই চুক্তিটিকে কোনো দিনই অনুমোদন করেননি আমাদের সরকার, কিন্তু এটা পরিষ্কার ছিল আমাদের সকলের কাছেই যে যদি তা প্রত্যাখ্যান করতুম আমরা, অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও রক্তপাত এবং সর্বনাশ হতো তাহ'লে। বড় রকমের ধ্বংস থেকে আমার দেশবাসীকে রক্ষা করবার জন্যে আমি এবং আমার গভর্ণমেণ্ট মেনে নিয়েছিলুম ঐ চুক্তিটি, যদিও ন্যায়সঙ্গত ছিল না সেটি; কিন্তু এটির প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল চীন।

আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশনের রিপোর্টগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলা হয়েছে—যে ভয়ানক দুঃখদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তিব্বতে—তারই কাহিনী। এই বইটিতে, তিব্বতে আমাদের জীবনের আরও অন্তরঙ্গ বিবরণ, এবং যে সব দুঃখময় ঘটনাবলী তাকে এনে উপস্থিত করেছে ধ্বংসের মধ্যে,

সেগুলিকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছি আমি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের কিছু তত্ত্ব, এবং যন্ত্রণাভোগ থেকে সুখ প্রাপ্তির যে ধর্ম্মীয় পন্থা, সে বিষয়েও উল্লেখ করেছি এতে ; যেহেতু আমাদের ধর্ম্মকে কিছুটা বুঝতে না পারলে তিব্বতকে বুঝতে পারবে না কেউ।

অহিংসা মতবাদের অদম্য অনুগামী আমি, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলীর মধ্যে এটিও প্রথমে সমর্থিত হয়েছিল প্রভু বুদ্ধের দ্বারা (অস্তিত্বের সত্য প্রকৃতিকে উদ্‌ঘাটিত করেছিল যাঁর স্বর্গীয় প্রজ্ঞা), এবং আমাদের নিজেদেরই কালে অনুশীলিত হয়েছিল যা ভারতের সন্ন্যাসী এবং নেতা মহাত্মা গান্ধী দ্বারা। কাজেই, প্রথম থেকেই আমি প্রচণ্ড বিরুদ্ধে ছিলুম কোনো রকম অস্ত্র অবলম্বন করার—আমাদের স্বাধীনতা পুনরোদ্ধার করবার জন্যে। চীনের সঙ্গে একটি ন্যায়সঙ্গত এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সন্ধানে এত বৎসর ধরে ব্যয়িত হয়েছে আমার সমস্ত শক্তি, এবং হিংসাত্মক কার্যাবলীকে যথাসাধ্য নিরুৎসাহিত করেছি আমি—এমন কি আমার কিছু কিছু আপনজনদের অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি নিয়েও। ন' বছর ধরে বুঝিয়ে এসেছি আমি, আমার এইসব নিজের লোকেদের, যাঁরা তখনও পর্যন্ত ছিলেন তিব্বতীয় গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে, চীনের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ না করতে, কারণ বিশ্বাস করতুম আমি যে এ-পথ নীতিবিগর্হিত এবং জানতুম যে উভয় পক্ষেরই সর্বনাশ এনে দেবে তা। কিন্তু দেশের পূর্বাঞ্চলে, ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছিল যে অংশটি, আমার অথবা আমার গভর্ণমেণ্টের কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না সে-অঞ্চলটির সঙ্গে যার মাধ্যমে সেখানকার লোকেদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতুম আমরা ; এবং সেখানে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল চীনের বিরুদ্ধে। অবশেষে, সারা দেশে অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল আক্রমণকারীদের অত্যাচার, এবং ধৈর্যচ্যুতি হয়েছিল আমার জনগণের।

এই কাহিনীই সাধ্যমত বলবার চেষ্টা করেছি আমি এমনভাবে যাতে বুঝতে পারেন সকলে, এবং আমার পাঠকদের তাঁদের নিজ নিজ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে দিয়ে আমি সুখী। কিন্তু এও বলবো আমি যে, আমরা তিব্বতীরা কোনো ঘৃণার মনোভাব পোষণ করি না মহান চীন জনগণের প্রতি, যদিও এ-প্রকার নৃশংস ব্যবহার করেছিল তাঁদের প্রতিনিধিরা

আমাদের ওপর তিব্বতে। আমাদের একমাত্র বাসনা চীনা সমেত সমস্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তিতে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে নিজেদের মতো বেঁচে থাকতে চাই আমরা; এবং সেই উদ্দেশ্যে আবেদন জানাচ্ছি আমরা সমগ্র বিশ্বের নরনারীর কাছে সহিষ্ণুতা এবং ভদ্রতাকে মূল্য দেন যাঁরা।

এই পুস্তকটি প্রণয়নে সাহায্য করেছেন যাঁরা তাঁদের, প্রত্যেককেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি, বিশেষ করে ডেভিড্ হাওয়ার্থকে তাঁর সুপরামর্শের জন্যে, এবং সোনাম্ তোপ্‌গে কাজীকে দোভাষী হিসেবে তাঁর দক্ষতার জন্যে।

দালাইলামা

ডেভিড্ হাওয়ার্থ্ সম্পাদিত ইংরেজী "My Land And My People" গ্রন্থের ভূমিকা

আমাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী পাল্টে গেলেও আমার পিতার ঘোড়ার প্রতি আগ্রহ

লাসা-র পথের দৃশ্য।

...নিক ধর্ম সংক্রান্ত নৃত্য। এই নৃত্যটি তিব্বতীয় নব-বর্ষের আগের সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়। ইহা মোনালাম উৎসবেরই এক অংশ।

...য় চাপবার আর অবস্থা ছিলনা।

...এই আদিম তিব্বতীয় বাহনের

...ম।

তিব্বতীয় সৈন্যদের আধুনিকীকরণ কখনই হয়নি। তবে যেটুকু আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম করতে হ'ত তার পক্ষে এরা যথেষ্টই ছিল।
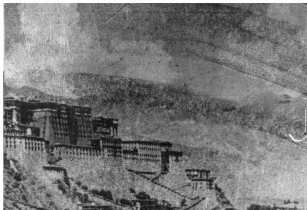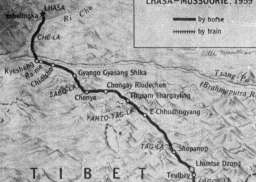
স্বদেশ ও স্বজন

(পুন্যাত্মা দালাই লামার আত্মজীবনী)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষক সন্তান

তিব্বতী পঞ্জিকা মতে বৃক্ষ শূকর বর্ষের পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে—অর্থাৎ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আমার জন্ম হয়েছিল তিব্বতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম তাক্‌সিরে। দোখাম্‌ জেলার অন্তর্ভুক্ত এই তাক্‌সির, এবং বিশেষ অর্থব্যঞ্জক এই দোখাম্‌ নামটিও : যথা দো মানে একটি উপত্যকার নিম্নদেশ যেখানে এসে উপত্যকাটি মিশেছে সমতল ভূমির সঙ্গে, আর খাম হচ্ছে তিব্বতের পূর্ব প্রান্তের সেই অংশটি যেখানে বাস করে একটি বিশেষ শ্রেণীর তিব্বতীরা—যাদের নাম খাম্‌পা। অর্থাৎ দোখাম্‌ হচ্ছে তিব্বতের সেই অংশটি যেখানে আমাদের পর্বতমালা ক্রমশঃ নেমে গিয়েছে পূর্ব প্রান্তের সমতল ভূমিতে, চীনের দিকে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ন' হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত এই তাক্‌সির।

অতি মনোরম এই দেশ। একটি ছোট্ট মালভূমিতে অবস্থিত ছিল আমাদের গ্রামটি, এবং এর চারিদিক ঘিরে ছিল গম আর বার্লির উর্বর শস্য ক্ষেত্র ; আর মালভূমিটিকে বেষ্টন ক'রে রেখেছিল ঘন, গাঢ় সবুজ তৃণাচ্ছাদিত গিরিশ্রেণী।

গ্রামের দক্ষিণে ছিল একটি পর্বত, যেটি অন্য পর্বতগুলি অপেক্ষা উঁচু। এটির নাম আমি-চিরি, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা এটিকে বলতো—গগনভেদী পর্বত, এবং দেশরক্ষী দেবতার বাসস্থান ব'লে মনে করতো এটিকে। এটির ঢালুদেশের নিম্নভাগ অরণ্য আবৃত ; তদূর্ধ্বের অংশটি প্রচুর তৃণসমৃদ্ধ ; আরও উচ্চে পর্বতগাত্রটি সম্পূর্ণ নগ্ন, এবং শিখরদেশে লেগে থাকতো তুষারের প্রলেপ যা দ্রবীভূত হতো না কোন দিনই। পাহাড়ের উত্তরাংশে চিরহরিৎ গুল্মরাজি আর ঝাউ, পিচ, কুল, আখরোট বৃক্ষ, এবং বহু প্রকারের বৈঁচিফল আর

সুগন্ধি ফুলের গাছ। স্বচ্ছ জলের ধারা ঝরে পড়তো ঝালরগুচ্ছের মতো এবং বন্য পশু আর পক্ষী, হরিণ, বুনো গাধা, বানর, এবং কিছু কিছু চিতা, ভাল্লুক আর শৃগাল—সবাই ঘুরে বেড়াতো মানুষকে ভয় না করে, যেহেতু আমার দেশবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী—যারা জ্ঞাতসারে কোনো প্রাণীরই অনিষ্ট করবে না।

এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সমারোহের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল একটি গুম্পা বা মঠ, নাম করমা শার্ চোং রিডোর্, যেটি তিব্বতের ধর্মের ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এটি স্থাপিত হয়েছিল কর্মা রুল্পি দোর্জির দ্বারা, যিনি ছিলেন তিব্বতের প্রথম স্বীকৃত বিমূর্ত ভগবান কর্মা পা'র চতুর্থ অবতারী, এবং এই গুম্পাতেই চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের মহান সংস্কারক চোংখাপা। কিছুটা নীচে পর্বতের পৃষ্ঠপটে চমৎকার দ্বিতীয় আর একটি গুম্পা, নাম আম্দো ছাছুং। সোনালী ছাদ, আর দুপাশে তাম্র আর স্বর্ণনির্মিত মৃগবিধৃত ধর্মচক্র প্রাকৃতিক দৃশ্যকে শুধু আরও বর্ণাঢ্যই করে নি, বরং পবিত্র করেছিল সমস্ত সন্নিহিত অঞ্চলকে; এবং গ্রামের সমস্ত গৃহের ছাদের ওপরের প্রার্থনাপতাকা আরও বাড়িয়ে তুলেছিল সেই পবিত্র ভাবকে।

কৃষিপ্রধান স্থান ছিল তাক্‌সির, এবং স্থানীয় লোকেদের প্রধান খাদ্য ছিল গমের আটা আর বার্লির তৈরী চাম্বা, মাংস আর মাখন; এবং ওদের পানীয় ছিল মাখন মিশ্রিত চা, আর বার্লি থেকে তৈরী এক প্রকারের অনুগ্র সুরা, নাম ছাং। মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে; কিন্তু তিব্বতের প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলেই আবহাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর, এবং যদিও খাদ্য পাওয়া যেত প্রচুর, বৈচিত্র্যে তা ছিল খুবই সীমিত কাজেই মাংস ভক্ষণ না ক'রে তিব্বতে সুস্থ থাকা প্রায় অসম্ভব, এবং তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম আগমনের পূর্বে থেকেই চলে আসছে এ-প্রথা। যে কোনো কারণেই প্রাণী হত্যাকে পাপ বলে মনে করে তিব্বতীরা, কিন্তু মৃত পশুর মাংস বাজার থেকে কিনে আনাকে পাপ বলে মনে করে না ওরা। কসাই, যারা পশুহত্যা করে, পাপী ও জাতিচ্যুত বলে গণ্য করা হয় তাদের।

নিকটের কুম্বুম্ আর সিনিইং সহরে নিয়ে গিয়ে তাক্‌সিরের উদ্বৃত্ত বার্লি আর গম বিক্রী করে দেওয়া হতো চা, চিনি, সূতীবস্ত্র, এবং অলঙ্কার আর লৌহ তৈজসপত্রের পরিবর্তে। পুরোপুরি তিব্বতী পরিচ্ছদ ব্যবহার করতো

তিব্বতীরা। পুরুষরা পরতো লোমের টুপি আর চামড়ার উঁচু বুট, এবং আলাখাল্লার মতো যে গাত্রাবাস ব্যবহার করতো ওরা, তার নানা বৈচিত্র্য দেখা যেতো সারাতিব্বত জুড়ে, কোমরের নীচে পেটি দিয়ে বাঁধা থাকতো আলখাল্লাটি আর ওপরের যে ভাঁজকরা অংশটি ওল্‌টানো থাকতো, পকেটের মতো কাজে লাগাতো সেটি এবং নারীরা ব্যবহার করতো লম্বা হাতকাটা পশমী পোশাকের ওপর ঝকমকে সুতী কিম্বা রেশমী ব্লাউজ আর বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাথায় পরতো অলংকৃত শিরোভূষণ, যেটি ঝুলে থাকতো তাদের পিঠের ওপর কোমর পর্যন্ত। শীতকালে প্রত্যেকে পরতো লোমের তৈরী জামা আর মোটা পশমের অস্তর দেওয়া পোষাক। পৃথিবীর যে বিশেষ কোনো অংশেরই ভগ্নীদের মতো মূল্যবান মণি জহরৎ ভালবাসতো তাক্‌সিরের রমনীরা; কিন্তু গ্রামের পুরুষদের বেশী গৌরবের বিষয় ছিল যেটি তা হচ্ছে স্ত্রীলোকরা ছিল চমৎকার রাধুনী।

অন্যান্য বহু গুম্‌পা ছিল সন্নিহিত অঞ্চলে, এবং মন্দিরও ছিল বহু—যেখানে সন্ন্যাসী না হয়েও প্রার্থনা আর দান ধ্যান করতে পারতো সকলে। সত্যিই, এই স্থানটির সমগ্র জীবন স্থাপিত ছিল তার ধর্মের ভিত্তিতে। সমস্ত তিব্বতে বোধ হয় এমন একটিও লোক ছিল না যে যথার্থ বৌদ্ধ নয়। এমনকি মুখে কথাও ফোটে নি যাদের, এ-রকম ছোট ছোট শিশুরাও সেইসব জায়গায় গিয়ে আনন্দ উপভোগ করতো, যেখানে বুদ্ধ, ধর্ম আর সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতীক চিহ্ন রাখা হতো; মাটির মন্দির গড়ে শিশুরা গুছিয়ে রাখতো তার সামনে পূজোর সামগ্রী, আর বসে থাকতো উপাসনার ভঙ্গীতে, যেন তারা এ-সব, কারুর কাছে না শিখে, জেনেছিল নিজের সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে। প্রত্যেকটি মানুষ, ধনী অথবা নির্ধন—শুধু কিছু সংখ্যক কৃপণ ছাড়া—সকলেই জীবন ধারণের দৈহিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার পর তার আয়ের বাকি অংশটুকু ব্যয় করতো ধর্ম-সংক্রান্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে, ত্রিরত্নের পূজার্চনায়, দরিদ্রদের ভিক্ষাদানে আর প্রাণীদের প্রাণ রক্ষায় তাদের কসাইয়ের কাছ থেকে কিনে নিয়ে।

অবস্থাপন্ন গৃহস্থদের নিজেদের বাড়ীতেই সর্বদা পূজার্চনার জন্যে একটি করে স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা হতো, যেখানে আহার্যের বিনিময়ে অবিরাম প্রার্থনায় রত থাকতো ভিক্ষুরা; এবং কখনো কখনো কোনো কোনো গৃহস্থ

আমন্ত্রণ করতো শতশত ভিক্ষুদের দিনের পর দিন অবিরাম ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবার জন্য, আর পারিশ্রমিক ও আহার্য দিতও প্রচুর এ-জন্যে। এমন কি দরিদ্রতম লোকেদের কুটিরেও থাকতো একটি বেদী যার উপর স্থাপিত থাকতো ভগবান বুদ্ধের মূর্তি যেখানে সবদাই প্রজ্বলিত রাখা হতো ঘৃতদীপ।

কাজেই, দোখামের অধিকাংশ জনগণ যদিও ছিল দীর্ঘকায় আর বলশালী এবং পরিশ্রমী আর স্বভাবে সাহসী, তবুও তাদের ঐ গুণগুলি ধর্মের সংমিশ্রণে ভদ্রতায় পরিণত হতো। নম্রতা আর দাক্ষিণ্য, মিতাচার, দয়া, মমতা, আর সর্বপ্রাণীর জন্যে চিন্তা—এই গুণগুলি তাদের অনুপ্রাণিত হতো তাদের ধর্মমত দ্বারা।

এই রকম অমায়িক লোকেদের মধ্যে খাঁটি তিব্বতী বংশে জন্মেছিলুম আমি। যদিও আমাদের পরিবার স্থায়িভাবে বসবাস করছিল দোখামে, আমাদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন মধ্য-তিব্বত থেকে। বহু শত বৎসর পূর্বে, রাজা মাংসুং মাংচেন্-এর রাজত্বকালে, তিব্বতের উত্তর-পুর্ব অংশে একটি তিব্বতী ফৌজ মোতায়েন করা হয়েছিল সীমান্ত রক্ষার জন্যে। দোখামের যে-অঞ্চলে আমরা বাস করতুম, মধ্য-তিব্বতের ফেম্‌বো থেকে একটি সৈন্য-বাহিনী এনে রাখা হয়েছিল সে স্থানটিতে; এবং আমাদের পারিবারিক কিংবদন্তী থেকে জানতে পারা যায়—আমাদের পূর্বপুরুষরা নাকি এসে-ছিলেন সেই সেনাদলের সঙ্গেই। আমাদের পারিবারিক কথাবার্তায় পূর্বাঞ্চলের চেয়েও ফেম্‌বো জেলার বহু কথা আজও ব্যবহার ক'রে থাকি আমরা, যেমন গামলাকে বলি—চিনে, আর চামচেকে—ছিম্‌বু। শুধু গত দু' পুরুষ ছাড়া আমাদের পরিবাবের একজন না একজন আমাদের গ্রামের নেতা হয়ে এসেছেন বরাবরই ছিজি নাঙ্‌সো খেতাব নিয়ে; ছিজি হচ্ছে স্থানের নাম আর নাঙ্‌সো মানে আভ্যন্তরীণ প্রহরী। সামান্য চাষী পরিবারে জন্মেছি ব'লে সর্বদাই পরিতৃপ্ত আমি। আমার গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিলুম যখন, আমি ছিলুম তখন খুবই ছোট, সে-কথা পরে বলবো আমি, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে চীন থেকে ফেরার পথে তাড়াতাড়ি একবার ঘুরে এসেছিলুম তাক্‌সিরে, আর পিতৃপুরুষের গ্রাম আর আমার বাসগৃহটি দেখে গর্ব অনুভব না ক'রে পারি নি আমি। সর্বদাই মনে হয়েছে যদি ধনী অথবা অভিজাত পরিবারে জন্ম হ'তো আমার, তাহ'লে বোধহয় সাধারণ তিব্বতীদের সুখ,

দুঃখ আর ভাবাবেগ উপলব্ধি করতে পারতুম না আমি। কিন্তু যেহেতু আমার জন্ম হয়েছে একটি সামান্য পরিবারে, আমি তাই বুঝতে পারি ওদের, বুঝতে পারি ওদের মনের কথা; এবং সেইজন্যেই এতো গভীরভাবে চিন্তা করি ওদের জন্যে, আর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ওদের জীবনের মান উন্নত করবার জন্যে।

আমাদের পরিবারটি ছিল বৃহৎ, কারণ আমরা ছিলুম দু' বোন আর চার ভাই, আমাদের মধ্যে বয়েসের পার্থক্য ছিল অনেক। ষোলটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন আমার মা, কিন্তু ন'টির মৃত্যু হয়েছিল যখন তা'রা ছিল নেহাৎই শিশু। প্রগাঢ় ভালবাসা আর অনুকম্পার বন্ধনে বাঁধা ছিল আমাদের সমস্ত পরিবারটি। খুবই দয়ালু ছিলেন আমার বাবা: যদিও রাগী ছিলেন কিছুটা, কিন্তু রাগ তাঁর থাকতো না বেশীক্ষণ। খুব দীর্ঘকায় কিম্বা বলিষ্ঠ ছিলেন না তিনি, বিদ্বান ও ছিলেন না খুব, কিন্তু তাঁর ছিল সহজাত চাতুর্য এবং বুদ্ধিমত্তা। তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল ঘোড়া, অশ্বারোহণ করতেনও খুব, এবং দক্ষতাও ছিল তাঁর—ভালো ঘোড়া নির্বাচন করবার আর অসুস্থ হ'লে তাদের সারিয়ে তোলার। মা আমার দয়াময়ী, স্নেহময়ী। প্রত্যেকের জন্যে ভাবেন তিনি; সানন্দে নিজের মুখের অন্ন ক্ষুধার্তকে ধ'রে দিয়ে নিজে থাকতেন অভুক্ত। যদিও তিনি এতো শান্ত প্রকৃতির, তবুও সকল সময়েই আমাদের সংসার পরিচালনা করতেন তিনিই। সব বিষয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতেও পারতেন তিনি, আর তাঁর ছিল উদার দৃষ্টিভঙ্গী; যেমন দালাই লামার পদে আমি অধিষ্ঠিত হবার পর আমাদের সামনে দেখা দিল নানান্ নতুন সম্ভাবনা, তাঁর অন্য সন্তানরাও যাতে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, সেদিকেও নজর দেওয়া বিশেষ কর্তব্য ব'লে মনে করেছিলেন তিনি।

কৃষিই ছিল আমাদের প্রধান জীবিকা, কিন্তু গবাদি পশু আর ঘোড়াও প্রতিপালন করতুম আমরা, আর সজ্জীও ফলাতুম আমাদের বাগানে। সাধারণতঃ আমাদের খামারে থাকতো জন পাঁচেক মজুর, আর বহু কাজ করতো পরিবারের লোকেরাই; কিন্তু বীজবপন কিম্বা ফসল কাটার সময় কয়েকদিনের জন্যে পনের থেকে চল্লিশ জন লোককে নিযুক্ত করতুম আমরা, টাকার বদলে তাদের দিতুম জিনিসপত্র; এবং আমাদের গ্রামের দস্তুরই ছিল—যখনই কোনো পরিবারের সাহায্যের দরকার অথবা কোনো অসুবিধেয়

পড়েছে তখনই পরস্পরকে সাহায্য করা। যখন আমি শিশু ছিলুম—ক্ষেতে কাজ করতে যাবার সময় পিঠে বেঁধে নিয়ে যেতেন আমাকে আমার মা, আর মাঠের একটি কোণে খোঁটায় বাঁধা ছাতার নীচে ঘুমোবার জন্যে শুইয়ে দিতেন আমাকে।

চকমেলানো ছিল আমাদের বাড়ীটা, মাঝখানে উঠোন। একতলা বাড়ী, নীচের দিকটা পাথরের তৈরী, ওপরের অংশটা মাটির। সমতল ছাদের কিনারাগুলো আশমানী রঙের টালি দিয়ে মোড়া। দক্ষিণে আমি-চিরির দিকে মুখ ক'রে সদর দরজা, এবং দরজার মাথাটা বর্শা আর পতাকায় সুসজ্জিত থাকতো সেইভাবে—যা ছিল তিব্বতের ঐতিহ্যের প্রতীক। উঠোনের মাঝখানে দীর্ঘ দণ্ডের মাথার ওপর থেকে আন্দোলিত হতো প্রার্থনা-পতাকা। বাড়ীর পিছনের খোলা জায়গায় রাখা হতো আমাদের ঘোড়া, খচ্চর আর অন্যান্য গবাদি পশু; এবং সদর দরজার সামনে খুঁটিতে বাঁধা থাকতো একটা তিব্বতী কুকুর বাড়ী পাহারা দেবার জন্যে, অনধিকার—প্রবেশকারীরা যাতে না প্রবেশ করতে পারে।

আটটি গাই আর সাতটি জোমো ছিল আমাদের। জোমো হচ্ছে তিব্বতী চমরী আর গাই'য়ের বর্ণ-সঙ্কর। (ইয়াক্ ব'লতে বোঝায় কেবল পুংজাতীয় প্রাণী, যেমন ষণ্ড। স্ত্রী—ইয়াক্‌কে বলা হয় ডিঃ।) জোমোর দুধ দুইতেন মা আমার নিজেই, আর আমি যখন হাঁটতে শিখেছিলুম সেই সময় থেকেই মা'র পেছনে পেছনে গিয়ে উপস্থিত হতুম গোয়ালঘরে বক্কুর অর্থাৎ গাউনের পাটে দুধ খাবার বাটিটা ধ'রে, আর মা আমায় গরম দুধ দুয়ে দিতেন জোমোর বাঁট থেকে। মুরগিও ছিল আমাদের, মুরগির বাক্সে যেতে দেওয়া হ'তো আমাকে ডিম সংগ্রহ করবার জন্যে। এ আমার অনেক ছোটবেলার একটি স্মৃতি। মনে পড়ছে—একবার একটা মুরগির বাক্সের উপর উঠে ব'সে মুরগির মতোই ডেকেছিলুম আমি।

সাদাসিধে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা হ'তো আমাদের পরিবারে, কিন্তু সকলেই ছিল সুখী আর সন্তুষ্ট; আর এই পরিতৃপ্তির বহুলাংশের জন্যে ঋণী ছিলুম আমরা এয়োদশ দালাই লামা থুপ্‌টেন্ গিয়াৎছোর কাছে, যিনি ছিলেন তিব্বতের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব শাসক বহু বৎসর ধ'রে। তাঁর শাসন-কালে তিব্বতকে স্বাধীন জাতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি, এবং

জনগণের উন্নতির জন্যে অভীষ্ট সাধনও করেছিলেন বহু প্রকার। পূর্বাংশ, যেখানে আমরা বাস করতুম, সেটি ছিল চীন সম্রাটের শাসনাধীনে, কিন্তু তিনি ছিলেন ঐস্থানের আধ্যাত্মিক গুরু, এবং বহু দিন তিনি সেখানে বাস করায় স্থানীয় লোকেরা এসে পড়েছিল সরাসরি তাঁর প্রভাবের মধ্যে। একবার তিনি ঘোষণা করেছিলেন তাঁর অনুগামিদের কাছে : 'আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক কার্যপরিচালনার ভার নেওয়ার পর কোনো বিশ্রাম ছিল না আমার, আনন্দ উপভোগের সময়ও ছিল না একটুও। দিন রাত্রি চিন্তা করতে হ'তো ধর্ম আর রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়ে, কি ক'রে প্রত্যেকের শ্রীবৃদ্ধি হবে সর্বরকমে। চিন্তা করতে হ'তো কৃষকদের কল্যাণ হবে কি ক'রে, কেমন ক'রে হবে তাদের দুঃখের অবসান ; কি ক'রে উন্মুক্ত হবে তাদের সামনে তৎপরতা, নিরপেক্ষতা আর ন্যায়ের তিনটি দুয়ার।'

তাঁরই প্রগাঢ় প্রচেষ্টায় দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি আর সমৃদ্ধির স্বাদ উপভোগ করতে সুরু করেছিল তিব্বতের জনগণ। নিজেই বলেছিলেন তিনি : 'সেই সলিল ষণ্ড বৎসর থেকে বর্তমান সলিল বানর বৎসর পর্যন্ত সুখ আর সমৃদ্ধিতে ভ'রে আছে তিব্বতভূমি। এ যেন নতুন ক'রে তৈরী দেশ। আরামে আর সুখে আছে দেশের সমস্ত মানুষ।'

কিন্তু সলিল পক্ষী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে থুপ্‌টেন গিয়াৎছো চ'লে গেলেন ইহজগৎ ত্যাগ ক'রে, এবং এ-সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়লো সারা তিব্বতে, নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করলো লোকেরা। এ-দুঃসংবাদ আমার বাবাই নিয়ে এসেছিলেন আমাদের গ্রামে ; কুমবুমের বাজারে গিয়েছিলেন তিনি, ওখানকার বড় গুম্‌পায় শুনে এসেছিলেন এ-দুঃসংবাদটি। তিব্বতের শান্তি আর কল্যাণের জন্যে ত্রয়োদশ দালাই লামা এতো করেছিলেন যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা আর সম্মানের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ জম্‌কালো একটি সোনার সমাধি-মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত করেছিলেন তিব্বতের জনগণ। প্রাচীন প্রথা অনুসারে এই অপূর্ব সমাধিটি নির্মিত হয়েছিল রাজধানী লাসায় পোতালা প্রাসাদে।

ত্রয়োদশ দালাই লামার তিরোধানে সন্ধান সুরু হ'ল তাঁর উত্তরাধিকারী অবতারী লামার, কারণ প্রত্যেকটি দালাইলামা তাঁর পূর্বতনের প্রতিকৃতি। প্রথমে, ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি, তিনি ছিলেন করুণাময়

বুদ্ধ চেরেজির অবতার, সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন যিনি।

প্রথমে—যে পর্যন্ত না অবতারের সন্ধান পাওয়া যায় এবং যতোদিন পর্যন্ত না তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন, এই অন্তবর্তী কালের জন্যে দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধি-শাসক নিয়োগ করতেন জাতীয় পরিষদ। তারপর প্রাচীন প্রথা এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় দৈবজ্ঞ আর বিদ্বান লামাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হতো,—কোথায় পুনরায় আবির্ভূত হয়েছেন এই অবতার, সেই স্থানটির সন্ধান পাবার প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে। লাসা থেকে উত্তর-পূর্বে দেখা গেলো অদ্ভুত মেঘ-বিন্যাস। মনে পড়লো দালাই লামার তিরোধানের পর লাসায় তাঁর গ্রীষ্মাবাস নরবুলিংখায় দক্ষিণমুখী ক'রে বসিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁর দেহটিকে একটি সিংহাসনে; কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেলো তাঁর মুখটি ঘোরানো রয়েছে পূর্বদিকে। এবং যে কাঠের মঞ্চের ওপরে বসানো ছিল তাঁর দেহটি, তারই উত্তর-পূর্ব দিকের স্তম্ভে সহসা দেখা গেলো নক্ষত্রের আকারের একটি ছত্রক। এইগুলি এবং অন্যান্য লক্ষণগুলি থেকে নির্দেশ পাওয়া গেলো—নব আবির্ভূত দালাই লামার সন্ধান করতে হ'বে কোন্ দিকে।

তারপর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তিব্বতী বৃক্ষ শূকর বৎসরে প্রতিনিধি-শাসক গিয়ে উপস্থিত হলেন লাসার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় নব্বুই মাইল দূরে ছুখোবৃজেল্-এ লাহ্‌মুই লাহ্‌ছো পবিত্র হ্রদে। এই হ্রদের জলে ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করে তিব্বতীরা। এ রকম বহু হ্রদ আছে তিব্বতে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে লাহ্‌মুই লাহ্‌ছো হ্রদই সব চেয়ে বিখ্যাত। শুনতে পাওয়া যায়—এই সব ইঙ্গিত দেখা দেয় কখনও কখনও অক্ষরের মাধ্যমে, এবং কখনও কখনও নানা স্থান আর ভবিষ্যৎ ঘটনার মধ্যে দিয়ে। প্রার্থনা আর ধ্যানের মধ্যে কেটে গেলো অনেকগুলি দিন; তারপর প্রতিনিধি-শাসকের কল্পনা-দৃষ্টিতে ধরা পড়লো তিনটি তিব্বতী অক্ষর, আ, কা, মা এবং সঙ্গে সঙ্গে সবুজ আর সোনালী রঙের ছাদবিশিষ্ট একটি গুম্পা আর আশমানী রঙের টালিতে ছাওয়া একটি গৃহ। এই কল্পনাদৃষ্ট ব্যাপারগুলির বিশেষ বিবরণী, লিখে রাখা হয়েছিল এবং তা রাখা হয়েছিল বিশেষ গোপনে।

পরের বছরে উচ্চাঙ্গের লামাদের আর সম্মানিত ব্যক্তিগণকে এই ভবিষ্যৎ বাণীর গুপ্তরহস্য উপলব্ধি করিয়ে পাঠানো হলো তিব্বতের দিকে দিকে সেই স্থানটি খুঁজে বার করবার জন্যে যেটির প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন প্রতিনিধি-শাসক হ্রদের জলে।

পূর্বদিকে গিয়েছিলেন যে সুধীরা শীতের সময় পৌঁচেছিলেন তাঁরা আমাদের দোখাম্ অঞ্চলে; এবং কুমবুমের গুম্পার সবুজ-সোনালী ছাদটা দৃষ্টিগোচর হ'ল তাঁদের। তৎক্ষণাৎ তাক্সির গ্রামের আশমানী টালিতে ছাওয়া বাড়ীটিও লক্ষ্য করলেন তাঁরা। সেই গৃহে বসবাসকারী পরিবারে কোনো শিশুসন্তান আছে কিনা জিগ্যেস্ করলেন তাঁদের নেতা, এবং উত্তর পেলেন—একটি শিশু আছে ঐ পরিবারে বয়েস যার প্রায় দু' বছর।

এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পাবার পর ঐ দলের দুজন সভ্য, একটি পরিচারক, এবং স্থানীয় মঠের দুজন কর্মকর্তা, যাঁরা তাঁদের পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিলেন,—তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে গেলেন ঐ বাড়ীতে। প্রধান দলটির একজন নিম্নপদস্থ মঠাধিকারিক, নাম লোসাং ছেওয়াং, ভান করলেন নেতা হিসেবে, আর দলের যিনি ছিলেন আসল নেতা, সেরা গুম্পার লামা কেচ্ছাং রিনপোচে, পরনে ছিল তাঁর জীর্ণ পোশাক, তিনি সেজেছিলেন একজন পরিচারক। বাড়ীর সদর দরজায় এই অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলো আমার বাবার, উনি মনিব ব'লে মনে ক'রে লোসাংকে আমন্ত্রণ করলেন বাড়ীর ভেতরে আসবার জন্যে, আর অন্যান্যদের নিয়ে যাওয়া হলো চাকরদের থাকবার ঘরে। সেখানে তাঁরা দেখতে পেলেন পরিবারের সেই শিশুটিকে; লামাকে দেখা মাত্রই শিশুটি এগিয়ে এলো তাঁর কাছে, আর বসতে চাইলো তাঁর কোলে। যে আলখাল্লাটি ছদ্মবেশ হিসেবে পরেছিলেন লামা, মেষচর্মের অস্তর ছিল সেটিতে; কিন্তু গলায় তাঁর পরা ছিল একটি জপমালা, যেটি ছিল ত্রয়োদশ দালাই লামার সম্পত্তি। সেই জপমালাটি যেন চিনতে পারলো ছোট্ট শিশুটি, আর নিতে চাইলো সেই মালাটি। প্রতিশ্রুতি দিলেন লামা এই ব'লে যে ওটি তাকে দেবেন যদি সে বলতে পারে—কে তিনি। শিশুটি বললে—উনি সেরা আগা, আঞ্চলিক ভাষায় যার অর্থ হলো—সেরার লামা। মনিবের নাম জিগ্যেস করলেন লামা, শিশুটি

নাম বললে—লোসাং। আসল চাকরটিরও নাম জানতো সে—আম্‌দো কেসাং।

বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে শিশুটিকে লক্ষ্য করতে লাগলেন লামা সারাদিন ধ'রে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সময় হ'ল তাকে বিছানায় শোয়াবার। সকলেই রাত্রে থাকলেন সেই বাড়াতে, এবং পরদিন ভোরে যখন তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন চ'লে যাবার জন্যে, সেই সময় বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগলো সেই বালকটি।

আমিই সেই বালক।

যাঁদের তাঁরা আপ্যায়ন করলেন, সেই পর্যটকদের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মা বাবা কিছুই সন্দেহ করেন নি এতক্ষণ পর্যন্ত। কয়েকদিন বাদে বয়োজ্যেষ্ঠ লামা আর সম্মানিত ব্যক্তিদের গোটা দলটি এসে উপস্থিত হলেন তাক্‌সিরের বাড়ীতে। এই বিশিষ্ট আগন্তুকদের বড় দলটিকে দেখে, মা বাবা আমার মনে করলেন, হয়তো বা আমি কোনো অবতারী লামা, কেন না এ রকম বহু অবতারী আছেন তিব্বতে, আমার বড় ভাইই তো তার প্রমাণ। কুমবুম্ গুম্পায় সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন একজন অবতারী লামা, ওঁরা তাই ভাবলেন আগন্তুকরা বোধহয় সন্ধান করছেন তাঁরই অবতারীর; কিন্তু এটা তাঁরা ভাবতেই পারেন নি যে স্বয়ং দালাই লামার অবতারী হ'তে পারি আমি।

ছোট ছোট শিশুরা—যারা অবতারী—তাদের পক্ষে পূর্ব জন্মের ঘটনাবলী আর লোকেদের স্মরণ করা খুবই সাধারণ ব্যাপার। না শেখানো হ'লেও ধর্মশাস্ত্র থেকে আবৃত্তি করতেও পারে কেউ কেউ। আমার কথাবার্তা থেকে ধারণা হয়েছিল লামার যে যে-অবতারীর সন্ধান করছিলেন তিনি, তাকেই খুঁজে পেয়েছেন বোধহয়। গোটা দলটি ফিরে এলেন আবার, আরও পরীক্ষা করবার জন্যে। সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁরা ঠিক একই রকমের দুটি কালো জপমালা, যার মধ্যে একটি ছিল ত্রয়োদশ দালাইলামার। শুনেছি—আমাকে যখন ঐ দু'টি মালাই দিতে গেলেন তাঁরা আমি নিয়েছিলুম ত্রয়োদশ দালাইলামার মালাটি, নিয়ে প'রেছিলুম আমার গলায়। একই রকমের পরীক্ষা করা হয়েছিল দুটি হলদে রঙের জপমালা নিয়েও। এরপরে, আমাকে তাঁরা দিলেন দুটি ডমরু, একটি ছোট—যেটি ব্যবহার করতেন

দালাইলামা তাঁর অনুচরদের ডাকবার জন্যে, এবং অন্যটি অপেক্ষাকৃত বড়, কাজকরা আর সোনার ফিতে দিয়ে বাঁধা, দেখতেও খুব আকর্ষণীয়। আমি বেছে নিলুম ছোট ডমরুটি, আর প্রার্থনার সময় যেভাবে বাজানো হয়, সেই-ভাবে বাজাতে লাগলুম সেই ডমরুটি। সর্বশেষে তাঁরা দিলেন দুটি যষ্টি। নকল যষ্টিটি ছুঁয়ে ছিলুম আমি প্রথমে, তারপর একটু থেমে সেটিকে নিরীক্ষণ করলুম কিছুক্ষণ, অন্য লাঠিটি তুলে নিলুম তারপর, যেটি ব্যবহার করতেন দালাইলামা, আর সেটিকে ধ'রে রাখলুম হাতের মধ্যে। আমার এই দ্বিধার কারণ সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে জানতে পারলেন ওঁরা যে প্রথম লাঠিটিও ব্যবহার ক'রেছিলেন এক সময়ে দালাইলামা, পরে তিনি ওটি দিয়ে দিয়েছিলেন একটি লামাকে, যিনি আবার ওটি দিয়ে দিয়েছিলেন কেচ্ছাং রিন্‌পোচেকে।

অবতারীর সন্ধান পাওয়া গেছে বলে বিশ্বাস হলো তাঁদের—এই সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা, এবং আরও দৃঢ়তর হলো এই বিশ্বাস সেই প্রতিনিধি-শাসকের হ্রদের জলে দেখা তিনটি অক্ষরে। বিশ্বাস হয়েছিল তাঁদের,—প্রথম অক্ষর 'আ'—বোঝাবে 'আম্‌দো'—আমাদের জেলার নাম। 'কা'—বোঝাবে কুম্‌বুম্‌, যেটি হচ্ছে ঐ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা বড় গুম্‌পা, প্রতিনিধি-শাসক যেটি দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর কল্পনাদৃষ্টিতে; কিম্বা 'কা' আর 'মা' বোঝাতে পারে গ্রামের ওপরের দিকে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত কর্‌মা রুল্‌পে দোরজির গুম্‌পাও।

ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ব'লেই মনে হলো তাঁদের কাছে, কেন না কয়েক বৎসর আগে চীন থেকে ফেরার পথে এই কর্‌মা রুল্‌পে দোরজির গুম্‌পায় অবস্থান করেছিলেন ত্রয়োদশ দালাইলামা। অবতারী লামা তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এই গুম্‌পায়, এবং শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করেছিলেন গ্রামের লোকেরা, আমার বাবাও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন, বাবার বয়েস তখন ন' বছর। একজোড়া জুতো বা জাজিং ফেলে গিয়েছিলেন দালাইলামা এই গুম্‌পায়,—এও মনে পড়লো তাঁদের। যে বাড়ীটিতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম সেটির দিকে নিরীক্ষণ করেছিলেন তিনি কিছুক্ষণ, এবং মন্তব্য করেছিলেন বাড়ীটি খুব সুন্দর ব'লে।

এই সমস্ত ঘটনা থেকে পূর্ণ বিশ্বাস করলেন অনুসন্ধানী দলটি যে যাঁকে পাওয়া গেছে তিনিই হচ্ছেন অবতারী। টেলিগ্রামে সমস্ত বিবরণী তাঁরা

জানিয়ে দিলেন লাসাতে। সে সময়ে একটি মাত্র টেলিগ্রাফ লাইন ছিল তিব্বতে, লাসা থেকে ভারত, কাজেই সিনিং থেকে চীন ও ভারতের মধ্য দিয়ে সাংকেতিক লিপিতে পাঠাতে হয়েছিল সংবাদটি; এবং ঐ পথেই আবার আদেশ এলো পুণ্য নগরীতে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে।

যাই হোক, তিব্বতের উত্তর-পূর্ব অংশ যেখানে থাকতুম আমরা, সে সময়ে সে স্থানটি চীনাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকায়, চীনা রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়েছিল প্রথমে। অনুসন্ধানী দলটি বলেছিলেন তাঁকে যে নতুন দালাইলামার সন্ধানে এসেছেন তাঁরা, এবং সম্ভাব্য অভ্যর্থীদের লাসায় নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর সাহায্য প্রার্থনাও করেছিলেন তাঁরা। চূড়ান্ত মনোনয়ন করা হয়েছে ব'লে যে তাঁদের বিশ্বাস হয়েছিল, সে-কথা তাঁর কাছে বলেন নি তাঁরা, হয়তো অসুবিধের সৃষ্টি করতে পারেন তিনি—এই ভয়ে। বস্তুতঃ কোনো উত্তরও দেন নি তিনি। যে-বালকগুলিকে মনোনয়ন করা হয়েছিল, তাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন দুবার, এবং নিজে যদিও তিনি ছিলেন মুসলমান, তবুও নিজের মতো ক'রে তাদের পরীক্ষা করবেন ব'লে স্থির করলেন তিনি। খুবই সহজ ছিল সে-পরীক্ষা। এক বাক্স মিঠাই দিলেন তিনি আমাদের সকলকে। অনেকে নিলে না মিঠাই ভয়ে, অনেকে আবার এত লোভী যে তুলে নিল মুঠো ভ'রে; আমি কিন্তু যা শুনেছি—একটি উঠিয়ে নিয়ে খেতে লাগলুম আমি সাবধানে। এইজন্যে, এবং আরও জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে ওঁর মনে হলো যে আমিই সম্ভাব্য পাত্র, যেহেতু অন্য ছেলেদের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন তিনি, আর সঙ্গে উপহার দিলেন প্রত্যেকের মা বাবার জন্য একখান ক'রে কাপড়; কিন্তু আমার মা বাবাকে আদেশ দিলেন তিনি—কুম্‌বুম্ গুম্পায় আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার দাদা—যিনি ইতিমধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে অধ্যয়নে রত ছিলেন—তাঁর তত্ত্বাবধানে আমাকে রেখে আসতে।

শুনতে পাওয়া যায়—এর পর নাকি আমাকে নিয়ে যাবার অনুমতি দেবার পূর্বে তিব্বত সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে একলক্ষ চাইনিস ডলার পণ দাবি করেছিলেন রাজ্যপাল। এ তো প্রচুর অর্থ, আর এতে তাঁর অধিকারও ছিল না কোনো। তবুও প্রতিনিধিরা তাঁকে দিলেন এই অর্থ, কিন্তু দাবি করলেন তিনি আরও তিনলক্ষ মুদ্রা। সরকারী প্রতিনিধিরা

বললেন তাঁকে,—আমিই যে ঠিক দালাইলামার অবতার, এ-বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে, এবং আরও বোঝালেন যে তিব্বতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও রয়েছে এ-পদের উমেদার। রাজ্যপাল যদি বিশ্বাস করেন যে নিশ্চয়ই আমাকেই দালাইলামা ব'লে গ্রহণ করা হবে, তা হ'লে আরও অধিকতর পণ দাবি করবেন তিনি, এবং আরও দেরী ক'রে দেবেন,—এ-আশঙ্কা প্রতিনিধিদের মনে জেগেছিল তখন; আর এও বুঝতে পেরে-ছিলেন তাঁরা যে এ-সুযোগে তিব্বতের ওপর কিছু কর্তৃত্বও দাবি করবেন চীনা সরকার।

এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের কথা জানানো হলো লাসায়। চীনের মধ্য দিয়ে যে সব টেলিগ্রাম যাবে আসবে, তার মাধ্যমে এ-সব ব্যাপারের আলোচনা করা সমীচীন নয়, তাই রাজধানীতে সমাচার পাঠাতে হলো লোক মারফৎ। বহু মাস লেগেছিল জবাব পেতে, এবং অনুসন্ধানের সুরু থেকে আরম্ভ ক'রে **চীনা রাজ্যপালের** সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করা পর্যন্ত সময় লেগেছিল প্রায় দু'বৎসর।

বরাবরই খুবই গোপন রাখতে হয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটা, **প্রদেশপাল** যে কি ক'রে বসেন শুধু এই ভয়েই নয়, তাছাড়া তখনও পর্যন্ত এই আবিষ্কারটি পেশ করা হয় নি জাতীয় পরিষদের সামনে সরকারী স্বীকৃতির জন্যে, সে-কারণেও বটে। অনুসন্ধানকারী দলটির এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলা হয় নি আমার মা বাবাকে পর্যন্ত, এবং এতো দীর্ঘকালের অপেক্ষা সত্ত্বেও কোনো দিনও সন্দেহ করতে পারেন নি তাঁরা যে লামাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরই অবতারী হতে পারি আমি। যাই হোক, আমার বয়েস হলে মা কিন্তু বলেছিলেন আমায়—কিছু অসাধারণ ভাগ্যের পূর্বাভাষ ছিল আমার মধ্যে। বিশিষ্ট অবতারী লামার জন্ম হয় যে-জেলায়, সে-জেলা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁর জন্মগ্রহণ করবার পূর্বে, এ-রকম কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তিব্বতে। আমি জন্মাবার আগে পর পর চার বছর ফসল নষ্ট হয়েছে তাক্‌সিরে, হয় পাক ধরার পর শিলা বৃষ্টি হয়ে, কিম্বা চারা অবস্থায় অনাবৃষ্টিতে। গ্রামের লোকেরা তাই বলতো—নিশ্চয়ই কোনো অবতারী লামা জন্মগ্রহণ করবেন তাদের মধ্যে। খুব দুঃসময় চলছিল বিশেষ করে আমাদের সংসারে। সামান্য মূল্যের যা সম্পত্তি ছিল আমাদের তার মধ্যে মারা গিয়েছিল অনেক ঘোড়া আর

গবাদি পশু, আর এর কারণও কিছু নির্ধারণ করতে পারেন নি আমার বাবা। আমার জন্মের কয়েক মাস পূর্বে বিশেষ পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন বাবা নিজেই, উঠতে পারেন নি বিছানা ছেড়ে। কিন্তু আমার জন্মের দিন প্রত্যূষে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে তিনি উঠে পড়লেন বিছানা থেকে, প্রার্থনা করলেন আর ঘৃতদীপগুলি, যা আমাদের বাড়ীতে সর্বদা জ্বালানো থাকতো বেদীর ওপরে, সেগুলি ভ'রে দিলেন ঘি দিয়ে। মনে পড়ে মায়ের—মা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন এইজন্যে, কুড়েমি করে এতোদিন বিছানায় শুয়েছিলেন বাবা, দোষও দিয়েছিলেন তাঁকে এই ব'লে। বাবা কিন্তু বলেছিলেন—আরোগ্য হয়ে উঠেছেন তিনি। যখন আমি জন্মেছিলুম, মা বলেছিলেন বাবাকে—পুত্র-সন্তান হয়েছে, বাবা শুধু বলেছিলেন,—"বেশ। আমি চাই ও হোক ভিক্ষুসন্ন্যাসী।"

রাজ্যপালের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো হচ্ছিল যখন, আমাকে তখন রাখা হয়েছিল গুম্‌পায়। আমার বয়েস ততদিনে হয়েছিল তিন বছর, আর আমার মা বাবার কাছ-ছাড়া হওয়ার জন্যে আমি অবশ্য মনমরা হয়েছিলুম খুবই। আমার বড়দা থুপ্‌তেন্‌ জিগ্‌মে নরবু ছাড়াও আমার সেজদা লোসাং সাম্‌তেন, বয়েস তখন তার পাঁচ বছর, সেও ছিল সেখানে; কিন্তু তখন লেখাপড়া শুরু ক'রেছে সেজদা, এবং সে যখন থাকতো তার শিক্ষকের কাছে, আমার আর কোনো খেলার সঙ্গী থাকতো না তখন। এখনও মনে পড়ে আমার—কি অধৈর্য হয়েই না অপেক্ষা করতুম আমি তার পড়ার ঘরের বাইরে, আর তার শিক্ষককে জানতে না দিয়ে সেজদার দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম পর্দার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে। কিন্তু শিক্ষক ছিলেন খুব কড়া আর সাম্‌তেন নিরুপায়।

আমাদের কাকাও ছিলেন সেখানে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সাম্‌তেন আর আমি অপছন্দ করতুম তাঁকে শিশুসুলভ মনোভাব নিয়ে, তার প্রধান কারণ, আমার মনে হয়, কালো কালো দাগযুক্ত তাঁর মুখ, আর খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি, (যা তিব্বতীদের মধ্যে বিরল) আর তাঁর গোঁফ, যা তিনি দুরস্ত ক'রে রাখতেন ঘন ঘন চর্বি লাগিয়ে; এবং এ-জন্যেও বটে যে প্রায়ই তিনি রাগ করতেন আমাদের ওপর, তবে অকারণে নয় বোধ হয়। মনে পড়ে—তাঁর সেই অসাধারণ রকমের প্রকাণ্ড আর জমকালো জপমালা, সর্বদা ব্যবহারের

ফলে গুটিগুলি যার হয়ে গিয়েছিল একেবারে কালো ; এবং বিশেষ করে মনে পড়ে আমার তাঁর সেই পাতা-খোলা পুঁথিগুলি, কারণ একদিন এ-গুলিতে চোখ বুলতে গিয়েছিলুম আমি, ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছিল সব খোলা পাতাগুলো, আর ক্রোধান্বিত কাকার কাছ থেকে পেয়েছিলুম ভারী ওজনের কয়েকটি চপেটাঘাত। এ-রকম ব্যাপার ঘটলে সাম্‌তেন আর আমি পালিয়ে যেতুম দৌড়ে, আর লুকিয়ে থাকতুম আমরা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা খুঁজতেন আমাদের কাকা। বুঝতে পারতুম না আমরা, কী গভীর উদ্বেগের কারণ হতো এতে ক'রে আমাদের কাকার, বিশেষ ক'রে এইজন্য যে রাজ্যপাল কতো গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন আমার ওপর ; কিন্তু ফল হতো এতে ক'রে খুবই, আর যখন তিনি খুঁজে বার করতেন আমাদের, বোঝাপড়া হ'য়ে যেতো—উভয়-পক্ষের মধ্যে ভবিষ্যতে সদ্ভাব থাকে যাতে। আর মিঠাই দিয়ে তিনি ভোলাতেন আমাদের, আমরা লক্ষ্মী হয়ে থাকলে সে সব মিঠাই কোনোদিনই দিতেন না তিনি।

মোটের ওপর, আমার ছোটবেলার জীবনের এই অংশটি ছিল নিঃসঙ্গ এবং নিরানন্দ। সামতেনের মাস্টারমশাই তাঁর কোলে বসাতেন আমাকে, ঢেকে নিতেন আমাকে তাঁর আলখাল্লার মধ্যে, আর শুক্‌নো ফল খেতে দিতেন আমাকে ;—এই একটি মাত্র সান্ত্বনা—যা আমার মনে পড়ে। দিদি আমার মনে করিয়ে দেন আমাকে যে আমার সঙ্গীবিহীন খেলার মধ্যে একটি খেলা ছিল—দেশভ্রমণে যাত্রা করা, জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে কাঠের ঘোড়ায় চ'ড়ে বেরিয়ে পড়া।

অবশেষে, মৃত্তিকা শশক বর্ষের ষষ্ঠ মাসের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ইংরেজী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, সময় এলো আমার সত্যিকারের যাত্রা সুরুর। তিন লক্ষ মুদ্রার পুরোটা সংগ্রহ করতে পারলেন না সরকারী প্রতিনিধিরা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কয়েকজন মুসলমান ব্যবসায়ী মক্কায় তীর্থযাত্রার পথে প্রথম পর্যায়ে লাসা হয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং বাকি টাকাটা ঋণ দিতে রাজী হলেন তাঁরা এই শর্তে যে ঐ-টাকাটা পরিশোধ ক'রে দিতে হবে তাঁদের লাসায়। অতঃপর আমাকে যেতে দিতে সম্মত হলেন রাজ্যপাল এই শর্তে যে জামিন হিসেবে রেখে যেতে হবে একজন ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাকে, সোনার জলে লিখা এক প্রস্থ শাস্ত্রগ্রন্থ আর ত্রয়োদশ দালাইলামার সম্পূর্ণ এক প্রস্থ

পরিচ্ছদের পরিবর্তে, যা তিনি দাবী করেছিলেন যে যদি আমি নির্বিঘ্নে পৌঁছই, তাহ'লে ঐ-গুলি কুম্বুমে পাঠিয়ে দিতে হবে। সম্মত হয়েছিলেন সকলে এতে; কিন্তু আনন্দের বিষয়—আমি লাসা পৌঁছনোর পর কিছু রাজনৈতিক গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল দোখামে, এই গোলমাল চলছিল যখন সেখানে, জামিনদারটি পালিয়ে গিয়েছিলেন সে সময়, আর নিরাপদে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন লাসায়।

আমার চতুর্থ জন্ম দিনের এক সপ্তাহ পরে আমাদের যাত্রা হলো শুরু, তিন মাস তের দিন ধ'রে চলেছিল সে যাত্রা। তাক্সিরে বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার, বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে আসার মুহূর্তটি ছিল আমার মা বাবার কাছে বড়ই বেদনাদায়ক, কারণ ভবিষ্যতে আমার যে কি হবে, তা তাঁরা তখনও জানতেন না কিছুই। সন্ধানকারী দলের লোকজন, আমাদের নিজেদের পরিবারবর্গ, আর মুসলমানদের দলটি, যাঁরা আরও দীর্ঘ দিনের যাত্রায় বেরিয়েছেন, এঁদের সকলকে নিয়ে আমাদের দলটিতে ছিল প্রায় জন পঞ্চাশ লোক, সাড়ে তিন শ' অশ্ব আর অশ্বতর। আমার মা বাবা তাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলেন আমার বড় দাদা দুজনকে, গিয়ালো ঠেন্ডুপ্, বয়েস ছিল ন' বছর, আর লোসাং সামতেন, বয়েস তখন তার ছ' বছর। তিব্বতে কোনো চক্রবাহিত যান বা শকট ছিল না তখন, আর রাস্তাও ছিল না এসবের; দুটি অশ্বতরের পিঠের ওপর দুটি বড় বড় খুঁটিতে বাঁধা একটি শকট, নাম—ঠিঃযাম্, চড়েছিলুম তাতে আমি আর সামতেন। পথের অমসৃন আর বিপজ্জনক অংশগুলিতে অনুসন্ধানী দলের লোকেরা পালাপালি ক'রে ব'য়ে নিয়ে এসেছিলেন আমাকে। তিব্বতে পর্যটনের রীতি অনুযায়ী ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত এগিয়ে চলতুম আমরা আর রাত্রিবাস করতুম তাঁবুতে, কেন না খুবই অল্প সংখ্যক লোকালয় পড়েছিল আমাদের যাত্রাপথে। বস্তুতঃ আমাদের যাত্রার প্রথম দিকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোনো মানুষই নজরে পড়েনি আমাদের; শুধু—কয়েকটি যাযাবর ছাড়া, যারা এসেছিল আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে।

নির্বিঘ্নে চীনের কর্তৃত্বের বাইরে এসে পৌঁছেছিলুম আমি যে মুহূর্তে, সেই মুহূর্তে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা হ'ল লাসায়, একটি থোম্পার স্বীকৃতির জন্যে। তাঁর কল্পনা-দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন প্রতিনিধি-শাসক,

যে-সব পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিলুম আমি, আর যে-স্থানে পুনর্জন্ম হবে ব'লে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ত্রয়োদশ দালাইলামা, এ সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণী পেশ করা হয়েছিল পরিষদের কাছে। তদন্ত করা হয়েছে অগ্রগণ্য দৈবজ্ঞ আর লামাদের পরামর্শ অনুযায়ী—এও জানানো হয়েছিল তাঁদের ; পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হলো পরিষদে, যে আমিই দালাইলামার অবতারী লামা, এবং উর্ধ্বতন রাজপুরুষদের পাঠানো হলো আমার আগমণ-পথে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে।

এই সমস্ত কর্মকর্তাদের প্রথম ব্যক্তিটির সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হলো থুটোপ্‌চে নদীর তীরে, তখন আমরা অতিক্রম করেছি প্রায় তিন মাসের পথ। দশ জন লোক আর এক শ' বোঝা দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে এনেছিলেন তিনি, আর এনেছিলেন চর্মনির্মিত চারটে পান্‌সি—জিনিসপত্র সহ আমাদের নদী পার করে নিয়ে যাবার জন্যে। কাজেই ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগলো আমাদের দলটি।

কয়েক দিন পরে ঠা-ছাং-লাহ্‌ গিরিবর্ত্ম পার হয়ে পৌঁছলুম আমরা বুম্‌ছিন্‌ সহরে, লাসা থেকে পনের দিনের পথ। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন অপর একজন সরকারী কর্মচারী এবং তিব্বতীয় প্রথা অনুযায়ী সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপনের বিশ্বজনীন প্রতীক উত্তরীয়ই যে শুধু আমাকে দিলেন তা নয়, তা ছাড়া তিন গুণ শ্রদ্ধাভক্তির দানস্বরূপ মেন্‌ডেল্‌ তেন্‌সুম্‌ও দিলেন আমাকে। এবং এই সময়ই নিশ্চিত জানতে পারলেন আমার মা বাবা যে তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রই হচ্ছে দালাইলামার অবতারী ; মহা আনন্দ, ত্রাস আর কৃতার্থতা বোধ করলেন তাঁ , এবং ক্ষণিকের জন্যে অপ্রত্যয়-বোধও অনুভব করলেন তাঁরা, মহৎ আর সুখ সংবাদের সঙ্গে যে প্রকারের অবিশ্বাস বোধ এসে থাকে প্রায়ই।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হবার পর, লাসা থেকে দশ পর্যায়ের দূরত্বে, আমাদের দেখা হলো প্রায় একশ জনের একটি দলের সঙ্গে, সঙ্গে তাঁদের আরও বহু অশ্ব আর অশ্বতর। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন তিব্বতের মন্ত্রী-সভার একজন সদস্য এবং এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বহু রাজপুরুষ আর লাসার বিশেষ বিশেষ তিনটি গুম্‌পার প্রতিনিধিবৃন্দ, যাঁরা সকলেই আমাকে অর্পণ করলেন ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তরীয় আর মেন্‌ডেল্‌ তেন্‌সুম্‌। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁরা সেই ঘোষণাপত্র যাতে চতুর্দশ দালাইলামা ব'লে ঘোষণা করা

হয়েছিল আমাকে, এবং প্রতিনিধি-শাসক, মন্ত্রীসভা আর তিব্বতের জাতীয় পরিষদের অনুমত্যানুসারে জারি করা হয়েছিল যেটি। তারপর আমার কৃষাণের পোষাক ছেড়ে ফেলে আমি ধারণ করলুম ভিক্ষু সন্ন্যাসীর বেশ। আমার পরিচর্যায় নিযুক্ত করা হলো আনুষ্ঠানিক পার্শ্বচরদের, এবং তখন থেকে আমাকে ব'য়ে নিয়ে বেড়ানো হতো সোনায় মোড়া পাল্‌কিতে—তিব্বতীরা যাকে বলে ফেব্‌যাম্‌।

এখান থেকে ক্রমশঃ আরো জমকালো হয়ে হয়ে এগিয়ে চললো শোভাযাত্রা। প্রত্যেকটি গ্রাম আর সহর যারই মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছি, সেখানেই প্রতীক আর সম্মান চিহ্ন হাতে লামা আর ভিক্ষুদের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। সেখানকার স্থানীয় লোকেরাও যোগ দিয়েছে শোভাযাত্রায়, শিঙা, সানাই, ঢোল আর করতালের ধ্বনি জেগে উঠেছিল চারিদিকে, এবং ধূপদানী থেকে ভেসে আসছিল ধূপের ধোঁয়ার মেঘাড়ম্বর। সাধারণ লোক বা ভিক্ষু সন্ন্যাসী প্রত্যেকেই এসেছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা ভালো পোশাকটি প'রে, আর করযোড়ে, হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেছিলেন আমায় যখন আমি এগিয়ে চলেছিলুম ভীড়ের মধ্য দিয়ে। মনে পড়ছে, পাল্‌কি থেকে চেয়ে দেখেছিলুম বাইরে জনতার চোখে আনন্দাশ্রু। যেখানেই গিয়েছি আমি, সেখানেই চলেছে সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতের সমারোহ।

আমাদের যাত্রাপথের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য স্থানটি ছিল—টুং উমা থাং। সেখানে আমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন প্রতিনিধি-শাসক আর তিব্বতের রাজপুরোহিত। যাত্রা ভঙ্গ ক'রে রেডিং গুম্‌পায় তিন দিন ছিলুম আমরা। ডুগো থাং-এ আমরা না পৌঁছনো পর্যন্ত আমাদের রাজকীয় সংবর্ধনা চরমে পৌঁছয়নি। বাকি সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন এখানে, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যরা, আর তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের তিনটি স্তম্ভ—ড্রেপুং, সেরা আর গাদেন্‌ গুম্‌পার নেতৃস্থানীয় পুরোহিতরা উপস্থিত ছিলেন সকলেই। লাসায় ব্রিটিশ মিশনের অধ্যক্ষ মিষ্টার হিউ রিচার্ড্‌সন্‌ও আমাকে সংবর্ধনা জানালেন এখানে। লাসার খুবই নিকটে তখন এসে গেছি আমরা, আর একটু অগ্রসর হবার পর ভুটান, নেপাল আর চীনের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করলেন আমাদের সঙ্গে। এত দিনে খুবই বৃহৎ আকার ধারণ করেছে আমাদের দলটি, দীর্ঘ

শোভাযাত্রার সঙ্গে এগিয়ে চললুম আমরা পবিত্র নগরীর দিকে। আমাদের পথের দুধারে হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন রঙীন পতাকা নিয়ে। দলে দলে স্বাগত-সঙ্গীত গাইছিল লোকেরা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে। তিব্বতী সেনাবাহিনীর সমস্ত রেজিমেন্টের সৈন্যরা উপস্থিত ছিল আমার প্রতি সামরিক আনুগত্য জানাবার জন্যে। লাসার সমস্ত অধিবাসী, আবালবৃদ্ধবনিতা, তাদের সর্বোৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে ভীড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছিল আমাকে অভ্যর্থনা আর সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা জানাবার জন্যে। শুনতে পাচ্ছিলুম আমাকে অগ্রসর হ'তে দেখে চীৎকার করছিল এই ব'লে ওরা,—'এসেছে আমাদের সুখের দিন'। মনে হচ্ছিল আমার, যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি। মনে হচ্ছিল, আমি যেন রয়েছি—সুন্দর ফুলে ঢাকা একটি উদ্যানে, মৃদু সমীরণ ব'য়ে চলেছে তার ওপর দিয়ে, আর চমৎকার নৃত্য করছে ময়ূরের দল আমার সম্মুখে। বাতাসে বনফুলের অবিস্মরণীয় গন্ধ, মুক্তির আর আনন্দের সঙ্গীত। নগরীতে পৌঁছবার পরেও যেন কাটেনি আমার সে স্বপ্নের ঘোর। মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে, পুণ্য মূর্তিগুলির সামনে মাথা নত করলুম আমি বিনম্র শ্রদ্ধায়; তারপর এগিয়ে চললো শোভাযাত্রা দালাই লামার গ্রীষ্মকালীন আবাস নরবুলিংকার দিকে, সেই স্বপ্নের ঘোরের মধ্যেই আমাকে নিয়ে উপস্থিত করা হলো আমার পূর্বতন দা। াই লামার অপূর্ব গৃহকক্ষে।

স্থির ছিল যে আমি পৌঁছবার অল্প দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে সির্‌ঠি ঙা সুল্ উৎসব। এটি ছিল আমার সিংহাসনে আরোহণ উৎসব। তারিখ—লৌহড্রাগন বৎসরের প্রথম মাসের চতুর্দশ দিবস—অর্থাৎ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ। জাতীয় পরিষদের পরামর্শ আর রাজ জ্যোতিষীদের উপদেশ অনুযায়ী স্থির করেছিলেন প্রতিনিধি-শাসক। আমার অভিষেকের দিনটি জানিয়ে টেলিগ্রাম করা হলো চীন সরকার, ভারতের ব্রিটিশ সরকার, নেপালাধীশ আর ভুটান সিকিমের মহারাজাদের।

পোটালা রাজপ্রাসাদের পূর্ব দিকের অংশে সিক্-সি-ফুন্‌ছক্'-এ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব সমস্ত সৎকর্ম-সম্পাদনের সভাকক্ষে সম্পন্ন হয়েছিল এই উৎসবটি। এ উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন প্রতিবেশী রাজ্যের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা, তিব্বত সরকারের সাধারণ আর মঠাশ্রয়ী কর্মচারীরা, অবতারী

লামারা, ড্রেপুং. সেরা আর গাদেন্ গুম্পার অধ্যক্ষ আর উপাধ্যক্ষরা, আর আমার পরিবারবর্গ। সভাকক্ষে আমি প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি নজর দিলেন প্রতিনিধি-শাসক, যিনি ছিলেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক, এবং আমার নিম্নপদস্থ শিক্ষক, মন্ত্রীসভার সদস্যরা, প্রধান রাজপুরোহিত আর প্রমুখ উৎসবাধ্যক্ষ। উপস্থিত ছিলেন সজ্জাধ্যক্ষ, ভোজ-অধ্যক্ষ আর তিব্বতের প্রাচীন অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিবর্গ। সকলেই উঠে দাঁড়ালেন আমি প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে; প্রধান পুরোহিত আর মন্ত্রীসভার সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য আমাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন সিংহাসনে বসাতে, আর প্রমুখ উৎসবাধ্যক্ষ এগিয়ে চললেন এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে।

সোনালী রঙ করা কাঠের তৈরী সিংট্রি অর্থাৎ সিংহাসন আটটি সিংহের ওপর স্থাপিত, কাঠের তৈরী দুটি ক'রে সিংহ প্রত্যেকটি কোণে। সিংহাসনটি চতুষ্কোণ, তিব্বতী শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তৈরী। বিভিন্ন বর্ণের কিংখাবে আচ্ছাদিত পাঁচটি চতুষ্কোন গদি ছিল তা'র ওপরে, কাজেই সিংহাসনের উচ্চতা ছিল ছ সাত ফিট। সিংহাসনটির সামনে একটি টেবিলে ছিল দালাই লামার সরকারী সীলামোহরগুলি।

উৎসবটি শুরু হলো—যে-সব বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন পোটালায় এবং দালাই লামার সর্ববিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহায়তা করবার জন্যে বিশেষভাবে ভার ছিল যাঁদের ওপর,—তাঁদের দ্বারা বিশেষ প্রার্থনার মন্ত্রোচ্চারণে। কল্যাণের প্রতীকচিহ্ন অর্পণ করেছিলেন এঁরা সেগুলির তাৎপর্য মন্ত্রধ্বনিতে ব্যক্ত ক'রে।

তারপর প্রতিনিধি-শাসক এগিয়ে এসে আমাকে উপহার দিলেন মেন্ডেল্ তেন্সুম্। এটির আসল তাৎপর্য হচ্ছে—তিনটি প্রতীকী উপঢৌকন, শাশ্বত প্রাণ ভগবান বুদ্ধের স্বর্ণ মূর্তি, এই বুদ্ধের ওপর রচিত ধর্মসূত্র, আর একটি ছুঃতেঁ, ঐতিহাসিক স্মারকচিহ্নের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, তিব্বতে পর্যটকদের কাছে যা খুবই পরিচিত। আমার কাছে এগুলির আবেদন যা প্রতীত হয়েছিল—তা হচ্ছে দীর্ঘ জীবন লাভ করা, আমাদের ধর্মের ব্যাখ্যা করা, আর বুদ্ধেরই মতো বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া।

এর পর প্রতিনিধি-শাসক, আমার সহকারী-শিক্ষক, আর প্রধান মন্ত্রী উত্তরীয় উপহার দিলেন আমায়। প্রতিনিধি-শাসক আর আমার শিক্ষকদের আশীর্বাদ করলুম আমি—আমার কপালের সঙ্গে তাঁদের কপাল ছুঁইয়ে;
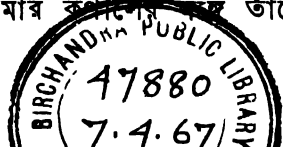
প্রধানমন্ত্রী গার্হস্থ্য ধর্মাবলম্বী ব'লে আশীর্বাদ করলুম তাঁকে আমার দুহাত দিয়ে তাঁর মাথা স্পর্শ করে। তারপর এগিয়ে এলেন প্রধান উৎসবাধ্যক্ষ. পেছনে তাঁর একদল পরিচারক, আমার জন্যে নিয়ে এসেছে তারা একটি ছোট্ট সোনার পানপাত্রে সুস্বাদু বনৌষধি-ট্রোমা, আর এরপর সভাকক্ষে উপস্থিত প্রত্যেককে ট্রোমা পরিবেশন করলো অন্য পরিচারকরা। ট্রোমা পরিবেশন করা তিব্বতের প্রত্যেকটি উৎসবের একটি অঙ্গ; এ হচ্ছে সৌভাগ্যের প্রতীক। অতঃপর এলো চা পান উৎসব, প্রথমে নিবেদন করা হলো আমাকে, তারপর দেওয়া হলো অন্য সকলকে, এরপর পরিবেশন করা হলো সুমিষ্টকৃত অন্ন। যে সময় এই সব আনুষ্ঠানিক পান ভোজন পরিবেশনের পালা চলছিল, দুটি গুম্পার দুজন পণ্ডিত তখন তর্ক করছিলেন ধর্মের মৌলিক তত্ত্বের ওপর। এটি শেষ হবার পর সঙ্গীত সহযোগে প্রহসন অভিনয় করলো একদল ছেলেরা। এরপর আবার শুরু হলো ধর্মতত্ত্বের ওপর বিতর্ক, এই বিতর্ক চলার সময় কাঁচা আর শুক্‌নো ফল আর তিব্বতী পিষ্টক খাবৃসে বিতরণ করা হলো সভাকক্ষে।

তারপর তিব্বত সরকারের পক্ষ থেকে মেন্‌ডেল্ তেন্‌সুম্ অর্পণ করলেন আমায় প্রতিনিধি-শাসক। এটি ছিল ব্রহ্মাণ্ডের একটি বিশদ প্রতীক, একদিকে ধ'রে ছিলেন মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, অন্যদিকে রাজপুরোহিত। এই দানের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন প্রতিনিধি-শাসক, এবং ঘোষণা করলেন যে দৈবজ্ঞ আর উচ্চাঙ্গের লামাদের পরামর্শ অনুযায়ী দীর্ঘদিন অন্বেষণের পর তিব্বত সরকার আর জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রে আধ্যাত্মিক আর পার্থিব শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা করা হলো আমাকে। সর্বশেষ আবেদন করলেন তিনি আমাকে তিব্বতের জনগণের উন্নতি কল্পে আর ধর্ম প্রচারার্থে আমি যেন দীর্ঘ জীবন ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তারপর সরকারী কর্মচারীরা, সাধারণ ও মঠাশ্রয়ী দুইই, শোভাযাত্রা সহকারে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বহু উপহার নিয়ে এলেন আমার জন্যে। প্রথম উপঢৌকন যেটি দেওয়া হলো সেটি হচ্ছে— একটি স্বর্ণচক্র আর শ্বেত শঙ্খ, আধ্যাত্মিক আর পার্থিব শক্তির প্রতীক। তারপর এলো সমৃদ্ধি আর সুখের আটটি প্রতীক, আর রাজ ঐশ্বর্যের প্রতীক সাতটি। আরও বহু উপঢৌকন প্রদানের পর শেষ হলো এ শোভাযাত্রা।

তারপর এলো উপস্থিত জনগণকে আমার আশীর্বাদ করার পালা। প্রথম আশীর্বাদ হলো তিব্বত সরকারের কর্মচারীদের আধ্যাত্মিকভাবে। এরপর

বিদেশী প্রতিনিধিরা উত্তরীয় উপহার দিলেন আমাকে। উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিগণকে উত্তরীয়গুলি প্রত্যর্পণ করলুম আমি নিজেই, আর অন্যান্যদের ফেরৎ দিলেন উৎসবাধ্যক্ষ। সভাকক্ষে আমার সামনে বহু প্রকারের যেসব ফল রাখা হয়েছিল এখন তা নিবেদন করা হলো আমাকে, আর তারপর বিতরণ করা হলো অন্য সকলকে। আরও প্রহসন অভিনীত হলো এরপর। তারপর এলো সমুদ্র আর স্বর্গের দেবদেবীদের প্রতিরূপের প্রতিকী মুখোশ আর সাজ-পোষাক পরা একদল লোকের শোভাযাত্রা,—আমাদের মাতৃভূমির প্রশংসায় গান গাইতে গাইতে। আর এলো প্রাচীন ভারতীয় আচার্যের রূপধারী কৃত্রিম মুখাবরণ পরিহিত চারজন নর্তক, আর দু'জন মঠাশ্রয়ী কর্মচারী—তিব্বতের ইতিহাসে সৌভাগ্যের বৎসরগুলির আর তার ধর্মের বিবরণী আবৃত্তি করতে করতে। এরপর অভিনীত হলো আরও একটি প্রহসন। উৎসব শেষ হলো—দালাইলামার দীর্ঘ জীবন, সমগ্র বিশ্ব ধর্মের জয়, আর দালাই-লামার কর্তৃত্বাধীনে গঠিত রাষ্ট্রের সমস্ত প্রাণীর শান্তি আর সমৃদ্ধি কামনায় দুটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর স্বরচিত গাথার আবৃত্তিতে। এই দুটি ভিক্ষু পণ্ডিতকে বিশেষ-ভাবে আশীর্বাদ করলুম আমি, আর এই গাথার রসোপলব্ধির নিদর্শন স্বরূপ উত্তরীয় উপহার দিলুম তাঁদের।

এখানেই এই উৎসবের সমাপ্তি। দীর্ঘ সময় ধ'রে চলেছিল এ-উৎসব, শুনেছিলুম—উপস্থিত সকলেই নাকি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এই দেখে যে এত অল্পবয়স্ক হয়েও উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে আর শান্তভাবে আমার করণীয় কার্য—সম্পাদন করতে পেরেছিলুম আমি। এরপর গেলুম আমি ফুনছক্ ডোঃ-ছিল্-এ অর্থাৎ সৎ কর্মের প্রবৃত্তির প্রকোষ্ঠে। সিংহাসনে অভিষেকের সময় যে সমস্ত রাজপুরুষরা উপস্থিত ছিলেন সভাকক্ষে, তাঁরাও আবার উপস্থিত হলেন এখানে এসে। আমার দফ্‌তরের সবগুলি সীলমোহর দেওয়া হলো আমাকে, আর এখানেই শুরু হলো আমার সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতীকাকৃত্য। গুম্‌পাগুলির ওপর নির্দেশজারীর কাগজে সীলমোহর ক'রে দিলুম আমি।

এইভাবে, যখন সাড়ে-চার বছরের বালক আমি, সেই সময় তিব্বতের আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব শাসক চতুর্দশ দালাইলামা হিসেবে আনুষ্ঠানিক-ভাবে স্বীকৃত হয়েছিলুম আমি। সমস্ত তিব্বতীদের কাছে—ভবিষ্যৎটা মনে হয়েছিল সুখের আর নিরাপত্তার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান অন্বেষণ

বিদ্যারম্ভ হলো আমার আমি যখন ছ' বছরের, এবং যেহেতু আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে তিব্বতের ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে, তাই ব্যাখ্যা করা উচিত এর রীতি আর উদ্দেশ্য। আমাদের এই পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত তিব্বতীদের মধ্যে মোটামুটি উচ্চ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মান বজায় রাখতে সক্ষম ব'লে প্রমাণিত হয়েছে, যদিও এ-পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে বহু শতাব্দী পূর্বে। আধুনিক প্রণালীর গুণ বিচারে, এ-পদ্ধতির দোষ হচ্ছে যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক শিক্ষণকে; অবশ্য তার কারণ হচ্ছে অতি ইদানীং কাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তিব্বত।

তিব্বতীয় পদ্ধতির মৌলিক নীতি হচ্ছে বহুমুখী জ্ঞানের দ্বারা মনের উদারতা এবং উৎকর্ষ সাধন। বৈষয়িক শিক্ষার উচ্চতর পদ্ধতির জন্যে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত আছে নাট্য, নৃত্য এবং সঙ্গীত, জ্যোতিষ, কাব্য আর রচনাশৈলী। পাঁচটি অপ্রধান পাঠ্যবস্তু হিসেবে তিব্বতে এ-গুলি বিদিত। শুধু যে সাধারণ ছাত্রদের দ্বারা এ-গুলি পঠিত হয় তা নয়, ধর্ম-সংক্রান্ত শিক্ষাও লাভ করেন যে সব ছাত্ররা তাঁরাও বেছে নিতে পারেন এর একটি অথবা একাধিক পাঠ্যবিষয়, এবং এঁদের বেশীর ভাগই বেছে নেন জ্যোতিষ এবং রচনা প্রণালী।

উচ্চতর শিক্ষার জন্যে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয় চিকিৎসা-বিদ্যা; সংস্কৃত; ন্যায়শাস্ত্র; চারু ও কারুশিল্প; এবং দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র। এই পাঁচটি উচ্চতর ব'লে কথিত পাঠ্যবস্তুর মধ্যে শেষেরটিই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিত্তিস্বরূপ। ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্গে যুগপৎভাবে এটিকে পর্যায়ক্রমে বিভক্ত করা হয় পাঁচটি শাখায়। সংস্কৃত অভিধা অনুযায়ী এগুলি হচ্ছে, প্রজ্ঞাপারমিতা—জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা; মাধ্যমিকা—মধ্যপন্থা, যা থেকে পাওয়া যায় চরম পন্থা পরিহার করার অনুপ্রেরণা; বিনয়—মঠোচিত নিয়মানুবর্তিতার অনুশাসন; অভিধর্ম—দর্শনশাস্ত্র; এবং প্রমাণ—বিচার ও ন্যায়শাস্ত্র।

যথাযথভাবে বললে বলতে হয় যে এগুলির শেষেরটি কোনো একটি শাখা বা ধর্মশাস্ত্র নয়, কিন্তু এই 'পঞ্চ মহাশাস্ত্রে'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এটি— মানসিক শক্তির বর্ধনে যে বিচার শাস্ত্রের গুরুত্ব কতখানি তা প্রতীত করার জন্যে। মহাযানের তান্ত্রিক অংশটুকু এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় ; পৃথকভাবে পঠিত হয়ে থাকে এটি।

এই ধর্মীয় শিক্ষণ অনুসৃত হয় প্রধানতঃ তিব্বতের ভিক্ষুদের দ্বারা। এটি একটি প্রগাঢ় জ্ঞানগর্ভ অধ্যয়ন, এবং এর কঠিন বিষয়বস্তু বোধগম্য করতে হ'লে চাই কঠোর প্রচেষ্টা।

একটি শিক্ষার্থীকে তথ্য পরিবেশন করা ছাড়াও, তার মানসিক শক্তির বিকাশের জন্যে বহু প্রকারের রীতির ব্যবস্থা করা হয়েছে তিব্বতী শিক্ষা-পদ্ধতিতে। প্রথমে—তাদের শিক্ষকদের অনুকরণ ক'রে লিখতে আর পড়তে শেখে শিশুরা ; এটি অবশ্য একটি সহজাত প্রণালী যা মানুষ তার সারা জীবনই কাজে লাগায়। স্মরণ শক্তির অনুশীলনের জন্যে প্রচলিত আছে ধর্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করার কঠোর ধারা। তৃতীয় প্রণালী—ব্যখ্যান, সমস্ত বিশ্বে যার প্রচলন আছে, এবং এটির ওপর নির্ভর করে আমাদের কয়েকটি সন্ন্যাস মহাবিদ্যালয় তাঁদের ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু বহুসংখ্যক মঠই পছন্দ করেন শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে অথবা শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই বিচারমূলক বিতর্ক পদ্ধতি। সর্বশেষ, ধ্যান এবং মনোনিবেশ পদ্ধতিরও ব্যবস্থা রয়েছে, যেগুলি বিশেষ ক'রে নিয়োগ করা হয় ধর্মসংক্রান্ত উচ্চতর অধ্যয়ন আর অনুশীলনের জন্যে মনকে গ'ড়ে তুলতে।

অধিকাংশ শিশুদের মতোই পড়তে আর লিখতে শেখা দিয়ে শুরু করে-ছিলুম আমিও ; এবং কিছুটা অনিচ্ছা আর কিছুটা বিরোধিতা করার প্রবণতা বোধ করতুম আমি, যা আমার মনে হয় ও-বয়েসের বালকরা সাধারণতঃ বোধ করতো। পাঠ্যপুস্তক আর শিক্ষকদের সংসর্গে নিবদ্ধ থাকার ধারণা বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল না। যাই হোক, আমার শিক্ষকদের পরিতুষ্ট করতে পেরেছিলুম আমি আমার পাঠাভ্যাসে, এবং অধ্যয়নের কঠিন ধারার সঙ্গে যতোই অভ্যস্ত হচ্ছিলুম আমি, লক্ষ্য করছিলেন তাঁরা যে অসাধারণ দ্রুত আমার উন্নতি হচ্ছিল।

চার প্রকারের তিব্বতী লিপির প্রচলন আছে। প্রথম দু' বছর—বয়ঃজ্যেষ্ঠ

এবং বয়ঃকনিষ্ঠ গৃহশিক্ষকদের কাছে যে প্রকারের লিপি পড়তে শিখেছিলুম আমি, মুদ্রণে ব্যবহার করা হতো সে লিপি,—এটিকে বলা হতো ইউ-চেন্ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ ধর্মশাস্ত্র থেকে কণ্ঠস্থ করতে হতো একটি ক'রে স্তবক, এবং আর একটি ঘণ্টা অতিবাহিত করতে হতো ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়নে।

তারপর যখন আমি আট বছরের তখন শিখতে শুরু করলুম সাধারণ লেখ্য তিব্বতী লিপি—যেটিকে বলা হয়—ইউ-মে। এটির শিক্ষা আমি পেয়েছিলুম জনৈক বয়স্ক সহচরের কাছ থেকে যিনি ঐ সন্ধানী দলটির সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং দোখাম থেকে লাসাতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আমার সঙ্গে। উনি ছিলেন একজন মঠাধিকারিক এবং চরিত্রবান পুরুষ, অল্পবয়স্ক শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিব্বতের চিরাচরিত প্রণালীই অনুসরণ করতেন তিনি; কালি না দিয়ে তিব্বতী অক্ষরগুলি তিনি লিখতেন একটি ছোট কাষ্ঠফলকে খড়ির গুঁড়োয় আবৃত থাকতো যেটি। এরপর আমাকে দাগা বুলোতে হতো সেই অক্ষরগুলির ওপর কালি দিয়ে, বড় বড় অক্ষর দিয়ে শুরু ক'রে, এবং তারপর ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে-গুলিকে লিখতে হতো ছোট ছোট অক্ষরে। কিছুকাল পরে কাষ্ঠফলকের শীর্ষদেশে লিখিত কথা গুলির নকল করতে আরম্ভ করলুম আমি। অক্ষরগুলির সঠিক আকার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে প্রায় আট মাস ধ'রে কাষ্ঠফলকের 'পর লিখেছিলুম আমি, এবং আমাকে তিনি কাগজের ওপর লিখতে অনুমতি দিয়েছিলেন তারপব। অতঃপর ব্যাকরণ আর বানান শিক্ষা দিয়েছিলেন ত্রিজাং রিন্‌পোচে—আমার বয়ঃকনিষ্ঠ গৃহশিক্ষক।

সর্বসমেৎ প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করেছিলুম আমি তিব্বতী লেখবার জন্যে। এটি অবশ্য ছিল আমার সকাল এবং সন্ধ্যার প্রাত্যহিক শাস্ত্র অধ্যয়ন ছাড়া; কারণ ধর্মীয় অনুশীলনই ছিল আমার শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং পঠন, লেখন, আর ব্যাকরণ ছিল সেই লক্ষ্যে পৌছুবার উপায় মাত্র।

দ্বাদশ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবিক পক্ষে ধর্মীয় শিক্ষায় ন্যায়শাস্ত্র সম্মত বিতর্কের অনুশীলন শুরু হয় নি আমার। প্রথমে খুব সহজ বোধ হয় নি এটি, কারণ পুনরায় কিছুটা মানসিক প্রতিরোধ উপলব্ধি করেছিলুম

আমি, ছ' বৎসর পূর্বের অনুরূপ অভিজ্ঞতা অপেক্ষা অধিকতর তীব্র। কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলি অন্তর্হিত হলো অচিরেই এবং স্বীকার্য হয়ে উঠলো বিষয়গুলি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রবন্ধাদি পাঠ ও কণ্ঠস্থ করতে হতো আমাকে এবং অংশও গ্রহণ করতে হতো এ-গুলির ওপর আলোচনায় এবং বিশেষ জ্ঞানী পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কও করতে হতো আমাকে। শুরু করেছিলুম আমি প্রজ্ঞাপারমিতা অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার ওপর। ত্রিশখণ্ডেরও অধিক টীকা আছে এই বিষয়টির ওপর এবং মঠাশ্রিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মনোনয়ন করেন নিজেদের ইচ্ছা মতো। আমি নিজের জন্যে বেছে নিয়েছিলুম মৌলিক তত্ত্ব ছাড়াও এই বিষয়ের ওপর লিখিত দুটি টীকা, একটি ভারতীয় মহাপণ্ডিত সিংহভদ্র দ্বারা কৃত, এবং ৮০২ পৃষ্ঠার অন্যটি কৃত পঞ্চম দালাই লামার দ্বারা। তারপর একতৃতীয়াংশ পৃষ্ঠা প্রত্যহ কণ্ঠস্থ করতে হতো আমাকে, এবং পাঠ ও উপলব্ধি করতে হতো আরও বেশী, এবং একই সঙ্গে আবার আমার শিক্ষা শুরু হয়েছিল প্রাথমিক যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র সম্মত বিতর্কের ওপর। এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে মনোনীত করা হয়েছিল দ্রপুং, সেরা আর গেদেনের গুম্পায় অবস্থিত মহাবিদ্যালয় থেকে সাতজন বিদ্বান পণ্ডিতকে।

যখন সবেমাত্র আমি তের বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছি, অগ্নি-শূকর বৎসরের অষ্টম মাসে, অনুষ্ঠানিকভাবে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়েছিল আমায় সেরা ও গেদেনের দুটি বৃহৎ গুম্পায়। এই উপলক্ষ্যে এই দুটি গুম্পায় অবস্থিত পাঁচটি মঠাশ্রয়ী মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্ক সমাবেশে যোগ দিতে হয়েছিল আমাকে। মহাশাস্ত্রের ওপর সর্বজনীন বিতর্কসভায় এইই প্রথম অংশ গ্রহণ করলুম আমি; এবং স্বভাবতঃই সংকোচ, উত্তেজনা আর কিছুটা উদ্বেগ অনুভব করেছিলুম আমি। আমার প্রতিপক্ষরা ছিলেন বিদ্বান মঠাধ্যক্ষ, যাঁরা ছিলেন এই বিতর্কে প্রবল প্রতিযোগী; এই সমস্ত সমাবেশে যোগদান করতেন শত শত ধার্মিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ—সকলেই যাঁরা ছিলেন পণ্ডিত, এবং সহস্র সহস্র ভিক্ষু। যাইহোক, বিদ্বান লামারা পরে বলেছিলেন আমায়—আমি নাকি পরিতুষ্ট করতে পেরেছিলুম ওঁদের আমার আচরণে।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আমার পাঠকদের আমার পরবর্তী বৌদ্ধ চিন্তানুশীলনের ব্যাপারে আমাকে অনুগমন করতে অনুরোধ করবো না আমি; কারণ

বৌদ্ধ ধর্ম আবেগময় ধর্ম নয় ; বরং ওটি বুদ্ধিগত ধর্ম, এবং সহস্র সহস্র খণ্ড সাহিত্য আছে এই ধর্মে, যার মধ্যে—কয়েক শত মাত্র অধ্যয়ন করতে পেরেছিলুম আমি। যাই হোক, এই পুস্তকের পরিশিষ্টে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম—সম্বন্ধে একটি ছোট্ট কৈফিয়ৎ আমি দিয়েছি। এবং স্বীকার করবো আমি যে ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করবার অল্প কিছু দিন পরে যখন অধিবিদ্যা আর তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো আমাকে, এগুলি দিয়েছিল আমাকে ঘাব্‌ড়ে এবং হতবুদ্ধির মতো অনুভূতি হচ্ছিল আমার, ঠিক যেন কে আমার মাথায় আঘাত করেছে এক খণ্ড পাথর দিয়ে। কিন্তু প্রথম দিকের কয়েকটি দিনের বেশী স্থায়ী হয় নি এ অনুভূতি ; তারপর এই নতুন পাঠও হয়ে উঠলো আমার গোড়ার দিককার অধ্যয়নের মতোই সহজ বোধ্য এবং প্রাঞ্জল। "একবার অভ্যস্ত হ'য়ে পড়লে কঠিন বোধ হয় না কোনো কিছুই,"—বলেছিলেন একজন ভারতীয় ভবিষ্যৎদ্রষ্টা এবং আমার পাঠাভ্যাসের মধ্যে এ-কথার সত্যতা নিশ্চিৎ উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম আমি। একে একে অন্যবিষয়ও অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল আমার পাঠক্রমের মধ্যে ; এবং যতোই অগ্রসর হ'তে লাগলুম আমি, আমার শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ততোই কম কঠিন বোধ হ'তে লাগলো আমার কাছে। বস্তুতঃ, অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্যে অনুসন্ধিৎসার বৃদ্ধি অনুভব করতে লাগলুম আমি। আমার নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়ের বাহিরেও পৌঁছুতে লাগলো আমার অনুরাগ, এবং পুস্তকের পুরোবর্তী পরিচ্ছেদগুলি পাঠ ক'রে এবং আমার সেই বয়েসে কতটুকু জানা সম্ভব তার অধিক জানতে চেয়ে—পরিতৃপ্তি বোধ করতুম আমি।

আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বুদ্ধিবৃত্তির বর্ধনের। উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতির জন্যে আমার অনুশীলনের প্রতিটি ক্রমে চিত্তশুদ্ধি এবং দেহশুদ্ধি করানো হতো আমার। এই ব্রতে আমার প্রথম হাতেখড়ি আমি যখন আট বছরের, আর আজও মনে পড়ে সেটি সুস্পষ্টভাবে, আর কী শান্তি আর সুখই না এনেছিল তা—আমার জীবনে। এর পরের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই অনুভব করতে পারতুম আমি এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যা যুক্ত ছিল এই সব অনুষ্ঠানের সঙ্গে। গভীরতর হলো আমার ধর্মে বিশ্বাস এবং আস্থা ; দৃঢ়তর হলো আমার মনের প্রত্যয় যে ঠিক পথই অনুসরণ করছি।

যতোই এ-অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত হ'তে লাগলুম আমি, এবং প্রায় বছর পনের হলো যখন আমার বয়েস, অনুভব করতে পারলুম আমি যে ভগবান বুদ্ধের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্তি বোধ উদ্ভূত হচ্ছে আমার মধ্যে। প্রচুর ঋণ অনুভব করতে লাগলুম আমি সেই সব শিক্ষাগুরুদের কাছে, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ভারতীয়, যাঁরা তাঁদের অমূল্য ধর্মগ্রন্থ দিয়েছিলেন তিব্বতীদের, এবং সেই সব তিব্বতী পণ্ডিতদের কাছে যাঁরা আমাদের ভাষায় ব্যাখ্যা এবং সংরক্ষণ করেছিলেন সেগুলিকে। নিজের সম্বন্ধে কম এবং অন্যের সম্বন্ধে অধিকতর চিন্তা করতে লাগলুম আমি; অবহিত হ'তে লাগলুম আমি করুণার ধর্ম সম্বন্ধে।

উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি, উৎকৃষ্টতর স্মরণশক্তি, বিতর্কে অধিকতর দক্ষতা, এবং বর্ধিত আত্মবিশ্বাস দ্বারাই এই আধ্যাত্মিক উন্নয়ন বোধ সন্নিবিষ্ট হয়েছিল মানসিক স্তরে।

বিশেষ বিদ্বান আর দক্ষ পণ্ডিতগণ চিরজীবন যাঁরা উৎসর্গ করেন ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণে, তাঁদের মতো অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য পরিবেশের জন্যে—যে বিষয়ে আমি পরে বলবো। কিন্তু তের বৎসর ধ'রে সমানে আমার মনোনিবেশের অধিক অংশ আমি নিয়োগ করতে পেরেছিলুম এই প্রকারের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়নে; এবং তিনটি মঠাশ্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে প্রারম্ভিক পরীক্ষা দিতে পেরেছিলুম আমি—যখন আমি চব্বিশ বছর বয়েসের।

এই পরীক্ষাগুলি সর্ব্বদাই হচ্ছে সমাবেশিত বিতর্ক ধরণের। পরিচালনার নিয়মাবলী সহজ কিন্তু মর্যাদাপূর্ণ। বহুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হ'তে হয় প্রত্যেকটি বিদ্যার্থীকে, যাঁরা তাঁদের প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করবার জন্যে নির্বাচন করতে পারতেন প্রয়োজনীয় যে কোনো পাঠ্যবস্তু এবং যে কোনো বিতর্কমূলক বিষয়; এবং ভারতীয় আর তিব্বতী পণ্ডিতগণের প্রামাণিক গ্রন্থাবলীর, আর সূত্রে সন্নিবিষ্ট ভগবান বুদ্ধের বাণীর উল্লেখ করা হয়—বিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করবার জন্যে। আমার প্রতিটি প্রারম্ভিক পরীক্ষায়—এই সমস্ত বিতর্কে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল পনের জন বিদ্বান পণ্ডিতের সঙ্গে, পঞ্চ গ্রন্থের প্রত্যেকটির ওপর, এবং সমর্থন করতে হয়েছিল আমার যুক্তিকে এবং খণ্ডন করতে হয়েছিল ওঁদের বিচারকে; এবং

তারপর দু'জন বিশেষ পণ্ডিত মঠাধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড়াতে হয়েছিল আমাকে এবং বিচারমূলক আলোচনার প্রবর্তন করতে হয়েছিল আমাকে পাঁচটি মুখ্য বিষয়ের যে কোনো একটির ওপর। জোরালো বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গী করা হতো এই সব বিতর্কে—প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর জোর দেবার জন্যে, যাতে ক'রে এই বিতর্ককে মনে হতো যেন বুদ্ধির সংগ্রাম, আর তা সত্যিই ছিল তা।

এক বৎসর পরে—লাসায় বাৎসরিক মন্‌লাম্ উৎসবের সময়, যখন প্রথম তিব্বতী মাসে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ বৌদ্ধ উৎসবটিতে যোগদান করবার জন্যে আসেন সহস্র সহস্র ভিক্ষুরা,—তখন আমাকে বসতে হয়েছিল আমার সর্বশেষ পরীক্ষায়। তিনটি বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পরীক্ষাটি। পূর্বাহ্নে সমষ্টিগত আলোচনায় একের পর এক ত্রিশজন পণ্ডিত দ্বারা আমাকে পরীক্ষা করানো হয়েছিল প্রমাণ বা ন্যায়শাস্ত্রের ওপর। অপরাহ্নে মধ্যমিকা বা মধ্যপন্থা এবং প্রজ্ঞাপারমিতা বা জ্ঞানের পরাকাষ্ঠার ওপর বিতর্কে পনের জন পণ্ডিত অংশ গ্রহণ করেছিলেন আমার প্রতিপক্ষরূপে। সায়াহ্নে উপস্থিত ছিলেন পনের জন পণ্ডিত 'বিনয়' অর্থাৎ মঠ সংক্রান্ত শৃঙ্খলার অনুশাসন এবং 'অভিধর্ম' অর্থাৎ সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের পরীক্ষা করতে। এবং প্রত্যেকটি অধিবেশনে আমাদের ঘিরে মাটিতে ব'সে সাগ্রহে এবং সমালোচনার মনোবৃত্তি নিয়ে শুনছিলেন—অত্যুজ্জ্বল লাল আর হলদে আংরাখা পরিহিত শ" শত লামারা—যাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার উৎকণ্ঠিত গৃহ-শিক্ষকরাও। এই পরীক্ষাগুলি খুবই কঠিন বোধ হয়েছিল আমার, কারণ, যে-বিষয়টি ছিল আমার আলোচ্য সেটির ওপর মনঃসংযোগ করতে হয়েছিল প্রচণ্ডভাবে, এবং যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে। বহু ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কও মনে হতো যেন একটি মুহূর্তের। অবশ্য বহু বৎসর ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলী অধ্যয়ন করবার পর সর্বশেষ পরীক্ষাটি দিতে এবং অধিবিদ্যায় সর্বোচ্চ উপধি পাওয়াতে আত্মশ্লাঘা এবং সুখ অনুভব করেছিলুম আমি; কিন্তু আমি জানতুম যে সত্যিই মানুষের জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তার শেষ নেই যতক্ষণ না সে আধ্যাত্মিক সিদ্ধির উচ্চতম ক্রমে গিয়ে পৌঁছুতে পারে।

আমার মতে, এই ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে আসে মনের অপূর্ব সমতা। দুঃখ আর যন্ত্রনার সময় আসে সত্যকার পরীক্ষা। ধর্মের অধ্যয়ন এবং

অনুশীলন দ্বারা অবস্থান্তরিত হয়েছে যার মন, সেইই সম্মুখীন হয় এই পরিস্থিতির, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে। ধর্মের পথ অনুসরণ করে না যে-মানুষ, ভেঙে পড়তে পারে সে এই চরম দুর্দশার আঘাতে, এবং ধ্বংস হয়ে যেতে পারে—হয় আত্ম-বিফলতায়, না হয় এমন বৃত্তির-অনুসরণে যা দুর্ভাগ্য এনে দেয় অপরের। ধর্মের সার মর্মের জ্ঞান থেকেই উদ্ভূত হ'তে পারে মানবিকতা এবং সর্বজীবে প্রকৃত প্রেম। যে-নামেই অভিহিত হোক না কেন ধর্ম, এর উপলব্ধি এবং অনুশীলনই সুস্থির মনের উপাদান, এবং সেই হেতু শান্তিপূর্ণ জগতেরও। শান্তি যদি না থাকে কারু মনে, অপরের প্রতি তাঁর অভিগত মনেও তবে থাকবে না শান্তি; এবং এইভাবে থাকবে না শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধ—ব্যষ্টি অথবা জাতিপুঞ্জের মধ্যে।

আমার অভিমত এবং দালাইলামা হিসেবে আমার নিজের অবস্থানের গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ আমার দেওয়া উচিত এইখানে, কারণ যখন এসেছিল আমাদের দুঃসময়, সে সময় আমি যা করেছি এবং আমাদের জনগণ যা করেছে, এইসকল অভিমত সেগুলিকে প্রভাবিত করেছিল গভীরভাবে। কিন্তু এ-কথাও আমি বলবো যে কয়েকটি পংক্তিতে প্রকাশ করা অসম্ভব বৌদ্ধ ধর্মের মতবাদের জটিলতাগুলি, এবং এই কারণে—যাঁদের কাছে এটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তাঁদের জন্য এটির সর্বজনীন আবেদনের বিষয়ের চেয়ে বেশী আর কিছু ব্যক্ত করবার চেষ্টা করবো না আমি।

আমরা উপযুক্ত কারণেই বিশ্বাস করি যে সর্বপ্রকার প্রাণী (পশু এবং মনুষ্য দুইই) পুনর্জন্ম গ্রহণ করে মৃত্যুর পর। প্রত্যেকটি জীবনে, বেদনা আর আনন্দের অনুপাত যা তারা ভোগ করে, পূর্ব জীবনের সৎ কিম্বা অসৎ কর্মের দ্বারাই নির্ধারিত হয় সেটি, যদিও বর্তমান জীবনে নিজেদের চেষ্টা দ্বারা সে-অনুপাতের হের-ফের করতে পারে তারা। কর্ম-বিধি ব'লে জ্ঞাত হয় এটি। এ-জগতে উচ্চ অথবা নিম্নগামী হ'তে পারে প্রাণীরা, যেমন পশু থেকে মানব জীবনে অথবা বিপরীত। সর্বশেষ, সদ্‌গুণ এবং জ্ঞানের দ্বারা নির্বাণপ্রাপ্ত হয় তারা, পুনর্জন্মের নিবৃত্তি হয় তখন। নির্বাণের অভ্যন্তরে আছে জ্ঞানের পর্যায়; সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্তর, জ্ঞানের পূর্ণতা হচ্ছে বুদ্ধত্ব।

পুনর্জন্মে বিশ্বাস জন্ম দেয় বিশ্বপ্রেমের; কারণ জীবিত প্রাণী এবং জীবেরা, তাদের এবং আমাদের অসংখ্য জীবনে ছিলেন আমারের প্রিয় জনক জননী,

সন্তান, ভাই, ভগ্নী, বন্ধু। এবং যে-সদ্‌গুণগুলিকে আমাদের ধর্মমত অনুপ্রাণিত করে সেগুলি উদ্ভূত হয় এই বিশ্বপ্রেম থেকে: সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, বদান্যতা, দয়া, করুণা।

অবতার তাঁরাই যাঁরা লাভ করেছেন নির্বাণের বিভিন্ন স্তর, না হয় লাভ করেছেন নির্বাণের ঠিক নিচেই যে উচ্চতম অবস্থা—বোধিসত্ত্ব, অর্হত, আর বুদ্ধ। অন্য প্রাণীদের নির্বাণপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হ'তে সাহায্য করবার জন্যে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁরা, এবং এর দ্বারা বোধিসত্ত্বরা নিজেদেরই সাহায্য করেন বুদ্ধত্বের দিকে এগিয়ে যেতে, এবং অর্হতরাও বুদ্ধত্বে উপনীত হন পরিশেষে। বুদ্ধরা পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন কেবলমাত্র অপরকে সাহায্য করার জন্যেই, যেহেতু সমস্ত স্তরের উচ্চতম পর্যায়ে ইতিমধ্যেই গিয়ে পৌঁছেছেন তাঁরা নিজেরা। নিজেদের কোনো সকাম ইচ্ছায় পুনরবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করেন না তাঁরা; এ-প্রকারের (সকাম ইচ্ছার) স্থান নেই নির্বাণে; বরং তাঁরা পুনরবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন, অপরকে সাহায্য করার অন্তর্নিহিত ইচ্ছার দ্বারা, যার মধ্য দিয়ে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা। পুনরবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা যখনই উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়, এবং এর মানে এ-নয় যে নির্বাণের অবস্থা পরিত্যাগ করেন তাঁরা; উপমা স্বরূপ, উপযুক্ত অবস্থায়—যেমন শান্ত হ্রদ এবং সমুদ্রে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখা যায় এই পৃথিবীতে—যদিও চন্দ্র থাকে তার গতিপথে নভোমণ্ডলে। একই উপমা দিয়ে বলা যায়, একই মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্বিত হয় চন্দ্র, এবং একই বুদ্ধ বিমূর্ত হন একই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেহে। ইতিপূর্বে আমি যা বলেছি, এইসব অবতাররা তাঁদের প্রত্যেকটি জীবনে নিজেদের ইচ্ছার দ্বারা কোন্ স্থানে এবং কোন্ সময়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন তাঁরা, প্রভাবিত করেন তা; এবং প্রত্যেকটি জন্মের পরে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি থেকে যায় তাঁদের পূর্ব জন্মের—যার দ্বারা অন্য ব্যক্তিরা চিনতে পারে তাঁদের।

বাল্যকালে ধর্মীয় শিক্ষায় কঠিন পরিশ্রম করেছিলুম আমি, কিন্তু শুধু শ্রমই ছিল না আমার জীবনে। শুনেছি—অন্য দেশের কিছু কিছু লোকেরা বিশ্বাস করেন যে পোতালা রাজপ্রাসাদে প্রায় বন্দী হয়ে থাকতেন দালাইলামারা। এ-কথা সত্যি যে পড়াশুনোর জন্যে খুব বেশী বাইরে যেতে পারতুম না আমি; কিন্তু আমার পরিবারবর্গের জন্যে একটি বাড়ী তৈরী করানো হয়েছিল

পোতালা প্রাসাদ আর লাসা সহরের মাঝামাঝি জায়গায়, এবং অন্ততঃ পক্ষে মাসে না হয় ছ' সপ্তাহে একবার ক'রে দেখে আসতুম তাঁদের, যাতে আমার পারিবারিক জীবন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে না থাকি। প্রকৃতপক্ষে, বাবাকে আমি দেখতে পেতুম প্রায়ই, কারণ অপ্রধান প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি ছিল—পোতালা অথবা নর্‌বুলিংকায় অথবা গ্রীষ্মাবাসে প্রভাতী চা-পান অনুষ্ঠান, যখন সমস্ত ভিক্ষু—আধিকারিকরা একত্রিত হতেন তাঁদের প্রাতঃকালীন চা-পাত্রের জন্যে; এবং প্রায়ই আমি যোগ দিতুম এই সমাবেশে, আর তাতে যোগ দিতেন আমার বাবাও। আমাদের পরিবর্তিত অবস্থা সত্বেও তাঁর আগ্রহ জাগ্রতই ছিল ঘোড়ার বিষয়ে। প্রত্যেক দিন সকালে নিজে কিছু খাবার আগেই তিনি বেরিয়ে যেতেন তাঁর ঘোড়াগুলিকে খাওয়াবার জন্যে; এবং যেহেতু তিনি এখন দিতে সক্ষম তাই ওদের দিতেন ডিম আর চা ওদের পুষ্টির জন্যে। যখন আমি থাকতুম গ্রীষ্মাবাসে, দালাইলামার আস্তাবলগুলি ছিল যেখানে, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন তিনি সেখানে, আমার মনে হয় প্রায়ই তিনি ঘোড়াগুলিকে দেখে আসতেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগে।

লাসায় আমরা পৌঁছুবার বছরখানেক পরে আমার দিদি এসে যোগ দিলেন আমাদের সঙ্গে, এবং তারপর কুম্‌বুম্ গুম্‌পা ছেড়ে লাসাতেই, এলেন আমার বড়দা এবং কাজেই সকলেই আবার একত্রিত হলুম আমরা। আমার দিদির আসার অল্পদিনের মধ্যেই জন্মালো আমার ছোট বোন, আর তার জন্মের পর জন্মালো একটি শিশুপুত্র। আমরা সকলে খুব ভালবাসতুম এই শিশুটিকে এবং আমার একটি ছোট ভাই হয়েছে ব'লে আনন্দ হতো আমার, কিন্তু আমাদের দুঃখ যে মারা গেলো সে যখন মাত্র দু' বছরের। এ-দুঃখ ছিল আমার মা বাবার কাছে খুবই পরিচিত, কারণ তাঁদের সন্তানদের মধ্যে অনেকগুলিই মারা গিয়েছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটেছিল এই শিশুটির মৃত্যুতে। তিব্বতের একটি প্রথা হচ্ছে—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে লামা আর জ্যোতিষীদের সঙ্গে পরামর্শ করা এবং কখনও কখনও দৈবজ্ঞদের সঙ্গেও; এবং এ-সময় যে অনুজ্ঞা পাওয়া গেল তা হচ্ছে—শবদেহটিকে কবর না দিয়ে সংরক্ষণ করতে, এবং তাহ'লে সে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করবে ঐ একই গৃহে। প্রমাণের জন্যে, একটি ছোট্ট চিহ্ন ক'রে দিতে হবে ঐ দেহে

মাখনের প্রলেপ দিয়ে। করা হলো তাইই; এবং যথাসময়ে আর একটি পুত্র সন্তান হলো আমার মায়ের, তাঁর সর্বশেষ সন্তান, এবং সেটি জন্মালো যখন ফেঁকাশে একটি চিহ্ন দেখা গেল তার দেহে—মাখনের প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল যেখানে। সেই একই প্রাণী নতুন দেহে জন্ম গ্রহণ করলো নতুন ক'রে শুরু করতে তার জীবন।

এই সমস্ত পারিবারিক ব্যাপারে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করতে পারতুম আমি, কিন্তু এ-কথা অবশ্য স্বীকার করবো যে আমার বাল্যকালে অধিকাংশ সময় আমার কেটেছিল বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেদের সঙ্গে, এবং মায়ের আর অন্য শিশুদের নিরন্তর সংসর্গ ছাড়া অবশ্যম্ভাবীরূপে কিসের যেন একটা অভাব থেকে যায় শৈশবে। যাই হোক, পোতালা যদি আমার কাছে বন্দীশালা হয়েই থাকে, সেটি ছিল একটি প্রশস্ত এবং আকর্ষণীয় বন্দীশালা। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অট্টালিকায় মধ্যে অন্যতম বলে এটি জ্ঞাত। বহু বৎসর ধ'রে এটির মধ্যে বাস করেও মানুষ জানতে পারে না এর সমস্ত গুপ্ত রহস্য। একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশ সম্পূর্ণ আবৃত ক'রে রেখেছে এটি; এটি নিজেই একটি নগর। তের-শ বৎসর আগে তিব্বতের জনৈক নৃপতি শুরু করেছিলেন এটি ধ্যানের মণ্ডপ হিসেবে, সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে পঞ্চম দালাইলামা বাড়িয়েছিলেন এটিকে বিশেষভাবে। বর্তমান অট্টালিকার মধ্যভাগ, যেটি তেরোতলা উঁচু, নির্মিত হয়েছিল সেটি এঁরই নির্দেশে. [illegible] দেহরক্ষা করলেন তিনি অট্টালিকা যখন পৌঁছেছে দ্বিতল পর্যন্ত। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন তখন তিনি বললেন তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে তাঁর মৃত্যুর কথা গোপন রাখতে, কারণ আশঙ্কা করলেন যদি জানাজানি হয় তিনি মৃত, তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে নির্মাণ কার্য। একটি ভিক্ষুকে খুঁজে পেলেন প্রধান মন্ত্রী যার চেহারায় ছিল এই লামার সাদৃশ্য, এবং এই মৃত্যু সংবাদটি তের বছর ধ'রে গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি যতদিন পর্যন্ত না শেষ হয়েছিল নির্মাণ কার্য; কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে একটি প্রস্তর খণ্ডের ওপর খোদিত করিয়েছিলেন পুনরবতার হবার প্রার্থনা এবং এখনও সেটি দেখতে পাওয়া যাবে দোতালায়।

অট্টালিকাটির এই মধ্যভাগে ছিল বড় বড় হল-ঘর উৎসবাদির জন্যে, এবং চমৎকার কারুকার্যসমন্বিত বর্ণাঢ্য প্রায় পঁয়ত্রিশটি ভজনালয়, চারটি সাধনার ক্ষুদ্র কক্ষ, এবং সপ্তম দালাইলামার সমাধিমন্দির, যার মধ্যে

কয়েকটি প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ এবং বিশুদ্ধ স্বর্ণ আর অমূল্য রত্নরাজিতে মণ্ডিত।

একশ পঁচাত্তর জন ভিক্ষুর একটি দল বাস করতেন এই অট্টালিকাটির পশ্চিম প্রান্তভাগে, যেটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের; এবং পূর্ব প্রান্তে ছিল রাজকীয় দপ্তর, ভিক্ষুক অধিকারিক বর্গের বিদ্যায়তন, এবং তিব্বতের আইন-সভা, জাতীয় পরিষদের সভাকক্ষ। আমার নিজস্ব বাসকক্ষ ছিল দপ্তরের ঠিক ওপরে তিনতলায়, সহর থেকে চারশ ফুট উঁচুতে। চারটি প্রকোষ্ঠ ছিল সেখানে আমার। যেটি আমি বেশীরভাগ ব্যবহার করতুম সেটি ছিল প্রায় পনের ফুট চতুর্ভুজাকারের, এবং সেটির দেওয়ালগুলি ছিল পঞ্চম দালাইলামার জীবনীচিত্রে সম্পূর্ণ আবৃত, এত বিশদ বর্ণনাত্মক ছিল সেগুলি যে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি ছবি এক ইঞ্চির বেশী ছিল না উচ্চতায়। যখনই আমি ক্লান্ত বোধ করতুম অধ্যয়নে; তখনই ব'সে ব'সে আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ এই মহান এবং বিশদ প্রাচীর চিত্র-বর্ণিত কাহিনী অনুধাবন করতুম আমি।

কিন্তু সরকারী দপ্তর, ভজনালয়, শিক্ষায়তন এবং বাসকক্ষ ছাড়াও পোতালাতে ছিল একটি বিরাট ভাণ্ডার-গৃহ। এখানে প্রকোষ্ঠগুলি পরিপূর্ণ ছিল সহস্র সহস্র অমূল্য পুঁথিতে, যার মধ্যে কতকগুলি ছিল এক হাজার বৎসরের পুরাতন; সেখানে ছিল দৃঢ়-নির্মিত কক্ষে হাজার হাজার বৎসরের প্রাচীন পূর্বকালীন তিব্বতের নৃপতিদের স্বর্ণনির্মিত রাজদণ্ড মুকুটাদি, আর ছিল চীন কিম্বা মোঙ্গল সম্রাটদের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবান উপহার সম্ভার এবং দালাইলামার প্রচুর ধনদৌলত যা তাঁরা উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিলেন পূর্বতন নৃপতিদের কাছ থেকে। আর ছিল তিব্বতের সমগ্র ইতিহাসোল্লিখিত বর্ম-রণসজ্জাদি। গ্রন্থাগারগুলিতে ছিল তিব্বতী সংস্কৃতি এবং ধর্মের বিবরণী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাত হাজার খণ্ড, যার মধ্যে কয়েকটির ওজন ছিল আশি পাউণ্ড। সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করা তালপাতায় লেখা হয়েছিল কয়েকটি খণ্ড। দুহাজার সচিত্র ধর্মগ্রন্থের খণ্ড লেখা হয়েছিল চূর্ণীকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, শঙ্খ, নীলকান্তমণি এবং প্রবাল দিয়ে তৈরী কালিতে, প্রত্যেকটি পংক্তি লেখা ভিন্ন ভিন্ন কালিতে।

অট্টালিকার নিম্নভাগে ছিল একটানা ভূগর্ভস্থিত গুদাম এবং সংরক্ষিত

ভাণ্ডার, মাখন, চা আর বস্ত্রের সরকারী মজুত দ্রব্যে ভরা, যে-সব জিনিসপত্র সরবরাহ করা হতো মঠগুলিতে, সৈন্যবাহিনীতে এবং সরকারী কর্মকর্তাদের। পূর্বপ্রান্তে ছিল একটি বন্দীশালা উচ্চশ্রেণীর অপরাধীদের জন্যে সম্ভবতঃ টাওয়ার অফ্ লণ্ডনের অনুরূপ ; এবং চার কোণে ছিল প্রতিরক্ষামূলক মিনার যেখানে প্রহরা দিত তিব্বতী সৈন্যরা।

এই অনুপম পরিবেশের মধ্যে পাঠানুসরণ করতুম আমি, এবং অনুসরণ করতুম আমার শিশুসুলভ কৌতূহলগুলিকেও। যান্ত্রিক সামগ্রীদ্বারা সর্বদা আকৃষ্ট হতুম আমি, কিন্তু এমন কেউই ছিল না সেখানে যে আমাকে এগুলি সম্বন্ধে কিছু বলে। যখন আমি ছোটছিলুম, যে-সব সদাশয় ব্যক্তিরা জানতেন আমার এ-কৌতূহলের কথা, মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিতেন তাঁরা যন্ত্রচালিত খেলনা—যেমন গাড়ি, নৌকা, আর এরোপ্লেন। কিন্তু কোনও দিনই সেগুলিকে নিয়ে বহুক্ষণ ধ'রে খেলা করতে ইচ্ছে হ'তো না আমার : টুকরো টুকরো করতুম আমি সেগুলিকে কিভাবে সেগুলি কাজ করে দেখবার জন্যে। সাধারণতঃ সেগুলি আবার জুড়ে জুড়ে একত্রিত করতে পারতুম আমি, যদিও দুর্বিপাকও হতো কখনও কখনও—সম্ভব ছিল যা হওয়ার। একটি মেকানো-সেট্ ছিল আমার, রেলওয়ে ওয়াগন আর রেল তৈরী করেছিলুম আমি তাই দিয়ে—এ-জিনিসগুলি চোখে দেখার অনেক আগেই। কিছুদিন পরে একটি পুরনো মুভি প্রোজেক্টার্ দেওয়া হয়েছিল আমাকে যেটি চালাতে হতো হাতল ঘুরিয়ে, এবং টুকরো টুকরো করেছিলুম যখন সেটিকে তখন দেখতে পেলুম এর ব্যাটারীগুলি, যেগুলি থেকে উৎপাদিত হতো বৈদ্যুতিক আলো। বিদ্যুৎ শক্তির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়, আর একা একা এর সংযোজনগুলি দেখতে দেখতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলুম আমি, যতক্ষণ পর্যন্ত না চালু করতে পেরেছিলুম এটিকে। আমার হাতঘড়ি নিয়েও কৃতকার্য হ'তে পেরেছিলুম আমি—যদিও অবশ্য তা কিছুদিন পরে। সম্পূর্ণরূপে খণ্ড খণ্ড করেছিলুম এটিকে এর কার্যপ্রণালী অনুধাবন করবার জন্যে, এবং আবার যখন জুড়ে জুড়ে একত্রিত করলুম সেগুলিকে—তখনও চলছিল সেটি।

পোতালায় প্রতিটি বৎসর শুরু হতো নববর্ষের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বে সর্বোচ্চ ছাদের ওপরে একটি উৎসবের সঙ্গে, পীড়াদায়ক শীতল অনুষ্ঠান, যখন প্রভাতের চা-উৎসবের কথা আকুলভাবে চিন্তা করতুম শুধু আমি

একাই নয়; এবং দিনের পর দিন সারা বৎসর ধ'রে চলতো ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ পরবর্তী নববর্ষের পূর্বরাত্রির বিরাট লামা-নৃত্য পর্যন্ত। কিন্তু বসন্তকালে আমাকে, আমার গৃহশিক্ষকদের আর পরিচারকদের এবং কিছু কিছু দপ্তরও গ্রাম্যাবাস নরবুলিংকায় স্থানান্তরিত করা হলো মিছিল সহকারে যা দেখবার জন্যে এসেছিল লাসার সমস্ত লোক। নরবুলিংকায় যেতে আমার আনন্দ হতো খুবই। পোতালায় আমাকে গর্বিত ক'রে তুলতো-আমাদের সংস্কৃতি আর শিল্পনৈপুণ্য উত্তরাধিকারের জন্যে, কিন্তু নরবুলিংকা ছিল অনেকটা নিজের বাড়ীর মতো। প্রকাণ্ড এবং মনোরম প্রাচীর ঘেরা উদ্যানের মধ্যে এটি ছিল সত্যিই কতকগুলি ছোট ছোট প্রাসাদ আর ভজনালয়ের একটি মালা। নরবুলিংকার অর্থ হচ্ছে—রত্ন-বাগ। সপ্তম দালাইলামার দ্বারা অষ্টাদশ শতকে স্থাপিত হয়েছিল এটি, এবং তখন থেকেই পরম্পরাগত দালাইলামারা তাঁদের নিজেদের বাসগৃহ সংযোজন ক'রে আসছেন এটির সঙ্গে। আমি নিজেও একটি তৈরী করেছিলাম সেখানে। খুবই উর্বর অঞ্চল বেছে নিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। নরবুলিংকার বাগানে আমরা উৎপাদন করেছিলুম কুড়ি পাউণ্ড ওজনের মুলা আর এত বড় বড় বাঁধা কপি যে দুহাত দিয়ে বেড়ে ধরতে পারতেন না আপনি সেগুলিকে। সেখানে ছিল পপ্‌লার, উইলো আর জুনিপার, এবং বহু প্রকারের ফুলের আর ফলের গাছ: আপেল, নাশপাতি, পিচ, আখরোট আর খুবানি। আমি যখন ওখানে ছিলুম কুল আর চেরী গাছ পুঁতে ছিলুম আমরা।

আমার পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে বেড়িয়ে বেড়াতে আর ছোটাছুটি করতে পারতুম আমি সেখানে ফুলের আর ফলের বাগানের, আর ময়ূর আর পোষা কস্তুরী মৃগের মধ্যিখানে। হ্রদের ধারে খেলা করতুম আমি সেখানে এবং দু' দু'-বার প্রায় ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিলুম। এবং সেখানে, এবং হ্রদেও, মাছদের খেতে দিতুম আমি, আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলেই প্রত্যাশায় ভেসে উঠতো জলের ওপরে। পোতালার সেইসব ঐতিহাসিক বিস্ময়কর জিনিসগুলির কি যে এখন হয়েছে আমি তা জানি না; তাদের কথা চিন্তা করতে গেলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয়—নরবুলিংকায় চীনা সৈন্যদের বুটের আওয়াজ প্রথম শুনে জলের ওপর ভেসে ওঠার মতো এতো

নির্বোধ হয়েছিল কি আমার মাছগুলি! যদি তাই-ই হয়ে থাকে তারা, তাহ'লে হয়তো খেয়ে ফেলা হয়েছে তাদের।

নর্‌বুলিংকায় ছোটখাটো আনন্দের মধ্যে একটি ছিল—বৈদ্যুতিক আলোর জন্যে যে উৎপাদক যন্ত্রটি ছিল সেটি প্রায়ই বিকল হয়ে পড়তো, আর আমিও ছুতো পেতুম সেটিকে টুকরো টুকরো করবার। সেই যন্ত্রটি থেকে আবিষ্কার করেছিলুম—আভ্যন্তরীণ দহন এন্‌জিন্‌গুলি কাজ ক'রে চলে কি ভাবে, এবং লক্ষ্য করেছিলুম আরও যে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপাদনের যন্ত্রটি যখন আবর্তিত হ'তো চৌম্বুক ক্ষেত্র তৈরী করতো সেটি তখন কি ভাবে; এবং এও আমি বলবো যে বেশীর ভাগ সময়ই আমি মেরামত করতে পারতুম এটিকে।

তিনটি পুরনো মোটর গাড়ীর ওপরে আমি প্রয়োগ করতুম আমার এ-জ্ঞান, এই তিনটি মোটর গাড়ীই ছিল লাসায়। দুটি ছিল ১৯২৭-এর বেবি অস্টিন্, একটি নীল এবং অন্যটি লাল আর হলদে, এবং কমলা রংয়ের ১৯৩১-এর বড় ডজ্ গাড়ী। আমার পূর্ববর্তীকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল এটি, এবং ভাগ ভাগ ক'রে ব'রে নিয়ে আসা হয়েছিল এটিকে হিমালয়ের ওপর দিয়ে, পুনরায় একত্রিত করা হয়েছিল সেগুলিকে; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর ব্যবহার করা হয় নি সেটি এবং ব'সে ব'সে জং ধরছিল সেটিতে। আমার ইচ্ছে হতো সেগুলিকে চালাতে। অবশেষে খুঁজে পেলুম একটি অল্পবয়স্ক তিব্বতীকে, যে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে এসেছিল মোটর চালকের শিক্ষা, এবং আমার সাগ্রহ সহায়তায় সক্ষম হয়েছিল সে ডজ্ গাড়ীটি আর একটি অস্টিনকে চালু করতে, অন্যটির অংশগুলি কাজে লাগিয়ে। এগুলি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত।

তিব্বতের বাইরের জগতের ব্যাপার জানবার জন্যেও উৎসুক ছিলুম আমি, কিন্তু সে ঔৎসুক্যের বহুলাংশই স্বভাবতঃ অতৃপ্তই থেকে গিয়েছিল। একটি মানচিত্রাবলী ছিল আমার এবং একাগ্রভাবে নিরীক্ষণ করতুম দূরবর্তী দেশগুলির ভূচিত্রাবলী আর সেখানকার জীবনধারা কি রকম—বিস্ময় বোধ করতুম সে বিষয়; কিন্তু এদের দেখেছে এমন কোনও ব্যক্তিকে জানতুম না আমি। বই প'ড়ে প'ড়ে আমি ইংরিজী শিখতে আরম্ভ করলুম, কারণ আমাদের অব্যবহিত প্রতিবেশী দেশগুলিকে ছাড়িয়ে যে-সব দেশ আছে তাদের মধ্যে বৃটেনই একমাত্র দেশ যার সঙ্গে ছিল আমাদের মৈত্রীর বন্ধন।

ভারতবর্ষের কালিমপং থেকে প্রকাশিত একটি তিব্বতী সংবাদপত্রে মুদ্রিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি সম্বন্ধে আমাকে প'ড়ে শোনাতেন আমার গৃহশিক্ষকরা, যে বছরে আমাকে নিয়ে আসা হয়েছিল লাসায় সেই বছরই শুরু হয়েছিল এই মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই নিজেই পড়তে পারতুম আমি। কিন্তু জগতের খুব অল্প সংখ্যক ঘটনাই লাসাতে প্রভাবিত করতে পারতো আমাদের। কখনো কখনো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আমাকে—আমরা কি সাগ্রহে অনুধাবন করেছিলুম বৃটিশের মাউণ্ট এভারেষ্ট আরোহণ করার ব্যাপারটি। আমরা যে তা করেছিলুম—বলতে পারি না আমি এ-কথা। উচ্চতর পর্বত আরোহণ করার ইচ্ছা পোষণ করার আগে অধিকাংশ তিব্বতীকে বহু সংখ্যক গিরিপথ অতিক্রম করতে হয় বাধ্য হয়ে; এবং লাসার অধিবাসীরা পর্বতারোহণ করতো যারা আনন্দের জন্যে, পরিমিত উচ্চতার পাহাড় বেছে নিত তারা, এবং শীর্ষদেশে যখন পৌঁছুতো তারা ধূপধুনো জ্বালাতো, প্রার্থনা করতো, আর করতো বনভোজন।

মোটের ওপর খুব নিরানন্দের ছিল না আমার শৈশব। আমার শিক্ষকদের সদাশয়তা চিরদিন স্মৃতি হ'য়ে থাকবে আমার কাছে যা আমি চিরদিন লালন করবো সযত্নে। তাঁরা আমাকে দিয়েছিলেন ধর্মীয় শিক্ষা যা হয়ে আছে এবং হবেও আমার চিরদিনের সান্ত্বনা আর প্রেরণা; এবং অন্য বিষয়েও আমার সুস্থ ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। আমি কিন্তু জানি কতটুকু সাংসারিক জ্ঞান নিয়ে বেড়ে উঠেছিলুম আমি; এবং এই অবস্থায়, যখন আমার বয়েস মাত্র ষোল বছর, তখন আমাকে আহ্বান করা হলো কমিউনিষ্ট চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমার দেশকে পরিচালনা করতে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনের শান্তি

যে দুর্বিপাক তিব্বতকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলার আগে আমাদের সুখের দিনে আমার দেশবাসীর জীবন সম্বন্ধে কিছু ধারণা করাতে চাই।

বহু প্রতিবেশী আছে তিব্বতের : পূর্বে এবং উত্তরে চীন, মোঙ্গলিয়া আর পূর্ব তুর্কিস্তান, এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ, বর্মা, নেপাল, সিকিম এবং ভুটান রাজ্য। পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং সোভিয়েট ইউনিয়নও আমাদের খুবই সন্নিকটে। বহু শতাব্দী ধ'রে আমাদের সম্বন্ধ ছিল এইসব প্রতিবেশীদের অনেকেরই সঙ্গে। বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের সঙ্গে সহস্র বৎসর ধ'রে ছিল আমাদের দৃঢ় ধর্মীয় বন্ধন ; বস্তুতঃ আমাদের বর্ণমালা উদ্ভূত হয়েছে সংস্কৃত থেকে, কারণ বৌদ্ধধর্ম যখন নীত হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে তখন কোনো অক্ষরমালা ছিল না তিব্বতে, এবং বর্ণমালার প্রয়োজন ছিল যাতে ক'রে ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অনুদিত ও পঠিত হতে পারে তিব্বতীদের দ্বারা। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বন্ধন ছিল আমাদের মোঙ্গলিয়া এবং চীনের সঙ্গে ; এবং প্রাচীন কালে আমাদের সংযোগ ছিল পারস্য আর পূর্ব-তুর্কির সঙ্গে, যে জন্যে পার্শিয়ান ও তিব্বতী পোশাকের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে আজও। অতি সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে, বিংশ শতাব্দীর প্র বস্তে, আমাদের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল রাশিয়ার সঙ্গে এবং তারপরে অধিকতর কাল ধ'রে বৃটেনের সঙ্গে।

কিন্তু এই প্রতিবেশীসুলভ সম্বন্ধ থাকা সত্বেও তিব্বতীরা একটি বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র জাতি। আমাদের শারীরিক রূপ, এবং আমাদের ভাষা আর রীতিনীতি আমাদের অন্য যে কোনো প্রতিবেশীদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এশিয়ার আমাদের অংশের অন্য কারুর সঙ্গেই জাতিগত সম্পর্ক নেই আমাদের।

সাম্প্রতিক কালে তিব্বতের সুবিদিত গুণ ছিল বোধহয় তার স্বেচ্ছাকৃত অন্তরণ। বহির্জগতে লাসাকে বলা হতো নিষিদ্ধ নগরী। জগৎ থেকে প্রত্যাহরণের কারণ ছিল দু'টি। প্রথমটি অবশ্য—প্রকৃতিগত ভাবেই আমাদের

দেশ বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষ কিম্বা নেপালের সীমানা থেকে লাসা, গত দশক পর্যন্ত, ছিল দু'মাসের পথ সুউচ্চ হিমালয় গিরিসংকট পেরিয়ে—বৎসরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকতো যেগুলি। তিব্বত এবং চীনের সীমান্তে আমার জন্মস্থান থেকে লাসায় পৌঁছুতে লাগতো আরও দীর্ঘ সময় যে-বিষয়ে আমি বলেছি পূর্বেই; এবং চীনের সমুদ্রতীর আর বন্দর থেকে সে-সীমান্ত সহস্রাধিক মাইল।

সেইজন্যে অন্তরণ ছিল আমাদের রক্তে। আমাদের এই প্রাকৃতিক বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিলুম আমরা যতদূর সম্ভব অল্পসংখ্যক বিদেশীকে আমাদের দেশে আসবার অনুমতি দিয়ে, কারণ বিসংবাদের অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের, বিশেষ ক'রে চীনের সঙ্গে, এবং শান্তিতে বসবাস আর নিজেদের ধর্ম আর সংস্কৃতি অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোনও উচ্চকাঙ্ক্ষা ছিল না আমাদের; এবং ভাবতুম আমরা—জগৎ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখাই হচ্ছে নিশ্চিত শান্তির পথ। এ-কথা আমি এক্ষুণি বলবো যে আমি মনে করি এ-নীতি ছিল সর্বদা ভ্রান্ত, এবং ভবিষ্যতে তিব্বতের সমস্ত দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে রাখা হবে এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি অংশ থেকে দর্শনার্থীদের আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করবো—এই আমার আশা আর অভিপ্রায়।

পৃথিবীর মধ্যে তিব্বতকে একটি অতীব ধর্মনিষ্ঠ দেশ ব'লে অভিহিত করা হয়। এটি ঠিক কি না তা বিচার করতে পারি না আমি, কিন্তু অবশ্যই আধ্যাত্মিক বিষয়কে পার্থিব বিষয় অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে করে না সাধারণ তিব্বতীরা, এবং খুবই লক্ষণীয় বিষয় ছিল তিব্বত সম্বন্ধে—এখানকার অসংখ্য গুম্‌পা। সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না, কিন্তু সম্ভবতঃ মোট জনসংখ্যার শতকরা দশজন ছিলেন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী; এবং এই থেকে এসেছিল আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় দ্বৈত চরিত্র। বস্তুতঃ, দালাই লামা থাকা কালেই সংযুক্ত করা হয়েছিল এই অযাজকীয় এবং যাজকীয় কর্তৃত্বকে। দু'জন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন আমার, একজন ভিক্ষু এবং অন্যজন অযাজক, এবং তাঁদের নিম্নস্থ দফ্‌তরগুলি ছিল সমবিভক্ত।

মন্ত্রীসভা বা খাসাগ-এ সাধারণতঃ থাকতেন চারজন সভ্য, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভিক্ষু তিনজন সাধারণ আধিকারিক। মন্ত্রীসভার নিম্নেই ছিল দুটি ভিন্ন দফ্‌তর: ইগ-ছাং বা মহাকরণ—চারজন ভিক্ষু আধিকারিক

দ্বারা পরিচালিত যাঁরা ছিলেন সরাসরি দালাইলামার কাছে দায়ী এবং ধর্মীয় ব্যাপার বিষয় ভারপ্রাপ্ত, এবং চে-খাঁ বা রাজস্ব-দফ্‌তর, চারজন অযাজকীয় ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত, রাজ্যের সাধারণ ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত।

প্রত্যেক সরকারই যে সব বিভাগ প্রয়োজন মনে করেন—পররাষ্ট্র বিষয়ক দফ্‌তর, কৃষি, কর, ডাক ও তার, প্রতিরক্ষা, সেনাবিভাগ প্রভৃতি—প্রত্যেকটি ছিল দু'জন কিম্বা তিনজন অধ্যক্ষের অধীনে ; প্রধান বিচারপতি ছিলেন দু'জন, এবং নগর-বিচারশালায় ছিলেন দু'জন বিচারক। পরিশেষে, তিব্বতের বহু প্রদেশে ছিলেন দু'জন ক'রে রাজ্যপাল।

জাতীয় পরিষদ আহ্বান করা যেতো তিনভাবে। এটির সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আকারে, যেটির অধিবেশন প্রায় সর্বদাই চলতো, সেটিতে থাকতেন ইগ্‌-ছাং আর চে-খাঁ-এর আটজন কর্মকর্তা, তার সঙ্গে থাকতেন অন্য উচ্চপদস্থ সাধারণ আধিকারিকবৃন্দ এবং লামার নিকটস্থ তিনটি বিশেষ বিশেষ গুম্পার প্রতিনিধিবৃন্দ, সর্বসমেৎ কুড়িজন প্রতিনিধি। এই ক্ষুদ্রায়তন সভাটি ত্রিশজন সভ্যবিশিষ্ট বৃহত্তর একটি সভার অধিবেশন আহ্বান করতে পারতেন বিশেষ বিশেষ সমস্যা বিবেচনা করবার জন্যে এবং প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের, যেমন দালাইলামার পুনরবতারের আবিষ্কারের স্বীকৃতি দেওয়া বিষয়ে বিবেচনা করার জন্যে, আহ্বান করা হতো সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী প্রায় চার শ' সদস্যের সম্পূর্ণ সংসদের অধিবেশন।

মঠগুলির বাইরে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক। একদিকে জমিদারির আভিজাত্য আর অন্যদিকে অতি দরিদ্র কৃষিজীবীদের মধ্যে ধনের অসাম্য। অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া ছিল দুষ্কর কিন্তু অসম্ভব ছিল না তা ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাহসিকতার জন্যে পুরস্কৃত হতে পারতো একজন সৈনিক খেতাব এবং জায়গীর দ্বারা, এবং উভয়ই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য।

কিন্তু অন্যদিকে আবার, মঠের উচ্চতর পদে উন্নীত হবার এবং মঠাধিকারিক-দের মধ্যে উন্নতির নীতি ছিল গণতান্ত্রিক। যে কোনো সামাজিক স্তর থেকে একটি বালক যোগদান করতে পারতো মঠে, এবং সেখানে তা'র উন্নতি নির্ভর করতো তা'র নিজের দক্ষতার ওপর। এবং এও বলা যেতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে উচ্চস্তরের লামাদের পুনর্জন্মের ওপরও ছিল গণতান্ত্রিক প্রভাব, কারণ অবতারী লামারা অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পছন্দ

করতেন, যেমন ত্রয়োদশ দালাইলামা করেছিলেন, যে জন্যে আমার মতো নিম্ন পরিবেশের মানুষদেরও ধর্মের জগতের উচ্চতম পদে দেখা গেছে।

(অতীত কাল ব্যবহার করলুম আমি অনিচ্ছার সঙ্গে, কারণ তিব্বত এখন আক্রান্ত এবং কেউই বলতে পারে না এ-সময় আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান গুলির অস্তিত্ব রয়েছে এবং কোনগুলি হচ্ছে ধ্বংস।)

মঠগুলির ছিল নিজস্ব কারিগর নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে, এবং খানিকটা ব্যবসাও করতো তা'রা। এদের মধ্যে কারু কারু ছিল প্রচুর জায়গির, এবং কারু কারু ছিল অর্থবৃত্তি যা তা'রা বিনিয়োগ করতো ব্যবসায়াদিতে, কিন্তু অন্যদের ছিল না এ-সবের কিছুই। প্রায়ই তা'রা পেতো ব্যক্তিগত উপঢৌকন। মহাজনি করতো কেউ কেউ, এবং ওদের কেউ এমন উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করতো যা আমি অনুমোদন করতে পারি না। মোটের ওপর কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না তা'রা। তাদের মধ্যে অধিকাংশই, কম বেশী, নির্ভর করতো সরকারের সাহায্যের ওপর, বিশেষ ক'রে খাদ্যের জন্যে এবং এইজন্যেই পোতালায় এবং অন্যান্য স্থানে খাদ্যশস্য, চা আর মাখন এবং বস্ত্রও মজুত রাখতেন সরকার। এই সাহায্য অবশ্য আসতো জনসাধারণের দেয় খাজনা বা কর থেকে।

সৈনিকের উল্লেখ করেছি আমি: সৈন্যবাহিনী একটি ছিল আমাদের, কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র ছিল সেটি। এটির প্রধান কাজ ছিল সীমান্ত ঘাঁটিগুলিতে রক্ষী নিযুক্ত করা এবং অননুমোদিত বিদেশীদের দেশে প্রবেশ রোধ করা, এবং আমাদের পুলিশবাহিনীও গঠন করতো এরা, লাসা শহরের ছিল নিজের পুলিশ। উৎসবানুষ্ঠানকে সামরিক বর্ণ আরোপ করতো এই সৈন্যবাহিনী, এবং শ্রেণীবদ্ধভাবে পথের দু'পাশে দাঁড়াতো এরা যখনই আমি বার হতাম প্রাসাদ থেকে। অদ্ভুত একটি ইতিহাস ছিল এটির। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে, চীনের সঙ্গে যখন গোলমাল চলছিল আমাদের, আমার পূর্বতন দালাইলামা স্থির করলেন যে অল্প দিনের জন্যে কয়েকজন বিদেশী নির্দেষ্টা নিযুক্ত ক'রে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে গড়ে তুলবেন আধুনিকভাবে। বিদেশী সৈন্যবাহিনীগুলির মধ্যে কোন্‌টি আমাদের আদর্শ হিসেবে উত্তম হবে কেউই বলতে পারে নি তা, সেই জন্যে উনি একটি সৈন্যদলকে শিক্ষা দেওয়ালেন রাশিয়ানদের দ্বারা, একটি জাপানীদের দ্বারা এবং একটি ব্রিটিশদের দ্বারা।

সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব'লে প্রমাণিত হলো ব্রিটিশ প্রণালীটি, অতএব ব্রিটিশের ধাঁচে গ'ড়ে তোলা হলো আমাদের সমগ্র সৈন্যবাহিনী। এক শতাব্দীরও পূর্বে ব্রিটিশরা চলে গেছেন তিব্বত ছেড়ে, কিন্তু ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের সৈন্যবাহিনী কুচ-কাওয়াজের সময় ব্যবহার করেছে ব্রিটিশ হুকুম জ্ঞাপক শব্দ, যেহেতু এরকমের সামরিক পরিভাষা ছিল না আমাদের ভাষায়; এবং সামরিক ব্যাণ্ড্ সহযোগে তিব্বতী সৈন্যদের কুচ্-কাওয়াজের মধ্যে পাওয়া যেতো—'ইটিস্ এ লঙ্ ওয়ে টু টিপারারি', 'অল্ড্ ল্যাং সাইন্', এবং 'গড্ সেভ্ দি কিং'-এর সুর। কিন্তু এই সুরের কথাগুলি যদিও কোনো তিব্বতী জেনেও থাকে কোনো দিন, বহু পূর্বেই তা বিস্মৃত। যাই হোক, এ-ধারণা আমি দিতে চাই না যে আমাদের সৈন্যবাহিনী ছিল কালের পক্ষে বেমানান বা হাস্যকর; ছিলও না তা। যান্ত্রিকভাবে আধুনিক ক'রে তোলা যায় নি আমাদের সৈন্যবাহিনীকে, কারণ তা ছিল অসম্ভব, এবং আক্রমণ থেকে আমাদের বিরাট দেশকে রক্ষা করবার পক্ষে তা ছিল অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু এটির নিজের সীমিত উদ্দেশ্যের জন্যে এটি ছিল খুবই কার্যকরী, এবং এর জোয়ানরা ছিল সাহসী।

আমার মনে হয় তিব্বত সম্বন্ধে যিনি কৌতূহলী—লাসায় জীবন সম্বন্ধে তিনি কিছু পাঠ করতে সক্ষম হয়েছেন, কারণ বিদেশী পর্যটক যাঁরা তিব্বত পরিদর্শন করেছেন তাঁদের অধিকাংশেরই লক্ষ্যস্থল ছিল লাসা এবং বইও লিখেছেন এ-বিষয়ে; অতএব এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করবো না আমি। তাঁরা বর্ণনা করেছেন সারা বছরের নিরবচ্ছিন্ন উৎসব আর অনুষ্ঠানাদির, বিত্তবানদের বড় বড় ভোজসভার, তাঁদের সুন্দর সুন্দর আর কারুকার্য-সমন্বিত সাজসজ্জা, লিং-কর্ আখ্যাত চক্রপথে পদব্রজে পুণ্যভ্রমণ, এবং গ্রীষ্মে নদীর ধারে বন-ভোজন—যেটি ছিল বোধ হয় সমস্ত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি যতটুকু দিতে পারতুম তার চেয়ে অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ-সব ব্যাপারের বর্ণনা দিতে সক্ষম হয়েছেন হয়ত পর্যটকেরা, যেহেতু আমি অবশ্য এদের মধ্যে অনেকগুলিতেই অংশ গ্রহণ করি নি নিজে। যখনই কোনো উৎসবে অংশ গ্রহণ করতুম আমি, স্বভাবতঃই সেইসব উৎসবের লক্ষ্য বিন্দু হয়ে উঠতুম আমি, এবং জনগণ আমার প্রতি যে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

করতো সেইটিই হতো এই সব উৎসবের সারাংশ, এবং এইজন্যই যে-সব উৎসবে আমায় অংশ গ্রহণ করতে হতো না, যেমন পোতালায় ধর্মীয় নৃত্য কিম্বা নর্‌বুলিংকায় নাট্যাভিনয়, এইসব উৎসব আমি দেখতুম পাত্‌লা ও স্বচ্ছ কাপড়ের পর্দার পিছন থেকে, যাতে আমি সবই দেখতুম কিন্তু দেখা যেতো না আমাকে। পর্যটকদের কাহিনীর ওপর কিন্তু একটি সাধারণ মন্তব্য করবো আমি। আমরা তিব্বতীরা ভালোবাসি আমোদ-প্রমোদ আর উৎসবাদি, তা সে ধর্মীয় অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ যাই-ই হোক, এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিক আর জমকালো বেশভূষাও ভালোবাসি আমরা। প্রতীচ্যবাসীরা যে-সব ব্যাপারে হাসেন আমরা সর্বদা সেইসব ব্যাপারে হাসি কি না—তা আমি জানি না, তবে প্রায় সর্বদাই এমন কিছু না কিছু বিষয় খুঁজে পেতুম যা নিয়ে হাসতুম আমরা। আমরা হচ্ছি—পাশ্চাত্যবাসিরা যাঁদের বলেন—নির্ঝঞ্ঝাট আর চিন্তা-ভাবনার তোয়াক্কা-না-রাখা স্বভাবের মানুষ, এবং অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ পরিবেশে পড়লে তবেই আমাদের কৌতুক রসবোধ আমরা হারাই।

কিন্তু লাসাই ছিল একমাত্র স্থান যেখানে সামাজিক জীবন ছিল বিশেষ বিস্তৃত। নগর এবং কয়েকটি সহরের বাইরে, মঠ ছাড়া, সমস্ত জীবন ছিল প্রায় অন্য দেশের কৃষক শ্রেণীর জীবনের মতোই, কেবল অন্তরণের মাত্রা ছাড়া। দূরত্ব ছিল বিশাল, এবং পায়ে-হাঁটা আর অশ্বপৃষ্ঠে ডাকপিওন ছাড়া অবশ্য কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না সেখানে। পাহাড়ে—আবহাওয়া খুব রুক্ষ এবং অধিকাংশ জমিই অনুর্বর, যেজন্যে জনবসতি ছিল বিরল এবং জীবন ছিল নিঃসঙ্গ আর একান্ত সরল। তিব্বতের দূর সীমান্ত অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই লাসায় যায় নি কোনোদিন, কিম্বা লাসায় গিয়েছে এমন কোনো লোকের সাক্ষাৎও পায় নি বোধ হয় তা'রা। বছরের পর বছর জমি চাষ করতো তা'রা, এবং চমরী গাই আর অন্যান্য পশুপালন করতো, এবং নিজেদের দিগন্তের বাইরের জগতে কি ঘটছে সে-বিষয় কিছুই শুনতো না বা দেখতো না তা'রা। আমার মনে হয় এ-রকম মানুষ শুধু তিব্বতেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত দরিদ্র দেশেই আছে—তা যেমনই তাদের শাসনব্যবস্থা হোক।

একথা আমি মিথ্যে জাহির করবো না যে প্রত্যেকটি তিব্বতী ছিল ভদ্র এবং সদাশয় ব্যক্তি: অবশ্য অপরাধপ্রবণ আর পাপিষ্ঠ লোকও ছিল

আমাদের মধ্যে। তার একটিই দৃষ্টান্ত দিতে বলবো, বহু যাযাবর ছিল আমাদের দেশে, এবং তাদের মধ্যে যদিও অধিকাংশই ছিল শান্তিপ্রিয়, দস্যুতার উর্ধ্বে ছিল না তাদের কোনো কোনো দল। কাজে কাজেই, কোনো কোনো জায়গায় স্থায়িভাবে বসবাসকারী মানুষদের অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হবার দিকে মনোযোগ দিতে হতো, এবং এইসব জায়গায় পথিকরা বড় বড় দলে ভ্রমণ করতে পছন্দ করতেন নিরাপত্তার জন্যে। যেখানে আমি জন্মেছিলুম, সেই পূর্ব প্রান্তের লোকেরা, যাদের মধ্যে খাম্‌পাদেরও ধরা যায়, তারা ছিল মোটামুটি আইনঅনুগ, কিন্তু পুরুষোচিত স্বাবলম্বিতার প্রতীক হিসেবে অন্য যে কোনো সম্পত্তির চেয়ে একটি রাইফেল ছিল তাদের কাছে অধিকতর মূল্যবান।

তবুও ধর্মের বোধ পরিব্যপ্ত ছিল গভীরতম স্থানে আর হিংস্রতম হৃদয়ে, এবং এর নিদর্শন দেখা যেতো যাযাবরের অতি সামান্য তাঁবুতেও: বেদী আর তার সুমুখে ঘৃতদীপ।

আমার পঠদ্দশায় আমাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে খুব অল্পই শিখেছিলুম আমি, এবং আমার মনে হয়, তিব্বতী জনসাধারণ এটিকেই স্বাভাবিক ব্যাপার ব'লে গণ্য করতো এবং প্রশাসনের অন্য কোনও মতবাদ সম্বন্ধে কোনো দিনই চিন্তা করতো না তা'রা। কিন্তু যখন বড় হ'য়ে উঠলুম আমি, কেবল মাত্র ধর্মের দৃষ্টি কোণ দিয়ে বিচার করে দেখতে লাগলুম এটির মধ্যে অন্যায় রয়েছে কতখানি। ধনবন্টনে আমাদের অসাম্য বুদ্ধের উপদেশ অনুযায়ী অবশ্যই নয়; এবং অল্প কয়েক বৎসর যখন তিব্বতে সক্রিয় শাসন ক্ষমতায় ছিলুম আমি, কিছুটা এর মূলগত সংস্কার করতে সুযোগ পেয়েছিলুম আমি। সাধারণ কর্মকর্তা এবং মঠাধিকারিক আর মঠের প্রতিনিধিদের নিয়ে সর্বশুদ্ধ পঞ্চাশজন সভ্যের একটি উন্নয়ন কমিটি নিযুক্ত করেছিলুম আমি, এবং আর একটি ছোট স্থায়ী কমিটিও নিযুক্ত করেছিলুম—প্রয়োজনীয় সংস্কার বিষয়ে তদন্ত ক'রে বড় কমিটিতে আর তারপর আমার কাছে, রিপোর্ট দেবার জন্যে।

সহজতম সংস্কার ছিল কর আদায়ের ব্যাপারে। প্রত্যেকটি জেলা থেকে কতটা রাজস্ব প্রয়োজন সর্বদা তা নির্ধারিত থাকতো সরকার কর্তৃক; কিন্তু আবহমান কাল থেকে এইটেই ধারণা ছিল যে জেলা কর্তৃপক্ষ এর ওপরেও

যতখুশী অথবা যতদূর সম্ভব কর আদায় করতে পারতেন তাঁদের খরচ করবার আর মাইনে দেবার জন্যে। যেহেতু এটা ছিল আইন অনুমোদিত, জনসাধারণকে দিতেই হতো তা, এবং খুব বেশী আমার বয়স হয় নি তখন যখন আমি বুঝতে পারলুম অন্যায় করবার পক্ষে এটা কতো বড় প্রলোভন। অতএব আমার মন্ত্রীসভা আর সংস্কার-কমিটির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সমস্ত ব্যবস্থাটাকেই পরিবর্তন করেছিলুম আমি। ঠিক প্রয়োজনমতো নির্ধারিত অর্থই আদায় করতে হতো এবং তা'র সমস্তটাই কোষাগারে পাঠাতে হতো জেলা কর্তৃপক্ষদের, এবং সরকার তাঁদের দিতেন নির্ধারিত বেতন। এতে সন্তুষ্ট হয়েছিল প্রত্যেকেই, কেবল কিছু কিছু জেলা কর্তৃপক্ষ ছাড়া —যাঁরা যতোটা করা উচিৎ তার চেয়ে বেশী অর্থ লাভ করছিলেন।

আরও মূলগত সংস্কার প্রয়োজন ছিল আমাদের ভূমি অধিকারের প্রথায়। তিব্বতে সমস্ত জমি রাজ্যের সম্পত্তি, এবং অধিকাংশ চাষী জোতদাররা তাদের জমি সোজা সরকারের কাছ থেকে একপ্রকার ইজারা বন্দবস্তে নিয়ে ভোগ করতো। এদের মধ্যে জমির খাজনা হিসেবে ফসলের ভাগ দিত কেউ কেউ, এবং সরকারের শস্য-ভাণ্ডারের এটি ছিল প্রধান উৎস-যা বণ্টন করা হতো মঠ, সেনাবাহিনী আর সরকারী আধিকারিকদের মধ্যে। শ্রম দান করতো কেউ কেউ, এবং সরকারী আধিকারকদের জন্যে বিনা ভাড়ায় পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হতো কাউকে কাউকে, এবং কখনো কখনো মঠের জন্যেও। এই বিনা ভাড়ায় পরিবহন ব্যবস্থার প্রথা উঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার পূর্বতন ত্রয়োদশ দালাইলামা, কারণ এটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল একটা অন্যায় বোঝা, এবং অশ্ব, অশ্বতর আর চমরী গাইয়ের জন্যে ভাড়া নির্ধারিত ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর থেকে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল সব জিনিসেরই, স্থিরীকৃত ভাড়া হ'য়ে উঠলো অসঙ্গত, এবং পরিবহণ দাবি করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল বহু লোককে। আমি সেইজন্যে হুকুম দিয়েছিলুম যে ভবিষ্যতে মন্ত্রীসভার বিশেষ অনুমতি ছাড়া পরিবহণ দাবি করা চলবে না, এবং এর জন্যে ভাড়ার হারও বাড়িয়ে দিয়েছিলুম আমি।

এই সব চাষীদের প্রজা বললে ভুল বোঝানো হবে। জমি সরকারের অধিকারে—এটা শুধু একটা কল্পিত বস্তু মাত্র। একজন চাষীর জমি

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য, এবং ইজারা বা বন্ধকও দিতে পারে সে তা'র জমি অন্যকে, অথবা এমন কি নিজের সত্ব বিক্রীও করতে পারে এই জমির, যদিও জমির সত্ব বিক্রী করা হতো কদাপি, কারণ চাষীর প্রথম কর্তব্য ছিল তা'র জমি অক্ষত অবস্থায় তা'র পরবর্তী বংশধরদের দিয়ে যাওয়া। একমাত্র তখনই তা'কে বেদখল করা যেতো যদি সে তা'র উৎপাদনের দেয় অংশ বা শ্রম দিতে না পারতো, যা অত্যধিক ছিল না। কার্যতঃ নিষ্কর ভূম্যধিকারীর সমস্ত অধিকারই তা'র ছিল, এবং সরকারকে তা'র দেয় ছিল প্রকৃতপক্ষে ভূমি-কর হিসেবে সামগ্রী, নগদ খাজনা না হয়ে।

বহু বৎসর থেকেই, সময় যখনই খারাপ হতো এইসব চাষীদের ঋণ দিতেন সরকার। আমি দেখলুম, এই সব ঋণ বা তা'র সুদ আদায় করবার চেষ্টা করা হয় নি কোনো দিনই, এবং বাকীর পরিমাণ এত বেশী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে কোনো দিনই তা পরিশোধ করতে সক্ষম হবে না চাষীরা—তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। বিশদ তদন্ত করেছিলেন আমার নিযুক্ত কমিটি এ বিষয়ে এবং চাষীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করার স্থির করেছিলুম আমরা। যারা হয় পুঞ্জিত সুদ, না হয় আসল দিতে পারে নি—ঋণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাদের। তাদের বার্ষিক আয় থেকে সুদ দিতে পারে নি কেউ কেউ, কিন্তু আসল ঋণ পরিশোধ করবার মতো সঞ্চয় করেছিল যথেষ্ট; কয়েকটি কিস্তীতে তা পরিশোধ করবার জন্যে বলা হয়েছিল তাদের। কিন্তু কেউ কেউ বেশী অর্থবান হয়ে উঠেছিল এই ঋণ গ্রহণের পর, এবং সুদে আসলে কিস্তী ক'রে ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছিল তাদের। এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল চাষীরা। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরাই উদ্বিগ্ন হয়েছিল এই ঋণের জন্যে—যা ঝুলছিল তাদের মাথার ওপর, এবং নিজেরা কোথায় যে দাঁড়ালো—সে বিষয় জানতে পেরে খুশী হয়েছিল তা'রা।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা জরুরী একক সংস্কার যা প্রয়োজন ছিল আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়—তা হচ্ছে বৃহৎ বেসরকারী জমিদারিতে। বহু দিন আগে এই সব ভূসম্পত্তি দান করা হয়েছিল অভিজাত পরিবারবর্গকে। এ-গুলি ছিল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য, এবং এইসব দানের পরিবর্তে প্রত্যেকটি পরিবারকে বংশানুক্রমে একজন ক'রে পুরুষ ওয়ারিশের ব্যবস্থা করতে হতো

যাকে সরকারী অফিসারের শিক্ষা নিতে এবং কাজ করতে হতো। কেউ কেউ অর্থ দিতেন সরকারকে ; জমিদারির আয়ের বাকি অংশ থেকে ব্যবস্থা করা হতো অফিসারের বেতনের, এইভাবেই সংগ্রহ করা হতো অযাজকীয় আধিকারিকদের। এই সব জমিদারিতে অভিজাতদের জন্যে চাষীরা যে অবস্থায় কাজ করতো তার ওপর সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল না সরকারের, এবং সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার ব্যবহার করতে হতো জমিদারদের, যা তাঁরা প্রায়ই অর্পণ করতেন তাঁদের তত্ত্বাবধায়কদের ওপর, কারণ তাঁদের অধিকাংশেরই বছরের বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হতো লাসাতে সরকারী কাজের জন্যে।

পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন এই সমগ্র প্রাচীন ব্যবস্থাটি আমার কমিটি এবং মন্ত্রীসভা এবং আমি যখন তাঁদের সুপারিশগুলি পেয়েছিলুম তখনই স্থির ক'রে ফেলেছিলুম আমি যে এই সমস্ত বড় বড় জমিদারির বেশী অংশই সরকারের অধিকারে ফিরে আসা উচিত—যে-সব পরিবারকে এ-গুলি দেওয়া হয়েছিল তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে, এবং নগদ বেতন দেওয়া হবে অফিসারদের। তারপর এইসব জমি বণ্টন ক'রে দেওয়া হবে সেইসব চাষীদের মধ্যে এই জমিতে ইতিমধ্যে কাজ করেছে যারা। যাতে ক'রে সমস্ত চাষীরা সরকারের প্রজা হিসেবে স্থাপিত হ'তে পারে সমভিত্তিতে, এবং বিচারের প্রয়োগও সমন্বিত হতে পারে যাতে। মঠগুলিকে যেসব বড় বড় জমিদারি দেওয়া হয়েছিল সেগুলির জন্যেও অবশ্য প্রয়োজন ছিল এই একই প্রকারের সংস্কারের কিন্তু ব্যক্তিগত জমিদারগুলিকে নিয়ে শুরু করবার মনস্থ করেছি আমরা।

যাইহোক, আমাদের এই সংস্কারের পর্যায়ে পৌঁছুবার আগেই, আমরা এলুম চীনের কর্তৃত্বাধীনে, এবং ওদের মত ছাড়া এত ব্যাপক পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না আমাদের পক্ষে। কিন্তু ওরা এসেছিল ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে নিজেদের কম্যুনিস্ট্ ধারণা নিয়ে, অত্যন্ত অপছন্দ করেছিল যা তিব্বতের চাষীরা ; এবং এই জনপ্রিয় সংস্কার যদি কার্যকরী করতেন আমাদের সরকার তা'হলে যা হয়েছিল তা'র চেয়ে আরও অনেক বেশী অপ্রিয় হতো জনসাধারণের কাছে চৈনিক সংস্কারগুলি। এবং কাজেই, যতো জোরই না চাপ দিয়ে থাকি আমরা তাদের ওপরে, এই প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না কিছুই বলে নি তা'রা ; এবং শেষ কালে, আরও কঠোরতর ঘটনাবলী অভিভূত ক'রে

ফেলেছিল আমাদের, এবং উপস্থিতের জন্যে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এটিকে।

অতএব, যেসব ঘটনার ওপর কোনো অধিকার ছিল না আমাদের তার দ্বারা আমাদের উন্নতি ব্যাহত না হওয়া পর্যন্ত, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যযুগীয় থেকে আধুনিক অবস্থায় পরিবর্তনের শুরু করেছিলুম আমরা। তিব্বতের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতির জন্যে তখনও করবার ছিল অনেক কিছুই, এবং অন্য এক পরিচ্ছেদে আমি লিখবো যে আমি এবং আমার সরকার ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে কি করবার আশা রাখে। তবুও এর রীতিনীতিতে বহু দোষ ক্রুটি, আর আবহাওয়ায় কাঠিন্য থাকা সত্ত্বেও, আমি নিশ্চয় জানি সুখী দেশগুলির মধ্যে তিব্বত অন্যতম। পীড়নের সুযোগ নিশ্চিতই এনে দিতো এখানকার রীতিনীতি কিন্তু মোটের ওপর অত্যাচারী ছিল না তিব্বতের মানুষরা। অতীতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে নিষ্ঠুরতা খুব কমই দেখা যেতো; কারণ প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ে এবং সমস্ত উত্থান-পতনে ধর্মই ছিল—উভয়তঃ সংযমের প্রভাব এবং অবিরাম শান্তি আর অবলম্বন।

অন্য ধর্মের লোকেরা প্রায়ই বলেন যে পুনর্জন্মে বিশ্বাস—কর্মফল—ভাগ্যের অসাম্যকে স্বীকার ক'রে নেবার প্রবণতা এনে দেয়; বোধ হয় খুবই সহজে মেনে নেবার প্রবণতা। এটি মাত্র আংশিক সত্য। একটি দরিদ্র তিব্বতীর তার ধনী জমিদারকে ঈর্ষা করান বা তার প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়ার ঝোঁক ছিল কম, কারণ সে জানতো যে তাদের প্রত্যেকেই যে বীজ বপন করেছিল পূর্বজন্মে তারই ফল অর্জন করছে সে। কিন্তু অন্যদিকে আবার কর্মাবিধিতে এমন কিছু নেই যা মানুষকে নিরুৎসাহ করে ইহজন্মে তার নিজের ভাগ্যের উন্নতি করবার চেষ্টা থেকে। এবং, নিঃসন্দেহে, আমাদের ধর্ম উৎসাহিত করে অপরের ভাগ্যের উন্নতি সাধনের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে; দু'টি লাভ আছে সত্যকার বদান্যতায়, গ্রাহকের লাভ তার ইহজীবনে, আর দাতার ইহ জীবনে কিম্বা পরজীবনে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করেছিল তিব্বতীরা।

এবং যদিও সামন্ততান্ত্রিক ছিল আমাদের ব্যবস্থা, তা ছিল অন্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন, কারণ এর শীর্ষদেশে ছিলেন চেন্‌রেসির

অবতার, যাঁকে শত শত বৎসর ধরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করে এসেছে জনগণ। লোকেরা এটা বুঝতো যে রাজ্যের সাধারণ কর্মকর্তাদের ঊর্ধ্বে চূড়ান্ত আবেদন করবার ব্যবস্থা রয়েছে একটি ন্যায়ের উৎসের কাছে যাঁর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারতো তারা ; এবং বস্তুতঃ, দালাই লামার মতো ঐতিহ্য, এবং শিক্ষা আর ধর্মীয় গুণসম্পন্ন শাসক বোধ হয় হ'তে পারেন না অন্যায় প্রজাপীড়ক।

অতএব সুখীই ছিলুম আমরা। অসন্তোষ নিয়ে আসে কামনা : শান্তিপূর্ণ মন থেকে উদ্ভূত হয় সুখ। বহু তিব্বতীরই পার্থিব জীবন ছিল কষ্টসাধ্য, কিন্তু কামনার বলি ছিল না তারা ; পৃথিবীর অধিকাংশ নগরের চেয়ে বোধ হয় আমাদের এই পার্বত্য অঞ্চলে সারল্য এবং দারিদ্র্যের মধ্যে মানসিক শান্তি ছিল বেশী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতিবেশী চীন

তিব্বতে আমার অল্প কয়েক বৎসরের সক্রিয় শাসনের সময়, জাতি হিসেবে আমাদের আইনগত মর্যাদা, পূর্বে যা কখনও উদ্বিগ্ন করেনি আমাদের, সহসা তা হ'য়ে দাঁড়ালো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এবং এটির একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস দেবার চেষ্টা করবো আমি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ধারণা করা হতো—একটি আভ্যন্তর সমুদ্র ছিল তিব্বতে চতুর্দিকে অরণ্য আর তুষার-পর্বত পরিবেষ্টিত যার ওপর কোনো মানুষ অধিকার দাবি করে নি কোনো দিন। মানুষরা যখন সেখানে এলো, তাদের মধ্যে কয়েকজন স্বীকৃত হলো বাকি লোকেদের দ্বারা সর্দার হিসেবে, এবং তাদের উপজাতীয় দলগুলির জীবন নিয়ন্ত্রিত করতো এই সব সর্দাররা।

দু' হাজার বছরের কম হবে না এইসব উপ-জাতিগুলিকে একটি স্বতন্ত্র তিব্বতী জাতি হিসেবে একত্রীকরণ সম্পাদিত হয়েছিল; কাষ্ঠ ব্যাঘ্র বৎসরে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের ১২৭ বৎসব পূর্বে, বা ভারতীয় গণনা হিসেবে ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর ৪১৮ বৎসর পরে, রাজা নিয়া-ঠি-থেমবো হয়েছিলেন সমগ্র তিব্বতের প্রথম রাজা। তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে চল্লিশ পুরুষ ধরে ছিলেন রাজারাই। প্রথম ২৭ জন রাজা'ব রাজত্বকালে দেশে প্রচলিত ছিল বোঁ নামক একটি ধর্ম আর বহু প্রকারের অদ্ভুত অদ্ভুত বিশ্বাস।

অষ্টবিংশতিতম রাজা, লা-থো-রি-নিয়েঁন-সেঁ নাম ছিল যাঁর, তাঁর রাজত্ব কালে ঘটেছিল তিব্বতের ইতিহাসের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলীর একটি খণ্ড এসে পড়েছিল তাঁর হাতে, এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসার শুরু হয়েছিল তিব্বতে।

ত্রিত্রিংশতিতম রাজা সঁ-সেঁ-গাম্‌পো অনেক কিছুই করেছিলেন আরও দৃঢ়ভাবে এই নব ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্যে। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন মৃত্তিকা খণ্ড বৎসরে (ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর ১১৭৩ বৎসর পরে, ৬২৯ খৃষ্টাব্দে), এবং তাঁর বয়স যখন অল্প তখনই তাঁর মন্ত্রী থুন্‌-মি-সাম্‌বোটাকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন অধ্যয়নের জন্যে। তিব্বতে প্রত্যাবর্তনের পর এই মন্ত্রী

মহোদয়ই মুসাবিদা করেছিলেন তিব্বতের বর্তমান বর্ণ-মালা। এই রাজাই বিধিবদ্ধ করেছিলেন আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক জীবনের সুন্দর রীতিগুলি, এবং বিবৃত করেছিলেন ধর্মীয় কৃত্যকের দশটি আর সাধারণের আচরণের ষোলটি বিধি। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল লাসাতে জোখাঁ সামৎ অন্যান্য মন্দিরগুলি এবং শুরু হয়েছিল বহু ভজনালয় আর পোতালা প্রাসাদের নির্মাণ কার্য। তিনটি তিব্বতী-পত্নী ছাড়াও রাজা বিবাহ করেছিলেন একটি চীনা এবং একটি নেপালী রাজকুমারীকে, এবং বোধ হয় তাঁদেরই প্ররোচনায় প্রভু বুদ্ধের দু'টি মূর্তি আনা হয়েছিল চীন আর নেপাল থেকে। এই মূর্তি দু'টির একটির সম্মুখে, জোখাঁয়ে, আমি প্রণাম করেছিলুম যখন আমি চার বছর বয়সে এসেছিলুম লাসায়। রাজা সঁ-সেঁ-গাম্‌পোর রাজত্বকালে ভারতবর্ষ, চীন আর নেপাল থেকে বহু প্রকারের বাণিজ্যের নৈপুণ্য, (জ্ঞান লাভ করা হয়েছিল) যাতে করে উন্নতি হয় তিব্বতের অর্থনৈতিক অবস্থার, আরও সমৃদ্ধিশালী আর সুখী হয় জনগণ, শক্তি বৃদ্ধি হয় জাতির।

ষটত্রিংশতিতম রাজা ঠি-ডি-সু-তেঁ'র শাসন কালে যুদ্ধ চলেছিল চীন আর তিব্বতীদের মধ্যে, এবং রাজার মন্ত্রী তা-রা-লু-গঁ জয় করেছিলেন চীনের অনেকগুলি প্রদেশ। মন্ত্রীর বিজয়ের স্মারক হিসেবে আজও দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রস্তর স্তম্ভ পোতালার সম্মুখে।

সপ্তত্রিংশতিতম রাজা ঠি-সঁ-ডে-জেঁ জন্মেছিলেন লৌহ অশ্ব বৎসরে (৭৯০ খৃষ্টাব্দে, ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর ১৩৩৪ বৎসর পরে)। তাঁর রাজত্ব-কালে তিব্বতে আসবার জন্যে তিনি নিমন্ত্রণ করেছিলেন বিদ্বান ভারতীয় পণ্ডিত খেন্‌চেঁ-বোধিসত্ত্ব আব লোবেঁ-পেমা-সাম্বাকে; এবং বহু ভারতীয় পণ্ডিত আর তিব্বতীরা সংস্কৃতি জানতেন যাঁরা, পরিশ্রম করেছিলেন ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলী অনুবাদের কাজে। এই সময় স্থাপিত হয়েছিল সামিয়ে মঠ, এবং প্রথম সাতজন ভিক্ষু দীক্ষিত হয়েছিলেন তিব্বতে; এবং বৃদ্ধি হয়েছিল দেশের রাজনৈতিক শক্তি—যে জন্যে তিব্বতের অধীন রাজ্যগুলি বিস্তৃত হয়েছিল বহু দূর পর্যন্ত।

চত্বারিংশৎ রাজা ন:-ডা-ঠি-রাল যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অগ্নি সারমেয় বৎসরে (৮৬৬ খৃষ্টাব্দে, ভগবান বুদ্ধের পরলোক গমনের ১৪১০ বৎসর পরে), তাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল নিরতিশয়। তাঁর শাসন

কালে আর একবার যুদ্ধ হয়েছিল, তিব্বত আর চীনের মধ্যে; এবং তিব্বতীরা জয় করে নিয়েছিল চীনের বহু অংশ; কিন্তু তিব্বতী লামা আর চীনের ভিক্ষুরা, যাঁরা হোশাঁ নামে পরিচিত ছিলেন, মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করেছিলেন তাঁরা শান্তি আনবার জন্যে। চীন-তিব্বত সীমান্ত খুং-খু-মেরুতে সীমানা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল একটি প্রস্তর স্তম্ভ দ্বারা; একই প্রকারের স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছিল চীন সম্রাটের প্রাসাদের সম্মুখে এবং লাসায় লোখাংয়ের সম্মুখে। এই তিনটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ করা ছিল চীনা এবং তিব্বতী হরফে একটি পারস্পরিক চুক্তি এই মর্মে যে চিহ্নিত সীমানা ছাড়িয়ে অনধিকার প্রবেশ করতে পারবে না তিব্বত অথবা চীন কেউই।

ত্রিত্রিংশতিতম, সপ্তত্রিংশতিতম এবং চত্বারিংশতিতম—এই তিনজন রাজাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে ধরা হয় তিব্বতের ইতিহাসে, এবং আজও পর্যন্ত আমাদের জনসাধারণ সম্মান করে তাঁদের।

যাইহোক, লৌহ পক্ষী বৎসরে (৯০১ খৃষ্টাব্দে, ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর ১৪৪৫ বৎসর পরে), এক চত্বারিংশতিতম রাজা, যাঁর নাম ছিল লাং-ধার-মা, সিংহাসনে বসেছিলেন তিনি, এবং তাঁর শাসন কাল চিহ্নিত হলো—তাঁর পূর্বসূরীরা যা করে গেছেন তার প্রত্যেকটির বিনাশ করণে। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রীবর্গ যতদূর সাধ্য তা করেছিলেন—বৌদ্ধধর্ম আর তিব্বতের রীতিনীতির ধ্বংস সাধনে। ছ' বছরের অনিষ্টকর রাজত্বের পরে গোপনে হত্যা করা হলো তাঁকে।

অতএব, তিব্বতের প্রথম রাজার রাজত্ব কাল থেকে এক চত্বারিংশতিতম রাজার মৃত্যু পর্যন্ত অতিবাহিত হয়েছিল এক হাজার বৎসরের কিছু অধিক; এবং ঐ প্রথম এক হাজার বৎসরে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে দৃঢ়ভাবে বেড়ে উঠেছিল আমাদের দেশ। কিন্তু রাজা লাং-ধার্-মা'র মৃত্যুর পরে অবনতি হলো রাজ্যের। দু'জন রাণী আর দু'টি পুত্র ছিল রাজার, যাদের একটি প্রকৃত তাঁর সন্তান নয়। বিবাদ শুরু করলেন রাণীরা, তাঁদের পক্ষাবলম্বন করলেন মন্ত্রীরা, এবং শেষ পর্যন্ত যুবরাজ দু'জনের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত হলো তিব্বত। এই বিভাগ দেশকে বিভক্ত করলো আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে, এবং বহু ছোট ছোট রাজ্যের দেশ হয়ে উঠলো তিব্বত। ৩৪৭ বৎসর ছিল তা এই অবস্থায়।

কিন্তু খ্রীষ্টান বর্ষপঞ্জির ত্রয়োদশ শতকে বিখ্যাত মঠ যেটির নাম ছিল শাক্য তার প্রধান লামা ছোগেল্-ফাগ্-পা চীনে গিয়েছিলেন চীন সম্রাট কু-চেঁ'য়ের ধর্ম-শিক্ষক হয়ে; এবং সলিল ষণ্ড বৎসরে (১২৫৩ খৃষ্টাব্দে, প্রভু বুদ্ধের মৃত্যুর ১৭৯৭ বৎসর পরে) ফিরে আসেন তিনি এবং তিব্বতের তিনটি চো-খা বা প্রদেশের শাসনকর্তা হন তিনি—আমাদের দেশের ধর্মযাজক-নৃপতিদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথম।

পরবর্তী ৯৬ বৎসর ধরে পর পর শাক্য মঠের কুড়িজন লামার দ্বারা শাসিত হয় দেশ, এবং এর পরে ৮৬ বৎসর ধরে—১৩৪৯ থেকে ১৪৩৫ বৎসর বৎসর পর্যন্ত—পর পর ফামো ডুপা বংশীয় এগারোজন লামা দ্বারা। তারপর ফিরে এলো আবার অযাজকীয় রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালীতে। রিংপোঁ রাজারা চার পুরুষ ধরে—১৪৩৫ থেকে ১৫৫৬ পর্যন্ত, এবং তিনজন চাংবা রাজা—১৫৬৬ থেকে ১৬৪১ পর্যন্ত—শাসন করেছিলেন তিব্বতে। এরপরে সলিল অশ্ব বৎসরে (১৬৪২ খৃষ্টাব্দে, ভগবান বুদ্ধের মৃত্যুর ২১৮৬ বৎসর পরে) একজন দালাই লামা পেয়েছিলেন সমস্ত দেশের ওপর পার্থিব শাসন ক্ষমতা, এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল গেঁডে-ফোডাং ব'লে জ্ঞাত বর্তমান তিব্বতী গভর্ণমেণ্ট। তারপর থেকে তিন শ' বৎসরের ওপর পর পর দশজন দালাই লামা হয়েছিলেন তিব্বতের আধ্যাত্মিক এবং অনাধ্যাত্মিক শাসক, এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতে বা নাবালকত্বের সময়ে অযাজকীয় এবং ভিক্ষু প্রতিনিধিরা শাসন কার্য পরিচালনা করতেন তাঁদের নামে।

পঞ্চম দালাই লামা এই পার্থিব ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন প্রথমে। প্রথম দালাই লামা ছিলেন গেলুবা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা চোং খাপার শিষ্য; এই উভয় অবতারই ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত, প্রথম দালাই লামা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আর পঞ্চম পার্থিব বিষয়েও। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে চীনের প্রথম মাঞ্চু রাজা শুন্-চি পঞ্চম দালাই লামাকে—যাঁকে তিনি তাঁর ধর্মগুরু ব'লে মনে করতেন—আমন্ত্রণ করেছিলেন চীন পরিদর্শন করবার জন্যে, এবং তিব্বতের রাজা হিসেবে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেছিলেন তাঁকে।

দালাই লামাদের সার্ধ দুই শতকের রাজত্ব কালে, উনবিংশ খ্রীষ্ট শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত, দালাই লামা এবং চীনের সম্রাটদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্বন্ধ: একদিকে ধর্মীয় নেতৃত্ব এবং অপর দিকে অতি সূক্ষ্ম

অনাধ্যাত্মিক নেতৃত্ব। দু'জন রাজপুরুষকে, যাঁদের বলা হতো আমবা তাঁদের নিযুক্ত করেছিলেন সম্রাট লাসাতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে। কিছু ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন তাঁরা, কিন্তু তা করতেন দালাই লামার সরকারের মাধ্যমে ; এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে-ক্ষমতাও তাঁদের কমে গিয়েছিল আস্তে আস্তে।

আমার পূর্বগামী ত্রয়োদশ দালাই লামার সময়েই তিব্বত প্রথম শুরু করেছিল আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিস্তার। ইতিমধ্যেই আমি বলেছি—কি ভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আমাদের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন করেছিলেন ত্রয়োদশ দালাই লামা। অধ্যয়নের জন্যে ছাত্রদের বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তিনি, স্থাপন করেছিলেন ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ যন্ত্র এবং শ্রম-শিল্প, ডাক ও তারের প্রবর্তন করেছিলেন তিনি, প্রচলন করেছিলেন ডাকটিকিট, নতুন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা আর কারেন্সি নোটের, এবং গেলু বা মঠের ধর্মীয় অধ্যয়নের পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। এবং তাঁর রাজত্বকালেই প্রথম অনেকগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করেছিল তিব্বত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাইলেন ভারতের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তিব্বতের সঙ্গে, এবং ছোট-খাটো কয়েকটি সীমান্ত বিরোধও উঠেছিল হিমালয়ে অবস্থিত তিব্বত আর ব্রিটিশের রাজ্যের মধ্যে। ব্রিটিশকে স্থির করতে হলো এ-বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবেন সোজা তিব্বতের সঙ্গে, না চীনের সঙ্গে। ৮২২ সালের উৎকীর্ণ প্রস্তর খণ্ডের পরে ১২৪৭ সালের একটিমাত্র দলিল ছাড়া আর কোনও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নি তিব্বত ও চীনের মধ্যে, কাজেই বিশেষ কিছুই ছিল না ব্রিটিশের কার্য-পদ্ধতিকে ঠিক পথে চালিত করতে। যাই হোক, ১৮৯৩ সালে চীনের সঙ্গে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত করেছিলেন তাঁরা—সীমানা নির্ধারিত করেছিল যা এবং ব্রিটিশকে দিয়েছিল তিব্বতের দক্ষিণাংশে বাণিজ্যের অধিকার।

কিন্তু এই চুক্তি সরাসরি অমান্য করেছিলেন তিব্বত সরকার। ব্রিটিশ এবং চৈনিক কমিশনাররা সীমানা-চিহ্ন নির্মাণ করছিলেন যখন, এঁদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল তিব্বতীরা, এবং তারপর আবার উঠিয়ে ফেলেছিল এই চিহ্নগুলিকে ; এবং বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধার জন্যে যখন আবেদন করলেন ব্রিটিশরা, সরকার তাঁদের বললেন যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে মাত্র

চীনের দ্বারা এবং কোনও প্রকার কার্যকারিতা নেই তার তিব্বতে। তিব্বতীরা নিজেদের সরলতায় চীন আম্‌বাদের বসবাস করতে দিয়েছিল তাদের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে; কিন্তু এই প্রথমবার অন্য এক রাষ্ট্র যথারীতি আন্তর্জাতিক চুক্তি করতে চেয়েছিল তিব্বতের সঙ্গে, এবং তিব্বতীদের এটা মনে আসে নি কোনো দিনই যে লাসাতে এই আম্‌বাদের উপস্থিতিই তিব্বতের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষর করবার সুযোগ দেবে চীনকে। তখনও পর্যন্ত তারা ভাবে নি যে তিব্বতকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করবার মৎলব ছিল চীনের।

ব্রিটিশ অধিকতর বিরক্ত হতে লাগলেন তাঁদের বাণিজ্যের অধিকার না পাওয়ার জন্যে এবং তাঁদের সীমানা-চিহ্ন নষ্ট করার জন্যেও বটে। ভারতে ব্রিটিশ বড়লাট লর্ড কার্জন বলেছিলেন যে তিনি মনে করেন—"তিব্বতের ওপর চীনের আধিপত্য এটা একটা শাসনতান্ত্রিক কল্পনা মাত্র—রাজনৈতিক ভণ্ডামি, যেটা রক্ষা করা হচ্ছিল দু' পক্ষের সুবিধের' জন্যে।' ১৯০৩ সালে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন লাসাতে। যাবার পথে থেমেছিল এরা অনেক দিন; ব্রিটিশ সৈন্যাধক্ষের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন আম্‌বা যে ওঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তিনি; কিন্তু তিব্বত সরকার লাসা ত্যাগ করতে দিতে চান নি আম্‌বাকে। ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে লড়েছিল তিব্বতী সৈন্যবাহিনী, এবং পরাজিত হয়েছিল তারা, পূর্বদিকে পালিয়ে গেলেন দালাই লামা, এবং ১৯০৪ সালে লাসার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন ব্রিটিশরা এবং চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন তিব্বত সরকারের সঙ্গে।

দালাইলামার অনুপস্থিতিতে চুক্তিপত্রটি সাক্ষরিত হয়েছিল তাঁর প্রতিনিধির দ্বারা দালাই লামার শীলমোহর সহযোগে, এবং তাতে সমর্থনের শীলমোহর দিয়েছিলেন মন্ত্রিসভা, জাতীয় পরিষদ এবং দ্রেপুং, সেরা ও গেঁডের মঠগুলিও। প্রকৃতপক্ষে তিব্বত একটি আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করলে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে। সীমানা এবং বাণিজ্যের অধিকার অনুমোদিত করা হয় এই চুক্তি দ্বারা; "এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে 'এও অঙ্গীকার করা হয় এতে যে তিব্বতের ব্যাপারে কোনো বিদেশী শক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতে। ঐ দলিলে একেবারেই উল্লেখ করা হয় নি চীনের নাম, এবং এই অনুল্লেখের দ্বারা চীনকে

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল অন্যান্য অনির্দ্দিষ্ট বিদেশী শক্তিগুলির মধ্যে। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী চলে গিয়েছিল তিব্বত ছেড়ে এবং আমাদের আর ভয় দেখায় নি কোনো দিন।

এই চুক্তিতে কখনও আপত্তি করে নি চীন সরকার। দু' বৎসর পরে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের কিছুটা আশঙ্কা হয়েছিল যে তাঁদের বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধায় হয়ত হস্তক্ষেপ করতে পারে চীন, এবং একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন তাঁরা যাতে অ্যাংলো-তিব্বতী চুক্তিকে যথাবিধি স্বীকার করে নিল চীন। অতএব আন্তর্জাতিক চুক্তির যতটুকুই মূল্য থাকুক না কেন—সেদিক থেকে তিব্বতে চীনের অবশিষ্ট শক্তিটুকুর শেষ হলো বলে মেনে নেওয়া হলো।

যাই হোক, ব্রিটিশের কার্যকলাপ ছিল অসঙ্গত। এটা ছিল সেই সময় যখন এশিয়াতে শক্তির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাশিয়া আর ব্রিটেন, এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরা যাতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন উভয়ে যে তিব্বতে হস্তক্ষেপ করবেন না তাঁরা, এবং আলাপ আলোচনা করবেন শুধু চীনের মধ্যস্থতায়। অন্যান্য চুক্তির বিরোধী এবং চীনের যে আমাদের দেশে কোনো কার্যকরী কর্তৃত্ব ছিল না—ব্রিটিশের এ-অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও—এই চুক্তি স্বীকার করে নিলো তিব্বতের ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব।

সার্বভৌমত্ব কথাটি অস্পষ্ট এবং প্রাচীন। ১৭২০ থেকে ১৮৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বত আর চীনের পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ণনা করার এই কথাটিই ছিল বোধহয় পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শব্দের খুব কাছাকাছি, কিন্তু তবুও এটি ছিল অত্যন্ত ভ্রমাত্মক, এবং এটির ব্যবহার ভুল পথে চালিত করেছে পুরুষানুক্রমে পাশ্চাত্য রাজনীতিজ্ঞদের। পারস্পরিক আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিষয়ে বিবেচনা করা হয়নি এটিতে, অথবা দালাই লামা আর মাঞ্চু সম্রাটদের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল যে ব্যক্তিগত এটাও স্বীকার করা হয়নি এটিতে। বহু প্রাচীন প্রাচ্য সম্পর্ক আছে এ-প্রকারের যা প্রকাশ করা যায়না পূর্বে তৈরীকরা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক শব্দ দ্বারা।

ব্রিটিশের এই অসঙ্গতির একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে ইতিমধ্যেই তিব্বত নিজেদের পক্ষে একটি অনুকূল অবস্থা আয়ত্তে আনতে পেরেছিল—ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি যা এই নতুন চুক্তি দ্বারা, এবং তিব্বতের সঙ্গে সরাসরি ব্যবহার করার

অধিকার ত্যাগ করতেও ইচ্ছুক ছিলেন তাঁরা রাশিয়াকে এ-কাজ থেকে প্রতিরোধ করবার জন্যে। কিন্তু অপর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রথম দু'টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল ভারতবর্ষে, আর তৃতীয়টি হয়েছিল লণ্ডনে, এবং একজন ঠিক বুঝতে পারতো না অন্যজন কি করছে। চীন আর তিব্বতের মধ্যে খাস প্রাচ্য সম্পর্ক ভালো বোঝা যেতে পারতো ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষে। কিন্তু যাই হোক না কেন, এই নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবার জন্যে বলা হয়নি তিব্বত বা চীনকে কোনো দিন, অতএব চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে তিব্বতকে বাধ্য করেনি এটি।

লাসাতে ব্রিটিশ অভিযানের একটি অশুভ ফল হয়েছিল এই যে তাদের শক্তি যে অন্তর্হিত হয়েছে—এ-বিষয়ে সজাগ করেছিল এটি চীনকে; এবং তিব্বতী সৈন্যবাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে বিক্ষত করে যখন প্রস্থান করেছিল ব্রিটিশ ফৌজরা তিব্বত থেকে—চীন যদি কিছু করতে ইচ্ছে করতো তার বিরুদ্ধে যৎসামান্যই প্রতিরোধের ব্যবস্থা রেখে গিয়েছিল তারা তিব্বতে। এবং রাশিয়ান চুক্তি আরও বেশী সুবিধে দিয়েছিল চীনকে তিব্বতে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করবার, যদিও এদিকে তা ব্রিটিশকে বন্ধনে রেখেছিল যাতে হস্তক্ষেপ না করে। অতএব ব্রিটিশের সঙ্গে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তিব্বত আক্রমণ করলো চীন। আবার পালাতে বাধ্য হলেন দালাই লামা, এবং চীনা ফৌজ লাসায় পৌঁছুলো ১৯১০ খৃষ্টাব্দে।

কিন্তু টলমল করছিল মাঞ্চু রাজবংশ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো চীনে। তিব্বতে চীন সৈন্যদের বেতন এবং রসদ সরবরাহ গেল বন্ধ হয়ে, তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো তাদের অফিসারদের বিরুদ্ধে, এবং ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আম্‌বাসহ তাদের অবশিষ্ট অংশকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো তিব্বতীরা। এই সঙ্গে তিব্বত হলো সম্পূর্ণ-স্বাধীন, এবং ১৯১২ থেকে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে চীনের আক্রমণ পর্যন্ত, চীন বা অন্য কোনও দেশের কোনও অধিকার ছিল না তিব্বতে।

চীন সৈন্যদের বিতাড়নের সময় দালাইলামা ফিরে এসেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে, এবং তিনি ঘোষণা করলেন যে তিব্বত একটি স্বাধীন জাতি। বহু দিন আগে চীনারা যে শিলমোহর উপহার দিয়েছিল দালাই লামাদের তার পরিবর্তে তিব্বতী জনগণ যে শিলমোহর উপহার দিয়েছিল তাঁদের—সেইটিই

ব্যবহার করা হলো এই ঘোষণা পত্রে। কিছু কিছু প্রাচীন তিব্বতী দলিলের শিরোনামায় লেখা ছিল এই প্রকার: 'চীন সম্রাটের অনুজ্ঞানুসারে, দালাই লামা, বৌদ্ধধর্মের প্রধান আচার্য'; কিন্তু ত্রয়োদশ দালাই লামা পরিবর্তন করেছিলেন সে শিরোনামার এই ভাবে: 'ভগবান বুদ্ধের অনুজ্ঞানুসারে—'।

কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা অর্জন আর তা ঘোষণা করে এবং তার জন্যে প্রচুর শ্রম করে শ্রান্ত হয়ে পড়ে আমাদের পুরাকালীন নিঃসঙ্গতায় প্রস্থান করলুম আমরা। কোনও চুক্তি সম্পাদন করিনি আমরা চীনের সঙ্গে, কাজেই বিধিগত আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া হয়নি আমাদের বাস্তব স্বাধীনতাকে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এই বিষয়টিকে নিষ্পত্তি করবার চেষ্টা করেছিলেন ব্রিটিশ চীন এবং তিব্বতের প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলনে আমন্ত্রণ করে। সমশর্তে মিলিত হয়েছিলেন প্রতিনিধিত্রয়, এবং অতি দীর্ঘ আলোচনার পর একটি চুক্তির খসড়াতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁরা। এটিতে চীনের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণাতে সম্মত হবার জন্যে ব্রিটিশ প্ররোচিত করেছিলেন তিব্বতকে এবং তিব্বতের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে মেনে নেবার জন্যে প্ররোচিত করেছিলেন চীনকে। তিব্বতের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতাকে সম্মান করবেন ব্রিটেন আর চীন, কোনও সৈন্য পাঠাবেন না তিব্বতে, এবং হস্তক্ষেপ করবেন না তিব্বত সরকারের শাসন পরিচালনায়।

কিন্তু যদিও চীনা প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর দিয়েছিলেন এই চুক্তিতে, সই করতে সম্মত হয় নি চীন গভর্ণমেণ্ট; অতএব তিব্বত আর ব্রিটেন শুধু স্বাক্ষর করেছিলেন এটি, একটি পৃথক ঘোষণা সঙ্গে যে যত দিন চীন এটি সই করতে অস্বীকার করবে ততদিন এই চুক্তির বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হবে সে। কোনও দিনই সে সই দেয়নি এটিতে, এবং সেইজন্যে বিধিসঙ্গত-রূপে সার্বভৌমত্ব দাবী করেনি সে কোনও দিন।

এখানেই স্থগিত রইলো ব্যাপারটি। যখনই প্রশ্ন উঠতো, চীন সরকার জোর দিতো—তিব্বত চীনেরই একটি অংশ বলে কিন্তু এ সময়ে তিব্বতে এমন কোনও চীনা ছিল না যার কোনও ক্ষমতা ছিল বিধিসঙ্গত, এবং ৩৮ বৎসর ধরে তার নিজের স্বাধীন পথে চলেছিল তিব্বত, এবং এমন কি দ্বিতীয় মহা যুদ্ধে নিজের নিরপেক্ষতার ওপর জোর দিয়েছিল সে, এবং তিব্বতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ থেকে চীনে কোনো সমরোপকরণ যেতে দিতে রাজী হয়নি

সে। এই সময়ে বহির্বিশ্বের কাছে নিজের স্বাধীনতা প্রমাণ করবার জন্য কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তিব্বত, কারণ তা প্রয়োজন বলে মনেও হয়নি কোনো দিন; কিন্তু অন্য গভর্ণমেণ্টরা সময়ে সময়ে এমনভাবে আচরণ করেছিলেন যা থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে এটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁরা। যেমন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে যখন এশিয়ার সর্বদেশের সম্মেলন হয়েছিল দিল্লিতে অন্যান্য জাতির পতাকার সঙ্গে উড়েছিল তিব্বতের পতাকা। ঐ বৎসরই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর তিব্বতের একটি বাণীর উত্তর দিয়েছিলেন ভারত সরকার এই মর্মে: 'ভারত সরকার খুশী হবেন এই প্রতিশ্রুতি পেলে যে কোনো পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী নতুন চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান চুক্তির ভিত্তিতেই বজায় রাখা হবে পারস্পরিক সম্বন্ধ। এই পদ্ধতিই অন্য সব দেশের দ্বারা গৃহীত হয়েছে যাদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছে হিস্ ম্যাজেস্টিস্ গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ভারতবর্ষ। ১৯৪৮ সালে তিব্বত সরকারের একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল গিয়েছিল ভারতবর্ষ, চীন, ফ্রান্স, ইটালি, যুক্তরাজ্য, আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, এবং তিব্বত সরকার যে পাস্‌পোর্ট দিয়েছিলেন এই প্রতিনিধিদলকে সেগুলিই গৃহীত হয়েছিল এই সব দেশের সরকার কর্তৃক।

আমাদের স্বাধীনতার প্রথম ২২ বৎসরের মধ্যে কোনো প্রকারের কোনো চীনা অফিসার ছিল না তিব্বতে; কিন্তু ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ দালাই লামার মৃত্যুর পরে একটি চীনা প্রতিনিধিদল ধর্মীয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে এসেছিলেন লাসায়। শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর লাসাতেই থেকে গেলেন প্রতিনিধি-দল এই কারণে যে চীন-তিব্বত সীমানা সম্বন্ধে অসমাপ্ত আলোচনাকে শেষ করতে চান তারা; কিন্তু এই চীন প্রতিনিধিদের অবস্থা ছিল ঠিক নেপালী আর ব্রিটিশ এবং লাসায় আগত ভারতীয় মিশনের অবস্থার মতোই; এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই অবশিষ্ট চীনাদের বহিষ্কৃত করা হলো আমাদের দেশ থেকে।

অতএব এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের সারাংশ দেওয়া যায় এই ব'লে যে তিব্বত একটি স্বতন্ত্র এবং প্রাচীন জাতি, যে জাতি চীনের সঙ্গে পারস্পরিক সম্মানের সম্পর্ক ভোগ করে এসেছে বহু শতাব্দী ধরে। এ-কথা সত্য যে এমন দিন ছিল যখন চীন ছিল শক্তিশালী আর তিব্বত দুর্বল, এবং তিব্বত আক্রমণ করেছিল চীন। ১৯১২ থেকে সেই সাংঘাতিক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে কোনও

অন্য জাতির মতো বাস্তব স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে তিব্বত; এবং আমাদের আইনগত মর্যাদা ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যা ছিল ঠিক একই আছে এখনও। অধুনা এই মর্যাদা অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লিষ্ট হয়েছে আন্তর্জাতিক কমিশনের আইনজ্ঞদের দ্বারা; এবং আমার নিজের অভিমত ব্যক্ত করার চেয়ে উদ্ধৃত করে দিই সেই বিশিষ্ট এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে জাতিপুঞ্জের কাছে প্রদত্ত এবং প্রকাশিত—'তিব্বত প্রশ্ন এবং বৈধতার ধারা'র ওপর রিপোর্টের উপসংহারটি:

'১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীনের বহিষ্কারের পর তিব্বতের মর্যাদা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে সেটি হচ্ছে বাস্তব স্বাধীনতা এবং, যেমন বলা হয়েছে, এ-কথা চিন্তা করার দৃঢ় আইনসঙ্গত কারণ রয়েছে যে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে চীনের প্রতি যে কোনো প্রকারের বিধিগত পরতন্ত্রতা। অতএব এ-কথা বলা যায় যে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী চিহ্নিত ক'রেছে চীনের বাস্তব এবং বিধিগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তিব্বতের পুনরুত্থানকে।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আক্রমণ

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে, তখনও আমি শিক্ষার্থী, গভর্ণমেণ্ট শুনলেন যে চীনা কম্যুনিষ্ট গুপ্তচর রয়েছে আমাদের দেশে। আমাদের সৈন্যবাহিনী কত শক্তিশালী এবং কোনো বিদেশী শক্তির কাছ থেকে আমরা সামরিক সাহায্য পাচ্ছি কিনা তা খোঁজ করবার জন্যে এসেছিল তারা।

যে খবরগুলি জানতে চেয়েছিল তারা তা পেতে বিশেষ কঠিন হয় নি তাদের। সামরিক সাহায্য লাভ ত দূরের কথা, যতদূর আমি জানি ছ'জন মাত্র ইউরোপিয়ান ছিলেন তিব্বতে। তাঁদের মধ্যে তিন জন, একজন পাদরী এবং দু'জন রেডিও অপারেটর, ছিলেন ব্রিটিশ। বাকি তিনজনের মধ্যে ছিলেন দু'জন অস্ট্রিয়ান আর একজন শ্বেত রাশিয়ান, এঁরা সকলেই যুদ্ধের সময় যে ব্রিটিশ বন্দী শিবির ছিল ভারতবর্ষে সেখান থেকে আশ্রয়প্রার্থী রূপে এসে-ছিলেন এখানে। এঁদের কারুরই কিছু করবার ছিল না সামরিক ব্যাপারে।

সৈন্যবাহিনীর বিষয়ে, অফিসার আর জোয়ান মিলিয়ে তার শক্তি ছিল মোট ৮৫০০ জনের। এদের তুলনায় রাইফেল ছিল অনেক অধিক সংখ্যায়, কিন্তু নানা ধরনের কামানের সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশটির মতো, ২৫০টি ছোট ধরনের কামান আর দু'শটি মেশিন গান। আগেই যা বলেছি, সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল অনধিকারী পর্যটকদের রোধ করা এবং পুলিশবাহিনী রূপে কাজ করা। যুদ্ধে লড়াই করবার পক্ষে ছিল তা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

আসন্ন গোলমালের এই প্রথম লক্ষণের অল্প কিছুদিন পরেই আরও গুরুতর সংবাদ শোনা গেলো তিব্বতের পূর্বাংশ থেকে। পূর্ব তিব্বতের প্রদেশপাল—যাঁর নাম ছিল লাহলু, চামদো সহরে অবস্থান করতেন তিনি, এবং দু'জনের মধ্যে একজন ব্রিটিশ অপারেটর ছিলেন তাঁর কাছে, অন্যজন ছিলেন লাসায়; এবং সাংকেতিক পদ্ধতিতে বার্তা আসতে লাগলো তাঁর কাছ থেকে যে শক্তিশালী সৈন্য প্রেরণ করছেন চীনারা এবং তাঁদের সমাবেশ করছেন আমাদের পূর্ব সীমান্তে। এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে তাদের মতলব ছিল হয় আমাদের আক্রমণ করা না হয় ভয় দেখানো।

এই উদ্বেগজনক সংবাদ মন্ত্রিসভায় পৌঁছন মাত্রই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন তাঁরা। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব দিক থেকে খুবই গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল তিব্বতকে যা পূর্বে কোনও শতাব্দীতেই হতে হয় নি। চীনকে জয় করেছিল কম্যুনিজম্ এবং বহু পুরুষ ধরে যা ছিল না, সেই সামরিক শক্তি দিয়েছিল দেশকে। অতএব, শুধু অধিকতর প্রবলই ছিল না আমাদের বিপদ, তার প্রকৃতিও ছিল ভিন্ন রকমের। অতীতে কিছুটা ধর্মীয় সহানুভূতি ছিল আমাদের দেশগুলির মধ্যে, কিন্তু এখন শুধু সামরিক কর্তৃত্ব দ্বারাই বিপদগ্রস্ত হইনি আমরা, একটি বিজাতীয় জড়বাদী মতবাদের দ্বারাও শাসিত হচ্ছি আমরা যা, তিব্বতে আমাদের যে কেউ বুঝতে পারছিল, একেবারে জঘন্য।

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করলেন পরিষদ যে তিব্বতের না আছে বৈষয়িক সঙ্গতি, না অস্ত্রশস্ত্র, না লোকবল যা দিয়ে এত ভয়ঙ্কর একটি আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করতে পারে, এবং সেইজন্যে তাঁরা জরুরী আবেদন পাঠালেন বিভিন্ন দেশের কাছে এই আশায় যে বেশী বিলম্ব হবার পূর্বেই যেন চীনকে বিরত হবার জন্যে সম্মত করতে পারেন তাঁরা। চারটি প্রতিনিধিদল নিযুক্ত করা হলো বৃটেন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ এবং নেপালে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করবার জন্যে। প্রতিনিধিরা লাসা ত্যাগ করবার পূর্বে ঐ সব দেশের গভর্ণমেন্টকে টেলিগ্রাম দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হলো আমাদের স্বাধীনতার ওপর প্রতীয়মান বিপদের বিষয় এবং প্রতিনিধি-দল পাঠানোর ব্যাপারে আমার দেশের গভর্ণমেন্টের ইচ্ছের কথা।

এই টেলিগ্রামগুলির উত্তর ছিল অত্যন্ত নিরুৎসাহজনক। ব্রিটিশ সরকার গভীর সমবেদনা জানালেন তিব্বতের জনসাধারণের জন্যে এবং দুঃখ প্রকাশ করলেন যে কোনো সাহায্য দিতে পারছেন না তাঁরা তিব্বতের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে যে হেতু ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রও জবাব দিলেন ঐ একই মর্মে, এবং আমাদের প্রতিনিধি-দলকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন তাঁরা। ভারত সরকারও পরিষ্কার জানালেন যে সামরিক সাহায্য দিতে পারবেন না তাঁরা, এবং পরামর্শ দিলেন আমাদের কোনো প্রকার সশস্ত্র প্রতিরোধ না দিতে, কিন্তু ১৯১৪ সালের সিমলাতে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে

শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে। অতএব আমরা বুঝলুম যে সামরিক ব্যাপারে আমরা একা।

পূর্ব তিব্বতের রাজ্যপাল হিসেবে লাহলুর কার্যকাল শেষ হলো এবং এই রকম কঠিন সময়ে তাঁর স্থান পূরণ করলেন অন্য একজন অফিসার ঞাবো ঞাওয়াং জিগ্‌মে। ঞাবো পূর্ব প্রদেশ ত্যাগ করলেন লাসায় যাবার জন্যে, এবং পরিস্থিতি খুবই সূক্ষ্ম হওয়ায় লাহলুকে ঐ স্থানে থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্তের সঙ্গে দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে বললেন মন্ত্রিসভা। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই ঞাবো জানালেন যে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন তিনি, এবং সেই জন্যে ফিরে আসতে নির্দেশ দেওয়া হলো লাহলুকে। এর পর খুবই অল্প দিনের মধ্যে, বিধিগতভাবে কোনো সতর্ক না করে, তিব্বত আক্রমণ করলো কম্যুনিষ্ট চীনের সৈন্যদল।

অল্প কিছু দিনের জন্যে এবং অল্প কয়েকটি স্থানে আঞ্চলিক জাতি খাম্‌পাদের মধ্য থেকে গঠিত স্বেচ্ছা সৈনিকদের সহায়তায় কৃতকার্যতার সঙ্গে তাদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল তিব্বতীরা। কিন্তু সংখ্যায় এবং তুলনায় আমাদের সৈন্যবাহিনী ছিল নৈরাশ্যজনকভাবে লঘিষ্ঠ। রাজ্যপালের পরিবর্তন বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল প্রশাসন ব্যবস্থাকে, এবং চাম্‌দো থেকে পশ্চিমের দিকে তাঁর কেন্দ্রীয় দপ্তরটিকে হটাতে শুরু করলেন ঞাবো। সীমান্ত থেকে পশ্চাদপসরণকারী তিব্বতী সৈন্যরা যখন পৌঁছুলো চাম্‌দোয় তখন তারা দেখলো যে ইতিপূর্বেই স্থান ত্যাগ করেছেন তিনি, অতএব অস্ত্রশস্ত্রাদি, আর গোলাবারুদ নষ্ট করে ফেলতে হলো তাদের আরও পশ্চাদপসরণ করে তাঁর সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে।

কিন্তু কোনো কাজ হলো না পশ্চাদপসরণে। ঞাবো দেখলেন যে তাঁর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, এবং অধিকতর সক্রিয় চীন সৈন্যদ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত ; এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন তিনি আর বহু তিব্বতী সৈন্য।

বলপূর্বক অধিকৃত হলো চাম্‌দোর বেতার-প্রেরক যন্ত্রটি এবং বন্দীও করা হলো তার ব্রিটিশ পরিচালককে, এবং সে জন্যে কি যে ঘটছে সে খবর গভর্ণমেন্টের কাছে পৌঁছয় নি কিছুদিন যাবৎ। এবং চীন সৈনাধ্যক্ষের

অনুমতিক্রমে এ্যাবো কর্তৃক প্রেরিত হু'জন অফিসার এসে পৌঁছুলেন লাসায় মন্ত্রিসভাকে জানাবার জন্যে যে তিনি বন্দী হয়েছেন; এবং সন্ধির শর্ত সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবার অধিকার চাইবার জন্যে; এবং তিব্বতের আরও অংশের ওপর চীন যে তার কর্তৃত্ব বিস্তার করবে না চীনা সৈনাধ্যক্ষের এই প্রতিশ্রুতি মন্ত্রিসভাকে জানাবার জন্যেও।

তিব্বতের সুদূর পূর্ব সীমান্তে যখন ঘটছিল এই সব দুর্বিপাক, লাসাতে তখন গভর্ণমেণ্ট পরামর্শ করছিলেন দৈবজ্ঞ আর উচ্চপদস্থ লামাদের সঙ্গে, এবং তাঁদেরই নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন মন্ত্রিসভার সভ্যগণ—একটি সশ্রদ্ধ অনুনয় নিয়ে—আমি যেন শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

চিন্তান্বিত হয়ে পড়লুম আমি। মাত্র ষোল বছর বয়স আমার। আমার ধর্ম-সংক্রান্ত শিক্ষা শেষ হবার তখন অনেক দেরী। জগৎ সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না আমি এবং কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না রাজনীতি সম্বন্ধে; তবুও এটুকু বোঝবার বয়স হয়েছিল আমার যে আমি ছিলুম কতো অজ্ঞ এবং তখনও আমার শেখবার ছিল কতো। আপত্তি করেছিলুম আমি প্রথমে—এই ব'লে যে বয়স আমার খুবই কম, কারণ অন্তর্বর্তী কালের শাসক প্রতিনিধির কাছ থেকে দালাই লামার সক্রিয় কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবার স্বীকৃত বয়স ছিল আঠার বৎসর; তবুও আমি ভালভাবেই বুঝেছিলুম যে দৈবজ্ঞ আর লামারা কেন এ অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি দালাই লামার মৃত্যুর পর অন্তবর্তী কালে প্রতিনিধি শাসকের দীর্ঘ শাসন কাল আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটি অবশ্যম্ভাবী দুর্বলতা। আমার নিজেরই নাবালকত্বের সময় মতাবিরোধ হয়েছিল আমার গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিরোধী দলগুলির মধ্যে, এবং অবনতি ঘটেছিল দেশের শাসন ব্যবস্থায়। এমন একটি অবস্থায় এসে আমরা পৌঁছেছিলুম যখন দায়িত্ব গ্রহণ করার চেয়ে দায়িত্ব এড়াবারই চেষ্টা করতেন অধিকাংশ লোকই। তবুও বহিরাক্রমণের আশঙ্কায় আমাদের একতার প্রয়োজন পূর্বের চেয়ে এখন অনেক বেশী এবং দালাই লামা হিসেবে আমিই এক মাত্র ব্যক্তি যাঁকে একযোগে অনুসরণ করবে দেশের প্রত্যেকটি লোক।

দ্বিধা করেছিলুম আমি; কিন্তু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসলো এবং

মন্ত্রিসভার মতেই যোগ দিলেন তাঁরা, এবং আমি দেখলুম, আমাদের ইতিহাসের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারি না আমি। এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হলো আমাকে। আমার কৈশোরকে পিছনে ফেলে রাখতে হলো আমায় এবং অবিলম্বে প্রস্তুত হ'তে হলো কম্যুনিষ্ট চীনের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে দেশকে চালিত করবার জন্মে।

অতএব শঙ্কিত চিত্তে গ্রহণ করলুম আমি এ দায়িত্ব; এবং ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠান সহযোগে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ কবা হলো আমার ওপর এবং সাধারণ রাজক্ষমা ঘোষণা করা হলো আমার নামে আর মুক্তি দেওয়া হলো তিব্বতের কারাগারের প্রত্যেকটি অপরাধীকে।

ঠিক প্রায় ঐ সময় পূর্বাঞ্চল থেকে লাসায় ফিরে এলেন আমার বড়দাদা। যে গ্রামে আমাদের জন্ম হয়েছিল তারই কাছে কুম্‌বুম্‌ মঠের অধ্যক্ষরূপে ফিরে এলেন তিনি; এবং ঐ চীন নিয়ন্ত্রিত অংশে যখন মঠাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি—চিয়াং-কাই-শেকের শাসনাধীন প্রদেশপালের পতন, এবং নতুন কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেন্টের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি দেখেছিলেন তিনি। তিনি দেখেছিলেন—একটি বছর ধরে বিশৃঙ্খলা, উৎপীড়ন আর আতঙ্ক—যার মধ্য দিয়ে দাবী করেছিলেন চীন। কম্যুনিষ্টরা, যে জনগণকে রক্ষা করতে এসেছেন তাঁরা, এবং নিজ নিজ ধর্ম প্রতিপালন করবার স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েছিলেন জনসাধারণকে, এবং তা সত্ত্বেও ধর্মজীবনের ক্ষতিসাধন এবং ধ্বংস-কার্য নিয়মিতভাবে শুরু করেছিলেন তাঁরা। কঠোর প্রহরার মধ্যে ছিলেন তিনি নিজে এবং সাম্যবাদী বিতর্কের অবিরাম ধারার প্রভাবাধীনে ছিলেন তিনি; এবং অবশেষে চীনারা বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে যে সমস্ত তিব্বতই, যা চীনের একটি অংশ ব'লে দাবী করছিলেন তখনও তাঁরা, তা পুনরুদ্ধার করতে ইচ্ছুক তাঁরা, এবং তিব্বতকে সাম্যবাদে ধর্মান্তরিত করতে চান সম্পূর্ণরূপে। তারপর তাঁকে তাঁদের দূত হিসেবে লাসায় গিয়ে আমাকে এবং আমার গভর্ণমেণ্টকে তাঁদের শাসন মেনে নেবার জন্মে সম্মত করাতে প্ররোচিত করেছিলেন তাঁরা, এবং যদি তিনি সক্ষম হ'ন তা হ'লে তাঁকে তিব্বতের গভর্ণর করে দেবেন এ অঙ্গীকারও করেছিলেন তাঁরা। অবশ্য, এ কাজ করতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি। কিন্তু অবশেষে দেখলেন তিনি যে ক্রমাগত অস্বীকার করলে বিপন্ন হতে পারে তাঁর জীবন, এবং চীনের মতলব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করে

দেওয়াও তাঁর কর্তব্য ব'লে মনে করলেন তিনি ; সেইজন্যে রাজী হওয়ার ভান করলেন তিনি এবং চীনাদের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন আর লাসায় পৌঁছেছিলেন—আমরা যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি তারই বিশদ সতর্ক সংকেত নিয়ে।

ততদিনে আমাদের বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘে পেশ করবার ব্যবস্থা করেছিলেন আমার মন্ত্রিসভা ; এবং যখন এটির বিবেচনার জন্যে অপেক্ষা করেছিলুম আমরা সেই সময় আমার মনে হলো যে আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ভারত সরকারের পরামর্শ মেনে চলা, এবং অধিকতর ক্ষতি হবার আগে চীনের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসবার চেষ্টা করা। অতএব চাম্‌দো অধিকার করে রেখেছিল যে সৈন্যবাহিনী তারই সেনাপতির মারফৎ আমি লিখে পাঠালুম চীন সরকারকে। আমি লিখলুম আমাদের উভয় দেশের সম্পর্কটা ব্যাহত হয়েছিল আমার নাবালকত্বের সময়, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি আমি, আন্তরিকভাবে আমি চাই অতীতে যে সম্প্রীতি ছিল উভয় দেশের মধ্যে সেটিকে আবার ফিরিয়ে আনতে। সনির্বন্ধ অনুরোধ করলুম আমি ওঁদের কাছে—যে সব তিব্বতীদের বন্দী করেছিল ওঁদের সৈন্যবাহিনী তাদের ফেরৎ দিতে, এবং তিব্বতের যে-অংশ জোর করে দখল করেছিল তারা সেখান থেকে হটে যেতে।

প্রায় ঐ সময়েই আমার মন্ত্রিসভা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করলেন আবার—যে বিপদ আমাদের সম্মুখে সে সম্বন্ধে জনগণের মতামত পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে। এই অধিবেশনের একটি সিদ্ধান্ত অত্যন্ত অনভিপ্রেত ব'লে মনে হয়েছিল আমার। সভ্যগণ সূচিত করলেন যে চীনা সৈন্যবাহিনী লাসার দিকে অগ্রসর হয়ে যে কোনো মুহূর্তে দখল করতে পারে সেটিকে, এবং স্থির করলেন তাঁরা যে অনুরোধ করা হোক আমাকে লাসা শহর ত্যাগ করতে এবং ভারত সীমান্তে অবস্থিত ইয়াটুং শহরে যেতে, যাতে ব্যক্তিগত বিপদের বাইরে থাকতে পারি আমি। আমি যেতে চাইনি মোটেই ; আমি চেয়েছিলুম যেখানে আছি সেইখানেই থাকতে এবং আমার দেশবাসীকে যতদূর পারি সাহায্য করতে। কিন্তু মন্ত্রিসভাও যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন আমাকে, এবং অবশেষে হার মানতে হলো আমায়। এই দ্বন্দ্ব ঘটছে প্রায়ই—পরে বলবো সে কথা। একজন

তরুণ এবং সক্ষম মানুষ হিসেবে আমার সহজপ্রবৃত্তি ছিল—আমার দেশবাসীরা যে দুর্ভোগ সহ্য করছে তার অংশ গ্রহণ করা; কিন্তু তিব্বতীদের কাছে দালাই লামার দেহ হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান, এবং যখনই কোনো সংঘাত এসেছে, আমি নিজে নিজের জন্যে যতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করবার কথা ভাবতে পারতুম, আমার প্রতি তার চেয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে অনুমতি দিয়েছি আমি আমার দেশবাসীকে।

অতএব যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম আমি। যাবার আগে দু'জন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলুম আমি, একজন পদস্থ ভিক্ষু অধিকর্তা—নাম লোবসাং টাসি, আর অন্যজন পাকা অভিজ্ঞ অযাজকীয় শাসক—নাম লুখাংওয়া। সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেছিলুম আমি তাঁদের ওপর এবং যৌথভাবে দায়িত্ব দিয়েছিলুম আমি তাঁদের ওপর এবং বলেছিলুম তাঁদের যে কেবল মাত্র বিশেষ জরুরী বিষয়ই আমার কাছে পেশ করতে।

আমার মন্ত্রীদের মনে এইটেই ছিল যে অধিকতর মন্দ যদি সংঘটিত হয় তাহ'লে আশ্রয়ের জন্যে হয়ত আমাকে যেতে হবে ভারতবর্ষে, যেমন আমার পূর্বতন দালাই লামা গিয়েছিলেন যখন চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের আক্রমণ করেছিল চীন, এবং আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল আমার ধনসম্পত্তির সামান্য অংশ সেখানে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। অতএব কিছু স্বর্ণ-রেণু এবং রৌপ্যের টুকরো আনা হয়েছিল লাসা থেকে এবং সিন্দুকে পুরে সেগুলিকে পাঠানো হয়েছিল সীমান্ত পার করে সিকিমে, এবং পরবর্তী ন' বৎসর ধরে সেগুলি পড়েছিল সেখানে। অবশেষে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল সেগুলির।

পরবর্তী শোচনীয় আঘাত আমাদেব ওপরে এই সংবাদটি—যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ স্থির করেছেন তিব্বত সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন না ব'লে। আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম আমরা এতে; ন্যায়ের উৎস হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলুম আমরা। এবং আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলুম আমরা যখন শুনলুম যে ব্রিটিশের উদ্যোগেই মুলতুবি রাখা হয়েছিল তিব্বতের প্রশ্নটি। দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রিটিশের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আমাদের, এবং ব্রিটিশ রাজের বহু সম্মানিত কর্মচারীদের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিলুম আমরা; এবং এই ব্রিটেনই

সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করে আমাদের স্বাধীনতাকে যে তাঁরা স্বীকার করেন—পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছিলেন। তবুও এখন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বললেন যে খুব বেশী পরিষ্কার নয় তিব্বতের আইনসঙ্গত অস্তিত্ব এবং মনে হয় এও তিনি ধারণা করাতে চেয়েছিলেন যে এমন কি এখনও, ৩৮ বচ্ছর একটিও চীনা আমাদের দেশে না থাকার পরেও, আজও বোধ হয় আমরা আছি আইনতঃ চীনের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে। ভারতের প্রতিনিধির মনোভাবও ছিল একই প্রকার নৈরাশ্য-জনক। তিনি বললেন—একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হবে ব'লেই তিনি নিশ্চিত এবং সুরক্ষিত হবে তিব্বতের স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার, এবং সেটিকে নিশ্চিত করবার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিষয়টির আলোচনার অভিপ্রায়টি ত্যাগ করা।

পূর্বেকার সংবাদের চেয়ে আরও নৈরাশ্যজনক সংবাদ হচ্ছে যে আমাদের সামরিক সাহায্য দেবেন না কেউ। ন্যায় বিচারের জন্যে আমরা আবেদন পেশ করাতেও সাহায্য করবেন না এখন আমাদের বন্ধুরা। আমরা বুঝলুম যে চীন সৈন্যদলের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের।

অবশ্য আমাদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে এখন সহজেই দেখা যাবে যে আমাদের নিজেদের নীতিই সাহায্য করছে আমাদের এই হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় এনে দিতে। ১৯১২ সালে যখন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করলুম তখন অন্তরণে প্রত্যাবর্তন ক'রে পরিতৃপ্ত ছিলুম আমরা। এটা আমাদের মনেই হয় নি কোনো দিন যে আমাদের স্বাধীনতা, এতো বাস্তব যেটি আমাদের কাছে, বহির্জগতে তার জন্যে প্রয়োজন ছিল বিধিগত প্রমাণের। এই বিপদ আসার আগে জাতিপুঞ্জ কিম্বা রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেবার জন্যে যদি আবেদন করতুম; কিম্বা কয়েকটি প্রধান প্রধান রাষ্ট্রে যদি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করতুম অ[illegible]া, তা'হলে এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে সার্বভৌমত্বের এই লক্ষণগুলি গৃহীত হতো বিনা প্রশ্নে; এবং আমাদের উদ্দেশ্যের সহজ ন্যায্যতা অন্ধকারাচ্ছন্ন হতো না সূক্ষ্ম আইনগত বিতর্কের দ্বারা—যা গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থের ভিত্তিতে। এখন তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো আমাদের যে কোনো জাতির নির্দোষ অন্তরণে অবস্থান করার পক্ষে খুবই ছোট হয়ে পড়েছে এই জগতটা।

একমাত্র যা করতে পেরেছিলুম আমরা তা হচ্ছে আমাদের সাধ্যমত আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। যে ক্ষমতার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন ঞাবো তাঁকে তা দেওয়াই স্থির করলুম আমরা। যে দু'জন অফিসারকে লাসায় পাঠিয়েছিলেন তিনি তাঁদের একজনের মারফৎ একটি বার্তা পাঠানো হলো যাতে ঞাবোকে বলা হলো তিনি যেন আলাপ আলোচনা স্বরু করেন এই দৃঢ় সর্তে যে আর অগ্রসর হবে না চীনা সৈন্য তিব্বতের মধ্যে। আমরা মনে করেছিলুম এই আলাপ আলোচনা হবে হয় লাসায় না হয় চাম্দোতে—যেখানে অবস্থান করছিল চীন সৈন্যবাহিনী; কিন্তু ভারতবর্ষে অবস্থিত চীন রাষ্ট্রদূত প্রস্তাব করলেন যে আমাদের প্রতিনিধিদের যেতে হবে পিকিংয়ে। আরও চারজন অফিসারকে নিযুক্ত করলুম আমি ঞাবোর সহকারী হিসেবে, এবং ১৯৫১-র শুরুতে তাঁরা সকলেই উপস্থিত হলেন পিকিংয়ে।

যতদিন পর্যন্ত না তাঁরা ফিরেছিলেন লাসায়, তাও বহুদিন পরে, ঠিক জানতে পারিনি আমরা তাঁদের কি ঘটেছে। যে রিপোর্ট তাঁরা দিয়েছিলেন তখন সেই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় যে তাঁরা পৌঁছুবার পর চৈনিক পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌ এন্-লাই একটি ভোজসভায় আমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁদের সবাইকে এবং সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন চীনা প্রতিনিধিদের সঙ্গে। কিন্তু প্রথম মিটিং শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্য চীনা প্রতিনিধি আগে থেকে প্রস্তুত করা দশটি শর্তসমন্বিত একটি চুক্তির খসড়া দাখিল করেন। বহু দিন ধরে আলোচিত হয় এটি। আমাদের প্রতিনিধিরা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে তিব্বত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, এবং তাঁদের বিতর্কের সমর্থনে সমস্ত নজির প্রমাণও পেশ করেন তাঁরা, কিন্তু চীনারা তা গ্রহণ করেন নি। শেষ পর্যন্ত সতেরটি ধারা সমন্বিত একটি সংশোধিত খসড়া প্রস্তুত করলেন চীনারা। চরম পত্র হিসেবে এটিকে পেশ করলেন তাঁরা। কোনো অদল বদল বা নতুন প্রস্তাব করতে দেওয়া হয়নি আমাদের প্রতিনিধিদের। অপমান আর গালি গালাজ করা হয়েছিল এবং দৈহিক ক্ষতির ভয় দেখানো হয়েছিল ওঁদের, এবং সামরিক হামলারও ভয় দেখানো হয়েছিল তিব্বতের জনগণের ওপর; এবং আরও নির্দেশের জন্যে আমার সঙ্গে কিম্বা আমার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি তাঁদের।

তিব্বত চীনের অংশ এই ধারণার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল এই খসড়া চুক্তিটি। এটা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং উৎপীড়নের মধ্যে ছাড়া এটা কখনই গৃহীত হতে পারতো না আমাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা আমার সঙ্গে বা আমার গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ না করে। কিন্তু বহুদিন ধরে চীনের বন্দী হয়ে ছিলেন ঙাবো, এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরাও ছিলেন বস্তুতঃ বন্দীই। শেষ পর্যন্ত, কোনো পরামর্শ পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে জোর জবরদস্তিতে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন তাঁরা এবং স্বাক্ষর দিলেন দলিলটিতে। তবুও তাঁরা অস্বীকার করলেন ওটিতে সীলমোহর দিতে যা করার প্রয়োজন ছিল বৈধতার জন্যে। কিন্তু সমরূপ তিব্বতী সীলমোহর জাল করলেন চীনারা পিকিংয়ে, এবং তা দিয়ে দলিলে সীলমোহর দিতে বাধ্য করলেন আমার প্রতিনিধিদের।

আমাকে অথবা আমার গভর্ণমেণ্ট কাউকেই বলা হয় নি যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটির বিষয় প্রথম আমরা জানতে পারলুম ঙাবো যখন ঘোষণা করলেন পিকিং রেডিও থেকে। খুবই আঘাত পেয়েছিলুম আমরা যখন জানতে পারলুম এর শর্তগুলি। আতঙ্কিত হয়েছিলুম আমরা এই কম্যুনিষ্ট ছাপের আত্মশ্লাঘাপূর্ণ ঘোষণা—যা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর ধৃষ্ট বিবৃতি যা ছিল মাত্র আংশিক সত্য—এ-গুলির সংমিশ্রণে ; এবং আমরা যা কল্পনা করেছিলুম তার চেয়ে ঢের বেশী নিকৃষ্ট আর অধিকতর দুর্দশাদায়ক ছিল এই শর্তগুলি।

মুখবন্ধে বলা হয়েছিল যে 'গত একশ বৎসর কিম্বা তার চেয়েও বেশী দিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রবেশ করেছিল চীন এবং তিব্বতের মধ্যে এবং 'চালিয়ে এসেছিল সর্বপ্রকার প্রবঞ্চনা আর প্ররোচনা', এবং 'এই প্রকার অবস্থায় তিব্বতী জাতি এবং জনগণ নিমজ্জিত হয়েছিল দাসত্ব আর দুর্ভোগের গভীরে।' এটি ছিল সম্পূর্ণ বাজে কথা, এটিতে স্বীকার করা হয়েছিল যে চীন সরকার হুকুম দিয়েছিলেন 'জনগণের মুক্তি ফৌজকে' তিব্বতে অগ্রসর হতে ; এর জন্যে যে কারণগুলি দেখানো হয়েছিল তার মধ্যে ছিল—যাতে তিব্বতে আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রভাব সার্থকভাবে দূরীভূত হতে পারে, এবং যাতে মুক্তি লাভ করতে পারে তিব্বতের জনগণ আর প্রজাতন্ত্রী চীনের বৃহৎ পরিবারে প্রত্যাবর্তন করতে পারে তারা।

চুক্তির প্রথম ধারাতেও ছিল এটি : 'একত্রিত হবে তিব্বতের জনগণ এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে বিতাড়িত করবে তিব্বত থেকে; তিব্বতের জনগণ—ফিরে আসবে জন্মভূমির বৃহৎ পরিবারে—প্রজাতন্ত্রী চীনে। এটি পড়ে তিক্ততার সঙ্গে স্মরণ করলুম আমরা যে ১৯১২ সালে শেষ চীন সৈন্যকে আমরা বিতাড়িত করবার পর থেকে কোনো বিদেশী শক্তি ছিল না তিব্বতে। দ্বিতীয় ধারায় ছিল যে 'তিব্বতের আঞ্চলিক সরকার জনগণের মুক্তি ফৌজকে তিব্বতে প্রবেশ এবং জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করবেন'। এাবোর ক্ষমতার ওপর যে বিশেষ সীমারেখা আরোপ করেছিলুম আমরা এটি তার বহির্ভুত। অষ্টম ধারায় ছিল যে চীন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তিব্বতী সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্তি। চতুর্দশ ধারায়-পররাষ্ট্র বিষয়ের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল তিব্বতকে।

এই শর্তগুলি যা কোনো তিব্বতীই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে না, তার ফাঁকে ফাঁকে ছিল অন্য শর্তও, যাতে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চীন : পরিবর্তন করা হবে না তিব্বতের বর্তমান রাজনৈতিক প্রণালীকে, পরিবর্তন করা হবে না দালাই লামার পদমর্যাদা, ক্রিয়াকলাপ আর ক্ষমতাকে; সম্মান করা হবে তিব্বতের জনগণের ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি আর আচার ব্যবহারকে এবং রক্ষা করা হবে মঠ গুলিকে; করা হবে কৃষির সম্প্রসারণ এবং জনসাধারণের জীবন যাত্রার মানউন্নয়ণ, এবং জনগণকে বাধ্য করা হবে না সংস্কারগুলি গ্রহণ করবার জন্যে। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছিল যে আমাদের নিজেদের আর আমাদের দেশকে তুলে দিতে হবে চীনের হাতে এবং জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের লোপ করতে হবে, এই ব্যাপারের তুলনায় এইসব প্রতিশ্রুতি ছিল সামান্যই সান্ত্বনা। তবুও ছিলুম আমরা অসহায়। নির্বান্ধব অবস্থায় আমাদের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও মেনে নেওয়া ছাড়া এবং চীনের হুকুমে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া এবং আমাদের অসন্তুষ্টি গলাঃধকরণ করা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না আমাদের। শুধু এই আশা ছিল যে এই জোর করে সৃষ্ট এক তরফা চুক্তির নিজের করণীয় দিকটা রাখবেন চীনারা।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার অল্প কিছু দিন পরেই আমাদের প্রতিনিধিরা

টেলিগ্রাম দিয়ে জানালেন আমাকে লাসাতে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে জেনারেল চ্যাংচিং-উকে নিযুক্ত করেছেন চীন সরকার। পূর্ব তিব্বতের মধ্য দিয়ে না এসে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে আসছিলেন তিনি। ইয়াটুং, আমি যেখানে ছিলুম, সেটি ছিল ভারত থেকে লাসার পথে তিব্বতের সীমান্তের মধ্যে, এবং এটা পরিষ্কার বোঝা গেলো যে তিনি যখন পা দেবেন আমাদের দেশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে আমাকে।

এটা আশা করি নি আমি। কোনো চীনা সৈনাধ্যক্ষকে কোনো দিন দেখিনি আমি, এবং এটা ছিল বরং অনাকর্ষণীয় প্রত্যাশা। কেউই জানতো না কিভাবে আচরণ করবেন তিনি, সহানুভূতিশীল হবেন, না উপস্থিত হবেন বিজয়ী বীরের মতো। আমার কয়েকজন অফিসার ঐ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর থেকেই চিন্তা করছিলেন যে বেশী দেরী হয়ে পড়বার আগেই আমার যাওয়া উচিৎ ভারতবর্ষে নিরাপত্তার জন্যে ; এবং কিছু বিতর্কের পর সকলে একমত হলেন যে যে-কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নেবার আগে জেনারেল না আসা পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা উচিত এবং দেখা উচিত তাঁর কি মনোভাব।

আমার কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে ইয়াটুংয়ে। নিকটস্থ একটি মঠে ছিলুম আমি। একটি সুন্দর তাঁবু খাটানো ছিল মঠটির ছাতের ওপর এবং তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেইখানেই। ইয়াটুংয়ে জিদ ধরলেন তিনি যে সমশর্তে সাক্ষাৎ করবেন আমার সঙ্গে এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের আদব কায়দার অসুবিধে থেকে উত্তীর্ণ হলুম আমরা, কুশনের বদলে যা ছিল তিব্বতের প্রথা, প্রত্যেকের জন্যে একই প্রকারের চেয়ারের ব্যবস্থা ক'রে।

সময় যখন হলো একটা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছিলুম আমি—কেমন তাঁকে দেখতে তাই দেখবার জন্যে। আমি যে কি প্রত্যাশা করেছিলুম তা জানি না ; যা দেখলুম তা হচ্ছে ধূসর রংয়ের পোশাক আর চুড়োওলা টুপিপরা তিনজন লোক, আমার লাল আর সোনালি রংয়ের পোশাক পরা অফিসারদের মধ্যে যাদের দেখাচ্ছিল অত্যন্ত নিষ্প্রভ আর অকিঞ্চিৎকর। একথা কি আমি তখন জানতুম যে ধ্বংসের আগে আমাদের সকলকে নিষ্প্রভ অবস্থায় এনে ফেলবে চীন, এবং এই অকিঞ্চনতা ছিল নিঃসন্দেহে একটি মিথ্যা মায়া।

কিন্তু মিছিলটি যখন এসে পৌঁছুলো মঠে আর উঠে এলো আমার তাঁবুতে,

জেনারেলকে মনে হলো বন্ধুত্বপূর্ণ এবং লৌকিকতা বর্জিত। ধূসর রংয়ের পোশাকপরা অন্য দু'জন ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সামরিক কর্মচারী এবং দোভাষী। মাও সে-তুংয়ের একখানা চিঠি দিলেন তিনি আমাকে সেটি ছিল ঐ চুক্তির প্রথম শর্তটিরই মোটামুটি পুনরাবৃত্তি যাতে আমাদের সাদর আহ্বান জানানো হয়েছিল মহান জন্মভূমিতে ফিরে যাবার জন্যে, যে কথাগুলিকে আমি অতিশয় ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছিলুম ইতিমধ্যেই; এবং সেই একই কথাই তিনি তখন বললেন দোভাষীর সাহায্যে। চা দিয়ে আপ্যায়ন করলুম আমি তাঁকে; কোনো পর্যবেক্ষক, আমাদের মনে কি আছে জানতেন না যিনি, তিনি হয়ত ভাবতেন সমগ্র সাক্ষাৎকারটা ছিল সম্পূর্ণ আন্তরিকতাপূর্ণ।

লাসায় তাঁর উপস্থিতি সাফল্যপূর্ণ হয় নি বিশেষ। মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দিয়েছিলুম আমি তাঁকে ঠিকমত অভ্যর্থনা করবার জন্য এবং গভর্ণমেণ্টের অতিথি হিসেবে তাঁর সঙ্গে আচরণ করতে। অতএব মন্ত্রিসভার দু'জন সদস্য নরবুলিংকা থেকে কিছু দূরে এসেছিলেন উপযুক্ত আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং প্রধান মন্ত্রীরা আর মন্ত্রিসভা একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন পর দিন তাঁর সম্মানে। কিন্তু খুশী হন নি তাতে তিনি। অভিযোগ করেছিলেন তিনি সে বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে যে-ভাবে অভ্যর্থনা করা হয় সে-ভাবে অভ্যর্থনা করা হয় নি তাঁকে। কাজেই আমাদের বুঝতে বাধ্য করা হলো যে যতটা মনে হয়েছিল ঠিক ততটা সৌহার্দ্যপূর্ণ নন তিনি।

যাইহোক এই রকম অবস্থায় নরবুলিংকায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম আমি: এবং সেই জন্য চীনা সামরিক শাসনের পরবর্তী বিস্তার প্রত্যক্ষ করেছিলুম আমি।

জেনারেল চ্যাং চিং-উর উপস্থিতির দু'মাস পরে লাসায় এসে হাজির হলো চীনা সৈন্যবাহিনীর তিন হাজার অফিসার এবং জোয়ান। তার অল্প কিছুদিন পরেই প্রায় একই আয়তনের আর একটি সৈন্যবাহিনী সেখানে এসে উপস্থিত হলো আরও দুজন জেনারেল তাং কো-ওয়া আর তাং কুয়াং-সানের নেতৃত্বে। লাসার অধিবাসীরা তাদের লক্ষ্য করলো বাহ্যতঃ ঔদাসীন্যের সঙ্গে, এই রকম জাতীয় অপমানের সামনে, আমার বিশ্বাস, যা সাধারণ লোকে সাধারণতঃ দেখিয়ে থাকে; প্রথমে চীনা সৈনাধ্যক্ষদের সঙ্গে আমাদের গভর্ণমেণ্টকে সংস্পর্শে আসতে হয় নি—চীনারা যখন রসদ আর বাসস্থান দাবি

করেছে—শুধু সেই সময় ছাড়া। কিন্তু এই দাবি অল্প দিনের মধ্যেই ধ্বংস আনতে লাগলো লাসা সহরে।

বিধিবহির্ভূতভাবে বাড়ী দখল করতে লাগলো চীনারা এবং কিনে অথবা ভাড়ায়ও নিলো কিছু বাড়ী; এবং নরবুলিংকা থেকে কিছু দূরে, নদীর ধারে মনোরম স্থানটি—যে স্থানটি সর্বদা গ্রীষ্মকালীন আনন্দভোজের জন্যে ছিল প্রিয়—সেটিরও অনেকখানি অংশ দখল করলো তারা সৈন্যশিবিরের জন্যে। দু'হাজার টন বার্লি ধার চাইলো তারা। এই বিশাল পরিমাণের বার্লি সরকারী শস্যাগার থেকে যোগান যায় নি এ সময়, মোটা খরচের জন্যে, এবং মঠ আর বেসরকারি মালিকদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল গভর্ণমেন্টকে। দাবি করা হয়েছিল অন্য প্রকার খাদ্যসামগ্রীও; টান ধরলো সহরের স্বল্প সংস্থানে, এবং বৃদ্ধি হতে লাগলো সামগ্রার মূল্য। এবং তারপর এসে হাজির হলো আর একজন জেনারেল এবং আট থেকে দশ হাজার সৈন্য শিবির স্থাপনের জন্যে। আরও জমি দখল করলো তারা, এবং খাদ্যের জন্যে তাদের অতিরিক্ত দাবির চাপে ভেঙে পড়লো আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। সঙ্গে আনে নি কিছুই তারা; আমাদের সামান্য সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে খাওয়ান হবে তাদের—এইটেই মনে করেছিল তারা। খাদ্যশস্যের দাম হঠাৎ বেড়ে উঠেছিল দশগুণ, মাখনের ন'গুণ, এবং সাধারণ সব জিনিসেরই দুই থেকে তিনগুণ। স্মরণ-কালের মধ্যে এই প্রথম দুর্ভিক্ষের প্রান্তে এসে দাঁড় করান হলো লাসার জনগণকে। চীনা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বেড়ে উঠলো তাদের বিক্ষোভ, ছেলে মেয়েরা ঘুরে বেড়াতে লাগলো ধ্বনি তুলে আর পাথর ছুড়তে লাগলো চীনা সৈন্যদের ওপর—নিজেদের তিক্ততার যে-প্রকাশ কোনো রকমে রোধ করে রাখছিল বয়স্করা। মন্ত্রিসভার দপ্তরে এসে পৌঁছুতে লাগলো বহু অভিযোগ কিন্তু করা যায় নি কিছুই। স্থায়ীভাবেই থাকবার জন্যেই এসেছিল চীনা সৈন্যবাহিনী, আমাদের কোনো পরামর্শ গ্রহণ করবে না, বা আমাদের গভর্ণমেন্টকে কোনো প্রকারে সাহায্য করবে না তারা। পক্ষান্তরে তাদের দাবি বেড়ে চললো প্রতিদিন। অল্প দিনের মধ্যে আবার তারা দাবি করলো দু' হাজার টন বার্লি, এবং সংগ্রহ করতে হলো তা। ঋণ বলা হলো এটিকে এবং জেনারেল প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিব্বতে শিল্পের উন্নয়নে এর মূল্য বিনিয়োগ করে এ-ঋণ

পরিশোধ করবেন তাঁরা ; কিন্তু কোনো দিনই প্রতিপালন করা হয় নি এ প্রতিশ্রুতি।

লাসার জনগণের অবস্থা যখন হতে লাগলো মন্দ থেকে অধিকতর মন্দ, উচ্চপদস্থ চীনা অফিসাররা ক্রমাগতঃ এসে উপস্থিত হতে লাগলেন সহরে, এবং অনেকগুলি মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন জেনারেল চ্যাং চিং-উ। আমার মন্ত্রিসভার সদস্যদের অনুরোধ করা হয়েছিল সেগুলিতে যোগ দান করতে, এবং আমার অযাজকীয় মন্ত্রী লুখাং ওয়ার ওপর বেশীর ভাগ ভার পড়তো জনসাধারণের অপরিহার্য প্রয়োজন আর অনধিকার প্রবেশকারীদের অনুরোধের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে বার করার। চীনাদের একথা স্পষ্ট বলবার সাহস ছিল তাঁর যে তিব্বতীরা একটি সামান্য ধর্মভীরু সম্প্রদায়, যাদের উৎপাদন নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে কোনো রকমে। সামান্যই উদ্বৃত্ত ছিল—যা দিয়ে হয়ত চীনা সৈন্যবাহিনীর চলে যেতে পারত দু' এক মাস, কিন্তু তার বেশী নয় এবং উদ্বৃত্ত সৃষ্টিও করা যায় না সহসা। এ কথারও আভাস দিলেন তিনি যে কোনও সম্ভাব্য কারণও ছিল না লাসাতে এত বড় সৈন্যবাহিনী রাখার। দেশ রক্ষার জন্যেই যদি প্রয়োজন হয় তা হ'লে তাদের পাঠানো উচিৎ সীমান্তে, এবং কেবলমাত্র অফিসাররা একটি ন্যায্য রক্ষিদল নিয়ে বাস করবেন সহরে।

চীনের উত্তর খুবই মার্জিত হয়েছিল প্রথমে। জেনারেল চ্যাং চিং উ বলেছিলেন আমাদের গভর্ণমেণ্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন চীন সৈন্যবাহিনী অবস্থান করবে বলে এবং সেইজন্যে আমরা তাদের বাসস্থান আর খাদ্য যোগাতে বাধ্য। কিন্তু তারা এসেছে তিব্বতকে তার সঙ্গতি সম্প্রসারণে সাহায্য করতে এবং সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য থেকে তাকে রক্ষা করতে। যখনই তিব্বত তার নিজের সব ব্যাপার পরিচালনা করতে এবং নিজের সীমান্ত রক্ষা করতে সক্ষম হবে তখনই তারা ফিরে যাবে চীনে। 'যখনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন আপনারা',—বললেন তিনি, 'আপনারা বললেও তখন আর আমরা থাকবো না এখানে।'

এড়িয়ে গিয়েছিলেন এ-কথা বলতে লুখাংওয়া যে যদি কেউ কোনও দিন আমাদের সীমান্ত বিঘ্নিত করে থাকে সেতো চীন নিজেই, অথবা বহু শতাব্দী ধরে আমাদের নিজেদের ব্যাপার পরিচালনা করে আসছি আমরা নিজেরাই ;

কিন্তু অন্য একটি মিটিংয়ে জেনারেলকে বলেছিলেন তিনি যে তিব্বতকে সাহায্য করতে এসেছেন চীন, এ-প্রতিশ্রুতি তিনি দেওয়া সত্ত্বেও এ-পর্যন্ত তাঁরা তিব্বতকে সাহায্য করবার জন্যে করেন নি কিছুই। পক্ষান্তরে বিশেষ কষ্টের কারণ হয়েছে তাঁদের উপস্থিতি, এবং জনসাধারণের ক্রোধ এবং ক্ষোভই বাড়াতে বাধ্য তাঁদের বহু কার্যাবলি। একটি কাজের উল্লেখ করে ছিলেন তিনি যা বাহ্যতঃ বোধ না হলেও আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে পুণ্য-নগরী লাসাতে মৃত পশুর অস্থি দাহ করা; তিব্বতীদের ধর্মবোধের পক্ষে এটা ছিল অত্যন্ত অপমানকর, এবং কারণ হয়েছিল বহু প্রতিকূল মন্তব্যের।

কিন্তু আমাদের জনগণের সুস্পষ্ট প্রতিকূলতার বিষয় আলোচনা না করে চ্যাং চিং-উ মনে করেছিলেন যে আমাদের সরকারই অবসান ঘটাবেন এগুলির। অন্যান্য অভিযোগের মধ্যে বলেছিলেন তিনি যে লোকেরা চীনের অসম্মানকর গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে লাসার পথে পথে। প্রস্তাব করলেন তিনি—আমাদের গভর্ণমেণ্ট একটি ঘোষণায় সকলকে বলুন চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে, এবং এরই একটি খসড়া তৈরী করে লুখাংওয়ার হাতে দিয়েছিলেন তিনি। লুখাংওয়া যখন পড়লেন এটি তিনি দেখলেন এটি একটি হুকুম রাস্তায় গান গাওয়া নিষিদ্ধ করে; অবশ্য এই রকমের একটি হাস্যকর ঘোষণা প্রচার -া করে সেটিকে নতুন করে কিছুটা ভদ্রভাবে লিখে দিলেন তিনি। আমার মনে হয় না চীন তাঁকে ক্ষমা করতে পেরেছিল এজন্যে।

কয়েকটি অনুক্রমিক মিটিংয়ের সবগুলিতেই চীনের অভিযোগ হয়ে উঠেছিল আরও প্রবল। যদিও ওঁরা জনগণকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে তিব্বতে এসেছেন ওঁরা তিব্বতীদের সাহায্য করবার জন্যে, জনগণের আচরণ খারাপ হচ্ছিল প্রতিদিন। ওঁরা বললেন—জনসভা আহ্বান করা হচ্ছিল চীন কর্তৃপক্ষদের সমালোচনা করবার জন্যে, কথাটা অবশ্য সত্যি, এবং মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করলেন মিটিংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে। করা হলোও তাই; কিন্তু লাসার অধিবাসীরা তৎক্ষণাৎ সহরে প্রাচীরপত্র লাগাতে আর পুস্তিকা বিতরণ করতে স্থুরু করলো এই বলে যে অনশনের সম্মুখীন হয়েছে তারা, এবং চীনাদের বললে চীনে ফিরে যেতে।

নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হয়েছিল একটি বিরাট জনসভা সেখানে লেখা হয়েছিল জনগণের অভিযোগের একটি স্মারকলিপি এ-কথা জানিয়ে যে লাসার অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক এবং এই অনুরোধ করে যে সরিয়ে নেওয়া হোক সৈন্যবাহিনীকে এবং কয়েকজনমাত্র অফিসারকে রাখা হোক সহরে। এই স্মারকলিপির একটি প্রতিলিপি পাঠানো হলো চীনা সৈন্যধ্যক্ষদের, এবং মন্ত্রিসভাকে। চীনারা বললেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের উসকানির ফলেই হয়েছে এই দলিলটি, এবং এও আভাস দিতে লাগলেন ওঁরা যে কতকগুলি লোক আছে লাসায় যারা ইচ্ছে করেই সৃষ্টি করছে এই সব ঝঞ্ঝাটের ; এবং একবার চ্যাং চিং-উ এসেছিলেন মন্ত্রিসভার দপ্তরে এবং প্রধানমন্ত্রী দু'জনের প্রতি দোষারোপ করেছিলেন এই বলে যে পিকিংয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেটি ভঙ্গ করবার ষড়যন্ত্রের নেতাই হচ্ছেন এঁরা।

এইসব ঘটনার নিদর্শন বেদনাদায়কভাবে সুপরিচিত সেই সব দেশে—বহিরাক্রমণের বলি হয়েছে যেসব দেশ। অনধিকার প্রবেশকারীরা আসে এই বিশ্বাস নিয়ে—কতকটা আন্তরিকতার সঙ্গে তা বলতে পারে না কেউ—যে তারা এসেছে উপকারী হিসেবে। বিস্মিত হয় তারা যখন দেখে আক্রান্ত তাদের উপকার চায় না একটুও। তাদের বিরুদ্ধে যখন বেড়ে ওঠে জনগণের বিক্ষোভ, তা প্রশমিত করবার চেষ্টা করে না তারা প্রত্যাহরণ করে কিম্বা জনগণের ইচ্ছা পূরণ করে ; দমন করবার চেষ্টা করে তা চিরবর্ধিষ্ণু বলপ্রয়োগে, এবং নিজেদের দোষ না দিয়ে পরের স্কন্ধে দোষ চাপাবার সন্ধানে থাকে। তিব্বতে প্রথম দোষের বোঝা বহনকারী হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে অলীক 'সাম্রাজ্যবাদীরা' এবং প্রধানমন্ত্রী লুখাংওয়া। কিন্তু এই কর্মপদ্ধতি ধ্বংস ছাড়া আর কোথাও নিয়ে যায় না ; জনগণের ক্ষোভকে বল প্রয়োগে দমন করা যায় কেবল স্বল্প কালের জন্যে, কারণ বল প্রয়োগে দমন করতে গেলে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে তা। এই শিক্ষা, যা মানুষের কাছে এত সুস্পষ্ট, তা অর্জন করতে এখনও বাকি আছে চীনাদের।

এই বর্ধিত উত্তেজনার সময় চীনারা সময় সময় আমার মন্ত্রিসভা এবং প্রচলিত প্রতিনিধিদের এড়িয়ে সোজা আমার কাছে আসার জিদ করতো। প্রথম প্রথম চীনা সৈনাধ্যক্ষদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত থাকতেন আমার প্রধানমন্ত্রীদ্বয়। এবং একটি সাক্ষাৎকারের সময় আমার

ভিক্ষু প্রধানমন্ত্রী লোবসাং টাসি কি যেন বলায় অত্যন্ত মেজাজ খারাপ করলেন চ্যাং চিং-উ। ঐ বয়সেই যেন আঘাত পেয়েছিলুম আমি ওটাতে; একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে এভাবে আচরণ করতে দেখি নি আমি এর আগে। কিন্তু যদিও আমি ছিলুম ছেলেমানুষ তবুও আমিই হস্তক্ষেপ করেছিলুম তাঁকে শান্ত করবার জন্যে: এবং এর পর থেকেই একলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইতে শুরু করলেন তাঁরা। যখনই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাঁরা, তখনই সঙ্গে নিয়ে আসতেন একদল রক্ষী—সাক্ষাৎকারের সময় যাদের রাখা হতো আমার ঘরের বাইরে। এই অভদ্র আচরণ, এর বেশী যদি কিছু নাও হয়, গভীরভাবে মর্মাহত করেছিল সেইসব তিব্বতীদের যারা জানতো এ-বিষয়ে।

চীন এবং লুখাংওয়ার মধ্যে চরম সঙ্কট উপস্থিত হলো এমন একটি বিষয় নিয়ে লাসার যন্ত্রণা ভোগের কোনো সম্পর্ক ছিল না যেটার সঙ্গে। একটি বিশেষ বিরাট জনসভা আহ্বান করলেন চ্যাং চিং-উ। আমার প্রধানমন্ত্রীদের এবং মন্ত্রিসভাকে ডেকে পাঠান হলো যোগ দেবার জন্যে এবং বেসামরিক আর সামরিক সমস্ত উচ্চপদস্থ চীনা অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। জেনারেল ঘোষণা করলেন যে ১৭টি দফা সম্বলিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চীন মুক্তি ফৌজের সঙ্গে একীভূত হবার সময় এসেছে তিব্বতী সৈন্যবাহিনীর এবং প্রস্তাব করলেন তিনি যে এরং প্রথম কর্মসূচী হিসেবে লাসাতে চীনা সৈন্য দপ্তরে কয়েকজন তরুণ তিব্বতী জোয়ানদের নির্বাচন করা হোক শিক্ষার জন্যে। তারপর, বললেন তিনি, নিজেদের সৈন্যদলে ফিরে যেতে পারে তারা এবং শিক্ষা দিতে পারে অন্যদের।

এতে পূর্বের চেয়ে আরও দৃঢ়ভাবে কথা বললেন লুখাংওয়া। তিনি বললেন—কোনও প্রয়োজন নেই এ প্রস্তাবের, আব গ্রহণযোগ্যও নয় এটি। ১৭ দফা বিশিষ্ট চুক্তির শর্ত উল্লেখ করা অযৌক্তিক। আমাদের জনসাধারণ গ্রহণ করে নি এ চুক্তি, এবং বার বার এর শর্তগুলি ভঙ্গ করেছেন চীন নিজেই। তাঁদের সৈন্যবাহিনী এখনও দখল করে রেখেছে পূর্ব তিব্বত; তিব্বত সরকারকে প্রত্যর্পণ করা হয় নি এ-অংশটি, যা করা উচিত ছিল তাঁদের। তিব্বত আক্রমণ ছিল সম্পূর্ণ অসমর্থনীয়; বাস্তবিকই শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনা চলছিল যে সময়, চীনা সৈন্যবাহিনী জোর করে ঢুকে

পড়েছিল তিব্বত ভূখণ্ডে সেই সময়ে। চানা সৈন্যবাহিনীতে তিব্বত ফৌজের একাত্মীকরণ সম্বন্ধে চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে সংস্কারগুলি গ্রহণ করবার জন্যে বাধ্য করা হবে না তিব্বতীদের। এই একটি সংস্কার যা দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেছিল তিব্বতের জনগণ, এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি সমর্থনও করেন নি তিনি।

চীনা সৈনাধ্যক্ষরা জবাব দিয়েছিলেন ভদ্রভাবে যে মোটের উপর খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না বিষয়টা, এবং কেন যে তিব্বত গভর্ণমেণ্ট আপত্তি করছেন এতে তা বুঝতে পারছেন না তাঁরা। তারপর একটু পরিবর্তন করলেন তাঁরা তাঁদের শর্তের। প্রস্তাব করলেন তাঁরা যে সমস্ত তিব্বতী সেনানিবাসের ওপর থেকে নামিয়ে নেওয়া হোক তিব্বতের পতাকা এবং সেই জায়গায় উত্তোলন করা হোক চীনের পতাকা। লুখাংওয়া বললেন সেনানিবাসের ওপর চীনের পতাকা উত্তোলন করলে তা নিশ্চয়ই টেনে নামিয়ে দেবে সৈন্যেরা যা অস্বস্তিকর হবে চীনের পক্ষে; এবং এই পতাকার বিষয়ে আলোচনা করবার সময় সোজাসুজি বললেন তিনি যে তিব্বতের অখণ্ডতাকে লঙ্ঘন করে তিব্বতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাওয়া চীনের পক্ষে অযৌক্তিক। "যদি কারুর মাথায় আঘাত করো তুমি এবং ভেঙে যায় তার মাথার খুলিটা",—বললেন তিনি,—"তাকে তুমি বন্ধু হিসেবে আশা করতে পারো খুব কমই।" সম্পূর্ণরূপে ক্রোধান্বিত করেছিল এটি চীনাদের। মিটিং বন্ধ করলেন তাঁরা, এবং প্রস্তাব করলেন তিনদিন পরে আর একটি মিটিং করবার।

আবার যখন মিলিত হলেন সমস্ত প্রতিনিধিরা অন্য একজন সেনাধ্যক্ষ ফান্ মিং উপস্থিত ছিলেন চীনের মুখপাত্র হিসেবে। লুখাংওয়াকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি—পূর্বেকার মিটিংয়ে তাঁর বিবৃতিতে তিনি ভুল করেছিলেন কি না, অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন লুখাংওয়া এই কথাই ভেবে বলেছিলেন তিনি কথাগুলি। কিন্তু যা বলেছিলেন লুখাংওয়া তারই ওপর নির্ভর করে রইলেন তিনি। পরিস্থিতিটা খোলাখুলি ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া তাঁর কর্তব্য, বললেন তিনি, কারণ দেশের পূর্বাঞ্চলগুলিতে চীনের অত্যাচার সম্বন্ধে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত তিব্বতে এবং উত্তেজনা হয়েছে প্রবল; সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে চীনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যদি, শুধু সেনাবাহিনীতে নয় তিব্বতের সমস্ত জনসাধারণের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া হবে ভীষণ।

যেতে এবং ১৭-দফা সমন্বিত চুক্তিটি পালন করবার জন্যে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করে যেতে।

আমি বলেছিলুম—এটি পালন করার জন্যে যতদূর সম্ভব যা করার তা করেছিলুম আমি, কিন্তু আমার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষের করণীয় শর্তগুলি পালন করতে অস্বীকার করেছিল চীন, এবং তাঁদের মধ্যে কোনো হৃদয়ের পরিবর্তনের লক্ষণ দেখি নি আমি। তাতে তিনি কথা দিয়েছিলেন চাউ এন-লাইকে বলবেন বলে, যিনি ভারতবর্ষে আসছেন পরের দিন। শেষ হয়েছিল আমাদের সাক্ষাৎকার।

আমিও বলেছিলুম চাউ এন-লাইকে। বিমান বন্দরে গিয়েছিলুম আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল আমার অনেকক্ষণ ধরে। আমি বলেছিলুম তাঁকে যে ক্রমশই অবস্থার অবনতি ঘটছে আমাদের পূর্বাঞ্চলে। স্থানীয় পরিবেশ কিম্বা জনসাধারণের ইচ্ছা বা স্বার্থের বিষয় চিন্তা না করেই জোর করে পরিবর্তন নিয়ে আসছেন চীনারা। সহানুভূতিশীল ব'লেই মনে হয়েছিল চাউ-এন-লাইকে, এবং তিনি বলেছিলেন যে ভুল করছেন স্থানীয় চীনা অফিসাররা। তিনি বলেছিলেন আমি যা বলেছি সে বিষয়ে তিনি জানাবেন মাও-সে-তুংকে, কিন্তু কোনো উন্নতির বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকারে আবদ্ধ করতে পারিনি তাঁকে।

কিন্তু কয়েকদিন পরে, আমার দুই বড়দাদা থুপ্‌দেন নরবু আর গেয়ালো থনদুপ্‌কে চীনা দূতাবাসে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন চাউ-এন-লাই; এবং তাঁর সঙ্গে এঁদের যা কথাবার্তা হয়েছিল তা অপেক্ষাকৃত আশাপ্রদ এবং স্পষ্ট। আমাদের গভর্ণমেণ্টের কোনো পদমর্যাদা ছিল না এঁদের, কাজেই তিব্বতে সরাসরি কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার ভয় না করে অধিকতর খোলাখুলিভাবে কথা বলা সম্ভব হয়েছিল তাঁদের পক্ষে; এবং পরে যখন তাঁরা বলেছিলেন আমায় তাঁদের আলাপ আলোচনার বিষয়, আমার মনে হয়েছিল যে তাঁদের সমালোচনায় সম্পূর্ণ স্পষ্টভাষী হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা বলেছিলেন চাউ-এন-লাইকে যে শত শত বৎসর ধরে চীনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু প্রতিবেশী হিসেবে সম্মান করে এসেছে তিব্বত; তবুও আজ চীনারা তিব্বতীদের সঙ্গে এমন ভাবে আচরণ করছেন যেন তাঁরা মহাশত্রু। তিব্বতের সমাজের অযোগ্য মানুষগুলিকে—যারা ছিল খুবই

নিকৃষ্ট ধরনের তিব্বতী—তাদের ইচ্ছে করে কাজে লাগাচ্ছিলেন তাঁরা বিভেদ জাগিয়ে তোলবার জন্যে, এবং বহু দেশভক্ত তিব্বতীদের, যাঁরা তিব্বত ও চীনের মধ্যেকার সম্পর্কের উন্নতি করতে পারতেন, উপেক্ষা করছিলেন তাঁদের। পার্থিব বিষয়ে পাঞ্চেন লামাকে সমর্থন করছিলেন তাঁরা যাতে আবার প্রকাশ পায় তাঁর পূর্বপুরুষ এবং আমার মধ্যেকার ফাটলটা, এবং আমাদের সরকারের কর্তৃত্বের ক্ষতি হয় যাতে করে। তিব্বতে, বিশেষ করে লাসায়, অনর্থক এতো বিশাল সৈন্যবাহিনী রেখে ছিলেন তাঁরা যে ক্ষতি হয়েছিল আমাদের অর্থনীতির এবং মূল্য বৃদ্ধি হয়েছিল এ রকম যে অনশনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল তিব্বতীরা। তিব্বতের কর্তৃত্বকারী মানুষেরা নয় কিন্তু, জনসাধারণই ছিল চীনা অধিকারের ঘোরতর বিরোধী; এঁরাই চাইছিলেন যে অপসারণ করা হোক সৈন্যদের এবং সমান অংশীদার হিসেবে স্বাক্ষরিত করা হোক একটি চুক্তি; কিন্তু জনগণের এই ইচ্ছায় কর্ণপাত করেন নি চীনারা।

এই স্পষ্ট কথা মনে হয় ভালো লাগে নি চাউ এন-লাইয়ের, কিন্তু আগের মতোই মার্জিত এবং ভদ্রই থেকে গেলেন তিনি। আমার দাদাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি যে অবাঞ্ছিত তিব্বতীদের, কিম্বা পাঞ্চেন লামাকে কাজে লাগাবার চিন্তাই করেন নি চীন সরকার আমার কর্তৃত্ব খর্ব করবার জন্যে অথবা বিভেদ ঘটাবার জন্যে; তিব্বতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চান নি তাঁরা, কিম্বা অর্থনৈতিক বোঝা হ'তেও নয়। স্বীকার করেছিলেন তিনি যে বোধহয় কিছু অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় চীনা অফিসারদের মধ্যে পরস্পর বোঝাপড়ার অভাবে এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন লাসাতে খাদ্য সরবরাহের উন্নতি করবেন ব'লে, এবং তিব্বত নিজের ব্যাপার সামলাতে পারলেই চীনা সৈন্যবাহিনী অপসারণ করতে শুরু করবেন আস্তে আস্তে। তিনি আরও বলেছিলেন যে তাঁদের অভিযোগগুলির বিষয় বলবেন মাও-সে-তুংকে, এবং দেখবেন যাতে বিদূরিত হয় এর কারণগুলি। শুধুই মুখের কথা নয় এই প্রতিশ্রুতিগুলি, বলেছিলেন তিনি; 'যদি ইচ্ছে করেন ভারতবর্ষে থেকে যেতে পারেন আপনার দাদারা, প্রতিশ্রুতিগুলি প্রতিপালিত হলো কি না তা দেখবার জন্যে; এবং যদি তা না হয়, তাহ'লে চীনা গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা করতে পারবেন তাঁরা স্বচ্ছন্দে।'

কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের শেষে তিনি বলেছিলেন তাঁদের যে তাঁরও কিছু অনুরোধ আছে। তিনি শুনেছিলেন যে ভারতবর্ষে থেকে যাওয়ার কথা আমি চিন্তা করছি, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন আমাকে যেন তাঁরা রাজী করতে পারেন তিব্বতে ফিরে যেতে। আমি যদি না যাই তাতে ক্ষতিই হবে আমার এবং আমার দেশবাসীর, বলেছিলেন তিনি।

চাউ এন-লাইয়ের সঙ্গে এই সব সাক্ষাৎকারের পরে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলুম আমি। কতকগুলি নূতন শিল্প সংক্রান্ত প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে, যেমন নাঙ্গাল বিরাট জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনা, এবং এই প্রথম দেখলুম আমি নিজে যে কি ভয়ঙ্কর পার্থক্য রয়েছে প্রণালীর মধ্যে যখন এ প্রকারের জিনিস সংগঠিত হয় দায়িত্বে এবং স্বাধীন গণতন্ত্রের দায়িত্বে—সম্পূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, পরিবেশে এবং উৎসাহে বাধ্যতামূলক শ্রম এবং স্বেচ্ছাক্রিয় শ্রমের মধ্যে। কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল অবশ্য ঐতিহাসিক ধর্মস্থানগুলিতে তীর্থযাত্রা। কাজেই আমি গিয়েছিলুম সাঁচি, অজন্তা, বেনারস এবং বুদ্ধগয়ায়, নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলুম ভারতের ধর্মীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির প্রশংসায়, যার মধ্যে প্রতীয়মান রয়েছে সৃজনীশক্তি এবং ঐকান্তিক বিশ্বাস। আমি ভাবছিলুম ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িক ঘৃণা অতীতে কি ভাবে ক্ষতি করেছিল এই উত্তরাধিকারের এবং কি ভাবে স্থৈর্যে এবং শান্তিতে পরিবর্তিত হয়েছিল ঘৃণা ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আশ্বাসের দ্বারা।

বেনারসে এবং বুদ্ধগয়ায় আমি দেখলুম হাজার হাজার তিব্বতী তীর্থযাত্রী অপেক্ষা করছে আমাকে দেখবার জন্যে, এবং উভয়স্থানেই ওদের কাছে প্রভুবুদ্ধের উদদেশাবলী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলুম আমি, এবং তাদের বুঝিয়েছিলুম যে তারা যেন সর্বদা শান্তির পথই অনুসরণ করে যেটি তিনি স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে গেছেন আমাদের জন্যে।

আমার পক্ষে গভীর প্রেরণার উৎস হয়েছিল বুদ্ধগয়া ভ্রমণ। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ তাঁর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের যা কিছু সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং উচ্চ তা যুক্ত করবেন বুদ্ধগয়ার সঙ্গে। আমার যৌবনের একেবারে প্রারম্ভ থেকেই এই ভ্রমণের বিষয় চিন্তা করেছিলুম এবং স্বপ্ন দেখেছিলুম আমি এবং এখন সেই পবিত্র আত্মার সামনে দাঁড়িয়েছি আমি—যিনি এই

পবিত্র স্থানটিতে লাভ করেছিলেন মহাপরিনির্বাণ, উচ্চতম নির্বাণ, এবং খুঁজে পেয়েছিলেন সমস্ত মানবজাতির মুক্তির পথ। যখন আমি দাঁড়িয়েছিলুম সেখানে, একটি ধর্মীয় উচ্চতার অনুভূতিতে ভরে গিয়েছিল আমার হৃদয়, এবং ভগবৎ শক্তির জ্ঞান এবং প্রভাবে—যা আমাদের সকলের মধ্যেই বিদ্যমান, বিস্ময়বোধ করছিলুম আমি।

কিন্তু যখন তীর্থের পথেই ছিলুম আমি, সারনাথে গিয়ে পৌঁছেছিলুম তখন, দিল্লির চীনা দূতাবাস থেকে একটি বার্তাবহ এসে উপস্থিত হলো আমার কাছে সেখানে। লাসায় চীনের প্রতিনিধি চ্যাং চিং-উর কাছ থেকে পাওয়া একটি টেলিগ্রাম এনেছিল সে। তাতে লেখা ছিল দেশের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর ; গুপ্তচর আর প্রতিক্রিয়াশীল মানুষরা ষড়যন্ত্র করছে একটা বিরাট বিদ্রোহের ; যতশীঘ্র হয় আমার ফেরা উচিৎ। এবং বুদ্ধগয়াতেই আমার একজন চৈনিক সহযাত্রী রক্ষী আমাকে একটি সংবাদ দিয়েছিলেন যে চাউ এন-লাই ফিরে আসছেন দিল্লিতে এবং আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন তিনি। কাজেই, আরও কয়েকটা দিন পরে আবার আমায় নিজেকে টেনে নিয়ে যেতে হলো রাজনীতি, বিরোধিতা এবং অবিশ্বাসের জগতে।

দিল্লিতে চাউ এন-লাই আবার বললেন আমাকে যে তিব্বতের অবস্থা অধিকতর মন্দ, এবং ফিরে যাওয়া উচিৎ আমার ; এবং কোনো সন্দেহের অবকাশ আমার রাখেননি তিনি যে সত্যিই যদি জনগণ বিদ্রোহ করে বল প্রয়োগে দমন করবেন তিনি তা। আমার মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন যে সব তিব্বতীরা বাস করছে ভারতবর্ষে গোলমাল বাঁধাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে তারা, এবং কোন্ পন্থা নিজে আমি অনুসরণ করবো সেবিষয়ে যেন মনস্থির করে রাখি আমি। আমি বলেছিলুম তাঁকে—কিযে করবো তা বলার জন্যে প্রস্তুত নই এখনও, এবং চীনা অধিকারের বিরুদ্ধে আমাদের যে দুর্দশার কারণগুলি ছিল যা আগেও বলেছিলাম তাঁকে, পুনরুল্লেখ করলুম সেগুলির। বলেছিলুম আমি যে অতীতে আমাদের প্রতি যা কিছু অন্যায় করা হয়েছে তা ভুলে যেতে ইচ্ছুক আছি আমরা, কিন্তু বন্ধ করতে হবে অমানুষিক আচরণ এবং উৎপীড়ন। জবাব দিয়েছিলেন তিনি সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে যে মাও সে-তুং বলেছেন যে জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ীই

সংস্কারগুলির প্রবর্তন করা হবে তিব্বতে। এমনভাবে কথাগুলি বলেছিলেন তিনি যেন তখনও তিনি বুঝতে পারেন নি চীনাদের স্বাগত করে নি কেন তিব্বতীরা।

তিনি বললেন আমাকে যে তিনি শুনেছেন—আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে ভারতের উত্তর প্রান্তে তিব্বতের সীমান্তে কালিমপং পরিদর্শন করবার জন্যে, যেখানে বাস করতো বহু তিব্বতী, যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ইতিমধ্যেই চীনা শাসনের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে এখানে আছে নির্বাসনে; এবং বললেন তিনি আমার যাওয়া উচিৎ নয়, হয় তো লোকেরা সেখানে কিছু গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে। আমি শুধু তাঁকে বলেছিলুম যে ভেবে দেখবো আমি। আমাদের সাক্ষাৎকার শেষ করেছিলেন তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে যে কোনো কোনো ভারতীয় অফিসার খুবই ভালো, কিন্তু অন্যরা খুব অদ্ভুত, কাজেই আমি যেন সাবধানে থাকি। অসমাপ্ত ছিল এই আলাপ আলোচনা, এবং ফিরে এসেছিলুম আমি হতাশ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে।

পরদিন সকালে মার্শাল হো লুং চীন সরকারের অপর একজন উচ্চপদস্থ সদস্য, এসেছিলেন চাউ এন-লাইয়েরই উপদেশের পুনরাবৃত্তি করতে যে আমি এখুনি যেন ফিরে যাই লাসায়। মনে পড়ছে একটি চীনা প্রবাদের উল্লেখ করেছিলেন তিনি ঃ 'তুষার সিংহকে মর্যাদাপূর্ণ দেখায় যদি সে থাকে তার পর্বত আবাসে, কিন্তু উপত্যকায় যদি সে নেমে আসে তার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় সারমেয়র মতো।' তর্ক করতে আর ইচ্ছে ছিল না আমার। ততদিনে মিষ্টার নেহেরুর উপদেশ এবং যেসব প্রতিশ্রুতি আমাকে এবং আমার দাদাদের দিয়েছিলেন চাউ এন্-লাই সে বিষয়ে ভেবে দেখেছিলুম আমি। মার্শালকে বললুম—ফিরে যাওয়াই স্থির করেছি আমি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমাকে এবং আমার দাদাদের, রক্ষা করা হবে সেগুলি।

দিল্লি ত্যাগের আগে, শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার মিষ্টার নেহেরুর সঙ্গে, এবং আমার মনে হয় চাউ এন্-লাই এবং আমার সঙ্গে তাঁর যে সব সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁর নিজেরই দেওয়া বিবরণী থেকে আমার উদ্ধৃতি দেওয়া উচিৎ। এ বিবরণী তিনি দিয়েছিলেন লোকসভায় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে।

'দুতিন বছর আগে যখন এখানে এসেছিলেন প্রধান মন্ত্রী চাউ এন্-লাই —বলেছিলেন তিনি, দয়া করে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন তিনি আমার সঙ্গে তিব্বত সম্বন্ধে। খোলাখুলি এবং বিশদ আলোচনা হয়েছিল আমাদের মধ্যে। আমাকে বলেছিলেন তিনি যে যদিও তিব্বত চীনেরই একটি অংশ ছিল বহুদিন ধরে, তবুও চীনের একটি প্রদেশ হিসেবে তিব্বতকে মনে করেন না তাঁরা। খাস চীনের লোকদের থেকে পৃথক তারা, চীন রাষ্ট্রের অন্য স্বশাসিত অঞ্চলগুলির মানুষরা যেমন পৃথক, যদিও এগুলি চীন রাষ্ট্রেরই অংশ। এইজন্য তিব্বতকে একটি স্বশাসিত অঞ্চল বলে মনে করেন তাঁরা, যেটি ভোগ করবে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। আমাকে আরও বলেছিলেন তিনি যে তিব্বতের ওপর জোর করে কম্যুনিজম্ চাপিয়ে দেবে চীন—কারুর পক্ষে এ-কথা কল্পনা করাটাও হাস্যকর। এভাবে জোর করে কম্যুনিজম্ চালু করা যায় না একটি অত্যন্ত অনগ্রসর দেশে, এবং তা করবারও ইচ্ছে নেই তাঁদের, যদিও তাঁরা ইচ্ছে করেন সংস্কারগুলি আসুক সেখানে ক্রমে ক্রমে।'

এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিষয় বলতে গিয়ে মিষ্টার নেহেরু বলেছিলেন: 'সে সময়ের কাছাকাছি দালাই লামাও ছিলেন এখানে, এবং তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়েছিল আমার সে সময়। আমি বলেছিলুম তাঁকে প্রধানমন্ত্রী চাউ এন্-লাইয়ের সোহার্দ্যপূর্ণ সান্নিধ্যের কথা এবং তিব্বতের স্বায়ত্ত শাসনকে সম্মান দেবেন বলে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—সে বিষয়ে। আমি প্রস্তাব করেছিলুম তাঁর কাছে যে সরল বিশ্বাসে এই প্রতিশ্রুতিগুলি তাঁর গ্রহণ করা উচিৎ এবং তিব্বতে শায়ত্তশাসন রক্ষা করার এবং কিছু কিছু সংস্কার সাধনের বিষয়ে সহযোগিতা করা উচিৎ তাঁর। দালাই লামা স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর মতে যদিও তাঁর দেশ আধ্যাত্মিকভাবে উন্নত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে খুবই অনগ্রসর, এবং প্রয়োজন আছে সংস্কারের।'

আমার মনে পড়ে সেই শেষ সাক্ষাৎকারে মিস্টার নেহেরুকে বলেছিলুম আমি যে দু'টি কারণে তিব্বতে ফিরে যেতে আমি মন স্থির করেছি: যেহেতু তিনি আমায় বলেছিলেন তাই করতে, এবং যেহেতু স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন চাউ এন-লাই আমার দাদাদের।

মিস্টার নেহেরুর ব্যক্তিত্ব গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল আমার মনকে। যদিও মহাত্মা গান্ধীর উত্তরদায়িত্ব এসে পড়েছিল তাঁর ওপর আধ্যাত্মিক উষ্ণতার কোনো আভাস লক্ষ্য করিনি তার মধ্যে ; কিন্তু তাঁকে দেখেছিলুম একজন বিশেষ সুদক্ষ কুটনীতিজ্ঞ রূপে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ উপলব্ধি ছিল যাঁর, তাঁর মধ্যে দেখেছিলুম দেশের প্রতি তাঁর কি গভীর প্রেম এবং তাঁর দেশবাসীর প্রতি কি আস্থা। তাদের মঙ্গল এবং উন্নতির জন্যে, শান্তির অনুসরণে তিনি ছিলেন অটল।

মনে পড়ে আমার এই সাক্ষাতের সময় আমার কালিমপং ভ্রমণের ইচ্ছা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলুম আমরা। মিস্টার নেহেরু জানতেন যে চাউ এন-লাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন না যেতে, এবং মনে হয়েছিল তিনিও এবিষয়ে একমত যে সেখানকার লোকেরা হয়তো ঝামেলা বাধাতে পারে এবং হয়তো আমাকে তিব্বতে ফিরে না যাওয়ার জন্যে রাজী করবার চেষ্টা করতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ, বলেছিলেন তিনি, এবং কালিমপংয়ের অধিবাসীদের নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে বন্ধ করতে পারবে না কেউই। কিন্তু আরও বলেছিলেন তিনি যে সত্যিই যদি আমি যেতে চাই সেখানে, সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন তাঁর গভর্ণমেণ্ট এবং দেখাশোনা করবেন আমাকে।

চাউ এন-লাইয়ের পরামর্শ সত্ত্বেও যাওয়াই উচিত বলে স্থির করলুম আমি। সম্পূর্ণ একটা রাজনৈতিক ব্যাপার ছিল না এটা। আমার দেশবাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটা একটা আধ্যাত্মিক কর্তব্যও ছিল আমার যে বিষয়ে নিশ্চয়ই পরামর্শ দিতে পারতেন না চাউ এন-লাই।

কাজেই আমি গিয়েছিলুম সেখানে, এবং শুধুই যে ওখানে বসবাসকারী তিব্বতীদেরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম তা নয়, দেখা করেছিলুম লাসা থেকে আমার গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন সঙ্গে করে আমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। প্রকৃতপক্ষে, সকলেই তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন—আমি যেন ভারতবর্ষেই থাকি, কারণ তিব্বতের অবস্থা হয়েছে অত্যন্ত বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক। কিন্তু আমি স্থির করেছিলুম আর একটি সুযোগ দেওয়া উচিত চীনাদের তাঁদের সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করবার জন্যে, এবং আর একবার চেষ্টা করা উচিৎ শান্তিপূর্ণ-উপায়ে স্বাধীনতার জন্যে।

রাজনীতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম আমি। রাজনৈতিক আলোচনাতেই বেশী সময় আমার কেটেছিল দিল্লিতে, এবং সংক্ষেপ করতে হয়েছিল আমার তীর্থদর্শন। ঘৃণা করতে শুরু করেছিলুম রাজনীতি, এবং তিব্বতে আমার জনগণের প্রতি একটা কর্তব্য না থাকলে আনন্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করতুম আমি রাজনীতি থেকে। কাজেই খুবই খুশী হয়েছিলুম আমি কালিমপং এবং গ্যাংটকে ভগবৎ চিন্তার সময় পেয়ে, এবং আমার কথা শোনবার জন্যে সমবেত ব্যক্তিদের কাছে ধর্মালোচনা করবার সময় পেয়ে।

প্রচুর তুষারপাত হচ্ছিল পাহাড়ে। নাথুলা দিয়ে তিব্বতে যাবার পথ না খোলা পর্যন্ত প্রায় একমাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাকে।

নবম পরিচ্ছেদ

বিদ্রোহ

আবহাওয়ার উন্নতি হলো অবশেষে এবং রাস্তাও খুলে গেলো। নাথু-লার ওপর থেকে বিদায় গ্রহণ করলুম ভারত এবং সিকিমের বন্ধুদের কাছ থেকে। নাথু-লা পার হয়ে যখন গিয়ে পৌঁছুলুম তিব্বতে, দেখলুম তখন তিব্বতীরা যেগুলি ওড়াতে ভালোবাসতো উঁচু জায়গা থেকে সেই ছোট ছোট প্রার্থনা-পতাকার সঙ্গে সঙ্গে উড়ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাল রংয়ের চীনের পতাকা এবং মাও সে-তুংয়ের ছবি। এগুলি অবশ্য ওড়ানো হয়েছিল আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে, কিন্তু দেশে ফেরার খুবই বিষাদপূর্ণ অভ্যর্থনা ছিল এটি।

আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন একজন চীনা জেনারেল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ তিনি ছিলেন জেনারেল চিন হাও-জান্, ডেপুটি ডিভিসনাল কম্যাণ্ডার, এবং যাঁদের আমি সত্যিই পছন্দ করতুম তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। খাঁটি অকপট মানুষ ছিলেন তিনি: শুধু উনি একলাই নন, আরও অন্য মানুষদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে আমার যাঁরা ছিলেন সমান সৎ এবং সহানুভূতিপূর্ণ। এ-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ যে তাঁদের অনেকেই আমাদের সাহায্য কবতে পারলে খুশী হতেন, কিন্তু কঠোর কম্যুনিষ্ট নিয়মানুবর্তিতার অধীন ছিলেন তাঁরা, এবং কিছুই করবার ছিল না তাঁদের। তাঁদের মধ্যে একজন, তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছিলেন এতো গভীরভাবে যে আমাদের গেরিলা সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে এবং তাদের সঙ্গে মিলে লড়াই করেছিলেন ন' বচ্ছর ধরে, এবং শরণার্থী হিসেবে রয়েছেন ভারতবর্ষে।

আমি ঠিক করেছিলুম যে লাসায় ফেরার পথে ইয়াটুং, গিয়াংসি এবং সিগাৎসি সহরের মধ্য দিয়ে যাবার সময় বক্তৃতা দেবো নির্দ্বিধায়। সত্যিকথা বলতে কি আমি দেখতে চেয়েছিলুম চীনা প্রতিক্রিয়া কি রকম হয় তিব্বতে। সেই জন্য এই তিনটি স্থানেই, এবং লাসাতেও, ১৯৫৫ সালে চীন থেকে ফিরে আসার পর আমার দেশবাসীকে, এবং চীনা ও তিব্বতী অফিসারদের যা

বরাবরই বলে এসেছি, পুনরাবৃত্তি করলুম সেগুলিরই জোরের সঙ্গে: চীনারা আমাদের শাসনকর্তা নন, এবং আমরাও প্রজা নই তাঁদের। স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আমাদের, এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ এটাকে কার্যকরী করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। আমাদের কর্তব্য হবে ভুল-গুলিকে ঠিক করা। তা সে চীনারা করে থাকুন বা তিব্বতীরা করে থাকুন। আমি বলেছিলুম, চীনের শাসনকর্তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাকে যে তিব্বতীদের সাহায্য করবার জন্যেই শুধু চীনারা রয়েছেন তিব্বতে, এবং সেইজন্য যদি কোনো চীনা আমাদের সহায়ক না হন তাহ'লে অমান্য করছেন তাঁর নিজের কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ।

কাজেও লাগিয়েছিলুম আমি এই নীতি, ১৭ দফা সমন্বিত চুক্তি অনুযায়ী ঠিক কাজ হচ্ছে কিনা আমাদের সরকারের সেদিকে লক্ষ্য রেখে, এক স্বায়ত্ত শাসনের জন্যে সর্বতোভাবে চাপ দিয়ে। প্রথমে, চীনাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ করিনি আমি, কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারলুম আমি যে তাঁরা শুধু মনে করছিলেন যে বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভাবেই কাজ করে চলেছি আমি।

অল্পদিনের মধ্যেই জানতে পারলুম আমি যে যতোদিন আমি ছিলুম ভারতে, চীনাদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ বেড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে লাসাতে এবং সীমান্তস্থিত জেলাগুলিতে। আমার মনে হয়, এর প্রধান কারণ ছিল খাম্‌পা এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শরণার্থীরা চলেছিল পশ্চিমাভিমুখে। গভর্ণমেন্টের সংরক্ষণের জন্যে ইতিমধ্যেই লাসার চারিধারে তাঁবুতে বাস করছিল তাদের কয়েক সহস্র; এবং প্রত্যেকেই অবশ্য তাদের কাছ থেকে জানতে পারছিল তাঁদের মতবাদ চালু করবার জন্যে পূর্বাঞ্চলে কি নৃশংস আচরণ করছিলেন চীনারা, এবং শংকিত হয়েছিল প্রত্যেকেই যে ঐ একই আচরণ করা হবে, তিব্বতের বাকী অংশে।

কিন্তু জনগণের মানসিক অবস্থা যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিল বিদ্রোহের দিকে, চীনা কর্তৃপক্ষের মনোভাব পরিবর্তিত হচ্ছিল অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং বিশৃঙ্খলভাবে। আমি দেশে ফেরার অব্যবহিত পূর্বে, এমন একটি সময় ছিল যখন তাঁরা অত্যন্ত সৌজন্যবিশিষ্ট ছিলেন আমার মন্ত্রীদের প্রতি, যা হতে পারতেন চীনারাই। সেই সময়ে একটি মিটিং

ডেকেছিলেন তাঁরা এবং মন্ত্রিসভাকে বলেছিলেন যে চীনা গভর্ণমেন্ট উপলব্ধি করেছেন যে তিব্বতে সংস্কারের প্রস্তাবের ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়েছে জনসাধারণ। জনগণের ইচ্ছাকে মোটেই উপেক্ষা করতে চান নি তাঁরা, এবং সেই জন্যে সংস্কারগুলির প্রবর্তন স্থগিত রাখা হবে ছ' বছরের জন্যে। দিল্লিতে চাউ-এন-লাইয়ের কাছে আমি যে আপত্তি করেছিলুম তারই ফল এটা কিনা তা আমি জানি না; তা হোক বা নাই হোক, জনসাধারণের ওপর বিশেষ কার্যকরী হবার পক্ষে অত্যন্ত দেরী করা হয়েছিল এ সিদ্ধান্ত।

ঐ ইচ্ছাকৃত বন্ধুত্বের কালে, তাসত্ত্বেও মন্ত্রিসভাকে সতর্ক না করে একটি জনসভায় চীনারা ঘোষণা করলেন যে পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তাঁদের শাসনের বিরুদ্ধে, এবং তা দমন করবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছেন তাঁরা। এটা একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়েছিল মন্ত্রীদের। খাম্‌পারা লড়াই করছে এ-কথা অবশ্য জানতেন তাঁরা, কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে বিদ্রোহ এত গুরুতর হয়ে উঠেছে যে প্রকাশ্যে এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেছে চীনাদের।

এবং তারপর হঠাৎ, উপস্থিত কোনো কারণ না থাকলেও, অবসান হয়েছিল এই বন্ধুত্বের কাল এবং আমরা ফিরে এসেছিলুম ভীতি-প্রদর্শন, হুকুম এবং স্বল্পাচ্ছাদিত কটুবাক্যের সেই পুরাতন পরিপার্শ্বিক অবস্থায়।

আমার ভারত ভ্রমণের পর, মিষ্টার নেহেরুকে আমি আমন্ত্রণ করেছিলুম লাসা পরিদর্শন করবার জন্যে। এটা আমি করেছিলুম ভারতবর্ষে যে আতিথেয়তা আমি পেয়েছিলুম তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে তাঁকে সাদর আপ্যায়ন করতে চেয়েছিলুম শুধু তা নয়, তিব্বতে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে সরাসরি তাঁর ধারণা যাতে হয় তাও চেয়েছিলুম আমি। গ্রহণ করেছিলেন তিনি তা এবং কোন আপত্তি করেনি চীনারা। কিন্তু আমার জানা উচিত ছিল কি ঘটবে,—আমার জানা উচিৎ ছিল যে বহির্জগতের একজন কূটনীতিজ্ঞকে তাঁরা জানতে দিতে সাহস করবেন না যে তাঁরা কি করছেন। তাঁর আগমনের অল্প কিছু দিন আগে, তাঁরা বোঝালেন যে তিব্বতে তাঁর নিরাপত্তার কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না তাঁরা —এই কথার ইঙ্গিত দিয়ে যে ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা

না ক'রে—যা করা উচিৎ তাদের, তিব্বতীরা হয়তো ক্ষতি করতে পারে তাঁর—দুর্ভাগ্য বশতঃ তাই প্রত্যাহার করে নিতে হলো আমার আমন্ত্রণ। কাজেই আবার আমি বঞ্চিত হয়ে পড়লুম সমস্ত সহানুভূতি এবং উপদেশ থেকে।

আস্তে আস্তে উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে নৃশংস ব্যাপার চলছিল তার স্পষ্টতর ধারণা পাচ্ছিলুম আমরা—যদিও আজও পর্যন্ত জানা যায়নি তার সঠিক ইতিহাস, এবং বোধ হয় জানা যাবে না ও কোনোদিন। সেখানে, আক্রমণের পর থেকে যে সব জেলাগুলি ছিল সম্পূর্ণ চীনা শাসনের অধীনে, খাম্‌পাদের সংখ্যা বেড়ে উঠেছিল শত থেকে বহু সহস্রে। ইতি মধ্যেই তারা বহু যুদ্ধ করেছে চীনা সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে। কামান এবং বোমারু বিমান ব্যবহার করেছিলেন চীনারা,—শুধু গেরিলাদের ওপরই নয়, যখনই তাদের দেখতে পাওয়া যেতো,—গ্রাম এবং মঠগুলির ওপরও; সেগুলির অধিবাসীদের সন্দেহ করা হতো, সত্যি হোক বা মিথ্যা হোক, এদের সাহায্য করছে ব'লে। এইভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস হচ্ছিল গ্রাম এবং মঠগুলি। অপমানিত, কারারুদ্ধ, নিহত এবং এমনকি উৎপীড়িত হচ্ছিলেন লামারা এবং জনগণের বে-সামরিক নেতারা। বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিল জমিজমা। চূর্ণিত, উপহসিত, এবং সোজা অপহৃত হচ্ছিল পবিত্র মূর্তিগুলি, ধর্মশাস্ত্র এবং অন্যান্য বস্তু—পবিত্র অর্থ ছিল যেগুলির আমাদের কাছে। ঈশ্বরের নিন্দাপূর্ণ ঘোষণা প্রচার করা হচ্ছিল প্রাচীরপত্রে, এবং সংবাদপত্রে, এবং আলোচিত হচ্ছিল বিদ্যালয়গুলিতে, এই ব'লে যে জনসাধারণকে শোষণ করবার যন্ত্রই হচ্ছে ধর্ম, এবং প্রভু বুদ্ধ ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। এই সব সংবাদপত্রের কিছু সংখ্যা চীনা অঞ্চলে প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলি এসে পৌঁছেছিল লাসায় এবং প্রচারিত হচ্ছিল সেখানে তিব্বতী এবং চীনা অফিসারদের মধ্যে; এবং তিব্বতাদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে এবং খুব বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন এ-কথা উপলব্ধি করে প্রত্যেকটি কপির জন্যে পাঁচ ডলার করে মূল্য দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা, লাসায় সমস্ত লোকেরা এগুলির বিষয় শুনতে পাবার আগেই তার প্রচার বন্ধ করার চেষ্টা করবার জন্যে।

যদি বা এক দিন চীনারা চেয়েছিলেন তাঁদের মাতৃভূমির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

নাগরিকরূপে তিব্বতীদের স্বদলে আনতে, সে-চেষ্টা এখন তাঁরা স্পষ্টতঃ পরিত্যাগ করেছেন, অন্ততঃ পূর্বাঞ্চলে। সন্ত্রস্ত অথবা আতঙ্কিত করে কোনোদিনও বশ্যতায় আনা যায় না তিব্বতীদের, এবং আমাদের ধর্মকে আক্রমণ করা, যা আমাদের মূল্যবান সম্পত্তি, তা ছিল উন্মাদের নীতি। এই আচরণগুলির ফলে শুধু ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহ। আমার লাসাতে ফেরার অল্প দিন পরেই সমস্ত পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতে অস্ত্রগ্রহণ করেছিল জনগণ। অপেক্ষাকৃত শান্তি তখনও ছিল দেশের পশ্চিম এবং মধ্য অংশে।

অবশ্য, লাসাতে চীনা সেনাপতির কাছে এই জঘন্য কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলুম আমি। যখনই আমি তা করেছিলুম, দৃষ্টান্ত স্বরূপ—গ্রাম এবং মঠগুলির ওপরে বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে, সর্বদা তিনি প্রতিশ্রুতি দিতেন যে অবিলম্বে বন্ধ করা হবে তা, কিন্তু সমানে তা চলতো ঠিক একইভাবে।

লাসাতে খাম্পা, এবং আম্‌দোর অধিবাসী এবং পূর্বাঞ্চলের লোকেদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল অন্ততঃ দশ হাজার। তাদের মধ্যে কিছু ছিল স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু অধিকাংশই ছিল উদ্বাস্তু। যেহেতু বিদ্রোহ শুরু করেছিল পূর্বাঞ্চলের লোকেরা, চীনারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন এই ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল এরা লাসাতে, এবং নিরাপত্তার জন্যে আবেদন করেছিল মন্ত্রিসভার কাছে। মন্ত্রিসভাকে চীনা সেনাপতিরা বলেছিলেন, প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তাঁরা যে ব্যাপকভাবে পূর্বাঞ্চলের লোকেদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না তাঁরা; এবং মন্ত্রিসভা ডেকে পাঠিয়েছিলেন এইসব উদ্বাস্তুদের নেতাদের এবং তাদের আশঙ্কা দমন করবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন যথাসাধ্য। কিন্তু স্বল্প কালের জন্যে মাত্র শান্ত করতে কৃতকার্য হয়েছিলেন তাঁরা। আবার ফিরে এসেছিল তারা, এবং লিখিতভাবে চীনাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে অনুরোধ করেছিল মন্ত্রিসভাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে না খাম্‌পা এবং আম্‌দোদের। কিন্তু তা দিতে অস্বীকার করেছিলেন চীনারা, অদ্ভুত যুক্তি প্রদর্শন করে যে জনসাধারণ যদি জানতে পারে এই প্রতিশ্রুতির বিষয়, ভারতবর্ষেও পৌঁছুবে সে-কথা; এবং মর্যাদা হারাবে চীন।

চীনারা যে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলির পুনরুল্লেখ করা ছাড়া এবং নিজেদেরই অধিকারে সেগুলিকে লিখে রাখা ছাড়া, আর, কিছু করবার ছিল না মন্ত্রিসভার। কিন্তু অবিলম্বেই নিদর্শন পাওয়া গেল যে অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মতো এগুলিও হবে শূন্যগর্ভ। অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই খাম্‌পাদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চীনা অফিসাররা লোক গণনা করে, এবং যাদের ওখানে পেয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রকারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিখে নিচ্ছিলেন তাঁরা। এ জিনিসটা পূর্বে কখনো করেন নি তাঁরা এবং এতে করে নতুন ভীতির সঞ্চার হলো খাম্‌পাদের মনে। সাধারণ ধরপাকড়ের পূর্বাভাস বলে ভেবেছিলেন তাঁরা এটিকে, এবং তাঁরা মনে করেছিলেন লাসাতে আর বেশী দিন থাকা নিরাপদ নয় তাদের পক্ষে। তাই শুরু হয়েছিল দলবদ্ধভাবে নিষ্ক্রমণ। দলে দলে উদ্বাস্তুরা বেরিয়ে পড়েছিল পাহাড়ের দিকে, কেউ কেউ সঙ্গে নিয়েছিল পরিবারবর্গকে, গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাদের সেখানে, এবং যোগ দিয়েছিল তাদের দলে, প্রায় শেষ মানুষটি পর্যন্ত।

এতে অবশ্য রাগান্বিত হয়েছিলেন চীনারা, এবং মন্ত্রিসভার দপ্তরে এসে জমা হচ্ছিল তাঁদের বহু অভিযোগ। এই ঘটনায় অত্যন্ত অসুখী ছিলুম আমি। আমার উভয় সঙ্কট অবস্থাকে আরও তীব্র করে তুলেছিল এটা। আমার মনের কিছু অংশ অত্যন্ত প্রশংসা করতো গেরিলা যোদ্ধাদের। স্ত্রীপুরুষ সকলেই ছিলেন তাঁরা সাহসী, এবং নিজেদের এবং নিজের সন্তানদের জীবন বিপন্ন করেছিলেন ধর্ম এবং নিজের দেশকে রক্ষা করবার জন্যে, এই একটি মাত্র অবশিষ্ট উপায়ের দ্বারা যা দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁরা। পূর্বাঞ্চলে কি ভীষণ কাণ্ড করেছিল চীনারা। এ কথা শুনে প্রতিশোধ নেবার মানবিক প্রতিক্রিয়া জাগাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু, আমি জানতুম দালাই লামার প্রতি আনুগত্যের জন্যেই লড়ছে বলে মনে করতো তারা : দালাই লামা ছিলেন সেই মধ্যমণি যেটিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিল তারা।

তবুও আমার পুরানো যুক্তিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম আমি। প্রায়ই আমি চিন্তা করতুম আমার রাজঘাট দর্শনের কথা, এবং নতুন করে ভাবতুম এই পরিবর্তিত অবস্থায় কী উপদেশ দিতেন আমাকে মহাত্মা গান্ধী। তখনও কি তিনি পরামর্শ দিতেন অহিংসার ? শুধু এই কথাই আমি বিশ্বাস

করতে পারি যে তাইই দিতেন তিনি। যতোই তীব্র হিংস্রতা প্রয়োগ করা হোক না কেন আমাদের বিরুদ্ধে, তার উত্তরে হিংস্রতা প্রয়োগ করা উচিত নয় কখনও। এটির বাস্তব দিক—চীনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করলে—ইচ্ছে করলে যে তাঁরা সারা তিব্বতে স্বচ্ছন্দে কি ঘটাতে পারতেন তার ভয়ঙ্কর নিদর্শন দেখেছিলুম আমি পূর্বাঞ্চলে উৎপীড়ণের মধ্যে। আমি ভেবেছিলুম, নিশ্চয়ই আমি আবার চেষ্টা করবো আমার জনগণকে অস্ত্র ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করতে, আমাদের দেশের বাকী অংশে একই প্রকারের অথবা তার চেয়েও নিকৃষ্ট প্রতিহিংসা ডেকে না নিয়ে আসতে। মন্ত্রিসভাকে বলেছিলুম আমি আমার এই ইচ্ছাগুলি জানিয়ে একটি বার্তা পাঠাতে খাম্পা নেতাদের কাছে। দু'জন অযাজকীয় অফিসার এবং তিন জন ভিক্ষু দ্বারা গঠিত একটি দল নিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা গেরিলা নেতাদের খুঁজে বার করে এ-কথা তাদের বলবার জন্যে। ঐ দলই চীনাদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতিও নিয়ে গিয়েছিল যে গেরিলারা যদি অস্ত্র সম্বরণ করে, তাহ'লে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না তাদের বিরুদ্ধে। এই প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য ছিল যে যদি তারা অস্বীকার করে, অত্যন্ত কঠোর হবে তার ফল। তাঁদের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে চীনারা দাবী করতে চাইলেন যে যথার্থতঃ অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে খাম্পাদের, কিন্তু মন্ত্রিসভা তাঁদের রাজী করালেন এ দাবী না করতে। কারণ তাঁরা জানতেন কোনো খাম্পাই এটা মেনে নেবে না কোনো দিন।

এ সময়ে আমার বহুবার আলাপ আলোচনা হয়েছিল চ্যাং চিং-উ, তান কুও-ওয়া, এবং তান কুয়ান্-জান এই তিন জন বয়োজ্যেষ্ঠ জেনারেলের সঙ্গে। তাঁরা যা বলেছিলেন তার সঙ্গে খুবই অল্প সম্পর্ক ছিল যা ঘটছিল তার। প্রত্যেকবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, ভারতবর্ষে থাকার সময় চাউ এন-লাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমাকে তারই পুনরুল্লেখ করেছিলেন তাঁরা : কোনো প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধন করা হবে না তিব্বতে অন্ততঃ ছ'বছরের মধ্যে, এবং তার পরেও জোর করে চালু করা হবে না তা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। তাসত্ত্বেও তাঁরা ইতিমধ্যে জোর করে চালু করছিলেন সেগুলিকে জনগণের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের জেলা-গুলিতে। বোধহয় নিজেদের তাঁরা এইভাবে প্ররোচিত করতে সক্ষম

হয়েছিলেন যে এই সব জেলাগুলি ছিল চীনেরই অংশ বিশেষ, তিব্বতের নয়। কিন্তু তাঁদের পুনরাবৃত্ত প্রতিশ্রুতি আশার শেষ তৃণখণ্ডটি এনে দিয়েছিল আমাকে আঁকড়ে থাকার জন্যে, যেটা বোধহয় ইচ্ছে করেছিলেন তাঁরা।

তারপর হঠাৎ তাঁদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করলেন তাঁরা। এতদিন পর্যন্ত, চীনা সৈন্যবাহিনী এঁরাই প্রতিশোধ নিচ্ছিলেন গোরিলাদের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলে, এবং সন্ত্রস্ত করছিলেন তাদের অন্যস্থানে। এখন তাঁরা জিদ ধরলেন যে আমাদের গভর্ণমেন্টই ব্যবস্থা গ্রহণ করুক তাদের বিরুদ্ধে। আমাদের নিজেদের তিব্বতী সেনাবাহিনী পাঠাতে হবে—বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে। সাহায্য এবং রসদ সরবরাহ করবেন তাঁরা। এটা কিন্তু একেবারেই বাতিল করেছিলেন মন্ত্রিসভা। বলেছিলেন তাঁরা যে তিব্বতী সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বা অস্ত্রাদির দ্বারা সজ্জিত ও নয় তারা, এবং লাসাতে শান্তিরক্ষার জন্যে প্রয়োজন আছে তাদের, এবং সর্বোপরি, তাঁরা বলেছিলেন যে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না তারা যে তিব্বতী সেনাবাহিনী গিয়ে যোগ দেবে না গেরিলাদের সঙ্গে। এ যে ঘটতোই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না আমার। এ কথা চিন্তা করাও যায় না যে তিব্বতী সৈন্যবাহিনী পাঠাতে হবে তিব্বতীদেরই বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে—দেশকে রক্ষা করা ছাড়া কোনো অপরাধই করেনি যারা। অতএব শেষ পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চীনা আদেশের দৃঢ় বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়েছিলেন মন্ত্রিসভা।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দাবীর সঙ্গে সামান্য সামান্য দাবীগুলি সংযুক্ত করার অদ্ভুত একটি ধরন ছিল চীনাদের। এই রকম বেপরোয়া অবস্থার মধ্যে জিদ ধরলেন তাঁরা যে যেসব খাম্‌পা অস্ত্র গ্রহণ করেছে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে বর্ণনা করতে হবে তাদের। একটি বিশেষ আবেগপ্রবণ অর্থ আছে এই বাক্যটির কম্যুনিষ্টদের কাছে, কিন্তু আমাদের কাছে অবশ্য কোনো অর্থ নেই এটির। গভর্ণমেন্টের মধ্যে এবং বাইরে, প্রত্যেকেই গেরিলারই প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে লাগলো এটিকে। কম্যুনিষ্টদের কাছে এটির অর্থ হচ্ছে দুর্নীতি-পরায়ণতার চরম, কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে লাগলুম এটি, মোটের ওপর প্রশংসায়। আমাদের অথবা খাম্‌পাদের কিছু যেতো আসতো না, যেভাবেই

তাদের সঙ্গী তিব্বতীরা ডাকুক না তাদের ; কিন্তু পরে যখন এ-বাক্যটিকে আমি ব্যবহার করছিলুম লিখিতভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল এটি বিদেশে আমার বন্ধুদের মধ্যে।

আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও যুক্তি এবং ঔচিত্যের অভাব দেখিয়েছিলেন চীনারা। সাতবৎসর ধরে শাসন করেছিলেন ওঁরা যে জেলা সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্রোহ ; তবুও এখন তাঁরা প্রচণ্ডভাবে দোষারোপ করেছিলেন আমাদের সরকারকে। দিনের পর দিন তাঁদের অভিযোগ এবং দোষারোপ হয়ে চলেছিল অনন্ত : 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের দমন করবার চেষ্টা করছেন না মন্ত্রিসভা, তিব্বতী অস্ত্রাগারের দ্বার রাখা হচ্ছে প্রহরীবিহীন, যাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলা-বারুদ চুরি করতে পারে 'প্রতিক্রিয়াশীল'রা ; ফলে প্রাণ হারাচ্ছে শত শত চীনা এবং রক্তপাতে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন চীনারা। সব আক্রমণকারীদের মতোই তাঁরা দেখতে পান নি তাঁদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের আসল কারণটি : যে আমাদের দেশে তাঁদের চান না আমাদের জনগণ ; এবং তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল তারা।

তবু যখনই আমাদের গভর্ণমেণ্টকে দোষারোপ করেছিলেন চীনারা অস্তিত্বহীন 'সাম্রাজ্যবাদী'দের ছায়ামূর্তির দ্বারা ভূতগ্রস্ত হয়েছিলেন তখনও তাঁরা। ততোদিনে তাঁরা নিশ্চয়ই জেনেছিলেন যে কোনো 'সাম্রাজ্যবাদী' শক্তি ছিল না তিব্বতে, এবং ছিল না কোনো দিন ; কিন্তু এখন তাঁরা বললেন যে ভারতবর্ষে কিছু কিছু তিব্বতী যোগদান করেছে 'সাম্রাজ্যবাদী'দের সঙ্গে এবং এরাই গোলমালের সৃষ্টি করছে তিব্বতে : ন' জনের নামোল্লেখ করেছিলেন তাঁরা, তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার প্রধান মন্ত্রী লুখাংওয়া, এবং আমার দুই দাদা—থুপ্‌্দেন নরবু এবং গেয়ালো থন্‌ডুপ্‌, এবং দাবি করেছিলেন তাঁরা যে তিব্বতী জাতিত্ব থেকে বঞ্চিত করতে হবে এঁদের। আমার কিম্বা আমার মন্ত্রিসভার কাছে মনে হয়েছিল বিরোধিতা করবার মতো নয় এ আদেশ। দোষারোপগুলি ছিল অর্থহীন, কিন্তু এভাবে তাঁদের বেছে নেওয়ার জন্যে সম্মান বোধ করেছিলেন তাঁরা, এবং যা শুনেছি আমি, শাস্তি একটুও অসুবিধের সৃষ্টি করেনি তাঁদের কাছে।

কিন্তু লাসাতে, ভেঙে পড়বার মতো অবস্থায় পৌঁছেছিলুম আমরা।

ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে পড়েছিল চীন এবং মন্ত্রিসভার মধ্যেকার বিবাদটা। তাঁদের অসামরিক জনগণকে অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত করছিলেন চীনারা এবং আত্ম-রক্ষামূলক প্রতিবন্ধকগুলিকে আরও বলবৎ করে তুলছিলেন সহরের মধ্যে। ঘোষণা করলেন তাঁরা যে সারা দেশে শুধু নিজের স্বজাতিকে এবং নিজেদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রক্ষা করবেন তাঁরা: অন্য সবকিছু ছিল আমাদের দায়িত্ব। বিদ্যালয়গুলিতে এবং অন্যান্য স্থানে আরও অধিকসংখ্যক জনসভা আহ্বান করলেন তাঁরা, এবং জনগণকে জানালেন যে 'প্রতিক্রিয়াশীল'দের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন মন্ত্রিসভা এবং সমুচিত ব্যবহার করা হবে তাঁদের সঙ্গে —শুধুই গুলি করে মারা হবে না তাঁদের, কখনও কখনও ব্যাখ্যা করে বলতেন চীনারা—ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে প্রাণবধ করা হবে তাঁদের। লাসায় একটি মহিলা সভায় বক্তৃতা দেবার সময় একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন জেনারেল তান্ কুয়ান্-সান্ যে পচা মাংস যেখানে, সেখানেই এসে জড় হবে মক্ষিকা, কিন্তু যদি সরিয়ে দিতে পারো মাংসটা, থাকবে না আর মাছিদের দৌরাত্ম্য। আমার মনে হয় গেরিলা সৈন্যদেরই বলা হয়েছিল মক্ষিকা: পচা মাংস—হয় আমার মন্ত্রিসভা অথবা আমি নিজে।

তবুও খাম্পা গেরিলাদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন আমার মন্ত্রিসভা—একথা যখন বলছিলেন চীনারা, আমার সন্দেহ নেই যে খাম্পারা মনে করছিল—চীনাদের সঙ্গে কমবেশী মিলে গেছে আমার মন্ত্রিসভা। খাম্পা নেতাদের কাছে যে প্রতিনিধিদলকে পাঠিয়েছিলেন মন্ত্রিসভা—ফিরে আসেন নি তাঁরা কোনো দিন। গেরিলাদেরই সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এর পাঁচজন সদস্য, এবং ততদিন মুশকিল হয়ে পড়েছিল তাঁদের ওপর দোষারোপ করা। যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলুম আমি এঁদের মারফৎ কিছুটা প্রশমিত করেছিল যুদ্ধকে, কিন্তু তা হয়েছিল বহু বিলম্বে। স্বগৃহে ফিরে যেতে চায় নি অধিকাংশ গেরিলা কারণ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এ প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে নি তারা; এবং বস্তুতঃ ততদিনে, ফিরে যাওয়ার মতো গৃহও ছিলনা তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই।

একথা স্বীকার করবো আমি যে হতাশার অতি সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে-ছিলুম আমি। এবং তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবেই হোক অথবা পরিকল্পনা অনুযায়ীই হোক, আমাদের চরম সঙ্কট এনে দিলেন চীনারা।

দশম পরিচ্ছেদ

লাসায় সঙ্কট

১৯৫৯ সালের পয়লা মার্চ তারিখে লাসায় প্রধান মন্দির জোখাংয়ে ছিলুম আমি মন্‌লাম্ উৎসব উপলক্ষে। এই উৎসবের সময়েই অধিবিদ্যায় উচ্চতম উপাধির শেষ পরীক্ষা দিয়েছিলুম আমি। আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যের মধ্যেও অবশ্য 'চলছিল আমার ধর্ম শিক্ষা। এইটিই তখনও ছিল আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ; আমার নিজের পূর্ণ অনুরাগ ছিল শান্তিতে শাস্ত্র অধ্যয়ন করে চলা, যদি সম্ভব হতো তা। ভিক্ষু এবং লামাদের বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে মৌখিক তর্কের দ্বারা পরীক্ষা, আগেই বলেছি আমি যে-বিষয়, এ-ছিল একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার কাছে, এবং সারা তিব্বতের জন্যেও বটে, এবং ধর্মসংক্রান্ত প্রসঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্টই ছিলুম আমি।

আমার সর্বশেষ পরীক্ষার অনুষ্ঠান এবং প্রস্তুতির মধ্যে, বলা হলো আমাকে যে দু'জন চীনা অফিসার দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। তাঁদের নিয়ে আসা হলো ভেতরে, দু'জন অবর অফিসার যাঁরা বললেন জেনারেল তান্ কুয়ান্-সান্ পাঠিয়েছেন তাঁদের। চীনা সৈন্যশিবিরে একটি অভিনয় মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন তিনি এবং জানতে চেয়েছেন কবে আমার পক্ষে সম্ভব হবে সেখানে উপস্থিত হবার। এ-ব্যবস্থার কথা আমি শুনেছিলুম ইতিমধ্যেই এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম যাবো ব'লে; কিন্তু অন্য কোনও বিষয়ে মন দেবার মতো সত্যিই অবস্থা ছিল না তখন আমার, কাজেই অফিসারদের বলেছিলুম আমি যে দিন দশেকের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হ'লেই এ-বিষয়ে একটি দিন স্থির করার ব্যবস্থা করবো আমি। সন্তুষ্ট হ'লেন না তাঁরা এতে, তক্ষুনিই একটি দিন স্থির করে ফেলবার জন্যে পেড়াপীড়ি, করতে লাগলেন আমাকে। বার বার আমিও বলেছিলুম তাঁদের যে অনুষ্ঠান সমাপ্তির পরই কেবল দিন স্থির করতে পারবো আমি, এবং অবশেষে জেনারেলকে এই উত্তরই জানিয়ে দিতে সম্মত হয়েছিলেন তাঁরা।

অদ্ভুত মনে হয়েছিল এই আগমনটা। সাধারণতঃ, জেনারেল নিজে

আমার সঙ্গে দেখা করতে না আসতে পারলে, তাঁরবার্তা পাঠানো হতো আমার কাছে—আমার যে সব অফিসার এ-বিষয় সংশ্লিষ্ট—তাঁদেরই মারফৎ। সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ সাধারণতঃ পাঠানো হতো আমার বয়োজ্যেষ্ঠ চেম্বারলিন্ অর্থাৎ আমার গৃহস্থালির তত্ত্বাবধায়ক ঢুঁই ছেম্বো ফালা অথবা আমার প্রধান সরকারী মঠাধ্যক্ষ এবং মন্ত্রিসভায় আমার প্রতিনিধি ছিকিয়াব্ খেম্পোর মারফৎ।

কাজেই অবর অফিসারদের আমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠানো, এবং তাঁদের মন্দিরে আসা, এই অসাধারণ ব্যবস্থা, অবিলম্বেই সন্দেহ জাগিয়েছিল আমার লোকজনদের মধ্যে—এটা জানতে পেরেছিল যারা। যুক্তিসঙ্গতভাবে এটা আমার অফিসারদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করা ছাড়াও, প্রত্যেকের মনে হয়েছিল যে তাঁর দেশবাসীর চক্ষে দালাই লামাকে নিচু করবার চেষ্টা করছেন আবার জেনারেল।

চীনা শাসনাধীনে থাকা কালীন এ এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমাদের যে আমার পক্ষে সুবিধে না হ'লেও কোনো সামাজিক নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করারও স্বাধীনতা ছিল না আমার, চীনাদের অসন্তুষ্টির এবং অপ্রিয় প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া। এ রকম অবস্থায় তাঁদের বিরক্তি সর্বদা প্রকাশ পেতো অন্য কোনো পথে, কাজেই আমরা ভাবতুম, দেশের স্বার্থে, সাধারণ চীনা রাজ্যশাসন প্রণালীর কাঠিন্যের দ্বারা আমার নিজের এবং আমার গভর্ণমেন্টের পদমর্যাদা হীনতর হওয়ার ঝুঁকি নেওয়া অপেক্ষা এই তুচ্ছ অবমাননাগুলি নীরবে সহ্য করা বুদ্ধিমানের কাজ।

পাঁচই মার্চে মন্দির ছেড়ে নরবুলিংকায় যাবার আগে পর্যন্ত এই অদ্ভুত নিমন্ত্রণের বিষয় শোনা যায়নি আর কিছু। বিশেষ উপলক্ষ ব'লে সর্বদা গণ্য হতো নরবুলিংকার পথে আমার শোভাযাত্রা, এবং আগে আগে এতে অংশ গ্রহণ করেছেন চীনারা; কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করেছিল যে কোনো চীনাই যোগ দেননি এ বছরে।

দু'দিন পরে, ৭ই মার্চে, আর একটি বার্তা পেলুম আমি জেনারেলের কাছ থেকে। তাঁর দোভাষী যাঁর নাম ছিল লি, টেলিফোন করলেন প্রধান সরকারী মঠাধ্যক্ষের কাছে এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখ চাইলেন যেদিন আমি ঐ অভিনয়ে উপস্থিত থাকতে পারি চীনা শিবিরে। আমার সঙ্গে

পরামর্শ করলেন মঠাধ্যক্ষ, এবং আমার নির্দেশ অনুযায়ী লি'কে জানিয়ে দিলেন যে আমার পক্ষে সুবিধে হবে দশই মার্চ।

যেদিন আমার যাবার কথা ছিল তার আগের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ই মার্চ পর্যন্ত আমার যাবার বন্দোবস্তর ব্যাপারে কোনো আলোচনাই হয়নি। তারপর সকাল আটটায় দু'জন চীনা অফিসার এলেন আমার দেহরক্ষী বাহিনীর সেনানায়ক কুসাং দেপনের বাড়ীতে, এবং বললেন তাঁকে যে তাঁদের পাঠানো হয়েছে চীনা কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে সামরিক পরামর্শদাতা ব্রিগেডিয়ার ফু'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে তাঁকে নিয়ে যেতে। তখনও প্রাতরাশ হয়নি কুসাং দেপনের, এবং দশটার সময় তিনি আসবেন বললেন তাঁদের। চলে গেলেন তাঁরা, কিন্তু ঘণ্টা খানেক পরে ফিরে এলেন কুসাং দেপনকে বলবার জন্যে যে তাঁকে যেতে হবে এক্ষুনি, কারণ অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছেন ব্রিগেডিয়ার।

সেদিন সকালেই কিছুক্ষণ পরে কুসাং দেপন্ ফিরে এলেন নরবুলিংকায় মর্মাহত হয়ে। আমার প্রধান সরকারী মঠাধ্যক্ষ এবং বয়োজ্যেষ্ঠ চেম্বারলিনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি, এবং তাঁকে নিয়ে এলেন তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে; এবং কি ঘটেছিল তার আক্ষরিক বর্ণনা দিলেন আমার কাছে।

তিনি যখন পৌঁছেছিলেন তাঁর অফিসে ব্রিগেডিয়ারকে রাগান্বিত দেখাচ্ছিল, বললেন কুসাং দেপন্। 'দালাই লামা আসছেন এখানে আগামী কাল,' বললেন তিনি আকস্মিকভাবে, 'অভিনয় দেখবার জন্য। স্থির করতে হবে কিছু কিছু বিষয়। সেইজন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলুম আপনাকে।'

'দিন কি স্থির হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে কুসাং দেপন।

'জনেন না আপনি?' তীক্ষ্ণভাবে জবাব দিলেন ব্রিগেডিয়ার। 'জেনারেলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন দালাই লামা এবং দশ তারিখে আসছেন তিনি। একথা এখন পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চাই আপনাকে যে সাধারণতঃ যেসব অনুষ্ঠান আপনাদের হয়ে থাকে তার কোনটাই হবে না তখন। আপনাদের কোনো সশস্ত্র লোক আসতে পারবে না তাঁর সঙ্গে, প্রস্তুতি কমিটিতে তাঁর যাওয়ার সময় তারা যা করে থাকে। শিলা সেতু অতিক্রম করে আসতে পারবে না কোনো তিব্বতী সৈনিক। যদি

পেড়াপীড়ি করেন, তাহ'লে আনতে পারেন জন দুই তিন দেহরক্ষী, কিন্তু এ-কথা স্থির নিশ্চিত যে তাদের কাছে থাকবে না কোনো অস্ত্র।

এই অসাধারণ আদেশ অত্যন্ত অপ্রীতিকর মানসিক আঘাতের কারণ হয়েছিল আমার সেনানায়কের কাছে। বিরাট সৈন্যশিবিরের সীমানা ছিল এই শিলা সেতু, যেখানে অবস্থিত ছিল চীনের কেন্দ্রীয় দফতর। নরবুলিংকার দু'মাইলের মধ্যে এই শিবিরের অবস্থান চক্ষুশূলের মত মনে হতো প্রত্যেক দেশভক্ত তিব্বতীর কাছে। যতোদিন এটা চীনারা রেখেছিলেন নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ, ততোদিন সহ্য করেছিল লাসার জনগণ, কিন্তু যেকোনো ব্যাপারের জন্যেই হোক দালাই লামার সেখানে যাওয়ার কল্পনাটাই ছিল অস্বাভাবিক, এবং কুসাং দেপন জানতেন অপছন্দ করবে এটা জনগণ। দেহরক্ষী না নিয়ে যদি যেতে হয়, সেটা হবে আরও অস্বাভাবিক। রীতি অনুযায়ী পঁচিশ জন সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে থাকবে দালাই লামার—যেখানেই যাবেন তিনি, এবং সারা পথের দু'পাশে সর্বদা থাকবে সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী। কুসাং দেপন জানতেন যে সহসা যদি বন্ধ করা হয় এ-রীতি, কৈফিয়ৎ দিতে হবে জনসাধারণকে। কাজেই ব্রিগেডিয়ারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এটির কারণ। খুবই নির্দোষ প্রশ্ন ছিল এটি, কিন্তু এটি আরও বিরক্ত করে তুলেছিল ব্রিগেডিয়ারকে।

'আপনি কি দায়ী হবেন যদি কেউ গুলি ছোঁড়ে?' চীৎকার করে উঠলেন তিনি। 'কোনো গোলমাল চাই না আমরা। আমরা আমাদের নিজের সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করবো দালাই লামা আসবেন যখন। ইচ্ছে করলে শিলা সেতু পর্যন্ত পথের ওপর লোক রাখতে পারেন নিজেদের, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার এপারে আসতে পারবেন না কোনো লোক। এবং সমস্ত জিনিসটা রাখতে হবে একেবারে গোপনে।'

আমার অফিসারদের মধ্যে খুবই আলোচনা হয়েছিল কুসাং দেপন যখন ফিরে এসে বলেছিলেন এই হুকুমগুলির বিষয়। এগুলি পালন করা ছাড়া উপায় ছিল না কিছু, এবং আমার যাবার বন্দোবস্ত করা হলো সেইভাবেই।

কিন্তু চীনাদের এই আমন্ত্রণের সমস্ত ব্যাপারটাকে সন্দেহজনক না ভেবে থাকতে পারে নি কেউ; এবং এই যাওয়টা গোপন রাখবার তাঁদের ইচ্ছা

আরও গভীরতর করে তুলেছিল এই সন্দেহকে। নরবুলিংকার বাহিরে যেকোনো স্থানে আমার গমনাগমন গোপন রাখা ছিল একেবারে অসম্ভব, যদি না পূর্ণ সান্ধ্য আইন জারী করা হয় সারা শহরে। যে মুহূর্তে আমি বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতাম, খবরটা ছাড়িয়ে পড়তো চারদিকে এবং সমস্ত লাসা শহর বেরিয়ে পড়তো আব লাইন দিয়ে দাঁড়াতো সারা পথে আমাকে দেখবার জন্যে। এবং সে সময়, আরও বাড়তি মানুষ যারা ছিল লাসায় তারাও আসবার জন্যে কৃতনিশ্চয় হলো। মন্‌লাম্‌ উৎসবে এসেছিলেন যে সব ভিক্ষুরা চলে গিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই, কিন্তু কয়েক সহস্র ছিলেন তখনও, এবং ছিল বহু সহস্র খাম্‌পা উদ্বাস্তু। মোটামুটি হিসেবেও প্রায় দশ লক্ষ লোক ছিল সে সময় লাসায়, এবং এইটিই ছিল বোধ হয় সর্বাপেক্ষা অধিক জনসংখ্যা এই শহরে।

অতএব পরের দিন গমনপথে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে চীনা অঞ্চলে যাবার জন্যে যে শিলা সেতু ছিল ঐ পর্যন্ত, আমাদের প্রথানুযায়ী, তিব্বতী রক্ষিবাহিনী রাখবার সিদ্ধান্ত করেছিলেন আমার অফিসাররা, এবং সেতুর ওপারে যাতে জনতা না যায় সে বিষয়েও ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা। ৯ তারিখের অপরাহ্নে রাস্তায় কর্তব্যরত তিব্বতী পুলিশদের জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা যে যানবাহন এবং লোকজনের যাতায়াতের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ করা হবে ঐপথে পরদিন এবং সেতুর ওপারে যেতে দেওয়া হবে না কাউকে।

সরল বিশ্বাসেই এই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন তারা, কারণ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ ছিল না সেতু অতিক্রম করাটা, এবং ভাবলেন তাঁরা হয়তো কোনো দুঃখদায়ক পরিণতি ঘটতে পারে যদি নিরীহভাবেও জনগণ সেতু অতিক্রম করে আমার যাওয়াটা দেখবার জন্যে এবং চীনা সৈন্যরা তাদের জোর করে ফেরৎ পাঠাবার যদি চেষ্টা করে। কিন্তু ফল হ'ল তারা যা ভেবেছিলেন ঠিক তার বিপরীত। সারা তিব্বতে একটা গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে অবিলম্বে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করেছেন চীনারা। উত্তেজনা এবং বিক্ষোভ বেড়ে উঠেছিল ৯ তারিখ মার্চের সন্ধ্যায় আর রাত্রিতে, এবং সকালের মধ্যে লাসার জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে স্থির করে ফেললো যে চীনা শিবিরে আমার যাওয়াটা তারা বন্ধ করবেই যে কোনো উপায়ে।

আর একটি ব্যাপারের জন্যেও লোকেরা আরও নিঃসন্দেহ হয়েছিল যে একটি কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার জন্যে। চীনা জাতীয় পরিষদের মিটিং হবার কথা ছিল পিকিংয়ে পরের মাসে, এবং আমাকে যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করছিলেন চীনারা। আমার দেশবাসীর মানসিক অবস্থার কথা জেনে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাটা এড়াবার চেষ্টা করছিলুম আমি, এবং কোনো সঠিক উত্তর দিই নি আমি এ-বিষয়ে চীনা গভর্ণমেণ্টকে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে তাঁরা ঘোষণা করলেন পিকিংয়ে যে আমি আসছি। আমার বিনা অনুমতিতে এটা ঘোষণা করার জন্যে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিল লাসার জনগণ, এবং স্বভাবতই তারা ধরে নিয়েছিল যে এই অস্বাভাবিক নূতন নিমন্ত্রণটি ছিল আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরোপ্লেনে আমাকে চীনে নিয়ে যাবার একটি কৌশল মাত্র। এর চেয়েও একটি দুঃখময় সন্দেহ জেগেছিল জনগণের মনে। এটাও ব্যাপকভাবে জ্ঞাত ছিল তিব্বতে যে পূর্বাঞ্চলের চারটি বিভিন্ন স্থান থেকে উঁচুদরের লামাদের আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন চীনা সেনা নায়করা এবং আর কোনো দিনই দেখা যায়নি তাঁদের—হত্যা করা হয়েছিল তিনজনকে, এবং বন্দী করা হয়েছিল একজনকে। রক্ষাকর্তার কাছ থেকে প্রলুব্ধ করে মানুষকে অপহরণ করার প্রণালীটা ছিল, মনে হয়, একটা চৈনিক রীতি।

লাসার সাধারণ জনগণের সন্দেহটা ছড়িয়ে পড়েছিল আমার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও চীনা কর্তৃপক্ষের আর একটি অস্বাভাবিক আচরণের দ্বারা। সাধারণতঃ কোনো সামাজিক উৎসবানুষ্ঠানে যখন আমাকে আমন্ত্রণ করতেন চীনারা, সমস্ত উচ্চপদস্থ তিব্বতী অফিসারদেরও আমন্ত্রণ করতেন সেই সঙ্গে। কিন্তু এবারে ৯ মার্চের সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার ব্যক্তিগত কর্মচারিবৃন্দ ছাড়া আমন্ত্রণ করা হয়নি অন্য কোনো অফিসারকে। অনেক দেরীতে সে রাত্রে দু'জন চৈনিক অফিসার এলেন নরবুলিংকায় নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে, কিন্তু আমার মন্ত্রিসভার ছ' জন সদস্যের জন্যে মাত্র ; এবং একটি অস্বাভাবিক অনুরোধ করলেন মৌখিকভাবে যে মন্ত্রিসভার সদস্যরা যেন একটির বেশী পরিচারক সঙ্গে না নিয়ে আসেন। যদিও চীনারা ভালোভাবেই জানতেন যে আমি যেখানেই যেতুম প্রথানুযায়ী আমার সঙ্গে যেতেন আমার

বয়োজ্যেষ্ঠ চেম্বারলেন ; কিন্তু তাঁকে বা অন্য কোনো অফিসারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এ-নিমন্ত্রণে।

তাঁদের সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে না যাওয়ার জন্যে পেড়াপীড়ি করেননি আমার অফিসাররা ; কিন্তু আমার মন্ত্রিসভা স্থির করেছিলেন আমার সঙ্গেই যাবেন বলে—আলাদা আলাদা না গিয়ে, সেটাই ছিল সাধারণ নিয়ম, কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যদি ঘটে তাহ'লে অন্ততঃ এটুকু সন্তোষ তাঁদের হবে যে একলা ফেলে আসেননি আমাকে।

লাসায় সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন রূপে নির্ধারিত হবার মতো ছিল পরের দিনটি ; দ্বিপ্রহরে কোনো 'রক্ষী' না নিয়ে চীনা শিবিরে প্রবেশ করার অভূতপূর্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা ছিল, আমার। কিন্তু যখন ঘুম থেকে উঠলুম সেদিন সকালে, সেদিন যে কি ঘটতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না আমার। রাত্রে ঘুম হয়নি ভালো, কারণ উদ্বিগ্ন ছিলুম এ-বিষয়ে। ভোর পাঁচটায় উঠে পড়েছিলুম, এবং নিত্যকার মতো প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশ করেছিলুম আমি। সম্পূর্ণ সুবিন্যস্ত ছিল প্রত্যেকটি জিনিস, এবং সম্পূর্ণ শান্ত আর সুপারিচিত। বেদীর সামনে জ্বলছিল ঘৃতদীপ, গলা সোনার মতো, সুগন্ধ জাফ্‌রাণী জলে ভরে দেওয়া হয়েছিল ছোট ছোট সোনার আর রূপার বাটিগুলি। ধূপধুনার মিষ্টি গন্ধে ভরেছিল বাতাস। প্রার্থনা আর ধ্যান করেছিলুম আমি, এবং তারপর নেমে এসেছিলুম নীচে এবং বেরিয়ে পড়েছিলুম বাগানে, প্রতিদিন প্রত্যূষে সর্বদা সেখানে বেড়াতে ভালোবাসতুম আমি।

প্রথমত চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলুম আমি, কিন্তু বসন্ত প্রভাতের সৌন্দর্যে ভুলে গিয়েছিলুম তা অবিলম্বে। নির্মেঘ ছিল আকাশ। সূর্য উঠছিল সবে দূরে ড্রেপুং গুম্‌পার পেছনে পর্বতের চূড়ার ওপরে, এবং আলোকিত করছিল জুয়েলপার্কে অবস্থিত প্রাসাদ এবং ভজনালয়গুলিকে। বসন্তের আগমনে সমস্ত কিছুই ছিল তাজা এবং উজ্জ্বল : নতুন সবুজ ঘাসের শীর্ষ, পপ্‌লার আর উইলো বৃক্ষে কোমল মুকুল, হ্রদে পদ্ম পত্র জেগে উঠেছে জলের ওপরে এবং আত্মপ্রকাশ করছে সূর্যের কাছে। সমস্তই ছিল শ্যামল : এবং যেহেতু আমি জন্মেছিলুম বৃক্ষ শূকর বৎসরে, এবং বৃক্ষ শ্যামল, জ্যোতিষীরা হয়তো বলতেন সবুজই হচ্ছে আমার সৌভাগ্যের বর্ণ। বাস্তবিকই, সেই কারণেই

আমার নিজস্ব প্রার্থনা পতাকা ছিল সবুজ, এবং সেগুলি উড়ছিল আমার বাড়ীর ছাদের ওপরে, এবং প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাসে আলোড়ন শুরু হয়েছিল সেগুলির।

সেই ক্ষণকালটুকু ছিল আমার মানসিক শান্তির শেষ মুহূর্ত। পার্কের ওপাশ থেকে আসা আকস্মিক এবং বেতালা চীৎকারে ভেঙে গেলো সেটি। শুনলুম কিন্তু নির্ণয় করতে পারলুম না কথাগুলি। তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেলুম আমি, কিছু অফিসারদের দেখা পেলুম সেখানে, এবং কি হচ্ছে দেখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলুম তাঁদের, এবং অবিলম্বে ফিরে এসে বললেন তাঁরা যে লাসার জনগণ যেন স্রোতের মতো ভেসে আসছে শহরের বাইরে এবং ঘিরে ফেলেছে নরবুলিংকার চারিধার, এবং চীৎকার করছে যে আমার প্রতিক্ষায় এসেছে তারা, এবং শিবিরে আমাকে নিয়ে যাওয়ায় চীনাদের বাধা দিতে।

অবিলম্বে উৎকণ্ঠিত মানুষে চঞ্চল হয়ে উঠলো প্রাসাদগুলি। বার্তাবহরা আসতে লাগলো আমার কাছে আরও সংবাদ নিয়ে। অসংখ্য মানুষের ভীড়—কেউ কেউ বলেছিল তিরিশ হাজার লোক—প্রচণ্ড উত্তেজনায় ছিল তারা, এবং চীৎকারে প্রকাশ পাচ্ছিল তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ চীনাদের বিরুদ্ধে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে চললো সে বিক্ষোভ। প্রার্থনা করতে গেলুম আমি একটি ছোট্ট ভজনালয়ে যেটি গঠিত হয়েছিল সপ্তম দালাই লামা কর্তৃক এবং উৎসৃষ্ট হয়েছিল মহাকালকে, যিনি ছিলেন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করার শক্তিসম্পন্ন চেন্‌রেসিগের সংগ্রামী মূর্তি। আটজন ভিক্ষু ইতিমধ্যেই রত ছিলেন সেখানে কয়েকদিন ধরে অবিরাম প্রার্থনায়।

লিউসার এবং শাশুর, আমার মন্ত্রিসভার দু'জন সদস্য, প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন সকাল ন'টার সময় চীনা ড্রাইভার চালিত চীনা সামরিক জিপে চড়ে—যেটা ছিল তাঁদের প্রচলিত প্রথা। আরও উত্তেজিত হয়েছিল লোকেরা চীনা ড্রাইভারদের দেখে, কিন্তু ভিড়ের মধ্য দিয়ে এসে প্রাসাদে পৌঁছুতে বিশেষ কোনও অসুবিধে হয়নি মন্ত্রিদের।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরে, আর একজন মন্ত্রী, সাম্‌দু ফুডাং, একজন চীনা অফিসারের সঙ্গে এলেন নিজেরই মোটরে; এবং সে সময় মুহূর্তের জন্যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল জনতা। খুবই সম্প্রতি নিযুক্ত হয়েছিলেন

মন্ত্রিসভায় সাম্‌ডু ফুডাং, এবং তাঁকে দেখে চিনতে পারার মতো খুব কম লোকই ছিল লাসাতে। পীতবর্ণের তিব্বতী পোশাক পরেছিলেন তিনি, এবং একলা থাকলে বিনা অসুবিধেয় প্রবেশ পথ দিয়ে চলে আসতে পারতেন তিনি ; কিন্তু জনতা ভেবেছিল মোটরটি চীনাদের এবং হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত করে বসলো যে চীনা অফিসার এসেছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে। কে একজন পাথর ছুঁড়লো তাঁর দিকে : ছড়িয়ে পড়লো আতঙ্কের প্রতিক্রিয়া, এবং পাথর ছুঁড়ে বিধ্বস্ত করলো মোটরটিকে। একটি পাথরের টুকরো গিয়ে লাগলো সাম্‌ডু ফুডাংয়ের রগের ওপর এবং অজ্ঞান হয়ে পড়লেন তিনি। এমনকি যখন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন তিনি তখনও চিনতে পারেনি তাঁকে লোকেরা ; কিন্তু আমারই কোনও অফিসারকে ভুলে আহত করেছে এ-কথা ভেবে তাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে তুলে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দূতাবাসের হাসপাতালে !

আর একটু পরে,- মন্ত্রিসভার আর একজন সদস্য, সুরখাং, তাঁর নিজেরই জিপে করে এগিয়ে এলেন প্রাসাদের দিকে, কিন্তু গেট পর্যন্ত আসতে পারলেন না তিনি কেননা ততক্ষণে সমস্ত রাস্তাটা সম্পূর্ণ আটকে ফেলেছে জনতা। 'কিছু দূরে জিপ থেকে নেমে পডলেন তিনি এবং পায়ে হেঁটে এলেন ভিড়ের মধ্য দিয়ে এবং একজন তিব্বতী অফিসার—যিনি কাজে নিযুক্ত ছিলেন সেখানে—তাঁর সাহায্যে প্রবেশ করলেন গেট দিয়ে।

ভিড়ের মধ্যে এই তিনজন মন্ত্রী নিজেরাই আটকে পড়ায় বুঝতে পারলেন তাঁরা যে বিপদ এড়াবার জন্যে খুব শিগ্‌গিরই কিছু একটা করা উচিৎ : তাঁরা ভেবেছিলেন যে চীনা কেন্দ্রীয় দফতর আক্রমণ করার চেষ্টা করতে পারে জনতা। কিছুক্ষণ তাঁরা অপেক্ষা করলেন ঞাবোর জন্যে, মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন উনিও, কিন্তু এলেন না তিনি ; এবং পরে জেনেছিলুম আমরা যে চীনা শিবিরে গিয়েছিলেন তিনি আপাতভাবে এই কথাই ভেবে যে হয়তো আমি আছি সেখানে, এবং ভেবেছিলেন পরে যে বেরিয়ে আসাটা নিরাপদ হবে না তাঁর পক্ষে—হয়তো তাইই ছিল, কারণ চীনারা হয়তো একজন রক্ষী পাঠিয়ে দিতো তাঁর সঙ্গে, এবং সামডু ফুডাং-এর রক্ষীর মতো হয়তো পাথর ছোঁড়া হতো তাঁদেরও ওপর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা স্থির করলেন যে অপেক্ষা করা চলে না আর,

এবং তাঁরা তিনজন একটি মিটিং করলেন প্রধান সরকারী মঠাধ্যক্ষ ছিকিয়াবু খেম্‌পোকে নিয়ে, মন্ত্রীর পদমর্যাদা ছিল তাঁরও ; এবং তারপর তাঁরা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে বললেন তাঁরা যে জনগণ স্থির করেছে আমাকে নিয়ে যাওয়া চলবে না চীনা শিবিরে, এই ভয়ে যে আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হবে চীনে। ইতিমধ্যেই ষাট সত্তর জন নেতাকে নিয়ে একটি কমিটির মতোও গঠন করে ফেলেছে জনগণ, এবং শপথ করেছে যে চীনারা যদি জেদ করেন আমাকে যেতেই হবে, প্রাসাদকে ঘিরে প্রতিরোধ করবে তারা এবং অসম্ভব করে তুলবে আমার বাইরে যাওয়াটা। আমাকে জানালেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা যে এতো দৃঢ়সঙ্কল্প রয়েছে জনতা যে বাস্তবিকই আমার পক্ষে নিরাপদ হবে না যাওয়াটা।

মন্ত্রিসভার সদস্যরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন যে সময়, আমিও শুনতে পাচ্ছিলুম কি ভাবে চীৎকার করছে জনতা : 'চীনাদের যেতেই হবে, তিব্বত রেখে যাও তিব্বতীদের কাছে',—চীনা অধিকারের এবং দালাই লামার শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের অবসান দাবি করা হচ্ছিল তাদের সমস্ত শ্লোগ্যানে। চীৎকার শুনে আমি বুঝতে পারছিলুম এই সব লোকদের উত্তেজনা ; আমি তো তাদেরই একজন হয়ে জন্মেছি, এবং বুঝতে পারছিলুম আমি কি তারা অনুভব করছে, এবং আমি জানতুম যে তাদের বর্তমান মানসিক অবস্থায় তারা নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য। এবং এই ধারণা দৃঢ়তর হলো পরদিন সকালে যখনি অত্যন্ত বেদনা এবং দুঃখের সঙ্গে শুনলুম আমি যে একজন মঠের কর্মচারী নাম খাবালা খেন্‌জন্ নির্যাতিত হয়েছেন এবং অবশেষে পাথর ছুঁড়ে মৃত্যু ঘটিয়েছে তাঁর ক্রুদ্ধ জনতা। এই লোকটি কুখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন লাসাতে চীনা দখলকারী সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার জন্যে। সেইদিন সকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন মঠের অফিসারদের প্রাত্যহিক সমাবেশে যেটিকে বলা হতো ক্রংচা ট্রাসব, এবং কোনো অজ্ঞাত কারণে বেলা এগারোটা নাগাদ সাইকেলে করে আসছিলেন তিনি নরবুলিংকার দিকে, পরেছিলেন অর্ধ-চৈনিক পোশাক, কালো চশমা আর মোটর-সাইক্লিষ্টের ধূলিনিবারক মুখোশ, এবং প্রকাশ্যভাবে একটি পিস্তল ঝুলছিল তাঁর কোমরবন্ধে। জনতার মধ্যে কেউ কেউ মনে করেছিল ইনি একজন ছদ্মবেশী চীনা ; অন্যান্যরা ভেবেছিল চীনা কেন্দ্রীয়

দক্ষতর থেকে কোনো সংবাদ নিয়ে এসেছেন ইনি। যা কিছু চীনা তারই বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং বিরক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল প্রচণ্ড উত্তেজনায়, এবং নরহত্যাই ছিল তার দুঃখময় পরিণতি।

এই হিংস্রতার প্রকাশ অত্যন্ত মর্মপীড়া দিয়েছিল আমাকে। আমার মন্ত্রিসভাকে বলেছিলুম আমি—চীনা জেনারেলকে তাঁরা যেন বলেন যে এই অভিনয়ে যোগদান করতে পারবো না আমি, এবং তাঁর কেন্দ্রীয় দফতর থেকে নরকুলিংকায় কারুর আসাটা বর্তমানে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ জনতার ক্রোধ আরও বেড়ে যাবে তাতে। আমার ত্রুটি এবং দুঃখের সঙ্গে এই খবরটি জেনারেলের দোভাষীকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ চেম্বারলিন। দোভাষী স্বীকার করেছিলেন যে যথাযথই ছিল আমার এ-সিদ্ধান্ত, এবং বলেছিলেন এ-খবরটা তিনি দিয়ে দেবেন জেনারেলকে।

এই সঙ্গে মন্ত্রিসভাকে আরও বলেছিলুম আমি—প্রাসাদ ঘিরে রেখেছে যারা তাদের জানিয়ে দিতে যে চীনা শিবিরে আমার যাওয়াটা তাঁরা যদি ইচ্ছে না করেন—যাবো না আমি। ঐ জনতা তাদের মধ্যে থেকে যাদের নেতা ব'লে বেছে নিয়েছিল মন্ত্রী সুরখাং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিলেন যে আমার যাওয়াটা বাতিল করছি আমি; দুপুর নাগাদ লাউড্-স্পীকার যোগে একই খবর জানিয়ে দেওয়া হলো জনতাকে। হর্ষধ্বনির সঙ্গে সমর্থিত হলো এটা গেটের বাইরে থেকে।

সেদিন সকালে মানসিক ক্লেশ এমনিই ছিল যা তিব্বতের জনগণের নেতৃত্বের এই স্বল্পকালের জন্যে কোনোদিন ভোগ করি নি আমি। মনে হয়েছিল আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি দু'টি আগ্নেয় গিরির মধ্যিখানে, প্রত্যেকটিরই হয়তো বিস্ফোরণ হতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। একদিকে আমার দেশবাসীর প্রচণ্ড, স্পষ্ট, সর্বসম্মত আপত্তি চীনা শাসনের বিরুদ্ধে: অন্যদিকে, শক্তিশালী এবং জুলুমবাজ দখলী ফৌজের অস্ত্রশক্তি। দু'টির মধ্যে যদি সঙ্ঘর্ষ বাঁধে, তার কি যে পরিণতি হবে তা পূর্বেই জানা আছে। নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে লাসার জনগণকে হাজারে, হাজারে, এবং লাসা এবং তিব্বতের অন্যান্য অংশে পূর্ণ সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবে তার উৎপীড়ন এবং নিষ্ঠুরতা নিয়ে। এই বিস্ফোরক অবস্থার প্রত্যক্ষ কারণ

হচ্ছে—চীনা শিবিরে আমি যাবো কি যাবো না; কিন্তু এদিকে আবার আমিও হচ্ছি একমাত্র সম্ভাব্য শান্তিসংস্থাপক, এবং আমি জানতুম যেমন করেই হোক, আমার দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যে, শান্ত করতে হবে জনগণের রোষ এবং শান্ত করতে হবে চীনাদের, যাঁরা বোধহয় হয়েছিলেন আরও বেশী রোষান্বিত।

আমি ভাবছিলুম—আমি যাচ্ছিনা—এই সংবাদটি ঘোষণা করলে হয়ত এই বিক্ষোভের শেষ হবে, এবং শান্তভাবে বাড়ী ফিরে যাবে ওরা। কিন্তু এইটেই যথেষ্ট হলো না। তাদের মুখপাত্ররা বললেন যে স্থান ত্যাগ করবেন না তাঁরা—যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তাঁদের যে শুধু সেদিনের যাওয়াটাই বাতিল করিনি আমি, ভবিষ্যতেও চীনা শিবিরে যাবার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবো না—এটাও স্থির করেছি আমি। সর্বনাশ এড়াবার জন্যে কোনো কিছুরই মূল্য খুব বেশী নয়, কাজেই যে প্রতিশ্রুতিগুলি ওঁরা চেয়েছিলেন সেগুলি দিয়েছিলুম আমি। অতঃপর স্থান ত্যাগ করলেন নেতাদের মধ্যে অধিকাংশেরাই কিন্তু বাকি লোকেদের বেশীর ভাগই তখনও থেকে গেলো প্রাসাদের বাইরে এবং যেতে চাইলো না তারা।

প্রায় বেলা একটা নাগাদ আমার তিনজন মন্ত্রীকে বললুম আমি জেনারেল তান কুয়ান-সানের সঙ্গে দেখা করতে এবং তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতে। তখনও পর্যন্ত গেটের বাইরে জমা হয়েছিল অসংখ্য লোক বাইরে কেউ যেতে গেলে তাকে বাধা দেবে এই মৎলব নিয়ে, এবং গেটের কাছে মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে লোকেরা সন্দিহান হয়ে উঠলো যে আমিও হয়তো অনুসরণ করবো ওঁদের। কিছুটা মুশকিলের সঙ্গেই জনতাকে বুঝিয়ে বললেন মন্ত্রীরা যে আমি তাঁদের নির্দেশ দিয়েছি চীনা দফতরে গিয়ে জেনারেলকে বলতে যে থিয়েটারে উপস্থিত থাকতে পারবো না আমি। এই কথার পর মন্ত্রীদের মোটরগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলো তারা আমাকে তার কোনোটিতে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না; এ-বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হবার পর মন্ত্রীদের যেতে দিলো তারা। প্রবেশ পথে আলাপ আলোচনার সময় জনতার মুখপাত্ররা বলেছিলেন যে তাঁদের মধ্য থেকে একটি রক্ষিদল গঠন করার সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁরা এবং প্রাসাদের চতুর্দিকে স্থাপন করবেন তাদের—ভিতরে প্রবেশ করে চীনারা আমাকে নিয়ে

যেতে গেলে বাধা দেবার জন্যে। এটা না করবার জন্যে মন্ত্রীরা বুঝিয়ে ছিলেন তাদের, কিন্তু তাঁদের পরামর্শ শুনতে চায়নি তারা।

মন্ত্রীরা যখন ফিরে এলেন সেদিন অপরাহ্নে তখন আমায় বললেন তাঁরা চীনা কেন্দ্রীয় দফতরে কি ঘটেছিল। তাঁরা যখন পৌঁছেছিলেন জেনারেল তান কুয়ান-সান তখন ছিলেন না সেখানে, কিন্তু অন্য দশজন অফিসার অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের জন্যে, বাহ্যতঃ কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মগ্ন ছিলেন তাঁরা; এবং ওঁদের সঙ্গে ছিলেন আমার অন্য একজন মন্ত্রী ঞাবো, চীনা জেনারেলের উর্দি যা চীনা দফতরে যাবার সময় পরতে হতো তাঁকে, তার পরিবর্তে তিব্বতীয় পোষাক প'রে। ঞাবো বসেছিলেন অফিসারদের সঙ্গেই কিন্তু তাঁদের আলোচনায় যোগ দিচ্ছেন বলে মনে হয়নি তাঁকে। তাঁর নিজের আসন ছেড়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিতে আসেননি তিনি যখন তাঁরা প্রবেশ করেছিলেন সেখানে।

কিছুক্ষণ, দু'পক্ষ থেকেই কোনো কথা বলা হয়নি সেদিনকার ঘটনার সম্বন্ধে। চীনা অফিসারদের মনে হয়েছিল এ-বিষয়ে নির্বিকার, এবং মন্ত্রীদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিলেন তাঁরা ভদ্রভাবে। কিন্তু সমস্ত আবহাওয়া বদলে গেলো জেনারেল তান কুয়ান-সান যখন ফিরে এলেন এবং ভার নিলেন সভার কার্য-পরিচালনার।

মন্ত্রীরা আমায় বলেছিলেন যে ঘরে ঢোকার সময়ই খুব রাগান্বিত দেখাচ্ছিল জেনারেলকে। তাঁর চেহারার মধ্যে ছিল একটা বিভীষিকার ছাপ, এবং ঘাবড়ে গিয়ে মন্ত্রীরা উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে। রাগে নির্বাক হয়েছিলেন তিনি কয়েক মিনিটের জন্যে। এবং শুভেচ্ছাও জানাননি মন্ত্রীদের। সুরখাং কথা শুরু করলেন এই বলে যে আমি তাঁদের পাঠিয়েছি—নাটক অভিনয়ে যোগদান করায় বাধা দেবার জন্যে যা ঘটেছে সেটা তাঁকে বুঝিয়ে বলার জন্যে। তিনি বলেছিলেন—খুবই ইচ্ছে ছিল আমার আসার, কিন্তু এর বিরুদ্ধে জনগণের ইচ্ছা এতো প্রবল ছিল যে বাধ্য হয়েছিলুম আমি এ অভিপ্রায় ত্যাগ করতে। অন্য দু'জন মন্ত্রীও এতে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের কৈফিয়ৎ। দোভাষী যখন কথা শেষ করলেন, লাল হয়ে উঠেছে তখন জেনারেলের মুখ। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবং ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন রাগে

আত্মহারা হয়ে। অনেক চেষ্টা করার পর নিজেকে সংযত করলেন তিনি এবং আসন গ্রহণ করলেন আবার ; এবং তারপর পরিকল্পিত চিন্তায় এবং ধীরকণ্ঠে মন্ত্রীদের এবং তিব্বতী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা। নিজের মেজাজকে দমন করে রাখবার চেষ্টা করছিলেন যদিও, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল প্রায়ই তাঁর কণ্ঠস্বর এবং তাঁর উত্তপ্ত রোষ ফেটে পড়ছিল রূঢ় এবং কটুবাক্যে। যে সব চৈনিক বাক্য ব্যবহার করছিলেন তিনি, সভ্য চীনা সমাজে কোনো দিন ব্যবহার করা হয় না তা। এই বক্তৃতার মোদ্দা কথা হচ্ছে তিব্বতী-সরকার গোপনে গোপনে জনগণের বিক্ষোভ সংগঠন করছেন চীনা-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে, এবং খাম্‌পাদের বিদ্রোহে সাহায্য করছেন তাদের। চীনাদের হুকুম অবজ্ঞা করেছেন তিব্বতী অফিসাররা এবং অসম্মত হয়েছেন লাসায় খাম্‌পাদের নিরস্ত্র করতে : এবং এখন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে চীনা শাসনের বিরোধিতাকে ধ্বংস করতে।

একই রকমের নিন্দাবাদ করলেন আরও দু'জন জেনারেল। একজন ঘোষণা করলেন—সময় এসেছে 'সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করবার।' 'আমাদের গভর্ণমেণ্ট সহ্য করে এসেছেন এতোদিন', বললেন তিনি। 'কিন্তু এটাতো বিদ্রোহ। ভাঙার মুখে এসে পড়েছি আমরা। এখন কাজে লাগবো আমরা, অতএব প্রস্তুত থাকুন আপনারা।'

আমার স্তম্ভিত মন্ত্রীরা এই বক্তৃতাগুলিকে সামরিক শক্তি প্রয়োগের চরম সতর্কবাণী বলে ধরে নিয়েছিলেন—যদি না জনগণের বিক্ষোভ বন্ধ হয় অবিলম্বে। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে ভবিষ্যৎ বিপদসঙ্কুল এবং দালাই লামার দৈহিক নিরাপত্তার প্রশ্নও বিজড়িত ; এবং অনুভব করেছিলেন তাঁরা যে যদি কিছু ঘটে আমার, কিছুই আর থাকবে না তিব্বতে। সহিষ্ণুতার পরামর্শ দেবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। শাশুব বলেছিলেন জেনারেলকে সাধারণ তিব্বতীদের বোঝাবার চেষ্টা করা উচিৎ চীনাদের এবং তাঁদের হওয়া উচিৎ ধৈর্যশীল এবং সহিষ্ণু ; গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাকে প্রতিহিংসার দ্বারা আরও খারাপ করা উচিৎ নয় তাঁদের। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি যে খাম্‌পা অথবা অন্যান্য তিব্বতীদের মধ্যে যেসব হঠকারীরা চীনা দখলী ফৌজদের সঙ্গে সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষের প্ররোচনা দেবার চেষ্টা করবে—তাদের যথেচ্ছাচারিতা ব্যাহত

করবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন মন্ত্রিসভা। কিন্তু এ-প্রতিশ্রুতি গ্রহণ অথবা এই পরামর্শে কর্ণপাত করেন নি চীনা জেনারেলরা।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সন্ধ্যা পাঁচটায় মন্ত্রীরা ফিরে এসেছিলেন নরবুলিংকায়। জনতার কিছু অংশ চলে গিয়েছিল ততক্ষণে, তবুও বহুলোক ঘিরে রেখেছিল প্রধান প্রবেশ পথটি। পরে শুনেছিলুম, যারা চলে গিয়েছিল তারা গিয়েছিল সহরে চীনাদের বিরুদ্ধে জনসভা আহ্বান করবার জন্য এবং গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করবার জন্যে। এই জনসভায় সপ্তদশ শর্তবিশিষ্ট চুক্তির অবসান ঘোষণা করা হয়েছিল এই কারণে যে চীনারা ভঙ্গ করেছিলেন সেটা, আবার একবার তারা দাবি করলেন যে তিব্বত ছেড়ে যেতে হবে চীনাদের। ঐ দিনই সন্ধ্যায় ছ'টার সময় গভর্ণমেণ্টের প্রায় সত্তর জন কর্মী, বেশীর ভাগই অবর কর্মচারী, জনগণ নির্বাচিত তাদের এবং দালাই লামার দেহরক্ষীদল, কুসাং রেজিমেণ্টের সৈন্যদের নিয়ে একটি মিটিং করেছিলেন নরবুলিংকার প্রাঙ্গণে এবং অনুমোদন করেছিলেন সহরের জনসভার ঘোষণাগুলিকে। তাঁরাও ঘোষণা করলেন যে চীনা কর্তৃত্ব আর মানবে না তিব্বত; এবং অল্পক্ষণ পরে কুসাং সৈন্যবাহিনীও ঘোষণা করলো যে অফিসারদের কাছ থেকে কোনো হুকুম আর নেবে না তারা, এবং পরিত্যাগ করলো তারা চীনা উর্দি যা পরতে বাধ্য করা হয়েছিল তাদের এবং হাজির হলো আবার তাদের তিব্বতী পোশাকে।

এই সিদ্ধান্তের বিষয় যখনই শুনতে পেলুম আমি নেতাদের কাছে নির্দেশ পাঠালুম যে তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান উত্তেজনার হ্রাস করা, সেটাকে বাড়ানো নয়, ধৈর্যশীল হওয়া এবং স্থিরতা এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু ততদিনে এতো তিক্ত হয়ে উঠেছিল জনগণের অসন্তুষ্টি, এবং এতো অধিক হয়ে উঠেছিল চীনাদের প্রতি তাদের সন্দেহ যে আমার উপদেশের কোনোই ফল হয় নি তাদের ওপর।

ঐদিন সন্ধ্যায় জেনারেল তান কুয়ান্ সানের একখানা চিঠি এনে দেওয়া হলো আমাকে। তিনখানা চিঠি পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে তিনি যা লিখেছিলেন আমাকে, এটি হচ্ছে তার প্রথমটি এবং সবকটিরই উত্তর দিয়েছিলুম আমি।

লাসায় সমস্ত ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে এই চিঠিগুলি প্রকাশ করেছিলেন

চীনারা নিজেদের মতবাদ প্রচারের সমর্থনে। এগুলি দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে চীনা কেন্দ্রীয় দফতরে আশ্রয় চেয়েছিলুম আমি, কিন্তু আমাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল নরবুলিংকায়—যাকে বলেছিলেন তাঁরা—প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্তে, এবং সর্বশেষ অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে দেশ থেকে ভারতবর্ষে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই কাহিনীটির পুনরোল্লেখ করা হয়েছিল কোনো কোনো বিদেশী সংবাদ পত্রে যারা কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতি অনুরক্ত এবং বছর খানেক পরে স্তম্ভিত হয়েছিলুম আমি যখন শুনেছিলুম যে ব্রিটিশ পার্লিঅ্যামেন্টের ঊর্ধ্বতন আইন সভায় একজন উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন সভ্য উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এটির। যেহেতু সত্যের ঠিক বিপরীত হচ্ছে এটি, যে অবস্থায় লেখা হয়েছিল এই চিঠিগুলি তার বর্ণনা দিতে চাই আমি, এবং দিতে চাই এগুলি লেখার আমার যুক্তি, এবং মাত্র একবার একথা বলতে চাই আমি যে লাসা ছেড়ে বেরিয়েছিলুম আমি আমার নিজের ইচ্ছায়; বেপরোয়া অবস্থার চাপে পড়ে এ সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করেছিলুম আমি; আমার অনুগামী লোকজন কর্তৃক অপহৃত হই নি আমি; কারুর কাছ থেকে চলে যাবার জন্যেও কোনো চাপ দেওয়া হয় নি আমার ওপর, এইটি ছাড়া—যা লাসার প্রত্যেকটি তিব্বতী বুঝতে পারছিল ততোদিনে যে আমার প্রাসাদের ওপর গোলাবর্ষণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন চীনারা এবং আমার জীবন বিপন্ন হবে যদি আমি থাকি সেখানে।

বন্ধুত্বপূর্ণ ভাষায় লেখা হয়েছিল জেনারেলের চিঠিগুলি আরও আন্তকারিতাপূর্ণ বলে মনে হতো যদি না তাঁর রোষের কথা ইতিমধ্যে আমাকে বলতেন আমার মন্ত্রীরা। বলেছিলেন তিনি, আমার নিরাপত্তার জন্যে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, এবং তাঁর শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে জানিয়েছিলেন তিনি।

সময় বাড়াবার জন্যে তাঁর সমস্ত চিঠিরই জবাব দিয়েছিলুম আমি: দু'পক্ষের ক্রোধ যাতে ঠাণ্ডা হয় এবং লাসার অধিবাসীদের সংযত হবার অনুপ্রেরণা যাতে দিতে পারি আমি, তারই সময়। এবং এই কথা মনে করেই আমি ভেবেছিলুম যে নির্বুদ্ধিতা হবে জেনারেলের সঙ্গে তর্ক করা, অথবা এ-কথা তাঁকে জানিয়ে দেওয়াটা যে নিজের লোকেদের কাছ থেকে বাঁচবার

জন্যে চীনের আশ্রয় গ্রহণ করার মতো চরম ব্যবস্থা কোনো দিনও চাই না আমি। পরন্তু, এমনভাবে তাঁকে জবাব দেওয়া সিদ্ধান্ত করেছিলুম আমি যা, আমি আশা করেছিলুম, শান্ত করবে তাঁকে; এবং আমি তা করতে পারতুম শুধু তাঁর সহানুভূতি গ্রহণ করার এবং নির্দেশগুলি সানন্দে স্বীকার করার ভাব দেখিয়ে। আমার প্রথম চিঠিতে জানিয়েছিলুম তাঁকে যে কি প্রকার অপ্রতিভ বোধ করেছিলুম আমি তাঁর প্রমোদানুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারায় আমার দেশবাসীর ব্যবহারে। দ্বিতীয়টিতে লিখেছিলুম তাঁকে যে নরবুলিংকা ঘিরে রেখেছিল যারা তাদের চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলুম আমি, এবং তাঁর সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত আমি যে আমাকে রক্ষা করবার অজুহাতে চৈনিক এবং আমার গভর্ণমেণ্টের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্কটা নষ্ট করবার জন্যেই কাজ করছে তারা। এবং তৃতীয়টিতে আরও বলেছিলুম আমি যে তাঁর কেন্দ্রীয় দফতরে যাবার আগে আমাকে পৃথক করতে হবে যে সব লোক নূতন মতবাদকে সমর্থন করে এবং যারা তার বিরোধিতা করে।

তখন যদি ভাবতুমও যে ভবিষ্যতে এই চিঠিগুলি উদ্ধৃত হবে আমারই বিরুদ্ধে, তবুও আমি লিখতুম এই চিঠি তাঁদের, কারণ আমার অত্যন্ত জরুরী নৈতিক কর্তব্য ছিল সে মুহূর্তে আমার নিরস্ত্র জনগণ এবং চীন সৈন্যের মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বংসী সঙ্ঘর্ষ প্রতিরোধ করা।

এবং আর একবার বোধ হয় উল্লেখ করতে পারি যে হিংস্রতাকে অনুমোদন করতে পারি নি আমি, এবং সেইজন্যেই যে হিংস্র আচরণ করেছিল লাসার অধিবাসীরা, সমর্থন করতে পারি নি আমি তা। উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম আমি এবং এখনও তা করি তিব্বতের প্রতীক হিসেবে আমার প্রতি তাদের স্নেহই ছিল সেই চরম দিনে চীনাদের প্রতি যে ক্রোধ দেখিয়েছিল তারা তারই প্রত্যক্ষ কারণ। আমার নিরাপত্তার জন্যে তাদের উৎকণ্ঠাকে দোষ দিতে পারি না আমি, কারণ যে জন্যে তাদের বেঁচে থাকা এবং কর্তব্য করা তার অধিকাংশেরই আদর্শ ছিলেন দালাই লামা। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম যে তারা যা করছে তা যদি চালিয়ে যায় তা শুধু নিয়ে যাবে ধ্বংসের পথে এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আমাকে যে কোনো উপায়ে চেষ্টা করতে হয়েছিল তাদের এই আবেগকে দমন করতে এবং চীনা সৈন্যবাহিনীর চাপে নিজেদের ধ্বংস নিয়ে আসা বন্ধ করতে। কাজেই যে

উপদেশ দিয়েছিলুম আমি তাদের তা দিয়েছিলুম সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে, এবং যদিও চৈনিক জেনারেলকে চিঠিগুলি লিখেছিলুম আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে গোপন করবার জন্যে, তবুও মনে হয়েছিল আমার এবং মনে হয় এখনও যে সেগুলি ছিল যথাযথ।

কিন্তু পরের দিন সকালেই, এগারই মার্চ, পরিষ্কার বোঝা গেলো আরও দুঃসাধ্য হয়েছে লাসার অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করা। ঐদিনে নরবুলিংকার ভিতরে মন্ত্রিসভার দফতরের সন্নিকটে দু'জন প্রহরী স্থাপন করেছিল তারা এবং মন্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে স্থ্যান ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না তাঁদের। সম্ভবতঃ তারা সন্দেহ করেছিল যে চীনাদের সঙ্গে কোনো একটা আপোষ-মীমাংসায় আসবেন মন্ত্রিসভা এবং কাজেই জনগণের দাবি—চীনকে তিব্বত ছাড়তে হবে—ব্যর্থ হবে এটি। জরুরী মিটিং আহ্বান করলেন মন্ত্রিসভা। ছ'জনের মধ্যে চারজন মাত্র মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন মিটিংয়ে, কারণ আঘাতের জন্যে অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় আসা সম্ভব হয়নি সামডু ফুডাংয়ের, এবং চীনা শিবির থেকে বেরিয়ে আসতে অসম্মত হয়েছিলেন ঞাবো। কিন্তু এঁরা চারজন মিলেই স্থির করেছিলেন আর একবার চেষ্টা করতে জনগণকে তাঁদের বিক্ষোভ প্রত্যাহার করতে রাজী করাতে, এবং জনতার নেতাদের ডেকে পাঠালেন তাঁরা।

এই মিটিংয়ে অধিকতর নমনীয় বলে মনে হয়েছিল নেতাদের, এবং মন্ত্রি-সভাকে বলেছিলেন তাঁরা যে চলে যেতে বলবেন জনতাকে। আরও বলেছিলেন তাঁরা যে সামডু ফুডাং আহত হয়েছেন সেজন্যে দুঃখিত তাঁরা, এবং মন্ত্রিসভাকে অনুরোধ করছিলেন যে তাঁদের দেওয়া কিছু উপহার সামগ্রী তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে ক্ষমা প্রার্থনা হিসেবে।

কতকটা এইপ্রকার আপোষের মনোভাবে হয়তো অবিলম্বেই স্থানত্যাগ করতো জনতা এবং আমি আর আমার মন্ত্রিসভা যে প্রচেষ্টা করেছিলুম এই বিক্ষোভকে শান্তিপূর্ণ পরিণতিতে আনবার জন্যে সফল হতো হয়তো তাও; কিন্তু সে সময়ে আরও দু'খানা চিঠি পাওয়া গেলো জেনারেলের কাছ থেকে, একখানি আমাকে লেখা, অন্যটি মন্ত্রিসভাকে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিল মন্ত্রিসভাকে লেখা চিঠিখানি। এ চিঠিতে বলা হয়েছিল যে লাসার উত্তর দিকে চীন-এ যাবার রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করেছে

বিদ্রোহীরা, এবং মন্ত্রিসভাকে বলা হয়েছিল অবিলম্বে এগুলিকে সরিয়ে নেবার জন্যে আদেশ দিতে; এবং মন্ত্রিসভাকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল এই বলে যে এটা না করা হ'লে 'পরিণাম হবে গুরুতর, যার জন্যে দায়ী হবেন সুরখাং, লিউসার, শাশুর এবং ঢুঁইছেম্বো।'

জনগণের নেতাদের আবার ডেকে পাঠালেন মন্ত্রিসভা, এবং পরামর্শ দিলেন অবরোধগুলি সরিয়ে নেবার জন্যে, যাতে করে কোনো ছুতো খুঁজে না পান চীনারা আরও উৎপীড়নের। কিন্তু ঠিক ভুল ফল হলো এই পরামর্শের। অবরোধগুলি ভেঙে ফেলতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন নেতারা। তাঁরা বললেন এগুলি রাখা হয়েছে চীনা সৈন্যবাহিনীদের সহরের বাইরে রেখে নরবুলিংকাকে রক্ষা করতে, এবং চীনারা যদি সরাতে চান সেগুলি, তার সুস্পষ্ট মানে হবে যে প্রাসাদ আক্রমণ করতে চান এবং দালাই লামাকে অপহরণ করতে চান তাঁরা। এও বললেন তাঁরা যে ক্যাথিড্রালের সামনে অবরোধ রচনা করছেন চীনারা নিজেরাই এবং একই প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন তাঁরা ঞাবো প্রভৃতি নিজেদের সমর্থকদের বাঁচাবার জন্যে। যদি চীনারা অবরোধ রচনা করতে পারেন ঞাবোকে রক্ষা করবার জন্যে, জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা, লাসার লোকেরা যদি প্রাসাদকে বাঁচায় তাতে আপত্তি করবেন কেন তাঁরা? খুবই দুঃখজনক যুক্তি এটি, কিন্তু চীনা হুকুমকে অন্যভাবে গ্রহণ করতে রাজী ক.া যায়নি নেতাদের; এবং দুর্ভাগ্যদায়ক পরিণতি এই হলো যে আরও সন্দিহান হ'য়ে উঠলেন তাঁরা আমার নিরাপত্তার বিষয়ে, এবং অসম্মত হলেন জনতাকে যেতে বলতে। আরও আপোষবিরোধী হয়ে উঠলো লোকেরা, প্রাসাদের প্রতিরক্ষাকে আরও জোরদার করবার জন্যে নিজেদের মধ্য থেকে ছ'জন সেনাপতি নিযুক্ত করলো তারা, এবং ঘোষণা করলো যে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যাবে না প্রাসাদ যাহাই ঘটুক না কেন তাতে।

এই পরিস্থিতি অত্যন্ত চিন্তায় ফেলেছিল আমাকে; সর্বনাশের দিকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলুম বলে মনে হচ্ছিল আমার। কাজেই জনগণের নেতাদের সঙ্গে নিজেই কথা বলবো বলে স্থির করলুম আমি। ডেকে পাঠালুম তাঁদের, এবং সত্তর জনের সকলেই এসেছিলেন; এবং মন্ত্রিসভা আর অন্যান্য প্রধান কর্মচারীদের সামনে তাঁদের এই কার্যকলাপ থেকে বিরত

থাকবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলুম আমি। তাঁদের বলেছিলুম যে তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আমাকে বাধ্য করেননি চীনা সেনাপতি ; নিমন্ত্রণ পাঠাবার আগে পরামর্শ করা হয়েছিল আমার সঙ্গে এবং অনুমতি দিয়েছিলুম আমি। আমি বলেছিলুম চীনাদের কাছ থেকে কোনো ব্যক্তিগত বিপদের ভয় করি না আমি, এবং এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি তাঁরা যেন না করেন যাতে গুরুতর ফল হতে পারে জনসাধারণের ওপর। তাঁদের আবেগকে আহত করবে এটা তা আমি জানতুম, কিন্তু লাসায় আবার কিছুটা স্বাভাবিক শান্তি ফিরে আসতে পারে এই আন্তরিক ইচ্ছায়ই বলতে বাধ্য হয়েছিলুম আমি নিজে যা অনুভব করেছিলুম।

আমার এই পরামর্শে সন্দেহ প্রকাশ করেননি বা প্রতিবাদ করেন নি নেতারা। মিটিং ত্যাগ করেছিলেন শান্তভাবে এবং একটি অধিবেশন করেছিলেন প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের বাইরে। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে আমার আদেশ অমান্য করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু যদি তাঁদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হয় তা হ'লে আমার কি ঘটতে পারে দীর্ঘ বিতর্ক হয়েছিল এ বিষয়ে। অবশেষে, আমার অভিলাষ পালন করেছিলেন তাঁরা নরবুলিংকার অভ্যন্তরে আর কোনো জনসভা না করে। পরিবর্তে, তাঁরা মিটিং করতেন শোল গ্রামে, পোতালার পাদদেশে, এবং প্রত্যেকটি মিটিংয়ের পরে তাঁদের সিদ্ধান্তের বিবরণী পাঠাতেন আমাকে এবং আমার মন্ত্রিসভাকে। এই সমস্ত রিপোর্টে ছিল তাঁদের পূর্বেকার ঘোষণারই পুনরুক্তি : আমাকে রক্ষা করে যাবেন তাঁরা, এবং চীনাদের যেতেই হবে লাসা এবং তিব্বত ছেড়ে, এবং নিজেদের সমস্ত বিষয় পরিচালনা করতে দিতে হবে তিব্বতীদের।

পরের দু'টি দিন কেটে গেলো এইভাবে। অবস্থা থেকে গেলো অপরিবর্তিত এবং সমস্যা সমাধানের অসাধ্য, কিন্তু যেমন চলছে এভাবে চলতে পারে না পরিস্থিতি। ভালো অথবা মন্দ নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটতে বাধ্য।

ষোলই মার্চ সকালে আমি পেলুম জেনারেল তান কুয়ান-সানের তৃতীয় এবং সর্বশেষ চিঠিখানি, তার উত্তরও দিয়েছিলুম ঐদিনই। পরবর্তীকালে, এই দু'খানা চিঠিই প্রকাশিত করেছিলেন চীনারা। কিন্তু এ-কথা বলেন নি তাঁরা যে ঐ একই খামের মধ্যে জেনারেলের চিঠির সঙ্গে আর একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমাকে ঞাবো। সঙ্কট শুরু হবার পর থেকে মন্ত্রিসভার

কোনো মিটিংয়েই যোগদান করেন নি তিনি; এখন তিনি চিঠি দিয়ে সতর্ক করতে চাইলেন আমাকে যে শান্তির বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন না তিনি। প্রস্তাব করেছিলেন তিনি যে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতিকূল অভিসন্ধিগুলিকে নষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত আমার, সমস্ত সম্পর্ক আমার ছিন্ন করা উচিত জনগণের নেতাদের সঙ্গে। তিনি লিখেছিলেন, তিনি খবর পেয়েছেন যে লোকেদের কুমতলব আছে নরবুলিংকা থেকে আমাকে অপসারিত করার। এ কথা সত্যি হ'লে খুবই বিপজ্জনক হবে আমার পক্ষে, কারণ কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন চীনারা আমার নির্গমনে বাধা দেবার জন্যে; এবং আমি পালালেও, লিখেছিলেন তিনি, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আর কোনও দিনও ফিরে আসতে পারবো না লাসায়। এবং তারপরে আরও লিখেছিলেন তিনি—'পূতচরিত্র আপনি যদি দেহরক্ষিবাহিনীর কয়েকজন বিশ্বাসী অফিসারদের সঙ্গে—অভ্যন্তরবর্তী প্রাচীরের মধ্যে থাকতে পারেন, এবং দখলে রাখতে পারেন স্থানটি, এবং জেনারেল তান্ কুয়ান-সান্‌কে, যদি জানাতে পারেন ঠিক কোন্ বাড়ীটিতে আপনি থাকবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এটা ইচ্ছে করেন যে ক্ষতি করা হবে না এই বাড়ীটির'।

অতএব যেটা আমরা কেবল অনুমান করতুম এাবো সেটা জানতেন যে প্রাসাদ এবং জনতাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন চীনারা—কিন্তু তবুও সেটা করতে চেয়েছিলেন, যদি তা তারা পারতেন, আমাকে হত্যা না করে।

মন্ত্রিসভাকেও তিনি লিখেছিলেন, আমাকে যা লিখেছিলেন প্রায় তারই পুনরাবৃত্তি করে, এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ করে যে মানুষদের সরিয়ে নেওয়া হোক প্রাসাদ থেকে, অথবা অন্ততঃ এটুকু ব্যবস্থা করা হোক যেন তারা প্রাচীরের বাইরে থাকে। তিনি লিখেছিলেন এর যে কষ্ট সে বিষয়ে তিনি অবহিত আছেন, এবং যদি তাঁরা লোকেদের যেতে বাধ্য করতে না পারেন, তাহ'লে তাঁরা যেন প্রাসাদের বাইরে নিয়ে আসেন আমাকে এবং চীনা শিবিরে নিয়ে আসেন আমার নিরাপত্তার জন্যে; এবং ইতিমধ্যে যেন প্রাসাদের একখানি নক্‌শা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যেটিতে আমি ছিলুম সেই অট্টালিকাটির অবস্থান দেখিয়ে এই নক্‌শাটিতে।

জেনারেলের চিঠির জবাব দিয়েছিলুম আমি আগে তাঁকে যেমন লিখেছিলুম মোটামুটি সেইভাবে। তবুও আমার মনে হয়েছিল যে জনগণ

এবং প্রাসাদকে আক্রমণ না করার জন্যে তাঁকে সম্মত করতে হ'লে পালন করতে হবে তাঁরই অনুরোধ। কোন্ বাড়ীটিতে আমি ছিলুম সেকথা জানাইনি তাঁকে। মনে হয়েছিল আমার, যে যতোদিন চীনারা জানতে পারবেন না ঠিক কোন্‌খানে আমি আছি, ততোদিন অন্ততঃ সম্ভাবনা আছে যে গোলাবর্ষণ করবেন না তাঁরা; কিন্তু যদি তাঁদের বলি, তাহ'লে এটা নিশ্চিত যে ধ্বংস হ'য়ে যাবে নরবুলিংকার অন্যান্য অংশ। আবার তাঁকে বলেছিলুম আমি যে যতো শীঘ্র সম্ভব হয় আমি যাবো তাঁর শিবিরে। যাবার ইচ্ছে ছিল না আমার, কিন্তু আশা করেছিলুম আমি যে আক্রমণের হুকুম দিতে দেরী করতে রাজী করানো যাবে এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা এবং সময় মতো সরিয়ে নেওয়া যাবে লোকগুলিকে। এইটিই ছিল সর্বশেষ চিঠি যা আমি লিখেছিলুম তাঁকে।

প্রাসাদের চতুর্দিকের সমগ্র পরিবেশ অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ততোদিনে। আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের বাইরে উত্তেজিত ক্রুদ্ধ জনতার ভীড়। তাদের অধিকাংশেরই হাতে ছিল লাঠি, কোদাল, ছোরা অথবা যে কোনো অস্ত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিল তারা। তাদের মধ্যে ছিল কিছু সৈনিক এবং সীমান্তরক্ষীরা রাইফেল এবং কয়েকটা মেশিন-গান এবং চোদ্দ পনেরটা মর্টারও নিয়ে। সামনা সামনি, ঘুষি কিম্বা তরওয়াল নিয়ে, একজন তিব্বতী বারোটি চীনার সমান; পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় সত্য ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছিল এই প্রাচীন বিশ্বাসটি; কিন্তু এটা ছিল সুস্পষ্ট যে ভারী ভারী সমরোপকরণ চীনারা যা আনতে পারতেন তাদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্যে, তার কাছে শারীরিক শক্তি ব্যর্থ। কার্যতঃ নিজেদের দৃঢ় সঙ্কল্প ছাড়া আর কিছুই ছিল না তাদের আমাকে রক্ষা করবার জন্যে।

কিন্তু আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের ভিতরের দিকে, প্রাসাদের অব্যবহিত প্রাঙ্গণে, নৈশব্দ এবং শান্তি বিরাজ করছিল সব কিছুর মধ্যে। প্রতিকূলতার চিহ্ন ছিল না কোথাও। উদ্যানটি ছিল বরাবর যেমন থাকে। মানুষের বিক্ষোভে নির্বিকার ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে পাখা মেলে; গান গেয়ে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে গাছে গাছে,—তাদের সঙ্গীতধ্বনি মিশিয়ে শিলা-উদ্যানের নিকটবর্তী নির্ঝরের সঙ্গীতের সঙ্গে; পোষা হরিণ, মাছগুলি আর ব্রাহ্মণী হাঁস আর শ্বেত সারস ছিল আগের মতোই শান্ত। বিনা উর্দিতে একদল

আমার দেহরক্ষী জলসেচন করছিলেন তৃণাবৃত জমিতে এবং ফুল বাগিচায়। পরিবেশে তখনও ছিল তিব্বতেরই বৈশিষ্ট্য, যেখানে বহু শতাব্দী ধরে মানুষ খুঁজছে মনের শান্তি এবং ধর্মের মধ্যে দিয়ে উৎসর্গ করেছে নিজেদের দুঃখ এবং দুর্দশা থেকে মুক্তির পথের সন্ধানে।

ষোলই মার্চে খবর আসতে শুরু হলো যে এই শান্তিপূর্ণ স্থানটিকে নষ্ট করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন চীনারা। মন্ত্রিসভাকে সংবাদ দিল জনগণ এবং তারপর আমাকে, যে জেলার সবকটি কামানকে নিয়ে আসা হচ্ছে এমন স্থানে যেখান থেকে সহরটি এবং বিশেষ করে নরবুলিংকা পড়বে লক্ষ্যের মধ্যে। লাসার পূর্বদিকে প্রায় আট মাইল দূরে জলবিদ্যুৎ যন্ত্র স্থাপিত হচ্ছিল যেখানে সেখানকার একজন কর্মী এসে সংবাদ দিলেন যে চারটি পার্বত্য কামান এবং আটাশটি ভারী মেশিন্-গান্, যেগুলি সাধারণতঃ রাখা হতো সেখানে, চোদ্দ তারিখের রাত্রে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লাসায় বহু ট্রাক্ বোঝাই চীনা সৈন্যের রক্ষণাধানে। লাসা থেকে পনের মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত বোম্‌টুর একজন জেলা আধিকারিক বলেছিলেন আমাদের যে কুড়িটি ভারী কামান পাঠান হয়েছে সহরের দিকে। তের তারিখ সন্ধ্যায়, আবার পনের তারিখেও প্রাসাদের উত্তর প্রবেশপথের সন্নিকটে দেখা গিয়েছিল দু'টি বিরাট চীনা সামরিক গাড়ি, প্রত্যেকটিতে তিনজন করে সৈনিক, চারিদিকের মা[illegible] নিচ্ছিলেন যন্ত্রের সাহায্যে। যখন তাঁরা দেখলো যে লোকেরা লক্ষ্য করছে তাড়াতাড়ি তাঁরা চলে গেলেন গাড়ী চালিয়ে, এবং জনগণের রক্ষিদল যারা দেখেছিলেন তাঁদের, সহসা এই সিদ্ধান্ত করে নিল যে প্রাসাদের ওপর ভারী কামান থেকে বোমা বর্ষণ করবার জন্যে মাপ নিচ্ছিলেন তাঁরা। রাত্রিতে একশটি নতুন চীনা ট্রাককে দেখা গিয়েছিল আস্তে আস্তে পোতালার দিকে যেতে, এবং সেখান থেকে চীনা শিবিরে। পরের দিন সকালে বেসামরিক পোশাকে পনের কুড়িজন চীনাকে দেখা গেলো টেলিগ্রামের খুঁটির ওপরে বাহ্যতঃ তার মেরামত করতে, কিন্তু লোকেরা সিদ্ধান্ত করে নিলে যে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব নির্ধারণ করবার জন্যে সঙ্কেত নেওয়া হচ্ছে আরও। গোলন্দাজ বাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না আমাদের দেশবাসী এবং তারা ভুল করেছিল হয়তো, কিন্তু বিশ্বাস করেছিল তারা এইটিই। এই সমস্ত

মন্তব্য ছাড়াও, চীন থেকে হাওয়াই জাহাজে নতুন নতুন সৈন্যবাহিনী এসে পৌঁছাচ্ছে এ-গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। ষোল তারিখ রাত্রি নাগাদ নিঃসন্দেহ হলো লোকেরা যে প্রাসাদের ওপরে চীনারা গোলাবর্ষণ করলো বলে. এবং এ-বিপদ আসতে পারে পূর্বাহ্নে সতর্ক না করে যেকোনো মুহূর্তে। আতঙ্কের অবস্থায় উঠেছিল তাদের এই ভাবাবেগ, কিন্তু তবুও তারা যাবে না প্রাসাদ ছেড়ে, পরিত্যাগ করবে না এটিকে এবং আমাকে। কর্তৃত্বের ভার ছিল যাঁদের ওপর তাঁরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করেছিলেন এদের শান্ত করতে, কিন্তু চীনাদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ ছিল নিয়ন্ত্রণের অসাধ্য। জনতার পক্ষে এবং আমার মন্ত্রীদের আর আমার পক্ষেও সেটি ছিল অত্যন্ত অশান্তির রাত্রি, এবং ঘুমুতে পারিনি কেউই আমরা।

সকালবেলা, বহু গুজব উদ্ভূত হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে তখনও, এবং মনে হচ্ছিল যে ধ্বংস আসন্ন। আমার এবং আমার মন্ত্রিসভার মনে হচ্ছিল যে অবস্থা সম্পূর্ণ নৈরাশ্যজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি মিটিং ডাকলুম আমরা। একটি মাত্রই বিষয় বিবেচ্য ছিল সেখানে : কি করে আমরা ব্যাহত করতে পারি প্রাসাদের ধ্বংস এবং তার চতুষ্পার্শ্বের হাজার হাজার মানুষের গণহত্যা? এই সিদ্ধান্তই করতে পারলুম আমরা যে আর একবার আবেদন করা হোক চীনা জেনারেলের কাছে জনতাকে বিতাড়িত করবার জন্যে বলপ্রয়োগ করা যেন না হয়, বরং অপেক্ষা করতে যতোদিন না মন্ত্রিসভা আবার শান্তভাবে তাদের স্থান ত্যাগে সম্মত করতে পারেন। অতএব মন্ত্রিসভা তাড়াতাড়ি এই মর্মে একখানা চিঠি লিখলেন ঞাবোকে। তাঁরা লিখলেন যে নির্বোধের মতো এবং আবেগের প্রভাবে কাজ করে চলেছে জনগণ, কিন্তু একদিন যে তারা প্রাসাদ ছেড়ে যেতে রাজী হবে সে বিষয়ে আশা আছে এখনও। এবং আরও প্রস্তাব করলেন তাঁরা যে চীনা শিবিরে আমাকে নিয়ে যাবার ব্যাপারে তাঁদের যেন সাহায্য করেন ঞাবো। আভাস দিয়েছিলেন তাঁরা যে খুবই কঠিন হবে এটা, কারণ প্রাসাদের চারিপাশের সমগ্র অংশ রয়েছে জনগণের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু তাঁরা লিখেছিলেন যে সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন তাঁরা। চিঠির সঙ্গে একটি বিশেষ সঙ্কেত লিপি পাঠিয়ে দিলেন তাঁরা এবং ঞাবোকে বললেন জবাবে ঐটিই ব্যবহার

করতে, কারণ প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে জনগণের রক্ষিদল যে সব চিঠি তাদের হাতে এসে পড়ে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করেছে তারা। ঐ চিঠির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, অবশ্য, জেনারেলকে খুশী করা। বাস্তবিকই, চীনা শিবিরে যাওয়াটা একেবারে অসম্ভব ছিল আমার পক্ষে। সত্যিই আমি ইচ্ছুক ছিলুম ওখানে যেতে এবং চীনাদের অনুকম্পার উপর নিজেকে ছেড়ে দিতে যদি তা দিয়ে নিবারণ করা যেতো আমার দেশবাসীর ধ্বংস; কিন্তু কিছুতেই আমাকে তা করতে দিতো না লোকেরা।

খুব মুশ্‌কিলই ছিল চিঠিটা পাঠানো, কারণ সতর্ক ছিল জনগণের প্রহরীরা এবং কোনো অফিসারকে যেতে দিচ্ছিল না তারা প্রাসাদ ছেড়ে। কিন্তু মন্ত্রী শাশুরের একজন পরিচারক সক্ষম হয়েছিল বাইরে যেতে, বাজার করতে সহরে যাচ্ছে এই ছুঁতো করে, এবং কোনো রকমে ঞাবোকে চিঠিটা দিতে এবং তার জবাব নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল সে। এই জবাবটা ছিল একটা সংক্ষিপ্ত মার্জিত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র। তিনি লিখেছিলেন আমাকে চীনা শিবিরে নিয়ে যাওয়া হোক—মন্ত্রিসভার এই প্রস্তাবে খুশী হয়েছেন তিনি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরে বিস্তারিত জবাব দেবেন বলে; কিন্তু সব শেষ হয়ে গেলেও সে-জবাব আর আসেনি কোনো দিন।

সেই দিনই বেলা চারটে নাগাদ, মন্ত্রীদের সঙ্গে যখন আমি আলোচনা করছিলুম ঞাবোর জবাবটা নিয়ে, সেই সময় আমরা শুনলুম খুব নিকটেরই একটি চীনা শিবির থেকে দু'টি ভারী কামানের গোলা বর্ষণের গুরু গর্জন; এবং আরও শুনলুম উত্তর প্রবেশপথের বাইরে একটা জলা ভূমিতে গোলা নিক্ষিপ্ত হওয়ার শব্দ।

এই দুটি বিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণে চরমে উঠলো জনতার আতঙ্ক এবং ক্রোধ। কেন যে গোলাবর্ষণ করা হয়েছিল কোনো দিনও দেওয়া হয়নি তার কৈফিয়ৎ; কিন্তু শুনেছিল যারা তারা শুধু এই কথাই ভাবতে পেরেছিল যে শুরু হয়েছে আক্রমণ এবং প্রাসাদই হচ্ছে লক্ষ্য। প্রাসাদের মধ্যে প্রত্যেকেই অনুভব করেছিল মৃত্যু আসন্ন, এবং কঠোর একটা কিছু করতেই হবে আর বিলম্ব না করে,—কি করা উচিৎ কেউই স্থির করতে পারেনি তা।

আমাকেই খুঁজতে হয়েছিল এর উত্তর এবং সিদ্ধান্ত, কিন্তু জগতের ব্যাপারে আমার যা অভিজ্ঞতা তা নিয়ে সহজ ছিল না সেটা, মৃত্যুভয় আমার

নেই। চৈনিক আক্রমণের বলি হ'তে ভয় পাইনি আমি। আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি আমি যে আমার কঠোর ধর্ম-শিক্ষা যথেষ্ট শক্তি দিয়েছে আমাকে নির্ভয়ে আমার এ-দেহ ছেড়ে যাবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হ'তে। অনুভব করেছিলুম তখন, সর্বদা অনুভব করে থাকি, আমি একটি মরণশীল প্রাণী এবং আমার প্রভুর অমর আত্মার একটি যন্ত্র, এবং নশ্বর দেহের অবসান বিরাট একটা কিছু নয়। কিন্তু আমি জানতুম আমার দেশবাসী এবং আমার সরকারের অফিসাররা আমার এ-অনুভূতির অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। দালাই লামার দেহটি ছিল তাঁদের কাছে মূল্যবান। তাঁরা বিশ্বাস করতেন তিব্বত এবং তিব্বতীয় জীবনধারার প্রতীক ছিলেন দালাই লামা, যেকোনো বস্তুর চেয়ে তাঁদের কাছে মূল্যবান, ছিল যেটি। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে চীনাদের হাতে যদি ধ্বংস হয় আমার এই দেহ, অবসান হবে তিব্বতের জীবনও।

কাজেই যখন মৃত্যুর সঙ্কেত ধ্বনিত করেছিল চীনা কামানগুলি, প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি কর্মচারীর এবং চতুষ্পার্শ্বে বিরাট জনতার প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের মনে প্রথম চিন্তাই হয়েছিল আমার জীবনকে বাঁচাতে হবে যে করেই হোক এবং প্রাসাদ আর সহর ছেড়ে যেতে হবে আমাকে অবিলম্বে। সামান্য ব্যাপার ছিল না, ঝুঁকি ছিল খুব মনস্থির করা : তিব্বতের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল এটির ওপর। নির্গমন যে বাস্তবিকই সম্ভব হবে স্থিরতা ছিল না তারও : সম্ভব হবে না বলেই আমাদের জানিয়েছিলেন এাবো। লাসা থেকে যদি পালিয়ে যাই, কোথায় যাবো আমি, আর কি করেই বা পৌঁছুবো আমার আশ্রয় স্থলে? সর্বোপরি, যদি আমি চলে যাই, এই পবিত্র নগরী কি ধ্বংস করবে চীনারা এবং ধ্বংস করবে আমার দেশবাসীদের? অথবা আমি চলে গেছি এ-খবর শুনে কি প্রাসাদের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে আমার জনগণ, আর হয়তো বেঁচে যাবে কিছু জীবন? আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল উত্তরের অসাধ্য এই প্রকারের প্রশ্ন। সবই কিছু অনিশ্চিত ছিল শুধু আমার দেশবাসীর একটি চিন্তা ছাড়া যে কি করে সরিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে চীনা ধ্বংসলীলার উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জনগণের হত্যা শুরু হবার আগে। এইটিই ছিল আমার একমাত্র নিশ্চিত পার্থিব পথ-নির্দেশক আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে : যদি থাকাই স্থির করি আমি তাহ'লে দুর্দশা

আরও বাড়াবো আমার দেশবাসীর এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের। যাওয়াই স্থির করলুম আমি। এ-কথা না বললেই চলে যে পথ নির্দেশের জন্যে প্রার্থনা করেছিলুম আমি এবং পেয়েছিলুম তা।

এ-যাত্রা কোথায় নিয়ে যাবে আর কি ভাবেই বা এর শেষ তা জানতুম না আমরা, কিন্তু ঘনিষ্ঠ ছিল যারা সকলেই তারা যেতে চাইলো আমার সঙ্গে : আমার মন্ত্রিসভার চারজন সদস্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, আমার গৃহশিক্ষকরা, আমার ব্যক্তিগত কর্মচারীরা, আমার দেহরক্ষিরা এবং, অবশ্য, আমার পরিবারের ঘনিষ্ঠ মানুষরা। গোলমাল শুরু হবার সময় নরবুলিংকায় এসে পৌঁছেছিলেন আমার মা এবং সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাইকে, যে ভাই পুনর্জন্ম লাভ করেছিল মৃত্যুর পর দু' বছর বয়েসে। আমার বড় দিদি, আমার দেহরক্ষিবাহিনীর সেনাপতি কুসাং দেপন্‌কে বিয়ে করেছিলেন যিনি, তিনিও ছিলেন সেখানে। আমায় দুটি দাদা তখন ছিলেন আমেরিকায়, এবং অন্যজন ছিলেন ভারতে; এবং আমার ছোট বোনও ছিলেন দার্জিলিংয়ের একটি স্কুলে।

অতএব বেশ একটা বড় দলই হবে এটা, এবং আরও বেশীলোকের সাহায্য দরকার ছিল আমাদের; তবুও খুব গোপন রাখতে হয়েছিল এটা, শুধু চীনাদের কাছ থেকে নয় বাইরের বিরাট জনতার কাছ থেকেও। প্রত্যেকেই সন্দেহ করছিল চীনা গুপ্তচর থাকতে পারে হয় তো ঐ জনতার মধ্যে; এবং তাছাড়া, জনতা যদি জানতে পারতো যে আমি যাচ্ছি, তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক হয়তো আমার অনুসরণ করতো আমাকে রক্ষা করবার জন্যে, এবং নিশ্চয়ই তাদের দেখতে পেতো চীনারা এবং অবিলম্বে শুরু হয়ে যেতো ধ্বংসলীলা।

আমি এবং আমার মন্ত্রীরা পরামর্শ করেছিলুম জনগণের নেতাদের সঙ্গে, এবং তাঁরা তৎক্ষণাৎই সম্মত হয়েছিলেন য এটা করতে হবে জনগণকে না বলে—যাবা নেতারূপে নির্বাচন করেছিল তাঁদের। অতি উত্তম সহযোগিতা পেয়েছিলুম। একখানা চিঠিও লিখেছিলুম তাঁদের, এবং নরবুলিংকায় রেখে গিয়েছিলুম সেটি এই নির্দেশ দিয়ে পরদিন যেন এটি পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁদের কাছে। এই চিঠিতে তাঁদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলুম আমি আবার যে আক্রান্ত না হ'লে যেন গুলিবর্ষণ না করেন তাঁরা, এবং প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলুম তাঁদের যে আরও বিস্তারিত নির্দেশ আমি পাঠাবো তাঁদের যখনই আমি দূরে যেতে পারবো প্রত্যক্ষ বিপদ এবং বর্তমান অবস্থার নিয়ন্ত্রণ থেকে।

অপ্রয়োজনীয় কোনো জিনিস সঙ্গে নেবার সময় ছিল না আমাদের : ভোর হবার আগেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে লাসা থেকে অনেক দূরে। মন্ত্রীদের সঙ্গে ছিল আমার সরকারী সীলমোহর এবং মন্ত্রিসভার সীলমোহর এবং কিছু কাগজপত্র যা থেকে গিয়েছিল নরবুলিংকায়। অধিকাংশ কাগজপত্রই ছিল মন্ত্রিসভাব দফতরে কিম্বা পোতালায় এবং ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল সেগুলিকে। ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলিও তাই। যা নিতে পেরেছিলুম তা হচ্ছে দু' একটি লামাদের পরিধেয় পোশাক। কোষাগারে যেতে পারি নি আমরা অর্থের জন্যে কিম্বা পোতালায় কোনো মণিজহরৎ ধনসম্পদের জন্যে—অপরিমেয় যেসব জিনিস উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলুম আমি।

ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়াই স্থির করেছিলুম আমরা। প্রথম অপরিহার্য ব্যাপার ছিল নদী পার হওয়া। নরবুলিংকা এবং চীনা শিবির —দু'টিই ছিল উত্তর তীর ঘেঁষে,এবং পালাবার সুযোগ যা ছিল তা শুধু দক্ষিণ তীর দিয়ে।

একটি মঠের জনৈক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং তাঁকে পাঠানো হলো নদী পার হতে এবং ঘোড়ার আর পথ প্রদর্শকের ব্যবস্থা করতে ওপারে। প্রায় শ' খানেক সৈন্য নিয়ে তিব্বতী ফৌজের দ্বিতীয় স্থল-বাহিনীর সেনাপতি দোরজি ডাডুল বেরিয়ে পড়লেন প্রহরা দিতে নরবুলিংকার দক্ষিণ-পূর্বে একটি স্থানে যেখানে নদীটি ছিল অপ্রশস্ত এবং অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃতভাবে সহজ। এবং প্রথম দিকেই প্রায় আকস্মিক দুর্ঘটনায় শেষ হতে বসেছিল সমগ্র পরিকল্পনাটা। এই সমস্ত লোকেরা মাত্র আধমাইল এগিয়েছে এমন সময় লক্ষ্য করলো তারা একটি চীনা টহলদারী সৈন্যদল, একই স্থানে যাচ্ছে বলে মনে হলো। তৎক্ষণাৎ ব্রেন্‌গান্ তুলে ধরলো তারা এবং গুলি ছুঁড়লো পাঁচবার। উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেল এতে এবং অবস্থাটা বেঁচে গেল এটাতে। চীনারা জানতো সশস্ত্র খাম্‌পারা রয়েছে নদীর কাছাকাছি, এবং অন্ধকারে তারা দেখতে পায় নি

তিব্বতীদের দলের আয়তন কিম্বা প্রকৃতি; কাজেই নিরাপত্তার জন্যে তারা পশ্চাদপসরণ করেছিল তাদের শিবিরে—খুবই অল্প দূরে অবস্থিত ছিল যেটি।

সমস্ত কিছু যখন প্রস্তুত, আমি গিয়ে ঢুকলুম মহাকালের মন্দিরে। যখনই আমি দীর্ঘদিনের যাত্রায় বেরিয়েছি, বিদায় নেবার জন্যে আমি সর্বদা গিয়েছি ঐ মন্দিরে। ভিক্ষুরা তখনও ছিলেন সেখানে তাঁদের বিরামহীন প্রার্থনায় রত, জানতেন না তাঁরা যে এখুনি কি ঘটতে চলেছে; কিন্তু একটি উত্তরীয় নিবেদন করলুম আমি বেদীর ওপর বিদায় সম্ভাষণের প্রতীক হিসেবে। আমি জানতুম হয়ত তাঁরা ভাববেন কেন এটা করলুম আমি, কিন্তু এটাও আমি জানতুম যে কোনো দিনও তাঁরা প্রকাশ করবেন না তাঁদের এই বিস্ময়।

মন্দির থেকে বেরিয়েই আমার দেখা হলো আমার গৃহস্থালীর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, প্রধান সরকারী মঠাধ্যক্ষ এবং কুসাং দেপনের সঙ্গে। তত্ত্বাবধায়ক এবং মঠাধ্যক্ষ ইতিমধ্যেই সজ্জিত হয়েছিলেন সাধারণ অযাজকীয় মানুষের পোশাকে। যখনই তাঁরা বাইরে বেরুতেন অনেক দিনের জন্যে সেই সময়েই পরতেন এই পোষাক, কিন্তু আগে কোনো দিনও তাঁদের দেখিনি আমি এই পোশাকে। আমরা স্থির করেছিলুম দশটার সময় আমরা মিলিত হবো আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের প্রবেশ পথে। ঘড়ি মিলিয়ে নিলুম আমরা সকলে। তারপরে গেলুম অন্যান্য মন্দিরে এবং পবিত্র ব'লে ঘোষণা করলুম সেগুলিকে, এবং তারপর ফিরে এলুম আমার ঘরে এবং অপেক্ষা করতে লাগলুম সেখানে একা।

আমি যখন অপেক্ষা করছিলুম সময়টির জন্যে আমি জানতুম সে সময় বেরিয়ে পড়বেন আমার মা, আমার ভগ্নী আর আমার ছোট ভাইটি; আমরা ঠিক করেছিলুম যে এঁরা আগেই যাবেন। আমাদের বাকী ক'জনের চেয়ে এঁদের পক্ষে প্রাসাদ ত্যাগ করা সহজ কারণ, এঁরা থাকতেন আভ্যন্তরীণ পীত প্রাচীরের বাইরে। খাম্‌পা পুরুষের পোশাকে সজ্জিত হবার কথা ছিল আমার মায়ের এবং ভগ্নীর। এর পরেই যাবার কথা ছিল আমার; এবং মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের, আমার গৃহশিক্ষকদের এবং আরও অন্যান্য কয়েকজনের যাবার কথা তৃতীয় এবং সর্বশেষ দলে।

একটি সৈনিকের পোশাক এবং লোমের টুপি রাখা হয়েছিল আমার

জন্যে, এবং সাড়ে ন'টা নাগাদ আমি ভিক্ষুর পোশাক ছেড়ে পরলুম সেগুলি; এবং তারপর এই অনভ্যস্ত পোশাকে শেষ বারের মতো প্রবেশ করলুম আমার প্রার্থনা কক্ষে। আমার নিজস্ব আসনটিতে উপবেশন করলুম আমি সামনে পড়ে থাকা প্রভু বুদ্ধের বাণীর গ্রন্থটি খুললুম আমি, এবং মনে মনে পড়ে যেতে লাগলুম সেটি, এসে থামলুম একটি স্থানে যেখানে প্রভু বুদ্ধ বলছেন তাঁর শিষ্যকে বিশেষ সাহসী হ'তে। তারপর বইটি বন্ধ করলুম আমি, পবিত্র ব'লে ঘোষণা করলুম কক্ষটিকে, এবং নির্বাপিত করলুম প্রদীপগুলি। যখন আমি বাইরে এলুম, সমস্ত চাঞ্চল্য নিষ্কাশিত হয়ে গেছে আমার মন থেকে। বুঝতে পারছিলুম আমি পেটা মাটির মেঝের ওপর আমার রূঢ় পদধ্বনি, এবং নীরবতার মধ্যে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ।

আমার গৃহের অন্দরের দরজায় একটি মাত্র সৈনিক এসে অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে, এবং আর একটি সদর দরজায়। তাদের একজনের কাছ থেকে একটি রাইফেল নিলুম আমি এবং আমার ছদ্মবেশকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে ঝুলিয়ে নিলুম আমার কাঁধে। আমাকে অনুসরণ করতে লাগলো সৈনিকরা, এবং হাঁটতে লাগলুম আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্য দিয়ে—আমার জীবনের কতো সুখস্মৃতি ভ'রে ছিল সেখানে।

উদ্যানের প্রবেশ পথের এবং আভ্যন্তরীণ প্রাচীরের প্রবেশ দ্বারের প্রহরীদের চ'লে যেতে বলেছিলেন কুসাং দেপন। প্রথম প্রবেশপথে দেখা করলেন তিনি আমার সঙ্গে, এবং আমার অন্য দু'জন সঙ্গীদের সঙ্গে দ্বিতীয় দ্বারে। মহাকাল-মন্দিরের কাছে পবিত্র পাঠাগারের পাশ দিয়ে যাবার সময় অনাবৃত করলুম আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় এবং বিদায় সম্ভাষণে। প্রমোদ উদ্যান পার হ'য়ে বাইরের প্রাচীরের গেটের দিকে এগিয়ে চললুম আমরা একত্রে. মঠাধ্যক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক এবং আমার দেহরক্ষিবাহিনীর সেনাপতি সম্মুখে, এবং আমি আর অন্য দুজন সৈনিক তাঁদের পশ্চাতে। চশমা খুলে ফেললুম আমি এই ভেবে যে ওটি না থাকলে হয়তো কঠিন হবে লোকদের পক্ষে আমাকে চেনা।

বন্ধ ছিল গেটটা। এগিয়ে গেলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রহরীদের বললেন—পরিদর্শনের জন্যে সফরে বেরিয়েছেন তিনি। অভিবাদন করলো তারা তাঁকে এবং খুলে ফেললো প্রকাণ্ড তালাটা।

আমার জীবনে কেবলমাত্র আর একবার, ন' বছর আগে যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইয়াটুংয়ে, আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা ছাড়া আমি বেরিয়েছিলুম নরবুলিংকার গেটের বাইরে। যখন সেখানে পৌঁছুলুম, অস্পষ্ট দেখলুম অন্ধকারের মধ্যে আমার জনগণ দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তখনও দেখছে এদিকে ; কিন্তু কেউই লক্ষ্য করলো না এই সামান্য সৈনিকটিকে, এবং বিনা প্রতিবাদে এগিয়ে চললুম আমি অজ্ঞাত অন্ধকার পথের দিকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নির্গমন

নদীতে যাবার পথে একটি বিরাট জনতাকে অতিক্রম করেছিলুম আমরা, এবং তাদের নেতাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে থেমেছিলেন আমার তত্ত্বাবধায়ক। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে সেরাত্রে পালিয়ে যাবো আমি, সমস্ত জনতা অবশ্য জানতো না সেকথা। যখন তাঁরা কথা বলছিলেন, আমি অপেক্ষা করছিলুম সেখানে দাঁড়িয়ে, চেষ্টা করছিলুম একটি সৈনিকের মতোই যাতে আমাকে দেখায়। গাঢ় অন্ধকার ছিল না তখন, কিন্তু চশমা না থাকায় ভালো দেখতে পাচ্ছিলুম না আমি, এবং বলতে পারি না লোকেরা কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে দেখছিল কি না। কথাবার্তা শেষ হওয়াতে খুশী হলুম আমি।

নদী তীরে পারাপারের জায়গার ঠিক ওপরে এসে পৌঁছুলুম আমরা এবং নেমে যেতে হলো কৃষ্ণবর্ণ গুল্মের ঝোপ ইতস্তত: ছড়ানো রয়েছে যে শ্বেত বালুতটে তারই ওপর দিয়ে। মঠাধ্যক্ষ ছিলেন দীর্ঘদেহধারী পুরুষ, এবং একটি প্রকাণ্ড তলোয়ার সঙ্গে নিয়েছিলেন তিনি, এবং সেটা দিয়ে ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত; অন্তত: প্রত্যেকটি ঝোপের কাছে এসে খুব ভয় দেখাবার ভঙ্গী করছিলেন তিনি। কিন্তু শত্রু লুকিয়ে ছিল না তার কোনোটির মধ্যেই।

ছোট ছোট চামড়ার পানসীতে করে পার হলুম আমরা। নদীর ওপারে দেখা হলো আমার পরিবারের লোকদের সঙ্গে, এবং আমার মন্ত্রীরা এবং গৃহশিক্ষকরাও আমাদের ধরে ফেললেন সেখানে; একটি ট্রাকে তেরপলের তলায় লুকিয়ে নরবুলিংকা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। তিনজন দলপতি সহ প্রায় ত্রিশজন খাম্‌পা সৈনিক অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে: তাঁরা হচ্ছেন কুংগা সামদেঁ, তেম্‌বা থাগে আর মাত্র কুড়ি বছর বয়েসের অত্যন্ত সাহসী ছেলে নাম ওয়াংচু ছিরিং। আর একটি ছেলে নাম লোবসাং হিসে সেও ছিল ওখানে: যেসব ছেলেদের স্কুলে পড়বার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পিকিংয়ে এ-ছেলেটি ছিল তাদেরই একজন কিন্তু যে পাঁচ

বছর ছিল সে সেখানে বরাবরই প্রতিবাদ করে এসেছে চীনা মতবাদ তাদের দীক্ষিত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়েছিল ছেলেটি দু'দিন পরে।

উত্তরীয় বিনিময় করেছিলুম আমরা এই দলপতিদের সঙ্গে। ঐ অবস্থায় যতদূর সম্ভব সমস্ত কিছুরই ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা। মঠের তত্ত্বাবধায়ক ঘোড়ার যোগাড় করে রেখেছিলেন আমাদের সকলের জন্যে, যদিও ভাল জিন যোগাড় করতে পারেন নি তিনি। চাপা গলায় তাড়াতাড়ি পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে রওনা দিলুম আমরা দেরী না করে। খুবই বিপদসঙ্কুল হবার সম্ভাবনা ছিল প্রথম কয়েক মাইল।

কোনো রাস্তা ছিল না সেখানে, ছিল শুধু একটি সংকীর্ণ পাথুরে পায়ে-চলা পথ নদীর কিছু ওপরে পাহাড়টিকে ঘিরে। দক্ষিণ দিকে দেখতে পাচ্ছিলুম আমরা চীনা শিবিরের আলো। আমরা ছিলুম লক্ষ্যের মধ্যেই, এবং নীচে নদীর অন্ধকার তীরে কিভাবে যে পাহারাদার সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে বলা যায় না তা। আরও কাছে, একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে গেলুম আমরা যেখানে রাত্রিতেও অনবরত ট্রাকে করে যাচ্ছিল চীনারা খাত থেকে পাথর সংগ্রহ করবার জন্যে: একটি ট্রাক যদি এদিকে আসতো তার হেড্‌লাইটে ধরা প'ড়ে যেতুম আমরা। পথটা প্রায় দেখা যাচ্ছিল না ঘোড়ায় চেপে যখন যাচ্ছিলুম আমরা এটির ওপর দিয়ে। পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের নালের আওয়াজটা মনে হচ্ছিল খুব জোর। মনে হলো পাহারাদাররা হয়তো শুনে ফেলতে পারে, কিন্তু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। পথ হারিয়ে ফেলেছিলুম আমি একবার, এবং ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার ফিরে যেতে হয়েছিল পেছনে। তখন দেখলুম আমাদের পেছনে মশালের কম্পিত শিখা, এবং অল্প কিছুক্ষণের জন্যে মনে হয়েছিল যেন আমাদের পেছনে পেছনে আসছে চীনারা। কিন্তু এরা ছিল তিব্বতীয় সৈনিক আমাদের দলের অন্য কয়েকজনকে নিয়ে আসছে পথ দেখিয়ে ভুল পথে চলে গিয়ে একবারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল তারা।

আমরা সকলেই কিন্তু ভালভাবেই পার হয়ে গিয়েছিলুম বিপজ্জনক স্থানটি, এবং মাইল তিনেক নীচে নদীর তীরে মিলিত হয়েছিলুম আমরা আবার। এই জায়গাটার নীচে নদীটি ছিল এতো অগভীর যে ট্রাকে করে

পার হওয়া যেতো, চীনাদের যদি সতর্ক করে দেওয়া হতো তাহ'লে তারা হয়তো নদীর অন্য পারে চলে যেতো মোটরে করে এবং আমাদের বাধা দিত সেখানে। কাজেই একজন অফিসার এবং কয়েকজন সৈনিককে আমরা রাখলুম পশ্চাদ্ভাগরক্ষী হিসেবে। বাকি সকলে আমরা ঘোড়ায় চ'ড়ে এগিয়ে চললুম অবিচলিতভাবে, সহর থেকে দূরে, শ'স্ত নির্জনে গ্রামাঞ্চলের দিকে।

অনেক দূর পর্যন্ত কোনো জীবনের চিহ্ন দেখিনি আমরা। কিন্তু একটি কুকুর ডেকে উঠলো ভোর তিনটে নাগাদ, এবং সামনে একটি বাড়ী দেখতে পেলুম আমরা। আমার তত্ত্বাবধায়ককে আমি পাঠিয়ে দিলুম এগিয়ে গিয়ে দেখে আসতে কোন্ জায়গায় এসেছি আমরা, আর ঐ বাড়ীটির মালিক কে। জানলেন তিনি স্থানটির নাম নামগিয়ালাং : মালিক একজন সরল সদাশয় ব্যক্তি, এবং আমাদের সহযাত্রী রক্ষীদলের দু'জন ইতিমধ্যে সেখানে গিয়েছিল তাঁকে সতর্ক করে আসতে যে একজন বিশিষ্ট অতিথিকে আশা করতে পারেন তিনি। আমিও খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম ততক্ষণে, এবং অল্প কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম করেছিলুম আমি সেখানে। এটি ছিল বহু সাধারণ তিব্বতী গৃহের প্রথমটি যেগুলির মালিকরা কেউ জেনে কেউ বা না জেনে যে আমি কে, নিজেদের সম্ভাব্য বিপদের কথা চিন্তা না করে আশ্রয় দিয়েছিলেন আমাকে। প্রশংসনীয় কুড়ি বছর বয়েসের খাম্পা নেতা ওয়াংচু ছিরিং ওখান থেকে চলে গেলেন তাঁর চারশ' লোক নিয়ে প্রহরা দেবার জন্যে —নদীর ওপার থেকে যাতে না আক্রমণ করা যায়। ইতিমধ্যেই তিনি দু' তিন শ' আরও খাম্পাদের নিযুক্ত করেছিলেন আমাদের যাওয়ার পথটাকে আক্রমণ হইতে বাঁচাবার জন্যে।

নরবুলিংকা ছাড়ার পর থেকে, এবং যাত্রার এই কষ্টকর প্রথম অংশে কোনো সময়েই সোজা ভারতবর্ষে আসার কথা ভাবিনি আমি; তখনও ভাবছিলুম তিব্বতের কোনো একটি স্থানে থেকে যেতে পারবো আমি। যাই হোক না কেন, লাসা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতবর্ষে আসার যে রাস্তা আছে তার কোনো একটি দিয়ে আসাতো চিন্তার বহির্ভূত, কারণ সেগুলি অবশ্য সুরক্ষিত ছিল চীনাদের দ্বারা। তার পরিবর্তে আমরা এগুলুম লাসা থেকে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পূর্বে। ঐদিকে ছিল বহু পর্বতমালা,

কোনো রাস্তা নেই সেখানে, যেখানে কোনো ক্রমেই প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল চৈনিক সেনাবাহিনীর পক্ষে, এবং প্রায় অভেদ্য এই অঞ্চলটিই ছিল খাম্‌পাদের এবং অন্যান্য তিব্বতীদের যারা যোগ দিয়েছিল এদের সঙ্গে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে, তাদের অন্যতম সুরক্ষিত আশ্রয়। এই পর্বতমালার বুকের ওপর থেকে, হিমালয়ের প্রধান সারিগুলির ওপর দিয়ে বহু পায়ে-চলা পথ গিয়ে পৌঁচেছে সীমান্তে এবং নেমে গেছে ভুটান রাজ্যে আর ভারতবর্ষে। বহু শতাব্দী ধরে এই পথগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তিব্বতী এবং ভুটিয়া ব্যবসায়ীদের দ্বারা, যাতে করে—যদি আরও বিপদ এসে পড়ে পশ্চাদপসরণ করার একটা উপায় থাকবে আমাদের।

কিন্তু পর্বতগাত্রে এই সম্ভাব্য আশ্রয় স্থলে পৌঁছুবার আগে আমাদের পার হ'তে হবে প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র নদী, তিব্বতে যেটিকে বলা হয় চাং-পো, এবং এই নদীতে পৌঁছুবার আগে, আমাদের অতিক্রম করতে হবে একটি গিরিপথ ছে-লা। একটি বিপদ ছিল যে চীনারা যদি বুঝতে পারে যে চলে গেছি আমি তাহ'লে তারা পাহারার ব্যবস্থা করবে চাং-পোর ধারে ধারে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় এগিয়ে গিয়ে এটি পার হতে হবে আমাদের।

সকালে আটটা নাগাদ ছে-লার পাদদেশে পৌঁছলুম আমরা, এবং খানিক-ক্ষণ থেমেছিলুম সেখানে চা পান করবার জন্যে। পূর্বদিকে পাহাড়ের চূড়ার ওপর সূর্য উঠেছে সবেমাত্র, এবং সোনায় ভরিয়ে দিচ্ছে পিছনের সমতল ভূমি, কিন্তু তখনও আমরা ছিলুম পর্বতের ছায়ার মধ্যে, এই গিরিপথে আসবার জন্যে দীর্ঘ চড়াই আরোহণ করতে শুরু করেছিলুম যখন। পথটি ছিল রুক্ষ এবং ক্লান্তিকর, এবং হিমরেখার অনেক ওপর দিয়ে আসতে হয়েছিল আমাদের; কিছু কিছু অশ্ব এবং অশ্বতর পিছিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু আমাদের উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলেছিলেন একটি বৃদ্ধ নাম টাসি নরবু—পর্বত আরোহণের সময় আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন যিনি এবং একটি সুন্দর ধব্‌ধবে সাদা ঘোড়া দিতে চেয়েছিলেন আমাকে। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলুম আমি, এবং সুখী হয়েছিলেন আমার দলের লোকেরা, কারণ এই প্রকারের উপহারকে শুভ লক্ষণ বলে মনে করে তিব্বতীরা।

ছে-লা'র অর্থ হচ্ছে বালুপথ, এবং পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করার পর আমরা পেলুম বালুকাময় কষ্টকর ঢালু স্থান, আমরা দৌড়ে নেমে যেতে পেরেছিলুম যেটা, ঘোড়াগুলিকে রেখে এসেছিলুম আমাদের অনুসরণ করবার জন্যে ঘোরানো পথ ধরে, কিন্তু তিন চার ঘণ্টা লেগেছিল আমাদের এই গিরিপথটি অতিক্রম করতে। অবশেষে যখন আমরা এসে পৌঁছুলুম ছাং-পোর জলবিধৌত সমতল ভূমিখণ্ডে, ঘন ধূলিঝঞ্ঝা উঠলো তখন হঠাৎ, এবং প্রায় অন্ধ করে ফেললে আমাদের; কিন্তু একথা ভাবতে আরাম হচ্ছিল যে ঐ উপত্যকায় যদি টহল দেয় চীনারা তাদেরও অন্ধ করে দেবে ঐ ঝড়।

গিরিপথের পাদদেশে কোনো মানুষের বসতি দেখতে পাইনি আমরা, কিন্তু এ-কথা আমরা জানতুম যে প্রায় দশ মাইল পূবে নদীর নীচের দিকে ছিল একটি খেয়া—নদী পারাপারের জন্যে। নদী পার হবার এটিই ছিল একমাত্র পথ, কাজেই চীনারা যদি আগে পৌঁছেও থাকে সেখানে তবুও ঝুঁকি নিতে হয়েছিল আমাদের। কিন্তু ভালো ভাবেই কেটে গেলো সব। নদীর অপর পারে খেয়া ঘাটের কাছে অবস্থিত আছে একটি গ্রাম নাম কেছুং যার অর্থ হচ্ছে সুখী উপত্যকা। অপর পারের কাছাকাছি হয়েছে যখন আমাদের খেয়াপারের নৌকাটা, দেখতে পেলুম আমরা বহু লোকের জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে জমা হয়েছে সেখানে; এবং নিকটে পৌঁছে চিনতে পারলুম যে এদের মধ্যে রয়েছে খাম্‌পা সৈনিক, এবং গ্রামের যুবকরা সাদা পোশাক পরা, বাহুতে হলদে ব্যাজ, স্বেচ্ছা সেনাবাহিনীর জোয়ান যারা যোগ দিয়েছিল খাম্‌পাদের সঙ্গে। তীরে পৌঁছুলুম যখন, গভীর বেদনার্ত দেখেছিলুম তাদের লাসাতে যা ঘটেছিল সেগুলি শুনে; এবং ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলুম যখন তখন কাঁদতে দেখলুম তাদের মধ্যে অনেককেই। আমার যাত্রাপথে কেছুংই ছিল প্রথম গ্রাম যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল আমাদের, এবং ঐ ঘটনাটি আর হয়তো ঐ গ্রামের নামটি অধিকতর বিষণ্ণ করে তুলেছিল আমাকে চলে এসেছিলুম যখন আমরা। ভেবেছিলুম আমি—এই তো সব তিব্বতের মানুষ যারা বহু শতাব্দী ধরে শান্তিতে মিলেমিশে বাস করে এসেছে তাদের সুখী উপত্যকায়, এখন তাদের ওপর চেপে বসেছে হিংস্র ভয় এবং ভয় দেখাচ্ছে তাদের বাঁচার সমস্ত উদ্দেশ্যকে। তবুও তাদের নৈতিক শক্তি

ছিল উচ্চ এবং তাদের সাহস ছিল অদম্য। জানতুম আমি তাদের সাহায্য আমি চাই বা না চাই, প্রাণ দিয়ে তারা রক্ষা করবে আমাকে।

এই নদী এবং এইসব বলিষ্ঠ মানুষরা আমাদের পশ্চাতে থাকায় তখনকারমতো নিরাপদ বোধ করছিলুম আমরা পশ্চাদনুসরণ থেকে। একটি মঠে গিয়ে পৌঁছুলুম আমরা, নাম রা-মে, আমরা মনস্থ করেছিলুম সেখানে রাত্রে বিশ্রাম করতে। বিকেল সাড়ে-চারটে নাগাদ সেখানে পৌঁছেছিলুম আমরা। প্রায় আঠারো ঘণ্টা ধ'রে জোরে ঘোড়া ছুটিয়েছি আমরা—শুধু অল্পক্ষণের জন্যে থেমেছি মাঝে মাঝে, আরো দূরে যেতে পারতুম না আমরা কিম্বা আমাদের ঘোড়াগুলি। বিশ্রাম করবার সময় অধিকতর চিন্তা হচ্ছিল আমাদের—দলের যারা পিছনে ছিল তখনও তাদের জন্যে; কিন্তু তাদের শেষ লোকটিও এসে পৌঁছুলো রাত্রি ন'টা নাগাদ।

আমার মন্ত্রীরা দু'খানি চিঠি লিখলেন সেদিন সন্ধ্যায়, একখানি এ্যাবোকে অন্যখানি সামডু ফুডাংকে, আমার যে দু'জন মন্ত্রী থেকে গেছেন লাসাতে, তাঁদের এই অনুরোধ করে যে তিব্বতকে সাহায্য করবার জন্য যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তাঁরা, এবং এই কথা জানিয়ে যে কোনো সন্দেহ নেই তাঁদের যে তিব্বতের মুক্তির বিষয়ে একই আশা পোষণ করেন তাঁরা সকলে।

ততক্ষণে আমাদের দলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে একশ, এবং আমাদের সহযাত্রী রক্ষী-হিসেবে ছিল প্রায় তিনশ' পঞ্চাশ জন তিব্বতী সৈন্য আর অন্ততঃ পঞ্চাশজন গেরিলা। রা-মে থেকে প্রায় একশজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো দক্ষিণ-পশ্চিমে, যে প্রধান রাস্তা টি গিয়েছে ভারতবর্ষে—সেখান থেকে চীনারা যদি এগিয়ে আসে তা থেকে আমাদের রক্ষা করবার জন্যে। বাকি সকলে আমরা পাঁচ দিন ধরে ঘোড়ার পিঠে চলেছিলুম, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, সরু পাথুরে পথ ধরে যেগুলি ছিল প্রাচীন তিব্বতের বিশেষত্ব। দিনের বেলা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়তুম আমরা; প্রতিদিন রাত্রে আমরা আশ্রয় নিতুম কোনো গ্রামে অথবা কোনো একটি মঠে। কখনও কখনও আমাদের সঙ্গে থাকতো গেরিলা সর্দাররা, সমস্ত বিচ্ছিন্ন দল যারা বাস করতো পাহাড়ের মধ্যে তাদের সঙ্গে সংযোগ রেখে আসা যাওয়া করতো এরা, এবং আমরা জানতুম যে আমরা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছি বিশ্বস্ত দৃঢ়সঙ্কল্প লোকদের দ্বারা যাদের আমরা দেখিনি কোনোদিন। তাদের মধ্যেও সকলে

জানতো না কাকে তারা রক্ষা করছে। রা-মেতে প্রথম রাত্রি বাস করবার পর, আমরা থেকেছিলুম একটা বড গ্রামে—নাম দোঙ্খু ছোকোর, সেখানে চীনা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লডাই ক'রে চলেছে গেরিলারা আজও পর্যন্ত, এবং সমস্ত গ্রাম এসেছিল আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে : কিন্তু অধিকাংশ লোকই চিনতে পারেনি আমাকে—আমার ঐ অপরিচিত পোশাকে, নিকটবর্তী মঠের অধিকাংশ ভিক্ষুরাও পারেন নি চিনতে।

এই পাঁচ দিনের যাত্রার মধ্যে দানা বেঁধে উঠছিল আমাদের পরিকল্পনা, এবং চেনে ব'লে একটি জায়গায় থামবার মনস্থ করছিলুম আমরা, যাতে সময় পাওয়া যায় আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুঙ্খনাপুঙ্খরূপে আলোচনা করবার এবং লাসাতে অফিসারদের কাছে এবং খাম্পা আর অন্যান্য গেরিলাদের কাছে আমাদের নির্দেশ পাঠাবার। আমাদের পরিকল্পনা ছিল—আমরা চলতে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা লুংচ জং ব'লে জায়গায় পৌছুচ্ছি। সীমান্ত থেকে খুব বেশী দূরে ছিল না এটা। ঐ অঞ্চলের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ দুর্গ ছিল এখানে, এবং দক্ষিণ তিব্বতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে এখান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল ভালো। আমরা ভেবেছিলুম, আমার এখানে থাকা উচিৎ এবং চীনাদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার জন্য শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার আবার চেষ্টা করা উচিৎ। আশা কবেছিলুম আমরা যে যতোদিন আমি তিব্বতে থাকবো চীনাদের সহিত হয়তো আপোষে আসাটা কিছু সুবিধে হবে ব'লে মনে করতে পাবেন তাঁরা এবং হয়তো লাসার ওপর বোমা বর্ষণ থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করাও যেতে পারে।

নির্বিঘ্নে আমরা পৌঁছুলুম চেনে'তে। দু'একদিন আগে আমার ছোট ভাইকে আমি নিয়েছিলুম আমার দলে, এই ভেবে যে ও সঙ্গে না থাকলে আরও তাডাতাড়ি হাঁটতে পারবেন আমার মা এবং ভগ্নী। হয়েছিলও তাই। পরবর্তী বিশ্রামস্থলে আমাদের বাকি সকলেব চেয়ে আগে গিয়ে পৌঁছেছিলেন তাঁরা সামান্য কয়েকজন খাম্পাকে সঙ্গে নিয়ে, এবং আমাদের গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি পৌঁছুনোর আগে আর আমরা দেখিনি তাঁদের। অপেক্ষাকৃত নিরাপদে আছেন তাঁরা এটা জানতে পেরে একটি বোঝা নেমে গিয়েছিলো আমার মন থেকে।

একটি ব্যাটারী চালিত রেডিও রিসীভার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম আমরা,

এবং যতো জায়গার সংবাদ প্রচার ধরা সম্ভব হ'তো তা শুনতুম আমরা এই আশায় যে হয়তো শুনতে পাবো লাসার সংবাদও ; এবং আমার মনে হয় চেনেতেই প্রথম শুনেছিলুম লাসার নামোল্লেখ। এটা ছিল ভয়েস্ অফ্ আমেরিকা, কিন্তু এতে শুধু বলা হয়েছিল শহরের অশান্তির বিষয় এবং আরও বলা হয়েছিল যে আমার অবস্থান অজ্ঞাত।

চেনেতে একটি ছোট মঠে সে রাত্রিটা যাপন করেছিলুম আমরা ; কিন্তু প্রত্যেকেই আমাদের পরামর্শ দিয়েছিল থামবার আগে আর এক পর্যায় এগিয়ে যেতে, আর একটি মঠে নাম চোংগে রিউদেচেন্, কারণ ঐ স্থানটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড় এবং ওখান থেকে গেরিলা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করাও সহজ হবে আমাদের পক্ষে। কাজেই আটঘণ্টা আবার ঘোড়ার পিঠে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লুম আমরা ; কিন্তু এ যাত্রা শেষ হবার আগেই নতুন করে আবার পরিকল্পনা করার অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছিল, কারণ লাসাতে যা ঘটছিল তার মূল সংবাদগুলি অনুসরণ করতে পারছিলুম আমরা।

চেনে ত্যাগ করার অল্পক্ষণ পরেই দেখতে পেলুম আমরা একদল অশ্বারোহী এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে, এবং আমদের সন্নিকটে যখন এসে পৌঁছুলেন তাঁরা তাঁদের মধ্যে আমরা চিনতে পারলুম ছেপন্ নাম্‌সেলিংকে, অন্যতম অফিসার—মন্ত্রিসভা যাঁকে পাঠিয়েছিলেন সাত মাস আগে সশস্ত্র প্রতিরোধ বন্ধ ক'তে খাম্‌পাদের রাজী করাবার জন্যে, এবং খাম্‌পাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আর লাসায় কোনো দিনই ফিরে আসেননি যিনি। থামলুম আমরা এবং দীর্ঘ বাক্যালাপ হয়েছিল আমার তাঁর সঙ্গে। বিশদ বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি চীনা সৈন্যের সন্নিবেশ এবং তাদের সঙ্গে খাম্‌পাদের ইতিমধ্যে যেসব লড়াই হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে ; কিন্তু সাংঘাতিক সংবাদ যা এনেছিলেন তিনি তা হচ্ছে লাসায় ইতিমধ্যেই গোলা বর্ষণ করা হয়েছে।

এটা তিনি শুনেছিলেন শুধু পরোক্ষভাবে, কিন্তু অল্পকাল পরে আমার একান্ত সচিব খেনচুং তারার লেখা একখানি চিঠি এনে দেওয়া হলো আমাকে। শেষ দেখেছিলুম আমি তাঁকে লাসায়, কিন্তু চিঠিখানা লেখা হয়েছিল রামে মঠ থেকে। বোমা বর্ষণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত লাসা ত্যাগ করেননি তিনি, এবং আহত হয়েছিলেন তিনি ; একটি বোমার টুকরো

এসে লেগেছিল তাঁর দেহে, তখনও তিনি ছিলেন নরবুলিংকার অভ্যন্তরে। এবং তাঁর কাছ থেকে, আর অন্যান্য প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের কাছ থেকে পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন করে গড়ে তুলতে পেরেছিলুম আমরা ধ্বংসের সমগ্র কাহিনীটা যেটা নিবারণ করবার জন্যে এতো প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলুম আমি।

আমি চলে আসার ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে, মার্চের কুড়ি তারিখে ভোর দু'টোর সময় শুরু হয়েছিল বোমা বর্ষণ, আমি যে চলে এসেছি এ-কথাটা চীনারা আবিষ্কার করার আগে। সারাদিন ধরে নরবুলিংকার ওপর বোমা বর্ষণ করেছিল তারা; তারপর তারা কামানগুলিব মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল শহরের দিকে, পোতালা, মন্দির আর নিকটবর্তী মঠগুলির দিকে। কতো লোক যে লাসায় মারা গেছে জানে না কেউ, কিন্তু হাজার হাজার মৃতদেহ দেখা গিয়েছিল নরবুলিংকার ভেতরে আর বাইরে। প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল নরবুলিংকার অভ্যন্তরের প্রধান প্রধান কয়েকটি অট্টালিকা, এবং অন্যান্য বাড়ীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কম বেশী—মহাকালের মন্দিরটি ছাড়া, আলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছিল এটি। শররের মধ্যে, চূর্ণ করা হয়েছিল কিম্বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল সমস্ত বাড়ীঘর, ফুটো করে দেওয়া হয়েছিল প্রধান মন্দিবের স্বর্ণ-নির্মিত ছাদগুলি এবং এটির চতুষ্পার্শ্বের বহু ভজনালয়কে কবা হয়েছিল ধ্বংস। পোতালায়, অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পশ্চিম পার্শ্বভাগ এবং যে ঘরগুলি ব্যবহার করতুম আমি সেখানে ধ্বংস হয়েছিল তাদের কিছু অংশ; সরকারী স্কুল, প্রধান প্রবেশ দ্বার এবং সামরিক দফতব, এবং শোল গ্রামের অন্যান্য বাড়ীঘর—ধ্বংস হয়েছিল এগুলিও। একটি গোলা এসে পড়েছিল সেই ঘরটির ওপরে ত্রয়োদশ দালাই লামার সুবর্ণ সমাধি মন্দির রক্ষিত ছিল যেখানে। প্রায় ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল চ্যাকৃপোর একটি তিব্বতীয় মেডিকেল কলেজ। একই প্রকারেব অনর্থক যথেচ্ছ বিধ্বংস ঘটানো হয়েছিল সেরার প্রধান মঠটিতে।

প্রথম দিনটিব শেষ দিকে পরিত্যক্ত, ধূমাচ্ছাদিত, মৃতদেহ পরিপূর্ণ নরবুলিংকায় প্রবেশ করেছিল চীনারা। ঞাবোর মতো জন কয়েক তিব্বতীয় চীনা শিবিরে ছিলেন যাঁরা, অত্যন্ত চিন্তান্বিত ছিলেন আমার অদৃষ্টের জন্যে। সেদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেকটি শব দেহের কাছে গিয়ে মুখ পরীক্ষা করে দেখছিল

চীনারা, বিশেষ করে ভিক্ষুদের ; এবং রাত্রি বেলাই খবর পৌঁছে গেলো শিবিরে যে অন্তর্হিত হয়েছি আমি।

এটা কেন করেছিল চীনারা ? আমি তখনও নরবুলিংকায় আছি মনে করেই ধ্বংস করেছিল এটিকে, কাজেই আমাকে হত্যা করতে পারুক না পারুক সে বিষয়ে আর গ্রাহ্য করেনি চীনারা। যখন তারা আবিষ্কার করলো সেখানে মৃত কিম্বা জীবিত, আমি নেই, শহর এবং মঠগুলির ওপর বোমা বর্ষণ করে চললো তারা। এইভাবে ইচ্ছে করে তারা হত্যা করেছিল আমাদের সহস্র সহস্র দেশবাসীকে, যাদের কাছে ছিল শুধু লাঠি আর ছুরি এবং কয়েকটি নিকট-পাল্লার অস্ত্র, এবং এদিয়ে বোধ হয় নিজেদের আত্মরক্ষা অথবা চীন সৈন্যদের কোনো শারীরিক ক্ষতি করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। এই ভয়াবহ সংবাদটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলুম আমরা যে একটি মাত্র সম্ভাব্য কারণ ছিল এটির। আমাদের দেশবাসী বিশেষ করে শুধু আমাদের ধনী বা শাসক শ্রেণীই নন, সাধারণ লোকেরাও আক্রমণ শুরু হবার আট বচ্ছর পরে চরমভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল চীনাদের যে স্বেচ্ছায় কোনোদিনই বিদেশী শাসন মেনে নেবে না তারা ; এবং সেই জন্যেই নির্দয় ব্যাপক হত্যার মধ্যে দিয়ে চীনারা আতঙ্কিত করবার চেষ্টা করছে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এটা গ্রহণ করবার জন্যে।

অতীতের বিষয় শান্তভাবে চিন্তা করে এখন আমার মনে হয় যে দেশ ত্যাগ করে আসাটা সে সময় আমাব পক্ষে ছিল অপরিহার্য। দেশে থেকেও আর বেশী কিছু করবার ছিল না আমাব, এবং অবশেষে চীনারা নিশ্চয়ই বন্দী করতো আমাকে। যা আমি করতে পারতুম তা হচ্ছে ভারতবর্ষে গমন, এবং ভারত সরকারের আশ্রয় প্রার্থনা করা, এবং যেখানে যতো আমার দেশবাসী আছে তাদের আশাকে জাগ্রত রাখার কাজে আত্মনিয়োগ করা। কিন্তু সে চিন্তাও ছিল এতো অনভিপ্রেত যে তখনও সেটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত করতে পারিনি নিজেকে ; অতএব আমরা এগিয়ে চললুম লুংচে জংয়ের দিকে, তখনও এই আশা নিয়ে, ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছিল যেটি, যে আমাদের গভর্ণমেণ্টের একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবো সেখানে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

নির্বাসনে

অতএব এগিয়ে চললুম আমরা, এবং আগের চেয়ে আরও দুঃখময় ছিল এ যাত্রা। তরুণ ও সক্ষম ছিলুম আমি, কিন্তু এই দীর্ঘ পথভ্রমণ এতো তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করার ফল বুঝতে পারছিলেন আমার কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ সহযাত্রী ; এবং এ যাত্রার ভয়ঙ্কর অংশটি এখনও প'ড়ে আছে সম্মুখে।

চোংগে থেকে চ'লে আসবার আগে, খুবই উপভোগ্য একটি সুযোগ পেয়েছিলুম আরও কয়েকজন খাম্‌পা নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার এবং খোলাখুলিভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার। আমার নিজের অন্য বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের সাহস, এবং আমাদের স্বাধীনতা, কৃষ্টি এবং ধর্মের জন্যে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবার তাঁদের যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—তার প্রভূত প্রশংসা করেছিলুম আমি। ধন্যবাদ দিয়েছিলুম তাঁদের শক্তি এবং সাহসিকতার জন্যে, এবং ব্যক্তিগতভাবে, আমার সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা, তার জন্যেও। সরকারী ঘোষণায় প্রতিক্রিয়াশীল এবং দস্যু ব'লে বর্ণনা করা হয়েছিল তাঁদের—সেজন্যে বিরক্ত না হ'তে বলেছিলুম তাঁদের, এবং বলেছিলুম ঠিক কিভাবে চীনারা এগুলি লেখবার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন আমাদের, এবং কেন বাধ্য হয়েছিলুম আমরা এগুলি প্রচার করতে। ততো দিনে, ন্যায়তঃ হিংস্রতা পরিহার করতে পরামর্শ দিতে পারিনি আমি। সংগ্রাম করবার জন্যে, তাঁদের ঘরবাড়ী এবং শান্তিপূর্ণ জীবনের সমস্ত সুখ আর সুবিধা ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা। এখন যুদ্ধ করে পাওয়া ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প ছিলনা তাঁদের কাছে, এবং আমারও প্রস্তাব ছিল না কোনও। পাহাড়ে নিজেদের অবস্থানকে রক্ষা করার জন্যে ছাড়া হিংসাত্মক কার্য না করতে অনুরোধ করেছিলুম তাঁদের। তাঁদের এই ব'লে সতর্ক করে দিতে পেরেছিলুম আমি যে লাসা থেকে যে-সংবাদ আমরা পেয়েছি তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পাহাড়গুলির যে-অংশে অবস্থান করছেন তাঁরা সেগুলি অতিক্রম করবার পরিকল্পনা করেছে চীনারা, কাজেই যখনই তাঁরা মনে করবেন আমাকে ছেড়ে যেতে পারেন, তখনই তাঁরা যেন ফিরে যান তাঁদের প্রতিরক্ষার জন্যে।

বহু ভিক্ষু এবং অযাজকীয় কর্মচারীরা অপেক্ষা করছিলেন সেখানে আমাকে দেখবার জন্যে; কিন্তু সময় সংক্ষেপ করতে হয়েছিল আমাদের কারণ অন্যপথ দিয়ে ঘুরে আসতে পারে চীনারা এবং পালাবার জন্যে সীমান্তের খুব কাছে পৌঁছুবার আগেই বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে আমাদের—এ সম্ভাবনা ছিল তখনও।

আরো একটি সপ্তাহ উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বেগে অগ্রসর হতে হয়েছিল আমাদের, এবং সে সপ্তাহের প্রতিটি দিনই আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল একটি করে গিরিপথ। বরফ গলতে শুরু করেছিল উপত্যকায় আর নিম্নস্থ গিরিপথে, পথ ছিল প্রায়ই পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত; কিন্তু উনিশ হাজার ফুটেরও উঁচুতে উঠতে হয়েছিল আমাদের কখনও কখনও, তুষার এবং জমা বরফ পড়েছিল সেখানে তখনও। আগেরকার কালের বলিষ্ঠ পর্বতবাসী ব্যাপারীরা তৈরী করেছিল এই পথ, এবং লাসায় নিরাপদ জীবনে অভ্যস্ত মানুষদের পক্ষে স্থানে স্থানে এটি ছিল কষ্টসাধ্য এবং দীর্ঘ।

চোংনে ছেড়ে আসার পরে প্রথম রাত্রিটা একটি মঠে কাটিয়েছিলুম আমরা যেটির প্রধান লামা ছিলেন আমার উচ্চতর গৃহশিক্ষক। পরের দিন আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল ইয়ারতো তা-লা যেটি ছিল বিশেষ উঁচু এবং খাড়া আর কষ্টসাধ্য। কয়েকটি ঘোড়া উঠতে পারেনি এ পথে, এবং আমাকে আর দলের অধিকাংশ লোককেই নেমে পড়তে হয়েছিল ঘোড়া থেকে এবং ধ'রে ধ'রে নিয়ে যেতে হয়েছিল সেগুলিকে। কিন্তু ওপরে উঠে আশ্চর্য হয়ে গেলুম দেখে যে সেখানে রয়েছে একটি উর্বর মালভূমি, চমরী গাই চ'রে বেড়াচ্ছে যেখানে, এবং পাতলা বরফাচ্ছাদিত একটি হ্রদ যেটির উত্তরে রয়েছে একটি সুউচ্চ তুষারাবৃত পর্বত।

এগারো ঘণ্টা কষ্টকর অশ্বারোহণ এবং পর্বতারোহণের পর, বিশেষ ক্লান্ত এবং জিনের ঘষায় ছ'ড়ে যাওয়া শরীর নিয়ে, আমরা একটি ছোট্ট জায়গায় পৌঁছুলুম, নাম—ই-ছুদোইঞা। তিব্বতে সকলেই জানতো এই জায়গাটা, যেহেতু এটির সম্বন্ধে প্রচলিত ছিল একটি প্রবাদঃ 'ই-ছুদোইঞা'য়ে জন্মানোর চেয়ে যেখানে ঘাস জল পাওয়া যায় সেখানে পশু হয়ে জন্মানো ভাল।' এটি ছিল একটি নির্জন স্থান, জনসংখ্যা ছিল মাত্র চার শ' কি পাঁচ শ'। ঝঞ্ঝা এবং প্রবল বাতাসের কবলে থাকতো এটি সর্বক্ষণ, ধূসর বালুতে ভরা জমি;

কোনো চাষই হতো না সেখানে, তৃণ, জ্বালানো কাঠ কিছুই না। সেখানে অধিবাসীরা ছিল একেবারে নিঃস্ব কিন্তু সুখী, কারণ তারা জানতো কি করে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হ'তে হয়। সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করেছিল তারা, এবং তাদের সামান্য গৃহে অংশ গ্রহণ করতে পেয়ে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলুম আমরা। আমার সঙ্গীদের মধ্যে গৃহাভ্যন্তরে যাদের স্থান করতে পারা যায় নি, গোশালায় আশ্রয় পেয়ে তারাও হয়েছিল কৃতজ্ঞ।

ততোদিনে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা। আমি অবশ্য জানতুম বিদেশে আমার বন্ধুরা খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন লাসায় বিশৃঙ্খলা হওয়াতে এবং চিন্তিত ছিলেন আমার কি ঘটেছে সেকথা জানবার জন্য; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কঠিন লড়াই করে চলেছিলুম আমরা, তাই কোনো ধারণাই ছিল না আমাদের যে আমাদের নির্গমনের সংবাদ বড় বড অক্ষরে ছাপা হয়ে গেছে সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রে, এবং বহুদূর-দূরান্ত ইউরোপ এবং আমেরিকায় পর্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে, এবং আশা করি একথা আমি বলতে পারি যে সহানুভূতির সঙ্গেও, লোকেরা অপেক্ষা করছিল আমি নিরাপদে আছি একথা শোনবার জন্যে। কিন্তু যদিও আমরা জানতে পারতুম: তবুও কিছুই করবার থাকতো না আমাদের, কারণ কারুর সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ স্থাপন করবার উপায় ছিল না আমাদের।

কিন্তু আমাদের যাত্রার ঐ পর্যায়ে শুনলুম যে আমাদের সরকারের অবসান ঘটিয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন চীনারা; এবং এটাই ছিল এমন কিছু একটা যার ওপর কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতুম আমরা। তাঁদের অবশ্য কোনোই অধিকার ছিল না, আইনতঃ অথবা অন্যভাবেই হোক. আমাদের সরকারের অবসান ঘটানোর। কার্যতঃ এটা ঘোষণা করায় সতের দফা শর্ত বিশিষ্ট চুক্তির একটি শর্ত ভঙ্গ করলেন তাঁরা—এতোদিন যেটি নামে মাত্র ছিল অলঙ্ঘিত: আমার পদমর্যাদার কোনো পরিবর্তন করা হবে না—এই প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এখন ঘোষণাই করা হলো যখন, আমরা ভাবলুম, এ-বিপদও রয়েছে যে বিচ্ছিন্ন জেলাগুলিতে যেসব তিব্বতীরা রয়েছে তারা হয়তো মনে করতে পারে আমার সম্মতি নিয়েই করা হয়েছে এটা। আমাদের মনে হয়েছিল যে এটা শুধু অস্বীকার না করে বরং ভালো হবে একটি অস্থায়ী

গভর্ণমেণ্ট গঠন করা ; এবং লুংচে জংয়ে পৌঁছুবার পর যতো শীঘ্রই সম্ভব হয় এটা করবো ব'লে স্থির করেছিলুম আমরা।

সেটি ছিল আরও দুপর্যায় পরে। ই-ছুদোইঞ্চা থেকে রওনা হয়েছিলুম আমরা সকাল পাঁচটায়, সামনে পেলাম আর একটি উচ্চ গিরিপথ, তা-লা, যে পথে আবার আমাদের উঠতে হয়েছিল হিমরেখার উপর দিয়ে ঘোড়াগুলিকে হাঁটিয়ে নিয়ে। এটা ছিল আর একটি কষ্টকর দিন। শপানবে পৌঁছুবার আগে দশ ঘণ্টা কাটাতে হয়েছিল আমাদের পিচ্ছিল পাথুরে পথে ; কিন্তু আনন্দের কথা যে বাসস্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম এক মঠে, সেটা ছিল পূর্ব রাত্রির মঠের চেয়ে অনেক আরামদায়ক।

পরের দিন আমরা পৌঁছুলুম লুংচে জং'য়ে। জং'র অর্থ হচ্ছে দুর্গ, এবং একটি পাহাড়ের ওপরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এই লুংচে জং, অনেকটা ছোট পোতালার মতো। আমরা অগ্রসর হবার সময় ওখানকার অফিসার এবং নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন পথে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে, এবং আরো নিকটে পৌঁছুবার পর জং'য়ের চত্বর থেকে ভিক্ষুদের ধর্মসঙ্গীতের ঐক্যতানে সাদর অভ্যর্থনা করা হলো আমাদের। হাজারেরও বেশী লোক ধূপধুনো জ্বালিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার দুপাশে। আমাদের নিরাপত্তার জন্যে ধন্যবাদজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের জন্যে গিয়েছিলুম জং'য়ে।

এর পরে আমরা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলুম আমাদের নূতন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপনাকে পবিত্র করবার জন্যে। ভিক্ষুরা, অযাজকীয় কর্মচারীরা, গ্রাম্য সর্দাররা এবং অন্যান্য বহুলোক ধর্মগ্রন্থ এবং যথোচিত প্রতীকচিহ্ন নিয়ে জং'য়ের দ্বিতলে এসে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। ভিক্ষুদের কাছ থেকে আমি গ্রহণ করেছিলুম শাসন-কর্তৃত্বের ঐতিহ্যগত প্রতীকচিহ্ন, এবং অভিষেক মন্ত্র আবৃত্তি করেছিলেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন যে সব লামারা মায় আমার গৃহশিক্ষকরা। ধর্মানুষ্ঠান শেষ হ'লে আমরা নেমে গেলুম নীচের তলায় যেখানে জড়ো হয়েছিলেন আমার মন্ত্রীরা এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিল এই জনসমাবেশে, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করেছিলুম এর প্রতিলিপিগুলি তিব্বতের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাবার জন্যে। সৌভাগ্য-নৃত্য ড্রোশে মঞ্চস্থ করে শেষ করা হলো এই উৎসবানুষ্ঠান।

এই আনন্দানুষ্ঠানে তিন ঘণ্টা যাপন করেছিলুম আমরা, এবং উপস্থিত দুর্দশা এবং দুঃখের কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলুম সকলে। তিব্বতের ভবিষ্যতের জন্যে প্রকৃত কিছু একটা করছি আমরা এই অনুভূতিই হয়েছিল আমাদের সকলের।

সেখান থেকে আমরা একখানি চিঠিও পাঠিয়েছিলুম পাঞ্চেন লামাকে এবং তাঁর মঠ তাসি লুঁহ্‌পো'তে পাঠিয়েছিলুম কিছু পূজার্ঘ্য। প্রথানুযায়ী মাসখানেক আগেই আমার সর্বশেষ পরীক্ষার সময় পাঠানো উচিৎ ছিল এই অর্ঘ্য, কিন্তু সেসময় এটা করে উঠতে পারিনি আমি।

কিন্তু চীনাদের গতিবিধি সম্বন্ধে বহু কাহিনী শোনা যাচ্ছিল তখনও পর্যন্ত, যা থেকে মনে হচ্ছিল যেন আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তারা, এবং কাজেই যেখানে আমরা নজরে পড়ছিলুম বিশেষ করে সেই জং থেকে সরে গেলুম কিছুদূরে একটি মঠে। সেখানে একটি মিটিং করেছিলুম আমরা। ততোদিনে একটি অনভিপ্রেত সত্যকে নিজেদের কাছে স্বীকার করেছিলুম আমরা যে পর্বতের যে কোনো স্থানেই আশ্রয় নিই না কেন আমাদের খুঁজে বার করতে পারবে চীনারা, এবং আমার উপস্থিতি সেখানে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে অধিকতর সংগ্রামের পথে, এবং আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে যেসব নির্ভিক পুরুষরা অধিকতর সংখ্যায় তারা এগিয়ে যাবে মরণের মুখে। কাজেই অবশেষে আমাদের আগেই কিছু অফিসারকে পাঠিয়ে দিলুম সীমান্তে এই বার্তা নিয়ে যে আশ্রয়ের জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে ভারত সরকারের কাছে। অনুমতি পাবার আগেই সীমান্ত অতিক্রম করতে চাইনি আমরা। তাঁদের ব'লে দিয়েছিলুম আমরা ভারতের এলাকার মধ্যে ঢুকে যেতে এবং কাছাকাছি এমন ভারতীয় অফিসারদের খুঁজে বার করতে এই বার্তাটি গ্রহণ করতে পারবেন যাঁরা এবং পাঠিয়ে দিতে পারবেন দিল্লীতে। তারপর অপেক্ষা করবেন তাঁরা উত্তরের জন্যে এবং সেটি নিয়ে ফিরে আসবেন আবার সীমান্তে। মধ্য রাত্রে এই দলটি চলে গেলেন সীমান্তের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে। যে স্থানে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে হতো সোজাসুজি এটা ছিল প্রায় ষাট মাইল, এবং ঘুরপথে বোধহয় এর দ্বিগুণ।

ভোর পাঁচটায় আমরা অনুসরণ করলুম তাঁদের। সীমান্তের যতো

কাছাকাছি এসে পৌঁছুচ্ছিলুম আমরা, আরও কষ্টকর হয়ে উঠছিল আমাদের যাত্রা এবং পরবর্তী কয়েকটা দিন অস্বাভাবিকরকমে ক্রমান্বয়ে তুষার-ঝঞ্ঝা, তুষার-দ্যুতি এবং প্রবল বৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলুম আমরা। ঐ দিন, বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল পথটি, এবং আমাদের পরবর্তী গন্তব্য স্থল, যেটি ছিল একটি গ্রাম—নাম ঝোরা, সেখানে পৌঁছুবার সম্ভাব্য পথ ছিল তিনটি। আমি স্থির করেছিলুম একটি পথ যেটির মধ্যে পড়েছিল আর একটি উচ্চ গিরিপথ, নাম লাগোহ্-লা, এবং এটির উপরিভাগে প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছিলুম আমরা। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা ছিল এটি, অসাড় হয়ে গিয়েছিল আমাদের আঙুল এবং হাতগুলি, হিম হয়ে গিয়েছিল ভ্রূগুলি; বিশেষ করে খুব কষ্টকর সময় যাচ্ছিল আমার ছোট ভাইয়ের পক্ষে; এবং পথে আসতে গোঁফ গজিয়ে গিয়েছিল যাদের বরফে ভরে গিয়েছিল সেগুলি। কিন্তু আমাদের আর অতিরিক্ত জামাকাপড় না থাকায়, নিজেদের গরম রাখার একমাত্র উপায় ছিল হাঁটা। কাজেই আবার হেঁটে চললুম ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে। আমাদের যাত্রাপথে বরাবরই চেষ্টা করেছি আমরা যতদূর পারা যায় অশ্বারোহণ থেকে বিরত থাকতে, এটা যে শুধু তিব্বতীরা সর্বদা করেই থাকে ব'লে তা নয়, বিশেষ এই কারণে যে যেতে হবে বহু দূর এবং তাদের খাবার জিনিস ছিল অত্যন্ত কম। আমাদের পথে যে কেন এতো দেরী হয়েছিল এবং অন্যান্য দেশের বন্ধুদের যে কেন এতোদীর্ঘ সময় চিন্তায় রাখা হয়েছিল আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে এটাও ছিল তার একটা কারণ।

বেলা এগারোটা নাগাদ পার হয়ে এলুম আমরা গিরিপথ এবং যাত্রা স্থগিত রাখলুম বিশ্রামের জন্যে। কিছু রুটি, গরম জল আর জমানো দুধ ছিল আমাদের সঙ্গে, এবং উপাদেয় মনে হয়েছিল সেগুলি।

আমার তিনজন মন্ত্রী এবং দু'জন গৃহশিক্ষক গিয়েছিলেন অন্য একটি পথ ধ'রে, অপেক্ষাকৃত কিছু দীর্ঘ কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিছু নীচু গিরিপথ পড়ে সে পথে, এবং ভিন্ন পথগুলির তৃতীয়টি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল কিছু সৈনিকদের। তৎসত্ত্বেও দু'জন গৃহশিক্ষক ছাড়া সকলেই আমরা প্রায় একসঙ্গে পৌঁছেছিলুম ঝোরাতে বিকেল তিনটের সময়। অল্প কিছুক্ষণ পরেই এসে পৌঁছেছিলেন গৃহশিক্ষকরা; এবং অবশেষে এখানে আমাদের দেখা হলো আমার মা এবং ভগ্নীর সঙ্গে। অন্য একটি পথ ধ'রে যাত্রা করেছিলেন তাঁরা বহু আগেই,

এবং এতো দ্রুত চলেছিলেন যে দু'দিন তাঁরা কাটাতে পেরেছিলেন আমাদের গ্রামের জমিদারিতে যেটি আমার পরিবারকে প্রদান করা হয়েছিল আমার অভিষেকের সময়।

সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল ঝোরার লোকেরা, এবং পরের দিন ভোর চারটেয় যাত্রা করলুম আমরা আবার, এবারে একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে, আমরা দু'তিনশ জন, তার মধ্যে ছিল সৈনিক এবং খাম্‌পারা। অল্প কিছু দূর পর্যন্ত পথটি গিয়েছিল একটি উপত্যকার নিম্নাংশ দিয়ে কিন্তু তারপর এটা উঁচুতে উঠতে আরম্ভ করলো কারপো-লা'র দিকে। আবহাওয়া ছিল চমৎকার এবং পরিষ্কার, কিন্তু খুবই বরফ পড়েছিল সেখানে, এতো বরফ আগে দেখিনি, এবং প্রবল বাতাস সেগুলিকে তুলে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুঁড়ে মারছিল আমাদের মুখের ওপর। খুব কম লোকেরই আমাদের চশমা ছিল চোখ ধাঁধান ঝল্‌মলে আলো থেকে আমাদের চোখগুলি বাঁচাবার জন্যে, এবং অন্য লোকেদের, তুষার-অন্ধতা এড়াবার জন্য, চোখগুলি বাঁধতে হয়েছিল রঙীন কাপড়ের ফালি দিয়ে, কিম্বা লম্বা বেণী দিয়ে—বহু তিব্বতীরা মাথায় যা রাখতেন।

ঐ গিরিপথটির শীর্ষদেশের ঠিক ওপরে, একটি শব্দ শুনলুম আমরা যেটা ছিল অপ্রত্যাশিত, বেখাপ্পা এবং ভয়াবহ এই দূরবর্তী অনুর্বর স্থানে: একটি এরোপ্লেন। সহসা দেখা গেলো একটি দু-এন্‌জিন্ বিশিষ্ট এরোপ্লেন উড়ছে আমাদের পথ ধ'রে। চক্‌চকে বরফের ওপর শত শত মানুষ এবং ঘোড়া, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলুম আমরা। ঘোড়া থেকে নেমে এ-দিক ও-দিক ছড়িয়ে পড়লো সকলেই। বড় বড় শিলাখণ্ডের পেছনে গুটিসুটি মেরে বসেছিল অধিকাংশ লোক: কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে গুলিবর্ষণের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল সৈনিকরা যদি কিছু ঘটে তা হ'লে। একটি কালো টুকরো জমির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলুম আমি—বরফ উড়ে গিয়েছিল বাতাসে যেখান থেকে। প্লেনটি সোজা আমাদের মাথার ওপর উড়ে এলো, কিন্তু পথ বদলালো না, এবং এতো দ্রুতগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো যে এটিতে যে কি চিহ্ন ছিল দেখতে পাইনি আমরা তা।

তারপর ঐ প্লেনটির সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলুম আমরা, অপ্রত্যাশিত বিপদাশঙ্কা নির্বিঘ্নে কেটে গেলে মানুষ যা করে থাকে। আমরা ভেবেছিলুম

এটা নিশ্চয়ই চীনাদের প্লেন, কারণ এই ভূখণ্ডে প্লেন পাঠাবে না অন্য কোনো দেশ; এবং আমরা ভেবেছিলুম এটি নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করছে আমাদের, কারণ এছাড়া চীনাদেরও থাকতে পারে না অন্য কোনো উদ্দেশ্য সেখানে। আমাদের যে লক্ষ্য করেছে এমন কোনো সঙ্কেত দেয়নি এটি, তবুও বিশ্বাস করা কষ্টকর যে তারা আমাদের দেখেনি। একটা অস্বস্তিকর মানসিক অবস্থা নিয়ে এগিয়ে চললুম আমরা—যে আমরা ঠিক কোথায় আছি বা কোনদিকে যাচ্ছি তা সবই জানে চীনারা। কিন্তু আরও এরোপ্লেন পাঠালে, পাঠাবে আমাদের আক্রমণ করবার জন্যেই, আমরা যা করতে পারতুম তা হচ্ছে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়া। এটা ছিল একটা নিশ্চিত প্রমাণ যে নির্বাসনে যেতেই হ'বে আমাকে, এবং তিব্বতের অভ্যন্তরে যেখানেই আমি অবস্থান করবো বোমা বিধ্বস্ত করা হবে এবং অবরুদ্ধ করা হবে সেই স্থানটি।

প্রায় দুপুর নাগাদ আমরা থামলুম বিশ্রাম এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে, এবং আমরা বসবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ধূলি-ঝঞ্ঝা ভেঙে পড়লো আমাদের ওপর। অসুবিধের মধ্যেই এগিয়ে চললুম আমরা, এবং অবিলম্বেই এসে পৌঁছুলুম একটি খুব প্রশস্ত সমতল ভূমিতে যেখানে বরফ পড়ে ছিল পুরু হয়ে; এবং সুন্দর রোদ দেখা দিল সেখানে আবার, এবং চশমা যাদের ছিল না কষ্টকর ছিল সময়টা তাদের পক্ষে ঐ চোখ ধাঁধানো ঝল্‌মলে আলোর জন্যে।

আরো দু'দিন এই কঠোর অশ্বারোহণের পরে আমরা এসে পৌঁছুলুম তিব্বতের শেষ জনপদে। নাম মাংমাং। এবং সেখানে এসে দেখলুম যে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন যে সব অফিসারদের অগ্রিম পাঠানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন, এবং একটি সুখবর নিয়ে এসেছিলেন তিনি যে আমাদের আশ্রয় দিতে রাজী আছেন ভারত সরকার, এবং তিনি চাক্ষুষ দেখে এসেছেন আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে তোড়জোড় করা হচ্ছে ছুঠাংমোতে, প্রথম উপনিবেশ—একজন ভারতীয় অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছিল যেখানে।

মাংমাংয়ে সে রাত্রে খুবই নিরাপদ বোধ করেছিলুম আমরা। এর আগে পর্যন্ত ঘুমিয়েছি আমরা পুরো পোষাক প'রে খালি ওপরে পরবার গাউনটা

ছাড়া। কিন্তু তিব্বতের একটি কোণে অবস্থিত মাংমাং। একটি মাত্রই পথ গিয়েছে সেখানে, এবং সুরক্ষিত ছিল এটি, কারণ কয়েক শ' খাম্‌পা আর সৈনিকদের আমরা রেখে এসেছিলুম সেই স্থানটিতে শেষ যেখানে এসে মিশে ছিল পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রতর পথগুলি আমাদের প্রধান পথটিতে। এখন, ওপর থেকে বোমা বর্ষণ না করলে, অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ বা বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না চীনাদের পক্ষে।

কিন্তু আবহাওয়াটা সেখানে খুবই ক্ষতি করেছিল আমাদের। এই প্রথম আমরা ঘুমিয়েছিলুম তাঁবুর ভেতরে, এবং শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। অনেক ফুটো ছিল তাঁবুটাতে; ভোর তিনটেয় ঘুম ভেঙে গেলো আমার এবং একটা অপেক্ষাকৃত শুকনো জায়গায় আমার বিছানাটা সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম আমি। কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না এতে, ব'সে কাটাতে হলো বাকি রাতটা; এবং অন্য তাঁবুগুলিতেও একই প্রকারের দুর্ভোগ হয়েছিল অধিকাংশ লোকের। সকালবেলা খুবই অসুস্থবোধ করছিলুম আমি। ওখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করিনি আমরা। এতো অসুস্থ ছিলুম যে ঘোড়ায় চড়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে, এবং দিনের বেলায় আরও খারাপ হ'য়ে দাঁড়ালো আমার অবস্থা।

একটি ছোট বাড়ীতে সরিয়ে নিয়ে গেলেন আমাকে আমার সঙ্গীরা কিন্তু অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং ধোঁয়ায় কালো হয়েছিল সেই বাড়ীটা, এবং আমার ঘরের নীচে গবাদি পশুর ডাক আর ঘরের চালের আড়াতে মোরগের ডাক শুনেছিলুম সারাক্ষণ পরবর্তী রাত্রিতে। কাজেই আবার আমার ঘুম হয়েছিল খুব অল্প, এবং পরের দিন সকালে হাঁটবার ক্ষমতা ছিল না আমার। এই রকম মনমরা অবস্থার মধ্যে যখন ছিলুম আমি আমাদের রেডিওতে ভারতবর্ষ থেকে প্রচারিত একটি সংবাদ শুনলুম যে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে বিশেষ আহত হয়েছি আমি। আমি জানতুম এটা মানসিক বিপর্যয় ঘটাবে আমার বন্ধুদের, তাছাড়া, বরং আমি আনন্দিতই বোধ করেছিলুম এসংবাদে: এতোদিন কোনো রকমে এড়িয়ে আসতে পেরেছিলুম যে দুর্ঘটনাকে।

আমি ভালো থাকলেও মাংমাং'য়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হতো একটা দিন, কারণ কে কে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসবে বা আসবে না

এটা স্থির করতে হয়েছিল এখানে বসে। মোটের ওপর, ধর্ম এবং রাজনীতি সংক্রান্ত অফিসাররা এসেছিলেন আমার সঙ্গে, এবং সৈন্যবাহিনীর লোকেরা থেকে গেলো পেছনে: প্রথম উল্লিখিত ব্যক্তিরা লাসা ত্যাগ করার পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলেন যে আমাকে অনুসরণ করবেন তাঁরা আমি যেখানেই যাই না কেন, কিন্তু পরে উল্লিখিত ব্যক্তিরা এসেছিলেন কেবলমাত্র আমাকে রক্ষা করবার জন্যে, এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই তিব্বতে ফিরে যেতে চেয়েছিল সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে।

পরের দিন সকালে, তখনও আমি এতো অসুস্থ ছিলুম যে ঘোড়ায় চড়বার মতো অবস্থা ছিল না আমার; তবুও ভাবলুম আমরা যে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিৎ পশ্চাদ্ভাগরক্ষী খাম্‌পা এবং সৈনিকদের তাদের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। কাজেই আমার সঙ্গীরা উঠিয়ে ছিলেন আমাকে চমরী ষণ্ড এবং গাভীর বর্ণসঙ্কর জো'র প্রশস্ত পিঠের ওপর, এটি ছিল স্বচ্ছন্দ চলনভঙ্গীর ধীরপ্রকৃতির প্রাণী। এবং সেই বিশ্বের আদি যুগের তিব্বতী পরিবহনে চ'ড়ে আমি ত্যাগ করলুম আমার দেশ।

সীমান্ত অতিক্রম করার মধ্যে নাটকীয় ছিল না কিছু। এটির দু'পাশের অঞ্চলই অনাবাদী এবং বসতিহীন। অসুস্থতা এবং ক্লান্তির ঘোরের মধ্যে এবং অতৃপ্তির মধ্যে এটি দে'খছিলুম আমি, যা প্রকাশ করার পক্ষে অত্যন্ত গভীর।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

ভারতবর্ষের গ্রাম এবং শহরগুলিতে যখন প্রথম পৌঁছুলুম আমরা যে সহানুভূতি পেলুম সেখানে, কেউই আর মনমরা হ'য়ে থাকতে পারে না তারপর। কোনো বড় রাস্তা বা রেলপথে গিয়ে পৌঁছুতে হ'লে তখনও আমাদের যেতে হবে প্রায় সপ্তাহখানেকের পথ এবং অতিক্রম করতে হবে আরও কয়েকটি গিরিপথ; কিন্তু আনন্দিত হয়েছিলুম আমি যখন পথে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন একজন অফিসার যাঁকে আমি চিনেছিলুম পূর্বে যখন ভারতবর্ষে এসেছিলুম তখন, এবং পরে যখন সাক্ষাৎ করেছিলেন আমার সঙ্গে সংযোগাধিকারিক এবং দোভাষী যাঁরা ছিলেন আমার সঙ্গে আমার পূর্বেকার ভ্রমণে। তারপর মিষ্টার নেহেরুর কাছ থেকে বিশেষ আন্তরিকতাপূর্ণ একখানি টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম আমি। 'আমার সহকর্মীরা এবং আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি আপনাকে এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি নির্বিঘ্নে ভারতবর্ষে আগমনের জন্যে' লিখেছিলেন তিনি। 'আপনাকে আপনার পরিবারবর্গকে এবং আপনার অনুগামীদের জন্যে প্রয়োজনীয় সুবিধা সুযোগের ব্যবস্থা করতে পারলে সুখী হবো আমরা। ভারতবর্ষের জনগণ যারা আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যগত সম্মান প্রদর্শন করবে মহিমময় আপনাকে। সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।' এবং তেজপুর রেল স্টেশনে যখন এসে পৌঁছেছিলুম আমরা, বিস্মিত এবং সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, যখন দেখলুম হাজার হাজার টেলিগ্রাম এসেছে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং এসেছেন সারা পৃথিবীর সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে প্রায় একশ' জন সাংবাদিক এবং ফোটোগ্রাফার এই দূর প্রান্তে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে এবং শোনবার জন্যে যেটাকে তাঁরা বলেছিলেন 'বৎসরের শ্রেষ্ঠ কাহিনী।' অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম আমি একথা বুঝতে পেরে যে কতো আগ্রহ দেখানো হয়েছে আমার দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে, কিন্তু সংযতভাবে ছাড়া তাঁদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে তখন। আমার মনও প্রস্তুত ছিল না এ-ব্যাপারে, এবং এ সময়টাও ছিল এমনিই যে প্রত্যেকটি

কথা খুবই চিন্তা করে বলতে হবে আমার দেশবাসীর স্বার্থে, যাঁরা তখনও ছিলেন তিব্বতে। কাজেই আমি একটি বিবৃতি প্রচার করেছিলুম, অকপট এবং সুচিন্তিতভাবে পরিমিত শব্দে, একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়ে ঘটনাবলীর শেষের দিকটার যে বিষয়ে বলেছি আমি এই গ্রন্থে। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমি শুভ কামনার বার্তাগুলির জন্যে যা বর্ষিত হয়েছে আমার ওপরে, এবং ভারত সরকারের সাদর অভ্যর্থনার জন্যে, এবং প্রথম পুরুষে লেখা এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছিল যে যা কিছু বলতে চান দালাই লামা বর্তমানে তা হচ্ছে 'তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছেন যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তিব্বতে তার জন্যে, এবং একান্তভাবে আশা করেন যে অশান্তি কেটে যাবে আরও অধিক রক্তপাত না হয়ে'।

দু'দিন পরে একটি বিবৃতি দেওয়া হলো পিকিং থেকে যেটা শুরু করা হয়েছিল এইভাবে: 'দালাই লামার তথাকথিত বিবৃতি......হচ্ছে একটি অমার্জিত দলিল, অযৌক্তিক, মিথ্যা এবং ক্রটীপূর্ণ।' চীনা কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিতে দেখা ঘটনাবলীর বিবরণ দিয়ে এবং বিদ্রোহীগণ কর্তৃক লাসা থেকে আমি অপহৃত হয়েছি একথার ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছিল এটিতে যে 'সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের ইচ্ছাই প্রকাশ করেছি মাত্র আমি, এবং এ ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে ঐ বিবৃতিটি দেইনি আমি নিজে। ঐ সময়ে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করতেন চীনারা 'সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারতীয় সম্প্রসারণ-বাদীদের বিরুদ্ধে। কথার দ্বারা আহত করা খুবই সহজ, এবং আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সঙ্গত ব'লে প্রতীত হওয়াও খুবই সহজ যদি সত্যের প্রতি কোনো শ্রদ্ধা না থাকে। কিছু তীব্র জবাব দিয়েছিলেন ভারত সরকারের জনৈক মুখপাত্র, কিন্তু নিজেকে আমি রাজী করাতে পারিনি এই বিতর্কে যোগ দেবার জন্যে যেখানে গালাগালিই করতেন শুধু চীনারা; এবং সত্যের অপলাপ তাঁরা যা করেছিলেন সে বিষয়ে কয়েকদিন পরে, দ্বিতীয় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছিলুম আমি এই ব'লে যে আমিই দায়ী প্রথম বিবৃতিটির জন্যে এবং এখনও নির্ভর করি সেটির ওপরে।

তবুও আমি বিস্মিত হয়েছিলুম আবার এটা দেখে যে এই বিদ্রোহের ব্যাপারে যারই কথা মনে করতে পেরেছেন চীনারা কী ভাবে দোষারোপ করেছেন তাঁর উপর, যেমন আহত সারমেয় সবাইকে দংশন করে বেড়ায়।

বিভিন্ন সময়ে, দোষারোপ করবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা সম্পূর্ণ কল্পিত সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর, তিব্বতীরা যাঁরা বাস করছিলেন ভারতবর্ষে তাঁদের ওপর, ভারত সরকারের ওপর, এবং 'কর্তৃত্বকারী চক্রীদলের' ওপর—যেভাবে ইদানিং বর্ণনা করতেন তাঁরা আমার গভর্ণমেণ্টের। কিন্তু এ-সত্যটা স্বীকার করতে রাজী করাতে পারেন নি তাঁরা নিজেদের: যে যে-জনগণকে মুক্ত করছেন ব'লে দাবী করছিলেন চীনারা সেই জনগণই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বিদ্রোহ করেছিল এই মুক্তির বিরুদ্ধে, এবং জনগণের অপেক্ষা তিব্বতী শাসকসম্প্রদায়ই বরং অধিকতর ইচ্ছুক ছিলেন একটা চুক্তিতে আসতে।

তেজপুর পৌঁছুবার অল্পকাল পরেই, ভারত সরকার একখানি স্পেশাল ট্রেন পাঠালেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে মুসুরিতে দিল্লীর উত্তরে হিমালয়ের নিম্ন দেশে, যেখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা সাময়িকভাবে। এটি কয়েকদিনের পথ, এবং একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা, কারণ ট্রেনটি থেমেছিল যেখানে যেখানে সর্বত্রই প্রচুর জনতা এসে উপস্থিত হয়েছিল আমাদের সম্ভাষণ জানাবার জন্যে। আমার পূর্বেকার আগমনের সময় ভারতের জনগণ যে সংবর্ধনা জানিয়ে ছিলেন আমাকে—মনে পড়ছিল আমার তা, কিন্তু এবারে এটির মধ্যে ছিল একটি স্বতঃস্ফূর্ত উত্তাপ। উত্তপ্ত করেছিল আমার হৃদয়, এবং মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল সেই তিব্বতী প্রবাদটি: 'বেদনা আছে আনন্দ পরিমাপ করবার জন্যে।' শুধু আমাকে দেখবার জন্যে নিশ্চয়ই আসে নি তারা, তারা এসেছিল তিব্বতের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্যে।

যাই হোক, মুসুরিতে পৌঁছে খুব আনন্দ পেয়েছিলুম আমি, এবং পথভ্রমণ আর মানসিক উদ্বেগ থেকে বিশ্রাম করতে পারবো আমি সেই মাস থেকে, শান্তিতে আমাদের সমস্যাগুলির বিষয় চিন্তা করতে পারবো—এজন্যও খুব আনন্দ বোধ করছিলুম আমি। মুসুরিতে ছিলুম আমি এক বচ্ছর, যে পর্যন্ত না ভারত সরকার ভারতবর্ষের একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটি স্থানে যেটির নাম ধর্মশালা, আমাকে একটি বাংলো দিতে চেয়েছিলেন আমার যতদিন প্রয়োজন ব্যবহার করবার জন্যে, সেটি হচ্ছে আমি এখন বাস করছি যেটিতে।

আমি মুসৌরি পৌঁছুবার অল্প দিন পরেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন মিষ্টার নেহেরু, এবং তাঁর সঙ্গে আবার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করতে পেরে খুশী হয়েছিলুম আমি; জুন মাসে আমি আর একটি বিবৃতি দিয়েছিলুম সংবাদপত্রে। ততোদিন পর্যন্ত চৈনিক কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে কোনো রূঢ় কথা বলি নি আমি প্রকাশ্যে, কারণ আমি জানতুন বহু ভালো জিনিস আছে চীনে এবং ভাবতেই পারতুম না যে যুক্তিসঙ্গতভাবে আপোষ-মীমাংসা করবে না চীন। কিন্তু দলে দলে উদ্বাস্তরা আসতে আরম্ভ করলো তিব্বত থেকে, এবং আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলুম আমি যে সব কাহিনী তারা শুনেয়েছিল তাতে। এটা অনুভব করতে বাধ্য হয়েছিলুম আমি যে কেবল পাশবিকতার দ্বারা তিব্বতকে পরাভূত করতে মনস্থ করেছে চীন। আরও কঠোরতরভাবে বলতে হলো আমাকে। আমি বললাম আমার মনে হয় পিকিং গভর্ণমেণ্ট হয়তো জানেন না তাঁদের প্রতিনিধিরা কি করছেন— সত্যিই বিশ্বাস করতে পারিনা আমি যে মাও সে-তুং সমর্থন করেন এটি— এবং প্রস্তাব করেছিলুম আমি যে ঘটনাবলী সম্বন্ধে তদন্ত করবার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশনে যদি রাজী থাকেন ওঁরা আমি এবং আমার গভর্ণমেণ্ট সানন্দে স্বীকার করে নেবো কমিশনের রায়। ন্যায়সঙ্গতভাবে চুক্তি সম্পাদন করতে তখনও রাজী ছিলুম আমরা এবং বাস্তবিকপক্ষে সর্বদাই আমরা রাজী ছিলুম এ-বিষয়ে। কিন্তু এ প্রস্তাব কোনো দিনই স্বীকার করেন নি চীনারা।

এই প্রেস-কন্‌ফারেন্‌সেই আনুষ্ঠানিকভাবে অস্বীকার করলুম সেই সতের দফা শর্ত বিশিষ্ট চুক্তিটি। এটি করেছিলুম আমি নিজেরই চেষ্টায়, কিন্তু মুসুরিতে যখন ছিলুম আমি, সেই জীবনে প্রথম আন্তর্জাতিক আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার, এবং ঠিকই করা হয়েছে ব'লে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা।

এতোদিন পর্যন্ত আমাদের দাবীর ন্যায্যতা স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মনে হয়েছিল আমার কাছে, কিন্তু একথা এখন আমার মনে হচ্ছে যে যদি অন্য সব কিছুই ব্যর্থ হয় তাহ'লে হয়তো রাষ্ট্রসংঘকে অনুরোধ করতে হবে আমাদের বিষয়টি বিবেচনা করবার জন্যে। তাড়াতাড়ি করে এই সিদ্ধান্তে আসার পক্ষপাতি ছিলুম না আমি, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে আইনের জটিল প্রশ্নগুলি। আমি জানতুম যে আমাদের আটত্রিশ বৎসরের

পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও চীনারা দাবী করবেন যে তিব্বত বরাবরই ছিল চীনের একটি অংশ; এবং যদি প্রমাণ করতে পারেন তাঁরা তাঁদের দাবী, তাহ'লে তাঁরা এ তর্কও ওঠাতে পারেন যে তাঁদের তিব্বত আক্রমণটা একটি ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র, যেটাতে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না রাষ্ট্রসংঘ।

কিন্তু আমার মুসুরিতে থাকার সময়, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের সমস্ত চুক্তিপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশন, আগেই বলেছি আমি যে বিষয়ে, এবং সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে আমাদের এটা সার্বভৌম রাষ্ট্র, প্রকৃতপক্ষে এবং আইনতঃ চীনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, ঐ সতেরটি শর্তবিশিষ্ট চুক্তিপত্রটি বিবেচনা করে দেখতে লাগলেন কমিশন। আপাতদৃষ্টিতে, যখনই আমরা সই করেছিলুম চুক্তিপত্রটি, তখনই আমরা ত্যাগ করেছিলুম আমাদের সার্বভৌমত্ব। তর্ক করতে পারতুম আমরা যে ব্যক্তিগত উৎপীড়ন এবং তিব্বতের বিরুদ্ধে আরও সামরিক শক্তিপ্রয়োগের ভীতি-প্রদর্শনের জন্যেই আমাদের প্রতিনিধিরা সই করেছিলেন এটি। কিন্তু এও তর্ক করা যেতো আমাদের বিপক্ষে যে অবৈধ জুলুমের দ্বারা জোর করে যদি সই করিয়ে নেওয়া হয় কোনো সন্ধিপত্র—সর্বদাই যে বাতিল বলে গণ্য হবে সেটা, তা ঠিক নয়: দৃষ্টান্ত স্বরূপ—যুদ্ধের শেষে সন্ধিপত্রগুলি স্বাক্ষরিত হয় বিজিতদের দ্বারা অবৈধ জুলুমের মধ্যেই।

কিন্তু ঐ সন্ধিপত্র কোনো পক্ষ দ্বারা যদি লঙ্ঘিত হয় আইনতঃ এটি বাতিল হতে পারে অপর পক্ষের দ্বারা, এবং তারপর বলবৎ থাকবে না এটি আর। চীনারা নিশ্চিতই ভঙ্গ করেছে সেই সতের দফা শর্তবিশিষ্ট চুক্তিপত্রটি, এবং এটা প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি আমরা। এখন আমি বাতিল করেছি সেই চুক্তিটি, এটা আর কার্যকরী হবে না আমাদের ওপর, এবং আমাদের সার্বভৌমত্বের দাবী—এই চুক্তিনামাটি স্বাক্ষরিত হবার পূর্বে যেমনটি ছিল—এখনও আছে সেইরকম।

আর একটি সুস্পষ্ট প্রতিবন্ধক ছিল আমাদের এই ব্যাপারটিকে রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে যাবার পক্ষে: সেটি হচ্ছে বিবদমান পক্ষদের মধ্যে সভ্য ছিলেন না কোনো পক্ষই। আমরা ছিলুম না তার কারণ হচ্ছে যে চিরদিন আমাদের অন্তরণকেই লালন করে এসেছি আমরা, এবং চীনারা ছিলেন না তার কারণ হচ্ছে যে চীনের প্রতিনিধিত্ব করতেন ফরমোসার চিয়াং কাই-শেক

সরকার। তা সত্ত্বেও, সদস্য দেশগুলির নজরে আনবার চেষ্টা করলুম আমাদের এই ব্যাপারটি।

আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশন কাজ করছিলেন না আমার জন্যে কিম্বা তিব্বতের জন্যে ; কোনো গভর্ণমেন্ট কিম্বা জাতির জন্যে কাজ করেন না এঁরা। এটি একটি স্বাধীন সংস্থা—বিচারক, ব্যবহারজীবী এবং আইনের অধ্যাপকদের নিয়ে, পঞ্চাশটি দেশের ত্রিশ হাজার ব্যবহারজীবীদের দ্বারা সমর্থিত, এবং এঁরা আছেন আইনের উন্নতি বিধান করবার জন্যে এবং নিয়মিতভাবে আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মনে হ'লে পৃথিবীর আইনজ্ঞদের অভিমত সহজলভ্য করার জন্যে। খুশী হয়েছিলুম আমি এই জন্যে যে তিব্বতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সক্রিয় এবং বাস্তব অনুশীলন শুরু করেছিলেন কমিশন, শুধু এই জন্যেই যে এটাকে তাঁদের একটা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন তাঁরা।

তাঁদের তদন্তে, প্রত্যেকটি চীনা এবং তিব্বতী বিবৃতি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন কমিশন, এবং তিব্বতী শরণার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেদের পাঠিয়েছিলেন তাঁরা ; এবং আমি যা শুনেছিলুম তার চেয়ে আরও বেশী বীভৎসতার কথা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা। আমার মনে হয় না যে বেশী লোক পড়তে চাইবে এই চরম নিষ্ঠুরতার কাহিনী, এবং আমিও লিখতে চাইনা সে বিষয়ে, কিন্তু আমার স্বজনদের প্রতি সুবিচারের জন্যে মোটামুটি বর্ণনা দিতে হবে আমাকে সেই সব উৎপীড়নের যেগুলি উদ্ঘাটিত হয়েছিল সেই নিরপেক্ষ তদন্তে।*

হত্যা করা হয়েছিল আমার হাজার হাজার দেশবাসীকে, শুধু সামরিক প্রক্রিয়া দ্বারাই নয়, এককভাবে এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবেও। বিনা বিচারে হত্যা করা হয়েছিল তাদের, কম্যুনিজম্ বিরোধী অথবা গোপনে ধনসম্পদ মজুত করছে এই সন্দেহে, অথবা শুধু তাদের পদমর্যাদার জন্যে, কিম্বা অকারণেও ; কিন্তু মুখ্যতঃ এবং মূলতঃ তাদের হত্যা করা হয়েছে নিজেদের ধর্ম তারা পরিত্যাগ করতে চায় নি বলে। শুধু তাদের গুলি করেই হত্যা করা হয় নি, পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে, ক্রুশ বিদ্ধ করে বধ করা হয়েছে, জীবন্ত দগ্ধ করা

*কমিশন কর্তৃক গৃহীত সম্পূর্ণ বিবৃতিসমূহ এবং তাঁদেব বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছিল তাঁদের এই রিপোর্টগুলিতে—তিব্বতেব প্রশ্ন এবং শাসননীতি, এবং তিব্বত ও লোকায়ত্ত সাধারণতন্ত্রী চীন (আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞ কমিশন, জেনেভা, ১৯৫৯ এবং ১৯৬০)।

হয়েছে, ডুবিয়ে মারা হয়েছে, অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, অনশনে মারা হয়েছে, শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হয়েছে, ফাঁসী দেওয়া হয়েছে, ছেঁকা দিয়ে মারা হয়েছে, জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে, নাড়িভুঁড়ি বের করে নেওয়া হয়েছে, শিরশ্ছেদ করা হয়েছে। এই সমস্ত হত্যা করা হয়েছে প্রকাশ্যে; এই সব বলি প্রদত্ত মানুষের গ্রামবাসীদের, বন্ধুদের এবং প্রতিবেশীদের বাধ্য করা হয়েছিল তাদের বধকাণ্ড দেখতে; প্রত্যক্ষদর্শীরা বর্ণনা করেছিলেন এ-গুলি কমিশনের কাছে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদের তিলে তিলে হত্যা করা হয়েছে আর বাধ্য করা হয়েছে তাদের পরিবারবর্গকে তা দেখবার জন্যে; ছোট ছোট শিশুদের দিয়ে জোর করে গুলি করানো হয়েছে তাদের মা বাবার ওপর।

লামারাই নির্যাতিত হয়েছিলেন বিশেষ করে, চীনারা বলতো এঁরা ছিলেন পরগাছা এবং বেঁচে আছেন জনগণের অর্থের ওপর। তাঁদের লাঙ্গলে জুতে, ঘোড়ার মতো চড়ে, কশাঘাত করে আর প্রহার করে, এবং অন্য যত রকম উপায়ে হোক—যেটা বলাও খারাপ, তাঁদের উৎপীড়ন করার আগে তাঁদের অপমান করবার চেষ্টা করতো চীনারা, বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ আর শ্রদ্ধেয় লামাদের; এবং তাঁদের যখন তারা একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিয়েছে, তাঁদের ধর্ম নিয়ে তখন উপহাস করেছে তারা, অলৌকিক ঘটনা সঙ্ঘটন করে যন্ত্রণা এবং মৃত্যু থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্যে তাদের আহ্বান করে।

এই প্রকাশ্য হত্যা ছাড়াও, বহু সংখ্যক তিব্বতীকে বন্দী করা হয়েছিল বা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অজ্ঞাত স্থানে; বাধ্যতামূলক শ্রমের নিষ্ঠুরতায় এবং নির্যাতনে মারা গিয়েছে বহু সংখ্যক; হতাশায় এবং দুর্দশায় আত্মহত্যা করেছেন অনেকে। পুরুষদের যখন গেরিলা মনে করে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পাহাড়ের দিকে, মেশিন্-গান্ দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল গ্রামে ফেলে যাওয়া নারী এবং শিশুদের। বহু সহস্র বালক বালিকাদের, পনেরো বছর বয়েসের থেকে স্তন্যপায়ী শিশু পর্যন্ত, ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের মা বাবার কাছ থেকে এবং কোনো দিনও আর দেখা যায়নি তাদের, এবং প্রতিবাদ করেছিল যে সব পিতামাতা বন্দী করা হয়েছিল কিম্বা গুলি করা হয়েছিল তাদের। চীনারা হয় বলতো—শিশুরা না থাকলে আরও ভালোভাবে কাজ করতে

পারবে মা বাবারা, না হয় বলতো—উপযুক্ত শিক্ষা পাবার জন্যে শিশুদের পাঠানো হবে চীনে।

বহু তিব্বতী পুরুষ ও নারী মনে করে যে নির্বীজিত করেছে তাদের চীনারা। আন্তর্জাতিক কমিশনের প্রশ্নকারীদের কাছে একটি যন্ত্রণাদায়ক অস্ত্রোপচারের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করেছিল তারা। তাদের সেই সাক্ষ্যকে চূড়ান্ত ব'লে গ্রহণ করতে পারেন নি কমিশন, কারণ ভারতবর্ষের চিকিৎসকদের জানা নির্বীজিত করণের কোনো প্রণালীর সঙ্গে মেলে নি সেই অস্ত্রোপচার। অন্যদিকে কিন্তু কোনো কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না এটার, এবং কমিশনের রিপোর্ট লেখা শেষ হয়ে যাবার পর নতুন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যা, তা থেকে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল আমার যে কতকগুলি গ্রামের পুরুষ ও নারীদের নির্বীজিত করেছিল চীনারা।

মানুষের প্রতি এইসব অন্যায় করা ছাড়াও, শত শত মঠ ধ্বংস করেছিল চীনারা, হয় সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে, কিংবা লামাদের হত্যা করে এবং ভিক্ষুদের শ্রমশিবিরে পাঠিয়ে দিয়ে, মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে ভিক্ষুদের কৌমার্য ব্রত ভাঙতে হুকুম দিয়ে, এবং মঠের খালি বাড়ী এবং মন্দিরগুলিকে সৈন্যশিবির আর আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করে।

যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করতে পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক কমিশন তা থেকে বিবেচনা করেছিলেন তাঁরা যে 'খুবই গুরুতর অপরাধের জন্য দোষী চীনারা, যার জন্যে অপরাধী করা হ'য় যে কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে' : গণহত্যার জন্যে,—'একটি দেশভক্ত, জাতিগত কিম্বা ধার্মিক শ্রেণীকে, সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে বিনষ্ট করবার পরিকল্পনা'। এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন তাঁরা যে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের ধ্বংস করাই অভিপ্রায় ছিল চীনাদের।

অতীতের বিষয় চিন্তা করলে, মনে হয় আমার, কারণগুলি বোঝা যাবে যা চীনাদের প্ররোচিত করেছিল এই দুষ্কর্মগুলি করতে।

গোড়াতে তিনটি কারণ ছিল যে জন্যে চীনারা লোভ করেছিল তিব্বতের ওপর। প্রথম, আমাদের রাজ্য ছিল বিশাল, কিন্তু বাস করতো মাত্র সত্তর আশিলক্ষ তিব্বতী এবং ষাটকোটিরও অধিক ছিল চীনারা এবং তাদের জনসংখ্যা লক্ষ লক্ষ হিসেবে বেড়ে চলেছিল প্রতি বৎসর। প্রায়ই তারা

দুর্দশা ভোগ করতো দুর্ভিক্ষ থেকে, এবং বসবাসের জন্যে অতিরিক্ত স্থান হিসেবে চেয়েছিল তারা তিব্বতকে। বস্তুতঃ চীনা কৃষিজীবিদের ইতি-মধ্যেই তিব্বতে এনে বসিয়েছিল তারা, এবং কোনো সন্দেহ নেই আমার যে সেই দিনটির প্রত্যাশায় রয়েছে তারা যেদিন তিব্বতীরা হয়ে দাঁড়াবে তুচ্ছ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তিব্বতী কৃষকদের অবস্থা ইতিমধ্যেই হয়ে দাঁড়িয়েছে বিজেতা জাতির কৃষকদের অপেক্ষা ঢের বেশী খারাপ। তিব্বতের লিখিত ইতিহাসে, কোনও দিনও দুর্ভিক্ষ হয় নি সেখানে; কিন্তু আজ সেখানে এসেছে আকাল।

দ্বিতীয়তঃ, খনিজ সম্পদে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ। কোনোদিনই সেগুলি কাজে লাগাইনি আমরা, কারণ পার্থিব ঐশ্বর্যের জন্যে বিশেষ কামনা ছিল না আমাদের। চীনারা দাবি করে যে প্রভূত উন্নতি করা হয়েছে তিব্বতে, এবং তাদের দাবি সত্য বলেই অনুমান করি আমি; কিন্তু এ উন্নয়ন তিব্বতের উপকারের জন্যে নয়, এ শুধু চীনের সমৃদ্ধির জন্যে।

তৃতীয়তঃ, সারা পৃথিবী না হলেও, সারা এশিয়ার ওপর আধিপত্য করতে চায় চীন, যে বিষয় তাদের অনেকেই বলতো খোলাখুলি, এবং তিব্বত বিজয় এ-পথে প্রথম পদক্ষেপ। সামরিক দক্ষতা মোটেই আমার নেই, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে তিব্বতের মতো এত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান এশিয়ায় আর নেই। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র থাকলে, এর পর্বত-গুলিকে প্রায় অভেদ্য দুর্গ করে তোলা যায় যেখানে থেকে আক্রমণ চালানো যাবে ভারত, বর্মা, পাকিস্তান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজ্যগুলির ওপরে, এই দেশগুলির ওপরেও আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে, তাদের ধর্মের বিনষ্ট সাধনের জন্যে—যেমন করা হচ্ছে আমাদের, এবং অধিকতর দূরবর্তী স্থানের নিরীশ্বরবাদ প্রচার করবার জন্যে। শোনা যায়, ইতিমধ্যেই তিব্বতে আঠারোটি এয়্যার-ফিল্ড্ অর্থাৎ বিমান অবতরণের স্থান এবং সারা দেশ জুড়ে সামরিক রাস্তা গঠন করেছে চীনারা এবং যেহেতু তারা জানতো খুব ভালোভাবেই সে ভারতবর্ষের কোনো অভিপ্রায়ই ছিল না তাদের ওপর আক্রমণ করবার, এই সমস্ত সামরিক ব্যবস্থাদির একমাত্র সম্ভাব্য ব্যবহার হতে পারে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের ঘাঁটি হিসেবে।

বুঝতে পারছি এখন যে কম বেশী এই সমস্ত অভিসন্ধিগুলি স্পষ্টই

ছিল তাদের মনে দশ বছর আগে তিব্বত আক্রমণ করেছিল যখন চীনারা। তারপর, ভেবেছিল তারা যে মাত্র আইনের ছুতোয় এবং বলপ্রয়োগের ভয় দেখিয়ে জয় করতে পারবে তিব্বতকে; কিন্তু উদ্দেশ্য তিনটি, এবং বিশেষ করে শেষেরটি বাধ্য করেছিল তাদের বিজয়ের পথে আরও এগিয়ে যেতে, যদিও তারা বুঝতে পেরেছিল কি পরিমাণ উপাদান, জীবন এবং পাপের মূল্য দিতে হবে তাদের এর জন্যে।

আমার জনগণের এবং যে জন্যে তাদের বেঁচে থাকা সে সব কিছুরই ধ্বংস সত্ত্বেও, এই নির্বাসনে বসে একমাত্র যা করণীয় ছিল আমার, তাতেই আত্মনিয়োগ করেছি আমি: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মাধ্যমে, এবং এখন এই পুস্তকের মধ্য দিয়ে, বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া যে কি ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে তিব্বতে; আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে যারা বন্দীদশা এড়াতে তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে; এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে।

আমি আমার দেশ ছেড়ে আসবার পর প্রায় ষাট হাজার তিব্বতী আমাকে অনুসরণ করে এল এই নির্বাসনে, হিমালয় অতিক্রম করার পথ খুঁজে পাওয়ার এবং চীনা রক্ষীদের এড়ানোর দুঃসাধ্যতা থাকা সত্ত্বেও। একটিমাত্র শ্রেণীর মধ্য থেকেই আসেনি তারা: তারা ছিল সত্যিই আমার দেশবাসীর প্রতিনিধি। তাদের মধ্যে ছিলেন আমাদের দেশের বিশেষ যশস্বী লামারা, শিক্ষিত পণ্ডিতরা, প্রায় পাঁচ হাজার ভিক্ষু, কিছু সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং সৈনিকরা, এবং বহু নগণ্য কৃষক, যাযাবর এবং কারিগর। এদের অনেকেই এসেছিল আমি যে পথে এসেছিলাম তার চেয়ে আরও বেশী কষ্টসাধ্য এবং বিপদজনক পথ দিয়ে। পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পেরেছিল কেউ কেউ; পর্বত অতিক্রমণের কষ্টে মারা গিয়েছিল কিছু সংখ্যক শিশু; কিন্তু তাদের মধ্যে বহু পুরুষ তাদের পবিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল যুদ্ধের সময়, এবং আরও বেশী মনোকষ্ট হয়েছে তাদের এ-কথা মনে করে যে তাদের স্ত্রী-পুত্রকে ফেলে রেখে আসতে হয়েছে চীনাদের কাছে।

এই সব শরণার্থীরা গোষ্ঠীভুক্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতবর্ষ, ভূটান, সিকিম এবং নেপালে। সর্বপ্রকার মতাবলম্বী ভারতবর্ষের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক তিব্বতী শরণার্থীদের জন্যে গঠন করেছিলেন একটি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি; এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় কাজ করে চলেছেন

আমাদের দেশবাসীদের সাহায্য করবার জন্যে। অন্য অনেক দেশে স্বেচ্ছা-চালিত সাহায্য সমিতিগুলিও সাহায্য করেছেন অর্থদিয়ে এবং খাদ্য, বস্ত্র এবং ঔষধ দিয়ে। বৃটেন, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড সরকার দান করেছিলেন আমাদের সন্তানদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে, এবং চাল দিয়েছিলেন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার। প্রত্যেকের কাছে আমরা সত্যিই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এই অনুগ্রহের জন্যে; স্থায়িভাবে বসবাস সুরু করার ব্যাপারে মূল্যাতীতভাবে সাহায্য করেছিল এটি। কিন্তু অপরের দানের ওপর নির্ভর করে যতোদিন প্রয়োজন তার বেশী থাকতে চাইনা আমরা; যতো শীগ্‌গির সম্ভব হয় নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে চাই আমরা।

এই ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করেছিলেন সমর্থ পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশেরই জন্যে কাজের ব্যবস্থা করতে। উপস্থিত তাদের মধ্যে অনেকেই, বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমেৎ, নিযুক্ত রয়েছে রাস্তা তৈরির কাজে; কিন্তু ভারতবর্ষের উষ্ণ সমতল ভূমিতে এটি ছিল খুব স্বাস্থ্যহানিকর কাজ পর্বত-বাসীদের পক্ষে, এবং গভর্ণমেণ্টের সহানুভূতির ওপর নির্ভর করে আমরা এদের এমন সব অঞ্চলে বসবাস করাবার চেষ্টা করছি, যেখানকার জলবায়ু আমাদের দেশের চেয়ে বিশেষ ভিন্ন রকমের নয়। এই কথা মনে রেখে—হিমালয়ের গায়ে দার্জিলিং এবং ডালহৌসিতে কারিগরী শিল্প শিক্ষার দু'টি কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি আমরা, যেখানে কার্যকরী বৃত্তির শিক্ষা লাভ করছে প্রায় ছ'শ লোক। প্রায় চার হাজার লোককে ইতিমধ্যেই বসানো হয়েছে গ্রাম্য সম্প্রদায়রূপে মহীশুর এবং আসামে, এবং সন্ধান করা হচ্ছে অন্য আরও উপযুক্ত স্থানের। বাকী সমস্ত বয়স্ক লোকেরা আস্তে আস্তে কাজ খুঁজে পাচ্ছে কৃষিজীবী হিসেবে, জঙ্গল পরিষ্কারে, দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠানে; এবং ষোল থেকে পঁচিশ বৎসর বয়েসের তরুণদের যতোগুলিকে সম্ভব হয় শিক্ষা দিচ্ছি আমরা যন্ত্র-সংক্রান্ত জ্ঞানে—অত্যন্ত অভাব ছিল আমাদের যেটির প্রাচীনকালে।

শিশুরাই আমার চিন্তার বিশেষ কারণ; পাঁচ হাজারেরও বেশী বালক-বালিকা রয়েছে, যাদের বয়স আঠারো বছরের নীচে। প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা বালক-বালিকাদের মূলোৎপাটন করা এবং সহসা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসা অধিকতর কষ্টসাধ্য, এবং গোড়ার দিকে মারা গিয়েছিল

তাদের অনেকেই, খাদ্য এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্যে। কঠোর ব্যবস্থা কিছু গ্রহণ করতে হয়েছিল আমাদের তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে। এবং তাদের শিক্ষা ছিল আমাদের কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা জানতুম যে তিব্বতে আমাদের ছেলেমেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের মা-বাবার কাছ থেকে এবং গড়ে তোলা হচ্ছে চৈনিক কম্যুনিষ্ট হিসেবে, তিব্বতী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হিসেবে নয়। পূর্বেই আমি বলেছি চীনা মতবাদ গ্রহণ করতে অসম্মত ছিল তিব্বতী ছেলেমেয়েরা ; কিন্তু এ কথাটা চিন্তা করা নিরর্থক হবে যে, যে সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে শিশুকালেই, কম্যুনিষ্ট হিসেবে বেড়ে উঠবে না তারা, যদি ততোদিন পর্যন্ত টিকে থাকে চৈনিক কম্যুনিজম। কাজেই আগামী বংশ পর্যায়ে, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ জনসমাজরূপে গণ্য হ'তে পারে এই পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে, শান্তিপূর্ণ ধার্মিকতা, ঐতিহ্য এবং কৃষ্টি রক্ষণের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে যেটা লোপ পাচ্ছে তিব্বত থেকে।

এপর্যন্ত পাহাড়ের নিম্নদেশে হাজারখানেক ছেলেমেয়েদের জন্যে আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছি আমরা, এবং তাদের সকলের জন্যই যথেষ্ট সংখ্যক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি আমরা। সমস্ত উদ্বাস্তু পিতা-মাতারাই তাদের ছেলেমেয়েদের এইসব বিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য ব্যগ্র, যেখানে তারা বেড়ে উঠতে পারে স্বাস্থ্যবান হ'য়ে এবং খাঁটি তিব্বতী হিসেবে। শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের তিব্বতী ভাষা, ধর্মসংক্রান্ত জ্ঞান এবং তিব্বতের ইতিহাস তাদের অধ্যয়নের মুখ্য বিষয় হিসেবে, এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হতো ইংরেজী, হিন্দী, গণিত, ভূগোল, পৃথিবীর ইতিহাস এবং বিজ্ঞান।

স্কুলে যাওয়ার মতো বয়েসের চেয়ে কম বয়েসের খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল আমাদের আর একটি সমস্যা। এরাই সব চেয়ে কষ্ট পেয়েছে ভারতবর্ষের আবহাওয়ায়, এবং সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা থেকে, তিব্বতে যার অস্তিত্ব নেই বললেই হয় ; এবং তাদের মা বাবারা ভালো করেই জানতো যে তাদের পালন করতে পারবে না ঠিক ভাবে। কাজেই তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছিলুম আমি নিজেই। একটি শিশুশালা স্থাপন করার এবং আমার বড়দির হাতে এটির ভার দেওয়ার স্থির করেছিলুম আমি, এবং ধর্মশালায় আমার বর্তমান বাসস্থানের কাছে দু'টি অব্যবহৃত

বাংলো সামগ্রিকভাবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন আমাদের ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে। ফল হয়েছিল বিস্ময়কর। আমরা আমাদের নিজেদের অবস্থা জানবার আগেই আমাদের হেপাজতে রেখে যাওয়া হলো আটশ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। এই বৃহৎ পরিবারের যৎসামান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জরুরী ব্যবস্থা করতে হয়েছিল কোনো রকমে আমার দিদিকে এবং তাঁর স্বেচ্ছাসেবকদের। ভারত সরকার বরাদ্ধ পরিমাণ খাদ্যাদি দিচ্ছেন আমাদের, এবং, অন্যান্য ব্যক্তি ও সমিতিগুলি সাহায্য করেছেন আমাদের বহু প্রকারে। তবুও সামান্য বিলাসের ব্যবস্থা করতে পারি না আমরা তাদের জন্যে; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তাদের স্নেহ করে সকলে, এবং স্বাস্থ্যবান আর সুখী তারা,—শরণার্থীদের সন্তানদের যতোটুকু সুখী হওয়া সম্ভব। ক্রমশঃ একটু বড় বয়েসের ছেলেমেয়েদের আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি আমাদের অন্যান্য বিদ্যালয়ে, এবং বর্তমানে ধর্মশালায় আমাদের হেপাজতে আছে তিনশ' ছেলেমেয়ে, সকলেই সাত বছরের নীচে।

এই রকমের কাজের জন্যে, এবং গভর্ণমেন্টের একটি ছোট কেন্দ্র বজায় রাখবার জন্যে কাজে লেগেছিল সেই সব স্বর্ণরেণু এবং রৌপ্যের টুকরোগুলো ১৯৫০ সালে যেগুলো গচ্ছিত রেখে এসেছিলুম আমি সিকিমে। সে গুলোকে বিক্রী করেছি আমি নগদ মূল্যে, কিন্তু সে টাকা মোটেই যথেষ্ট নয় এই সব কাজের জন্যে—যে সমস্ত কাজ করতে চাই আমি এবং আমার গভর্ণমেণ্ট রিফিউজিদের জন্যে এবং তিব্বতের ভবিষ্যতের জন্যে।

আমার পক্ষে এবং সমস্ত শরণার্থীদের পক্ষেও আমাদের ধর্মের অনুসরণ হচ্ছে এই অজ্ঞাত জগতে বাস্তব জীবন-যাত্রার সংগ্রামের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তিব্বতে যেভাবে করতুম ঠিক সেই ভাবেই উৎসবানুষ্ঠান প্রাতপালন করি আমরা, অবশ্য প্রাচীনরূপ এবং ঔজ্জ্বল্য দিতে পারি না সেগুলিতে। আগেকার দিনে এগুলি ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু বোধ হয় অনাড়ম্বর-ভাবে এগুলি পালন করলে মন্দ হয় না। আমার নিজের ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছি আমি, ইংরেজী শিক্ষা এবং যতদূর সম্ভব ব্যাপক পড়াশুনা করা ছাড়াও, যাতে করে আধুনিক জগতের সংস্পর্শে আসতে পারি আমি। ভারতবর্ষের পুণ্যস্থানগুলিতে তীর্থযাত্রা করলুম পুনর্বার। রাজনৈতিক কারণে সংক্ষেপ করতে হয়েছিল যেটি আমার পূর্বকালীন ভারত ভ্রমণে, এবং খৃষ্টান,

হিন্দু এবং জৈনদের কতকগুলি পবিত্র স্থানেও যেতে এবং অন্য ধর্মের লোকেদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছিলুম আমি ; এবং আমাদের সকলেরই কত বিষয় যে একই রকম তা দেখে আনন্দিত হয়েছি আমি। বুদ্ধগয়া এবং বেনারসে তীর্থ ভ্রমণে গিয়ে ১৬২ জন সন্ন্যাসীকে ভিক্ষুরূপে অথবা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পূর্ণ সদস্যরূপে দীক্ষা দিয়েছিলুম আমি। দীক্ষা উৎসব সম্পাদন করলুম আমি এই প্রথম, এবং ভাবলুম আমি যে-সময় তাঁর উপদেশ উপেক্ষিত হচ্ছে তিব্বতে, সেই সময় যে স্থান থেকে বাণী প্রচার করেছিলেন প্রভু বুদ্ধ ঠিক সেই স্থানেই দীক্ষানুষ্ঠান সম্পাদন করতে পারায় কত ভাগ্যবান আমি।

আজকাল, বহু বন্ধুর সাহায্যে, আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল যারা তাদের জীবন সহনীয় হয়ে এসেছে। অবশ্য অতি বৃহৎ সংখ্যক তিব্বতীই পালিয়ে আসতে পারেনি সময় মতো, এবং এখন আর পালিয়ে আসতে পারবে না তারা ; হিমালয়ের পশ্চাতে, তিব্বত একটি প্রকাণ্ড বন্দী শিবির। তাদের জন্যে আমি যা করতে পারি তা হচ্ছে এইটিই চেষ্টা করা যাতে তারা বিস্মৃত না হয়। বহু দূরে অবস্থিত তিব্বত, এবং নিজেদের আশঙ্কা এবং অশান্তিও আছে অন্যান্য দেশের ; আমাদের মনে হয় তিব্বতের ঘটনাগুলিকে হয়তো পিছনে হটিয়ে নিয়ে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ করে রাখার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। তবুও এই পৃথিবীতেই তিব্বতের অবস্থান ; তিব্বতীরাও মানুষ ; নিজেদের হিসেবে অত্যন্ত মার্জিত তাঁরা ; অবশ্যই যন্ত্রণায় প্রতিক্রিয়াশীল তারা। সাহস করে বলতে পারি আমি যে গত বিশ্ব যুদ্ধের পরে এতো দুর্দশা ভোগ করেনি আর অন্য কোনও জাতি ; এবং শেষ হয়নি তাদের যন্ত্রণার, সে যন্ত্রণা রয়েছে প্রতিদিন, এবং থাকবেও তা যতদিন পর্যন্ত না আমাদের দেশ ছেড়ে যাবে চীনারা, অথবা একটি জাতি বা ধর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে অস্তিত্ব হারাবে তিব্বতীরা। কাজেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামনে আমাদের বিষয়টি এনে সারা বিশ্বকে আমাদের ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এতো নাছোড়বান্দা আমি।

কিভাবে আরম্ভ করতে হবে এ কাজটি আমি নিজেই জানতুম না তা, জানতেন না আমার তিব্বতী উপদেষ্টারাও ; এবং প্রথমে এটি না করবার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভারত সরকার। কিন্তু দিল্লীতে গিয়েছিলুম

আমি, এবং গভর্ণমেণ্ট আর অন্য কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলুম এটি নিয়ে। আয়্যারলাণ্ড এবং মালয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের এই দু'টি সদস্য, উত্থাপন করেছিলেন আমাদের আবেদনটি, এবং ১৯৫৯ সালে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির অর্থাৎ সাধারণ-পরিষদের চতুর্দশ অধিবেশনের পূর্বে স্টিয়্যারিং কমিটিতে আলোচিত হয়েছিল এটি। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি তিব্বত সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন কি না—ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল এই প্রশ্নের ওপরে ; এগারোজন ভোট দিয়েছিলেন স্বপক্ষে এবং পাঁচজন বিপক্ষে, অনুপস্থিত ছিলেন চার জন। কিন্তু মিটিংয়ের কার্য-পরিচালনার প্রণালী সম্বন্ধে আপত্তি করেছিলেন সোভিয়েট প্রতিনিধিরা, এবং নতুন ভোট গ্রহণের দাবী জানিয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া। এবারে বারোজন ছিলেন স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে ছিলেন না একজনও, এবং অনুপস্থিত ছিলেন ছ'জন।

অতএব জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিতে উত্থাপন করা হয়েছিল বিষয়টি, এবং সর্বশেষ গৃহীত হয়েছিল এই প্রস্তাবটি : এই জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি

রাষ্ট্রসংঘের সনদে এবং ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে জেনারেল আসেম্ব্লি কর্তৃক গৃহীত মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় নির্দিষ্ট মৌলিক মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতার কথা স্মরণ করে,

অন্য সমস্ত মানুষের মতোই তিব্বতীরাও মৌলিক মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতার মধ্যে সর্বজন নির্বিশেষে নিজেদের নাগরিক এবং ধর্ম-সংক্রান্ত স্বাধীনতার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন—এটি বিবেচনা করে,

তিব্বতের জনগণের বৈশিষ্টপূর্ণ সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় উত্তরাধিকার এবং পুরুষানুক্রমে যে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার ভোগ করে আসছেন তাঁরা—সে কথা মনে রেখে,

মৌলিক মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতা থেকে জোর করে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে তিব্বতের জনগণকে এ বিষয়ে পূতচরিত্র দালাই লামার সরকারী বিবৃতি সমেত অন্যান্য বিবরণীগুলিতে গভীর উদ্বেগ অনুভব করে, যখন আন্তরিক এবং সুনিশ্চিত প্রচেষ্টায় রত আছেন দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ উত্তেজনা হ্রাস করবার জন্যে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি করবার জন্যে—সে সময়ে এই ঘটনাবলীর ফলে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায়

এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যেকার সম্পর্ক তিক্ত হওয়ায়—গভীর দুঃখ প্রকাশ করে,

১। দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করছে নিজেদের অভিমত যে আইন-শৃঙ্খলার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ বিশ্বের অবস্থার বিবর্ধনের জন্যে রাষ্ট্রসংঘের সনদে এবং মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার নীতিতে শ্রদ্ধা অপরিহার্য :

২। অনুরোধ করছে তিব্বতী জনগণের মানবিক অধিকার এবং তাঁদের বৈশিষ্টপূর্ণ সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনযাত্রার প্রতি সম্মান দেখাতে।

৮৩৪ তম প্লীন্যারি মিটিং অর্থাৎ পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন সভা,

২১শে অক্টোবার ১৯৫৯ এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন ৪৫ জন, বিরুদ্ধে ৯ জন, এবং অনুপস্থিত ছিলেন ২৬ জন।

ভেবেছিলুম আমি যে এই আন্তর্জাতিক অভিমতটি গ্রাহ্য করবে চীনারা, কিন্তু কোনও লক্ষণীয় ফল হয়নি এই প্রস্তাবটির তাঁদের ওপরে। তা হোক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সর্বদাই উচিৎ, সে প্রতিবাদ অন্যায়কে বন্ধ করতে পারুক বা নাই পারুক ; এবং অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলুম আমরা যে বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশেরাই সমর্থন করেছিলেন আমাদের কৈফিয়ৎটি। খুবই দুঃখের বিষয় যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অংশ ব'লে গণ্য করা হয়েছিল আমাদের ব্যাপারটিকে। জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা অবশ্য অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সত্যিই হওয়া উচিৎ নয় তা। তিব্বত আক্রমণ মূলতঃ কম্যুনিষ্টদের কাজ নয়। আগেকার দিনেও তিব্বত আক্রমণ করেছিল বা করবার চেষ্টা করেছিল চীন ; ১৯৩০ বরাবর নিষ্ফল আক্রমণ চালিয়েছিলেন কুওমিন্টাং সরকার। চীন কম্যুনিজমের পথ অবলম্বন করাতে শুধু অধিকতর ফলপ্রদ এবং নির্মম হয়েছে এ আক্রমণ, এবং অধিকতর বিরক্তিকর হয়েছে তিব্বতবাসীদের কাছে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘে একটি ফল হয়েছিল যে অন্যান্য কম্যুনিষ্ট শক্তিগুলি ভোট দিতে বাধ্য হয়েছিলেন চীনের পক্ষে, যদিও আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে সকলেই তাঁরা সমর্থন করেছিলেন চীনের এই কর্মপন্থা।

এই প্রস্তাবের সমর্থন খুবই তৃপ্তি দিয়েছিল আমাকে, কিন্তু এখানেই এটিকে ক্ষান্ত হতে দিতে ইচ্ছা ছিল না আমার। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল যখন, আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশনের দ্বিতীয় রিপোর্টটি প্রচার করা

হয় নি তখনও, এবং জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির সদস্যদের বলা হয় নি তখনও চীনের নির্মমতার সবখানি, এবং তিব্বতে যে গণহত্যা চলেছে—কমিশনের এই যে সিদ্ধান্ত সে বিষয়েও। অতএব ১৯৬০ সালে, জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির আলোচ্য বিষয়সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো এই বিষয়টিকে আবার অ্যাফ্রো-এশিয়ান কাউনসিলের অত্যন্ত মূল্যবান সহায়তায়, থাইল্যাণ্ড এবং মালয় বিধিমতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবারে, আয়্যারলাণ্ডও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। এল্ সাল্ভাডরও ইচ্ছুক ছিলেন এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু এবারকার অধিবেশনে, পূর্বাধিকার লাভ করেছিল আফ্রিকার ঘটনাবলী; তিব্বত সম্বন্ধে আলোচনাটি মুলতুবী রাখা হচ্ছিল দিনের পর দিন, এবং আমাদের সম্বন্ধে বিতর্ক করার সময় পাওয়ার আগেই স্থগিত হয়ে গেলো জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি।

আমাদের বিষয়টিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা করে যাবো আমি, কারণ আমি মনে করি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জই নিপীড়িত ছোট ছোট জাতিগুলির একমাত্র আশার উৎস, এবং সারা পৃথিবীরও বটে। বিদেশে এ-ধারণা জন্মাতে দেবো না আমি কোনো দিনই যে চৈনিক কম্যুনিষ্ট প্রভুত্বকে নীরবে মেনে নেবে তিব্বত, কারণ আমি জানতুম তা হবে না কোনো দিনই।

তিব্বত আবার তার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না—এটা ঠিকই; আমরা চাই নাও তা হ'তে। বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না তিব্বত আর কোনো দিনই, এবং তার প্রাচীন অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতেও পারে না সে। চীনারা বন্ধ করে দেবার আগে যেসব সংস্কারসাধন শুরু করেছিলুম আমি ইতিমধ্যেই বলেছি আমি সে বিষয়ে; এখন এই নির্বাসনে বসে, এই সব সংস্কারগুলিকে তাদের যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি, সাংবিধানিক আইনে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা তিব্বতের জন্যে একটি নতুন উদারনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক সংবিধানের খসড়া রচনা করিয়ে, প্রভু বুদ্ধের উপদেশাবলী এবং মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ভিত্তিতে। ঐ কাজটি শেষ হয় নি এখনও। এটি শেষ হ'লে, বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক কমিটির কাছে পেশ করবো অমি এটিকে, এবং তারপরে পেশ করবো এই নির্বাসনে রয়েছেন আমার যেসব দেশবাসী

তাঁদের কাছে, এবং যতগুলি লোকের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তিব্বতে। তারপর আশা করি আমি একটি প্রতিনিধিত্বকারী সংসদের নির্বাচন করবেন আমার দেশবাসীরা এবং নিজেরাই সাময়িক সংবিধান রচনা করবেন স্বাধীন দেশের জন্যে—সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করছি যেটি দেখবার জন্যে।

একটি সভা-বিশিষ্ট সংসদই হবে আমার প্রস্তাব। এই সংসদে প্রতিনিধি থাকবেন সমস্ত জনসাধারণের পক্ষ থেকে এবং বিশেষ বিশেষ স্বার্থের পক্ষ থেকেও থাকবেন যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি। নতুন আইন অনুমোদনের জন্যে চাই ভোটের সংখ্যাধিক্য। নির্বাচন সংশোধনের জন্যে চাই তিন-চতুর্থাংশের ভোটের সংখ্যাধিক্য। নির্বাচন হবে ভিক্ষুগণ সমেত সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে। কোনো অসুবিধের সৃষ্টি হবে না এতে তিব্বতে। আমাদের জনসংখ্যা অল্প, এবং জনগণ বুদ্ধিমান; অতীতে যদিও রাজনীতিতে কোনো আগ্রহ দেখায় নি আমাদের দেশবাসীরা; গত দশ বছরে নিজেদের মতামত গঠন করতে হয়েছে তাদের।

স্মরণাতীত কাল থেকে তিব্বত একনায়কত্বের রাষ্ট্র, এবং যে নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হবে তিব্বতের জনসাধারণ এবং সরকারকে সে অবস্থায় আরও বেশী করে প্রয়োজন হবে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করতে পারে এমন একটি শক্তির। এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সপক্ষে আমি নই যেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিরোধিতার সৃষ্টি করবে আমার দেশ-বাসীর মধ্যে, কিম্বা জাতীয় স্বার্থের মূল্যে প্রবণতা এনে দেবে দলগত অথবা স্থানীয় স্বার্থ পোষণের, কারণ সর্বদা আমাদের এইটিই প্রধান উদ্দেশ্য হবে যেন আমরা হ'তে পারি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি।

পরামর্শ দেওয়া হয়েছে আমাকে যে আইনসভা দ্বারা নিয়োজিত শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন না করাই ভালো, বরং গ্রহণ করা উচিৎ রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় নিরাপত্তার অধিকারের শর্ত সাপেক্ষ, মন্ত্রিসভা নিযুক্ত হবে দালাই লামা কর্তৃক রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে। আমি তাই প্রস্তাব করবো যে দালাই লামা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন মন্ত্রীরা, সংসদে যাঁরা বক্তৃতা দিতে পারবেন না তাঁরা; কোনো মন্ত্রীর অপসারণের জন্যে অনুরোধ করতে পারবেন সংসদ; এ প্রশ্নে যদি সংসদের সঙ্গে মতভেদ হয় দালাই লামার, সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে উভয়ের ওপর।

সুপ্রীম কোর্টও নিযুক্ত হবেন মন্ত্রিসভায় প্রযুক্ত একই অধিকারের শর্তে। বিধানিক এবং বিচার বিভাগীয় প্রণালী যা নিরূপিত হবে তদনুযায়ী, রাষ্ট্রের বৃহত্তম স্বার্থে, দালাই লামাও বঞ্চিত হবেন নিজের শাসনক্ষমতা থেকে।

দালাই লামার নাবালকত্বের সময়, অথবা মৃত্যু, অকর্মণ্যতা, কিম্বা বঞ্চিত-করণের কারণে নিজের ক্ষমতা ব্যবহারে বিরত হবেন যখন তিনি, তাঁর স্থান গ্রহণ করবেন সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সংখ্যাধিক্যে-মনোনীত তিন অথবা পাঁচজন সভ্যবিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন শাসক-পরিষৎ।

এই শাসন-তন্ত্র এবং তার সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি বিবেচিত হয়েছে এখন কিছুটা বিশদভাবে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ হতে এখনও অনেক দেরী, এমন কি যে কাঠামো আমি দিয়েছি বদল হতে পারে সেটিও। বাকি রয়েছে অনেক কাজ. এবং এখনও এটি রয়েছে তিব্বতের জনগণের অনুমোদন সাপেক্ষ, অথবা তাঁদের নিজেদের মতামতও ব্যক্ত করতে পারেন তাঁরা। কিন্তু আমি নিজে বিশ্বাস করি যে জনগণের ইচ্ছা এবং সহযোগিতার মধ্য দিয়েই গঠন করা উচিৎ শাসনতন্ত্র। আমার দেশবাসীরা যে কাজ আমায় করতে বলবেন তা সম্পাদনের চেষ্টায় আমি সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষমতা কিম্বা ঐশ্বর্যে কোনো লোভ নেই আমার। কোনো সন্দেহ নেই আমার যে এই নীতিতে, এবং আমাদের ধর্মের নির্দেশনায়, পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাধান করতে পারবো যে-কোনো সমস্যা আমাদের সামনে আসুক না কেন, এবং সৃষ্টি করবো নব তিব্বত, এই আধুনিক জগতেও সেই প্রাচীন বিচ্ছিন্ন তিব্বতের মতোই সুখী।

ভবিষ্যতের জন্যে এ সব। অতীতের কথা স্মরণ করলে, এতটুকুও দুঃখ হয় না আমার যে শেষ পর্যন্তই অহিংসার নীতি অনুসরণ করে এসেছি আমি। আমাদের ধর্মের দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে, এইটিই ছিল একমাত্র সম্ভাব্য নীতি, এবং এখনও আমি বিশ্বাস করি যে আমার সঙ্গে আমার দেশবাসীও যদি অনুসরণ করতে পারতেন এই নীতি, তাহ'লে আজ যা পরিস্থিতি হয়েছে তিব্বতে তার চেয়ে খানিকটা ভালো হতো অন্ততঃ। আমাদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায় এমন একটি লোকের অবস্থার সঙ্গে, যাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ যদিও কোনো অপরাধ করে নি সে। তার সহজাত প্রবৃত্তি হবে লড়াই করবার, কিন্তু পালাতে পারবে না সে;

একটি বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে; এবং অবশেষে শান্তভাবে যাওয়াই, এবং চূড়ান্ত ন্যায় বিচারের শক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করাই তার পক্ষে ভালো। কিন্তু তিব্বতে তা হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। আমার দেশবাসীরা একেবারেই গ্রহণ করতে পারেননি চীনাদের কিম্বা তাদের মতবাদকে, এবং সংযত করা সম্ভব হয় নি তাই তাঁদের সংগ্রাম করবার সহজাত প্রবৃত্তিকে।

চীনারা যতোই কেন নৃশংস অপরাধ করে থাকুক আমাদের দেশে, চীনা জনগণের প্রতি একটুও ঘৃণা ছিল না আমার অন্তরে। বিশ্বাস করি আমি যে বর্তমান যুগের অন্যতম যন্ত্রণা এবং বিপত্তি হচ্ছে যে ব্যষ্টিগত অপরাধের জন্যে সমস্ত জাতির ওপর দোষারোপ করা। বহু প্রশংসারযোগ্য চীনাদের আমি জানি। আমার মনে হয়, ভালো চীনাদের মতো এত সুন্দর এবং সভ্য মানুষ পৃথিবীতে আর নেই, এবং খারাপ চীনাদের চেয়ে বেশী নিষ্ঠুর এবং দুর্বৃত্ত মানুষও আর নেই। কম্যুনিজম্ অথবা চীন শত্রু নয় আমাদের; আমাদের শত্রু হচ্ছে কেবল কতকগুলি চৈনিক কম্যুনিষ্ট। তিব্বতে নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছিল অতি নিম্নস্তরের চীনা অল্প সংখ্যক সৈনিক এবং কম্যুনিষ্ট অফিসারদের দ্বারা—যারা প্রমত্ত হয়েছিল এই বোধে যে প্রাণ রক্ষা করার এবং মৃত্যু ঘটানোর শক্তি তাদের আছে। এই ঘটনাগুলির কথা জানতে পারলে মর্মান্তিকভাবে লজ্জিত হবেন অধিকাংশ চীনাই; তবে অবশ্য জানেন না তাঁরা সেগুলির বিষয়। আমাদের প্রতি অপরাধ করেছে যারা, প্রতিশোধ নোবো না আমরা তাদের ওপর, কিম্বা অন্যায়ের জবাব দোবো না আমরা অন্যায়ে। আমাদের চিন্তা করা উচিৎ যে কর্মফলের দ্বারা পরজন্মে হীন এবং দুঃখদায়ক জীবনের ঝুকি আছে তাদের, এবং তাদের প্রতি কর্তব্য হচ্ছে আমাদের, যা আছে প্রত্যেকটি প্রাণীর প্রতিই, বরং নির্বাণের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে তাদের সহায়তা করা, পরজন্মের নিম্নস্তরে ডুবিয়ে দেবার জন্যে নয়। চৈনিক কম্যুনিজম্ টিকে আছে বারো বৎসর; কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর টিকে আছে আমাদের ধর্ম, এবং প্রতিশ্রুতি পেয়েছি আমরা ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে যে অপর একজন বুদ্ধের আবির্ভাবে এটির পুনরাবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত টিকে থাকবে আমাদের ধর্ম।

এই অদম্য সামরিক শক্তির দিনে মানুষ বেঁচে আছে শুধু আশায়। শান্তিপূর্ণ গৃহ এবং পরিবার নিয়ে যদি সুখী হয়ে থাকে তারা আশা করবে তারা যেন সেগুলি বজায় রাখতে দেওয়া হয় তাদের এবং সন্তানরা বেড়ে ওঠে যেন স্বচ্ছন্দে ; এবং গৃহহারা হয়ে থাকে যদি তারা, যেমন হয়েছি আমরা, তাদের আশা এবং আস্থার প্রয়োজন আরও অধিক। চরম বিশ্লেষণে মানষিক শান্তিই হচ্ছে সমস্ত মানুষের আশা। তিব্বতবাসীদের শৌর্য, এবং সত্য আর ন্যায়ের প্রতি ভালোবাসা—যেটি এখনও বিদ্যমান রয়েছে মানুষের হৃদয়ে, এরই মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমার আশা ; এবং আমার প্রভুর করুণায় রয়েছে আমার একান্ত আস্থা।

পরিশিষ্ট ১

তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আমাদের বর্তমান জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা :

ধর্ম অনুসরণের একটি কারণ হচ্ছে যে দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি পাওয়া যায় না কেবলমাত্র পার্থিব উন্নতি থেকে। মনে হয় ঐহিক প্রগতি যত বেশী করবো আমরা, অবিরাম ভয়ের মধ্যে তত বেশী বাস করতে হবে আমাদের। বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার, এবং আরও উন্নতি হবেও সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। চাঁদে গিয়ে পৌঁছুতে পারে মানুষ, এবং মানুষেরই সুবিধের জন্যে শোষণ করতে পারে সেখানকার সম্পদ—যে চাঁদকে প্রাচীনকালের বিশ্বাসী ব্যক্তিরা মনে করতেন ভগবানের আবাসস্থল ব'লে—এবং জয় করা হবে গ্রহপুঞ্জকেও। শেষকালে হয়তো আমাদের জগতের বহির্ভাগে কোনো অদৃশ্য শত্রুকে দৃষ্টিগোচরে আনবে এই অগ্রগতি। কিন্তু যাইহোক না কেন, মানুষকে পরম এবং স্থায়ী আনন্দ এনে দিতে পারবে না বোধহয় এটি ; কারণ পার্থিব উন্নতি উদ্দীপিত করবে অধিকতর উন্নতির কামনাকে, ফলে যে আনন্দ এটি নিয়ে আসে সেটি ক্ষণস্থায়ী মাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে, মন যদি ভোগ করে আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি, পার্থিব কষ্ট সহ্য করা যায় অনায়াসে, এবং আনন্দ যদি পাওয়া যায় একেবারে অন্তর থেকে, সেইটিই হবে সত্যিকারের স্থায়ী আনন্দ।

আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে পাওয়া যায় যে আনন্দ তার সঙ্গে তুলনা হয় না অন্য কোনোও আনন্দেরই। সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ হচ্ছে এটি, এবং পরমও এটি প্রকৃতিগতভাবে ; নিজের নিজের পথ নির্দেশ করেছে বিভিন্ন ধর্ম এটির প্রাপ্তির জন্যে।

ধর্ম অনুসরণের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে অনেকাংশে পার্থিব সুখ উপভোগ করবার জন্যেও ধর্মের ওপর নির্ভর করি আমরা। সাধারণ অর্থে, শুধু বাহ্যিক অবস্থা থেকেই উদ্ভব হয় না আনন্দ বেদনা, অভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকেও বটে। অন্তরে সাড়া না জাগলে, আনন্দ 'অথবা বেদনার প্রভাব পরিজ্ঞাত

হবে না বাহ্যিক উদ্দীপনা যতই থাকুক না কেন। এই অভ্যন্তরীণ অবস্থা হচ্ছে অতীতের কর্মের দ্বারা আমাদের মনের ওপর রেখে যাওয়া ফল অথবা প্রভাব; বাহ্যিক অবস্থার সংস্পর্শে আসামাত্রই আবার আমরা ভোগ করি আনন্দ অথবা বেদনা। অসংযত মন অসৎ চিন্তা প্রকাশ করে অসৎ কর্মের দ্বারা, এবং এইসব কর্মই মনের ওপর রেখে যায় অসৎ প্রভাব; এবং বাহ্যিক প্ররোচনা পেলেই পুরনো কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করে মন। যেমন, যখন দুঃখ ভোগ করি আমরা, অতি পরোক্ষ কারণ নিহিত আছে অতীতে। সমস্ত আনন্দ এবং বেদনার উৎসস্থল হচ্ছে মন; এবং ধর্মের প্রয়োজন এই জন্যে যে মনকে সংযত রাখা যায় না ধর্ম ব্যতীত।

আমাদের ভবিষ্যৎজীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা:

কি ক'রে আমরা জানবো যে পরজন্ম আছে? বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী, কার্য এবং তার ফলের প্রকৃতি যদিও ভিন্ন, একই মৌলিক গুণ নিশ্চয়ই আছে তাদের, নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে আছে একটি নির্দিষ্ট যোগসূত্র; তা না হ'লে একই কার্যের ফল হতো না একই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধগম্য করা যায় মনুষ্য শরীর, আকার এবং বর্ণ আছে এটির; অতএব এটির অব্যবহিত উৎপত্তিস্থল বা মূলেরও অবশ্যই থাকবে এই গুণগুলি। কিন্তু কোনো আকৃতি নেই মনের, এবং এই জন্যে কোনো আকৃতি নেই এটির প্রত্যক্ষ উৎপত্তিস্থল বা মূলেরও। উদাহরণ স্বরূপ, ঔষধির বীজের ধর্মই ঔষধ উৎপাদন, এবং বিষই উৎপাদন করবে বিষাক্ত উদ্ভিদ।

বাস্তব দেহ আছে অধিকাংশ প্রাণীরই (যদিও অস্তিত্বের কোনো স্তরে প্রাণীদের আছে শুধু মন)। মন এবং দেহ উভয়েরই অবশ্যই থাকবে প্রত্যক্ষ উৎপত্তিস্থল। গর্ভসঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন এবং দেহেরও হয় শুরু। দেহের প্রত্যক্ষ উৎপত্তিস্থল হচ্ছে তার জনক-জননী। মন অথবা মনের উপাদানকে কিন্তু সৃষ্টি করতে পারে না আধিভৌতিক পদার্থ। মনের প্রত্যক্ষ উৎপত্তিস্থল হচ্ছে সেইজন্যে মনই—গর্ভসঞ্চারের পূর্বেই অস্তিত্ব ছিল যেটির; প্রাক্তন মনেরই অনুবৃত্তি হচ্ছে মন। বিগত জন্মের অস্তিত্বকে প্রমাণ করবার জন্যে এই অভিমত পোষণ করি আমরা। প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে যারা, তাদেরই বর্ণনা থেকে

প্রমাণিত হয়েছে এটা—ঐতিহাসিক নথিপত্রেই শুধু পাওয়া যায় না এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি, আজকের দিনেও পরিলক্ষিত হয় এটি। এরই ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করতে পারি আমরা যে অস্তিত্ব ছিল গত জন্মের, এবং সেইজন্যে থাকবে ভবিষ্যৎজীবনও। ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে, অপরিহার্য হয়ে ওঠে ধর্ম আচরণ, যার স্থান অধিকার করতে পারে না অন্য কিছুই, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্যে।

বিশ্বের বহু ধর্মের মধ্যে একটি ঃ বৌদ্ধধর্ম এবং তার প্রবর্তক ঃ

পৃথিবীতে একটি বিশেষ ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে যেমন আছে নানা প্রকারের চিকিৎসা পদ্ধতি, মনুষ্য এবং অন্যান্য প্রাণীর সুখ আনয়নের জন্যে আছে তেমনি বহু ধর্ম। বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যাতাদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। কিন্তু বিশ্বাস করি আমি যেমন, দেহ এবং বাক্যের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে গঠন করবার জন্যে যে নৈতিক ধর্মানুশাসন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই একই মহৎ লক্ষ্যই হচ্ছে এসবগুলিরই উদ্দেশ্যে। এগুলি সবই আমাদের শিক্ষা দেয় মিথ্যা না বলবার জন্যে, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেবার জন্যে, চুরি কিম্বা অন্যের জীবন নাশ না করবার জন্যে, এবং এই প্রকারের আরও অনেক। এইজন্যে, খুবই ভাল হতো যদি শেষ হ'তে পারতো বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীদের পরস্পরের মধ্যেকার মতবিরোধ। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় এমন একটা কিছু অসম্ভব কল্পনা নয়। এটা সম্ভব; এবং বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে, এটার বিশেষ প্রয়োজন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা সহায়ক হবে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসীদের মধ্যে, এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যেকার ঐক্যে উপকৃত হবে অবিশ্বাসীরা; কারণ তাদের অজ্ঞানতা থেকে বাইরে আসার পথ নির্দেশ করবে ঐক্যবদ্ধ আলোক-প্লাবন। সমস্ত ধর্মের নিখুঁত সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিই আমি। এই উদ্দেশ্যে, প্রত্যেকটি ধর্মের অনুগামীদেব অন্য ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার; এবং এই জন্যেই তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতে চাই আমি।

প্রথমেই একথা কিন্তু ব'লে রাখতে চাই আমি যে বৌদ্ধ ধর্মের যেসব দার্শনিক শব্দ তিব্বতে ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে অনুবাদ করবার জন্যে ঠিক ইংরিজী প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। প্রায় অসম্ভব এখন এমন

একজন পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া—সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে যার ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে এবং তিব্বতী বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্ম সম্বন্ধেও। অধিক সংখ্যক প্রামাণিক অনুবাদও নেই—নির্ভর করা যায় যার ওপর। অতীতে যেসব পুস্তক লেখা হয়েছে কিম্বা অনুবাদ করা হয়েছে—বৌদ্ধ ধর্মের প্রভূত উপকারে লেগেছে সেগুলি, কিন্তু তাদের কতকগুলি হচ্ছে কিছুটা অমার্জিত অনুবাদ—শুধু ভাসা-ভাসা অর্থ পাওয়া যায় যেগুলি থেকে। আমি আশাকরি ভবিষ্যতে এ-সমস্যার সমাধান হবে আস্তে আস্তে, যাতে আমাদের ধর্মের অধিকতর গভীর দিকটি উপলব্ধি করা যাবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। ইতিমধ্যে, এই পরিশিষ্টের জন্যে গ্রহণ করা হ'ল খুবই স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রণালী, ইংরেজীটা যথাসম্ভব সহজ হয় যাতে। এই সব বিষয়ের ওপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিবন্ধ রচনা করতে পারি আমি তিব্বতীতে, কিন্তু ইংরিজী শব্দের যথাযথ নির্বাচনের জন্যে আমাকে নির্ভর করতে হবে অন্যের ওপর।

আমার কাহিনীর মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি যে আমরা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করি পুনর্জন্ম হয় সমস্ত প্রাণীরই, এবং জীবনের অনুক্রমের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করে এগিয়ে চলেছি বুদ্ধত্বের পূর্ণতার দিকে। আমরা এটা ধরে নিই না যে একটি মাত্র জীবনকালে এই পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যদিও হতেও পারে তা।

মানুষের মন এবং দেহের মধ্যে মনকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করি আমরা; বাক্য এবং দেহ দুইই এটির নিয়ন্ত্রণাধীন। মনের সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না অধর্ম। আসলে প্রকৃতিগতভাবে মন নিষ্পাপ। বহিঃস্থ অথবা অপ্রধান মনের ত্রুটিই হচ্ছে পাপ। জ্ঞানের অন্বেষণে এই সমস্ত ত্রুটি একটি একটি করে দূরীভূত হয় বহিঃস্থ মন থেকে, এবং কোনো ত্রুটি যখন আর থাকে না সেখানে, প্রাপ্ত হওয়া যায় সত্যকারের পূর্ণতা, অথবা বুদ্ধত্ব।

আমরা বিশ্বাস করি যে বর্তমান কল্পে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন মহত্তম বুদ্ধের সহস্র অবতার। এই সব বুদ্ধেরা ছিলেন আমাদের মতোই প্রাণী—তাঁদের পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বে। মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ আকৃতির মধ্যে তাঁদের মন, দেহ ও বাক্যের নবরূপের প্রসারণ করবার শক্তি তাঁদের আছে, আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ বিশ্বের সমস্ত জীবের উপকারের জন্যে। এই মহত্তম অবতাররা

প্রত্যেকেই প্রচার করবেন নিজের নিজের মতবাদ, এবং অনন্তকাল ধরে কাজ করে যাবেন জীবের মুক্তির জন্যে।

প্রভু বুদ্ধ, বা গৌতম বুদ্ধ, নামেও যাঁকে অভিহিত করা হয়, এই সহস্র বুদ্ধেরই একজন ব'লে মনে করি আমরা। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের এক রাজপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনি। জীবনের প্রথম দিকে রাজপুত্রের মতোই জীবন যাপন করেছিলেন তিনি; কিন্তু বেদনাদায়ক ঘটনার সঙ্গে পরিচয় হলো তাঁর—মানুষের অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেছিল যা তাঁকে, যার ফলে রাজত্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সাধারণ মানুষের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যাবে, বারোটি প্রধান প্রধান ঘটনায় চিহ্নিত তাঁর জীবন: স্বর্গ থেকে তাঁর অবতরণ যাকে বলা হয় তুষিতা, গর্ভে অবস্থান, জন্ম, বিদ্যার্জন, বিবাহ, গৃহত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন, জ্ঞানবৃক্ষ বোধি'র নিম্নে তপস্যা, মারকে (ক্রোধকে) পরাজিত করা, বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি, ধর্মপ্রচার, এবং পরিনির্বাণ।

তাঁর ধর্মোপদেশ অন্য বুদ্ধদের থেকে পৃথক; কারণ তাঁদের মধ্যে অধিকাংশরাই সূত্র, বা মতবাদসংক্রান্ত বিষয়ের ওপর মাত্র প্রচার করে গেছেন, কিন্তু তিনি প্রচার করে গেছেন তন্ত্র, অথবা আধ্যাত্মিক প্রণালীর শিক্ষার ওপরও।

বুদ্ধগয়াতে বুদ্ধদেবের পূর্ণতা, জ্ঞানালোক, প্রাপ্তির পর ভারতের একটি অংশ বিহারের তিনটি বিভিন্ন স্থানে তিনটি ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন তিনি। বারাণসীতে (আধুনিক বেনারস) দেওয়া প্রথম উপদেশটি ছিল চারটি মহান্ সত্যের ওপর যে বিষয়ে আমার বলার আছে অনেক। বিশেষ করে এটি বলা হয়েছিল শ্রাবক অর্থাৎ শ্রবণকারীদের কাছে, যাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মানুষ কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যাঁদের সীমিত। দ্বিতীয়টি দিয়েছিলেন গৃধ্রকূটে শূন্যতার ওপর, চরম অহংপ্রকৃতির অবিদ্যমানতা, যে বিষয়ে আবার উল্লেখ করবো আমি; এবং এটি প্রচার করা হয়েছিল মহাযানীদের, অথবা মহৎপন্থার অনুগামীদের কাছে বিশিষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যাঁরা। বৈশালীতে প্রদত্ত তৃতীয় উপদেশটি ছিল প্রধানতঃ অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্ন মহাযানীদের জন্যে।

কাজেই বৌদ্ধধর্মের দু'টি প্রধান বিভাগ—মহাযানী এবং হীনযানীদের

জন্যেই শুধু সূত্র প্রচার করেন নি তিনি; বজ্রধরের পদমর্যাদা প্রাপ্তির পর, অর্থাৎ বিশেষ প্রণালীতে অভিজ্ঞ হবার পর মহাযানীদের জন্যে বহু তন্ত্রও প্রচার করেছিলেন তিনি। কন্‌জুর অভিধায় যে বিরাট ধর্মশাস্ত্র অনুদিত হয়েছিল তিব্বতী ভাষায় সেটির সমস্তটিই ছিল প্রভু বুদ্ধের উপদেশাবলী।

সূত্র এবং তন্ত্র এই দু'টি ভাগে বিভক্ত এই কন্‌জুর তিনটি শাখায় উপবিভক্ত আবার সূত্রঃ বিনয়, নৈতিকবিধির সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যেটিতে; সুতন্ত্র-অনুধ্যানের ওপর, এবং অভিধর্ম-অলৌকিক জ্ঞানের সম্পর্কে দার্শনিক বিষয়ের ওপর। এই তিনটি উপবিভাগকে বলা হয় ত্রিপিটক, এবং এগুলির মৌলিক তত্ত্ব সংস্কৃততে জ্ঞাত আছে শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞারূপে। কন্‌জুরের তন্ত্র সম্বন্ধীয় অংশটিও উপবিভক্ত আছে চারটি বিভাগে; কখনও কখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় সূত্রের সুতন্ত্র অংশের মধ্যে।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারঃ

ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম তিব্বতে আসার আগে সারা দেশে প্রচলিত ছিল বোঁ ধর্ম। প্রতিবেশী দেশ শাং-শুং থেকে হয়েছিল এর উৎপত্তি; এবং অল্প কিছুদিন পূর্বে তিব্বতে এঁদের বহু কেন্দ্র ছিল যেখানে গভীর অধ্যয়ন এবং চিন্তনে আত্মনিয়োগ করতেন বোঁ ধর্মের অনুরাগীরা। আমার মনে হয় শুরুতে তেমন ফলপ্রসূ ধর্ম ছিল না এটি, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম যখন উন্নতিলাভ করতে লাগলো তিব্বতে, বোঁ ধর্মেরও তখন সুযোগ এলো নিজের ধর্মীয় দর্শন এবং ধ্যানের পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করার।

এক হাজার বছর আগে তিব্বতের রাজা লা-থো রি'ই সর্বপ্রথম বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেন তিব্বতে। দৃঢ়ভাবে প্রসারিত হতে থাকলো এটি, এবং কালক্রমে ভারতবর্ষের বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত এসে পৌঁছুলেন তিব্বতে এবং টীকা সমেত অনুবাদ করলেন সূত্র এবং তন্ত্রের পুঁথিগুলি।

দশম খৃষ্টাব্দে ঈশ্বর অবিশ্বাসী রাজা লাং-ধার্‌-মা'র রাজত্বকালে কিছু-দিনের জন্যে অবনতি হয়েছিল এ-অবস্থার; কিন্তু এ-অস্থায়ী অন্ধকার দূরীভূত হয়েছিল অচিরেই, পুনরুজ্জীবিত এবং প্রসারিত হয়েছিল আবার বৌদ্ধ ধর্ম, তিব্বতের পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল থেকে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতীয় এবং তিব্বতী বিদ্বানরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ধর্ম-গ্রন্থগুলি রচনা করবার জন্যে, এবং প্রখ্যাত পণ্ডিতরা আবার আসতে

লাগলেন আমাদের দেশে এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিব্বত যখন আবার জন্ম দিতে লাগলো বিশিষ্ট স্থানীয় পণ্ডিতদের, সেই সময় থেকে, ভারতবর্ষ এবং নেপাল থেকে যে সমস্ত পণ্ডিতরা আসতেন তিব্বতে ক্রমশঃ কমে আসতে লাগলো তাঁদের সংখ্যা।

এইভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সাম্প্রতিককাল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে যেটিকে তিব্বতে, ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের সাম্প্রতিক ধারা অপেক্ষা পৃথকভাবে গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের ধর্ম সেই সময়। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলীর ওপরে সম্পূর্ণরূপে স্থিতি ছিল এটি। মূলগতভাবে, পরি-বর্তন বা পরিবর্ধন লাভ করে নি এটি তিব্বতী লামাদের হাতে। টীকা হিসেবে স্পষ্টভাবে বৈশিষ্ট্য প্রদান করা যায় তাঁদের টীকাগুলিকে, এবং তাঁদের রচনাগুলিকে প্রামাণিক করে তুলেছিলেন প্রভুবুদ্ধের প্রধান প্রধান উপদেশাবলী অথবা ভারতীয় পণ্ডিতদের লেখা থেকে রাশি রাশি নজির দিয়ে।

এইজন্য আমার মনে হয় না যে একথা বলা ঠিক হবে যে মূল বৌদ্ধ ধর্ম যা প্রচারিত হয় ভারতবর্ষে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম তা থেকে পৃথক, অথবা এটিকে লামাবাদ ব'লে আখ্যা দেওয়া, যা দিয়ে থাকেন কিছু কিছু লোক। স্থানীয় অবস্থার জন্যে কিছুটা পার্থক্য আছে ছোটখাটো বিষয়ে, যেমন আবহাওয়ার ফলে যে পোশাক পরেন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। সূত্র এবং তন্ত্র এই দু'টির ওপরই ভগবান বুদ্ধের সম্পূর্ণ উপদেশাবলী উপলব্ধি করতে হ'লে আজকাল তিব্বতী ভাষা এবং মূল গ্রন্থাদির সম্যক অধ্যয়ন করার একান্ত প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি কিন্তু আমি।

বৌদ্ধধর্ম, যা আমরা দেখেছি, হঠাৎই একদিনে আনীত হয়নি তিব্বতে ; ধর্মশাস্ত্রগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা। ভারতবর্ষে সে সময়ে ছিল বহু বিশিষ্ট বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যেমন নালন্দা এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষার পদ্ধতি ছিল সামান্য ভিন্ন ধরনের যদিও মৌলিক ধর্ম এবং দর্শনশাস্ত্রের ওপর যা শিক্ষা দেওয়া হতো তা একই। ফলে, ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠলো ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় হিসেবে, মৌলিক মতবাদ সকলেরই থাকলো একই। এই সব তিব্বতীয় ধর্ম সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছে, নিংমা, কাজু, শাক্য এবং গেলুক।

এঁদের প্রত্যেকেই অনুগত ছিলেন তন্ত্রায়ন সমেৎ হীনায়ন এবং মহায়ন উপদেশাবলীতে; কারণ পৃথক করে দেখেন না এই সব উপদেশগুলিকে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা, সমমর্যাদা দেন তাঁরা এর সবগুলিকে। নৈতিক পথ নির্দেশের জন্যে বিনয় নীতিগুলি মেনে ছিলেন তাঁরা, সেগুলি মুখ্যতঃ অনুসৃত হয় হীনযানীদের দ্বারা; গভীর জ্ঞানপূর্ণ অধিকতর গূঢ় কর্মাভ্যাসের ব্যাপারে মহায়ণ এবং তন্ত্রায়ণ পন্থার নিয়মগুলি মেনে চলেন তাঁরা।

ছুও বা ধর্মের অর্থঃ

তিব্বতী শব্দ ছুও হচ্ছে সংস্কৃততে যাকে বলা হয় ধর্ম, এবং অর অর্থ হচ্ছে 'ধারণ'। এই বিশ্বে যে সব সামগ্রীর নিজস্ব নির্ধারণযোগ্য রূপ আছে তাকেই বলা হয় ধর্ম। ধর্মের অপর একটি সংজ্ঞা হচ্ছে আসন্ন দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করে যা, এবং এই অর্থেই ধর্মকে বলা যায় ধর্ম; ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতই হচ্ছে ধর্ম। মোটামুটিভাবে বললে বলা যায় যে কায়, মন এবং বাক্যের যে কোনো সৎক্রিয়াকলাপই হচ্ছে ধর্ম—মানুষকে যা রক্ষা করতে পারে বিপদ থেকে। যদি কেউ এই ক্রিয়াকলাপগুলি প্রতিপালন করেন তা হ'লেই বলা যাবে ধর্মাচরণ করেছেন তিনি।

মহৎ সত্য চতুষ্টয় ঃ

প্রভু বুদ্ধ বলেছিলেনঃ 'এই হচ্ছে সত্যকার যন্ত্রণাভোগ : এই হচ্ছে সত্যকার হেতু : এই হচ্ছে সত্যকার নিবৃত্তি : এই হচ্ছে সত্যকার পথ।' আরও বলেছিলেন তিনি : 'যন্ত্রণাকে জানো : সেগুলির হেতুকে পরিহার করো : যন্ত্রণার নিবৃত্তিতে যত্নবান হও : অনুসরণ করো সত্যের পথ।' এও বলেছিলেন তিনি : 'যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করো যদিও উপলব্ধি করবার কিছু নেই: দুর্দশার কারণগুলিকে পরিত্যাগ করো যদিও পরিত্যাগ করার কিছু নেই : নিবৃত্তিতে সাগ্রহ হও যদিও কিছু নেই নিবৃত্তির : নিবৃত্তির পন্থা অনুসরণ করো : যদিও কিছুই নেই অনুসরণ করবার।' মহৎ সত্য চতুষ্টয়ের অপরিহার্য প্রকৃতি, প্রক্রিয়া এবং চরম পরিণামের তিনটি অভিমত।

মাধ্যমিকা পদ্ধতি (যেটি শুরুতে উপদিষ্ট হয়েছিল তৃতীয় খৃষ্টাব্দের পণ্ডিত নাগার্জুনদ্বারা)-বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে যেটি হয়ে আছে মহত্তম, সেটির অনুযায়ী এই তিনটি সত্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে এই প্রকার : সত্যকার যন্ত্রণা হচ্ছে সংসার, কর্ম এবং মোহ থেকে উদ্ভূত জন্ম এবং পুনর্জন্মের সমগ্র অস্তিত্ব। সত্যকার হেতু বলতে বুঝায় কর্ম এবং মোহ, যেগুলিই হচ্ছে সত্যকার যন্ত্রণার হেতু। সত্যকার নিবৃত্তি বলতে বুঝায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী সত্য দু'টির সম্পূর্ণ বিলোপ। সত্যকার পথ বলতে বুঝায় সেই প্রণালীকে সত্যকার নিবৃত্তি লাভ করা যায় যার দ্বারা।

অতএব যন্ত্রণার সত্যকার হেতুই এগিয়ে নিয়ে যাবে সত্যকার যন্ত্রণাতে; কিন্তু সত্য পন্থা অনুসরণ করলে অর্জন করা যাবে সত্যকার নিবৃত্তি। যদিও এইটিই হচ্ছে স্বাভাবিক অনুক্রম, এই সত্য চতুষ্টয়কে প্রচার করেছিলেন প্রভু বুদ্ধ, ফলকে আগে এবং কারণকে পরে রেখে। এর কারণ হচ্ছে যন্ত্রণার বিষয় জানতে পারলে, অনুমান করা যাবে তার কারণগুলিও; এবং যন্ত্রণার এই কারণগুলিকে পরিহার করবার দৃঢ় ইচ্ছা যখন হবে, এগুলিকে পরিহার করবার উপায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে তখন।

সংসার এবং প্রাণী ঃ

সমগ্র অস্তিত্বই হচ্ছে সংসার, এবং এটির সঙ্গে যে দুর্দশা রয়েছে সেইটিই হচ্ছে সত্যকার যন্ত্রণা। সংসারের অঙ্গীভূত হয়ে আছে প্রত্যেকটি বস্তু নিজস্ব পর্যাপ্ত কারণ নেই যেগুলির, অন্য কারণের ধারা থেকে নির্গত হয় যেগুলি এবং এইভাবে জড়িয়ে পড়ে কর্ম এবং মোহের মধ্যে। এটির মূল প্রকৃতি হচ্ছে দুর্দশা, এবং এটির স্বাভাবিক ক্রিয়া হচ্ছে দুর্দশা সৃষ্টিতে ভিত্তি প্রস্তুত করা এবং ভবিষ্যতের জন্যে দুর্দশা আকর্ষণ করা।

স্থান-অনুসারে, সংসারকে ভাগ করা যায় তিনটি জগতে, ইন্দ্রিয়গত জগৎ, আকৃতিগত জগৎ এবং নিরাকার জগৎ। এই তিনটি জগতের প্রথমটির প্রাণীরা উপভোগ করে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সুখ। দ্বিতীয়টির অর্থাৎ আকৃতিগত জগতের অংশ আছে দু'টি, নিম্ন অংশের প্রাণীরা ভোগ করতে পারে না যেটির বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গত সুখ কিন্তু উপভোগ করতে পারে—অভ্যন্তরীণ ধ্যানের শান্ত আনন্দ। নিরাকার জগতে, অস্তিত্বই নেই পঞ্চ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর, অস্তিত্বও নেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের এগুলি উপভোগ করবার; বিকারবিহীন শুধু একটি অনাবৃত মন অবস্থান করে সম্পূর্ণ শান্ত অবস্থার মধ্যে।

সংসারকে বিভক্তও করা যায় তার অভ্যন্তরের প্রাণীদের প্রকৃতি অনুযায়ী, এবং এইভাবে পাওয়া যায় ছ'টি বিভাগ:

দেবতা: এঁদের মধ্যে আছেন স্বর্গীয় আকারের এবং নিরাকার মননের জগতের প্রাণীরা।

উপদেবতা বা টাইটান: এঁরা হচ্ছেন সর্ববিষয়ে দেবতাদেরই মতন কেবল এঁরা হচ্ছেন ক্ষতিকারক।

মনুষ্য:

ই-দা অথবা প্রেত: সক্রিয় আত্মা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার যন্ত্রণায় সর্বদা উৎপীড়িত হয়েছে যারা।

পশু:

নরক: নরক আছে বিভিন্ন শ্রেণীর, এবং প্রাণীও আছে তার প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন প্রকৃতির—তাদের অতীতের কর্ম অনুযায়ী।

সংসারের দুর্দশার কারণ:

দুর্দশার কারণ হচ্ছে কর্ম এবং মোহ।

ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার সমন্বয়কেই বলা হয় কর্ম। উচ্চস্তরের বৌদ্ধ ধর্ম অনুযায়ী দু'টি বিভাগ আছে এটির, তিব্বতী ভাষায় যাদের বলা হয় সেম্‌বাই লে এবং সাম্‌বাই লে। সেম্‌বাই লে হচ্ছে কর্মের প্রারম্ভিক স্তর, শারীরিক প্রক্রিয়া তখনও অনুসরণ করতে হয় যেখানে: যে অবস্থায় উপস্থিত থাকে কাজ করবার একটা অবচেতন প্রেরণা। পরবর্তী স্তর হচ্ছে সাম্‌বাই লে যেখানে কায়িক এবং বাচনিক ক্রিয়ার প্রকাশ। পরিণতির দিক থেকে দেখতে গেলে, কর্ম হচ্ছে তিন প্রকারের। সৎকর্মের ফলে প্রাণীর পুনর্জন্ম হয় দেবতা, উপদেবতা এবং মনুষ্যের রাজ্যে। অসৎকর্মের ফলে পুনর্জন্ম হয় জীব, প্রেত এবং নরকের নিম্ন জগতে। তৃতীয়ত, অচল কর্মের ফলে প্রাণীর পুনর্জন্ম হয়

উর্ধ্ব জগতে, অর্থাৎ রূপ এবং অরূপের জগতে। কর্মের ফলভোগ করা যায় ইহ জন্মে, কিম্বা পরজন্মে, অথবা উত্তরকালীন জন্মের মধ্যে।

অপরিহার্য বা কেন্দ্রীয় মন, যেটি, আমি আগেই বলেছি, সহজাতভাবেই নিষ্পাপ, তার কোনো অংশ নয় মোহ: প্রান্তস্থ অথবা অপ্রধান মনের ত্রুটি হচ্ছে মোহ। উদ্দীপিত হয়ে ওঠে যখনই এই অপ্রধান মন, মোহ তখন হয়ে ওঠে ক্ষমতাশালী, অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয় কেন্দ্রীয় মনকে এবং নিরত করে পাপ কার্যে।

মোহ বা ভ্রান্তি আছে বহু প্রকারের: কাম, ক্রোধ, অহমিকা, ঘৃণা, শত্রুতা এবং আরও অনেক। সর্বপ্রধান মোহ হচ্ছে কাম এবং শত্রুতা: কাম বলতে আমরা বুঝি মানুষ এবং বিষয়ের প্রতি গভীর অনুরক্তি। আত্ম-অনুরক্তি বা অহংকার হয়ে উঠতে পারে কাম, এবং এ থেকে আত্মম্ভরিভাবের মধ্যে দিয়ে উদ্ভূত হয় অহংকার; কিম্বা নিজের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে উদ্ভূত হয় প্রতিবিদ্বেষ। আবার সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করতে এগিয়ে যেতে পারে মানুষ অজ্ঞানতা এবং পরস্পর বোঝাপড়ার অভাবের জন্যে। এই উৎকট অহংভাব নিহিত রয়েছে সংসারের সমস্ত প্রাণীর মধ্যে স্মরণাতীত কাল থেকে, এবং এতো অভ্যস্ত হয়ে গেছে এতে তারা যে স্বপ্নেও অনুভব করে তারা এটা।

প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমস্ত বস্তুই তাদের প্রকৃতিতেই শূন্যগর্ভ; কিন্তু মোহবশতঃ এগুলিকে মনে হয় যেন স্বতঃসৃষ্ট এবং স্বতঃপূর্ণ সত্তা। বিপরীত-ভাবে সমস্ত মোহের মূলে রয়েছে এই বিকৃত ধারণা।

নির্বাণের সূত্র:

ভিন্ন অর্থে, সংসার বলতে বুঝায় বন্ধনকে। নির্বাণ বলতে বুঝায় এই বন্ধন থেকে মুক্তি: মহৎ সত্যের তৃতীয়টি, সত্যকার নিবৃত্তি। ব্যাখ্যা করেছি আমি যে সংসারের হেতুই হচ্ছে কর্ম এবং মোহ। মোহের জড়গুলিকে যদি উৎপাটিত করা হয় সম্পূর্ণরূপে, সংসারের পুনর্জন্মের হেতু নূতন কর্মের সৃষ্টিকে ধ্বংস করা হয় যদি, অতীতের অপ্রয়োজনীয় কর্মগুলিকে ফলপ্রসূ করবার জন্যে মোহ আর না থাকে যদি; পীড়িত মানবের অবিরাম পুনর্জন্ম বন্ধ হবে তখনই। কিন্তু অস্তিত্বহীন হবে না এ রকম প্রাণী। আগেও ছিল

এরা মরণশীল অতিরিক্ত অংশযুক্ত দেহে, অতীতের কর্ম এবং মোহের ফলে জন্ম হয়েছে এ দেহের। পুনর্জন্মের ক্ষান্তির পরে, সংসার থেকে মুক্তি এবং নির্বাণ-প্রাপ্তির পরে, চেতনা থাকবে এদের এবং থাকবে মোহমুক্ত আধ্যাত্মিক দেহ। যন্ত্রণা থেকে সত্যকার নিবৃত্তির অর্থই হচ্ছে এই।

নিম্নস্তরের সূচনা দিতে পারে নির্বাণ, যেখানে শুধু নেই যন্ত্রণা, এবং উচ্চতম স্তরেরও নির্দেশ দিতে পারে এটি, যাকে বলা হয় মহানির্বাণ। সমস্ত নৈতিক এবং মানসিক কলুষ থেকে এবং পক্ষপাতমূলক চিন্তার শক্তিপ্রসূত কলুষ থেকে মুক্ত, সমগ্র এবং অবাধ, মহত্তম জ্ঞানের অবস্থা এটি: বুদ্ধত্বের অবস্থা।

হীনযান :

উপরোক্ত যে কোনো নির্বাণের অবস্থা লাভ করতে গেলে অনুসরণ করতেই হবে একটি নির্ধারিত পন্থা : সত্য পথ, মহৎ সত্যের চতুর্থতম পন্থা। এই পন্থার দু'টি মতবাদকে প্রকাশ করে হীনযান এবং মহাযান। হীনযানীরা অর্থাৎ হীনতর পন্থার অনুগামীরা, মূলতঃ নির্বাণ লাভ করতে চায় ব্যক্তিগত-ভাবে নিজের জন্যে। এই মতবাদ অনুযায়ী, সংসার ত্যাগ করার জন্যে অটল ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই মনে ; ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র (শীল) অনুসরণ করবে এটি, এবং যুগপৎ অনুশীলন করবে মনোনিবেশের (সমাধির) এবং উচ্চতর ধ্যানের (বিপষ্‌ণা, তিব্বতী যাকে বলে লাহ্‌-থোং), যাতে করে বিমুক্ত করা যায় মোহ এবং মোহের বীজগুলিকে এবং যাতে না জন্মায় আবার তারা। এই ভাবে লাভ করতে হয় নির্বাণ। অনুসরণ করতে হয় যে পন্থাগুলি তার মধ্যে আছে প্রস্তুতির পথ, প্রয়োগের পথ, উপলব্ধির পথ, অনুশীলনের পথ, এবং সিদ্ধির পথ।

মহাযান :

নির্বাণের উচ্চতম স্তর অর্থাৎ বোধিত্ব লাভেরই লক্ষ হচ্ছে মহাযানীদের, শুধু ব্যক্তিবিশেষের জন্যে নয়, অন্যান্য সমস্ত সচেতন প্রাণীদের জন্যেও। জ্ঞানের চিন্তা এবং করুণার (বোধিচিত্ত) দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হীনযানীদের মতোই প্রায় একই পন্থা অনুসরণ করেন তাঁরা ; কিন্তু এই পন্থাগুলি ছাড়াও

তাঁরা অনুশীলন করেন অন্য প্রণালীও (উপায়) যথা ষট্‌পারমিতা অথবা অলৌকিক গুণাবলী। এর অনুশীলনে, শুধু নিজেদের মোহমুক্ত করতে চান না মহাযানীরা। পাপ থেকেও মুক্তি খোঁজেন তাঁরা, এবং এইভাবে লাভ করতে চান বুদ্ধত্ব। পঞ্চ মহাযানী পন্থাও অনুরূপভাবে বিদিত আছে যেমন প্রস্তুতির পথ, প্রয়োগের পথ, উপলব্ধির পথ, অনুশীলনের পথ এবং সিদ্ধির পথ; কিন্তু হীনযান পন্থার মতো নাম যদিও একই, গুণগত পার্থক্য আছে এদের মধ্যে। এবং যে হেতু ভিন্ন মৌলিক উদ্দেশ্য আছে মহাযানীদের এবং সচরাচর ভিন্ন পথ অনুসরণ করেন তাঁরা এবং অনুশীলনও করেন ভিন্ন প্রণালী তাঁদের লব্ধ চরম লক্ষ্যও তাই ভিন্ন।

কখনও কখনও প্রশ্ন করা হয়—হীনযানীরা নির্বাণ লাভ করে ঐ স্তরেই থেকে যাবেন, না পরে মহাযান অনুসরণ করবেন তাঁরা। এর উত্তর হচ্ছে—তাঁদের নিজেদের এই নির্বাণের স্তরকে চরম লক্ষ্য ব'লে মনে করেন না তাঁরা, কিন্তু বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্যে নিশ্চয়ই অন্য উপায় অবলম্বন করবেন তাঁরা।

তন্ত্রযান ঃ

যে পন্থাগুলির উল্লেখ করেছি আমি সেগুলি হচ্ছে তত্ত্বগত পন্থা, এবং তন্ত্রযান অর্থাৎ যৌগিক প্রণালী অনুশীলন করবার পূর্বে দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণের জন্যে অনুসরণ করতে হবে এগুলিকে। কোনো তান্ত্রিক মতবাদ প্রবর্তন করবার পূর্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো তিব্বতে। আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুরা সর্বদা পরীক্ষা করে দেখতেন যে বুদ্ধের প্রচারিত মতবাদের মধ্যে এটি আছে কিনা, এবং উপযুক্ত পণ্ডিতগণের কাছে যুক্তিপূর্ণ-বিশ্লেষণের জন্যে পেশ করতেন এটিকে এবং এটির সত্যতা অনুমোদন করবার আগে এবং এটিকে গ্রহণ করবার আগে অভিজ্ঞতার আলোতে পরীক্ষা করে নিতেন এর ফলাফলগুলিকে। প্রয়োজন ছিল এর--কারণ এমন বহু অ-বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদ আছে যেগুলির বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক মতবাদের সঙ্গে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বাহ্যিক সাদৃশ্যের জন্যে।

চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত আছে এবং বহুসংখ্যক গ্রন্থ আছে এটির যা বর্ণনা করা সম্ভব নয় এখানে। সহজভাবে বলা যায় এর প্রণালীটি হচ্ছে এই প্রকার ঃ পূর্বেই যা বলেছি, নানা প্রকারের দুঃখদুর্দশা আমরা ভোগ করি

যা—তার জন্যে দায়ী করা হয় মন্দ কর্মকে। এই মন্দ কর্মগুলির সৃষ্টি মোহের মধ্যে। অবাধ্য মনের জন্যেই মূলতঃ জন্মায় মোহ। মন্দ চিন্তাধারার প্রবাহ বন্ধ করে সুনিয়ন্ত্রিত এবং অনুশীলিত করে তুলতে হবে মনকে। দেহের শারীরিক গঠন এবং মনের মনস্তত্ত্বগত গঠনের ওপর মনঃসংযোগ করে বন্ধ করা যাবে এই চিন্তাধারাকে এবং শান্ত করা যাবে বিপথগামী এবং অভিক্ষিপ্ত মনকে।

ধ্যানের বহিঃস্থ বিষয়ের ওপরও কেন্দ্রীভূত করতে হবে মনকে। প্রগাঢ় চিন্তাশক্তির প্রয়োজন এজন্যে, এবং দেব-দেবীর মূর্তিগুলিই এবিষয়ে উপযুক্ত লক্ষ্যবস্তু হিসেবে কাজে লাগতে পারে। একারণেই বহু দেবদেবীর উল্লেখ আছে তন্ত্রায়নে ঠিক মনগড়া নয় যেগুলি। দেহ, মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিশুদ্ধ করবার জন্যে রুদ্র এবং শান্ত-ভাবেরও মূর্তির সৃজন করতে হবে ধ্যানের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে, এবং কখনও কখনও সৃষ্টি করতে হবে বহু মস্তক এবং বাহুসম্বলিত মূর্তি—চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং ইন্দ্রিয়গত প্রবণতার উপযোগী।

এই চরমলক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ্বাস এবং ভক্তির প্রগাঢ় শক্তির মাধ্যমে, কিন্তু সাধারণতঃ এটি সম্পাদন করা যায় যুক্তি দ্বারা; নিয়মিতভাবে যদি অনুসরণ করা যায় অলৌকিক পথ, আন্তরিক বিশ্বাসের বহু কারণ উপস্থাপিত করবে এই পথে যুক্তি।

দ্বৈত সত্য ঃ

প্রতিটি ধর্মীয় পন্থায় আছে জ্ঞান (প্রজ্ঞা) এবং প্রণালী (উপায়)। পরম সত্য বা পরমার্থ সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা, এবং আপেক্ষিক সত্য বা সংবৃত সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে প্রণালী বা উপায়। 'বুদ্ধগণ কর্তৃত প্রদর্শিত ধর্ম হচ্ছে পরম এবং সংবৃত এই উভয় দ্বৈত সত্যের সামঞ্জস্য।'—বলেছেন নাগার্জুন।

যখন চরম লক্ষ্য অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়, দু'প্রকারের বুদ্ধকায় অর্থাৎ দেহ অর্জন করে মানুষ।

মতবাদ-সংক্রান্ত পন্থার অনুসরণে তার প্রজ্ঞা এবং উপায়ের অনুশীলনের ফলই হচ্ছে এই দুই কায়; এবং যে দু'টি সত্য ব্যবস্থা করে সর্বজনীন ভিত্তির-

প্রজ্ঞা এবং উপায় হচ্ছে তারই ফল। দ্বৈত সত্যের উপলব্ধি এই জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ; কিন্তু কিছু প্রতিবন্ধকও আছে এতে। বিভিন্ন মতাবলম্বী বৌদ্ধরা বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন এই সত্য সম্বন্ধে। উমা থা গিউপা অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক মতবাদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যমক তত্ত্ব অনুযায়ী, ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সব বস্তু অনুভব করি আমরা দুটি দিক আছে সেগুলির, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ। মোটামুটিভাবে বলা যায়, আপেক্ষিক সত্য-বস্তুর জ্ঞান এবং তাদের প্রত্যক্ষ দিকটির মানসিক ধারণার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, এবং তাদের অপ্রত্যক্ষ দিকটির জ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—পরম সত্য।

বিশ্বজনীন শূন্যতা এবং সত্যকার নিবৃত্তিই হচ্ছে পরম সত্য ; অন্য সব হচ্ছে আপেক্ষিক।

বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ প্রণালীর মোটামুটি ব্যাখ্যা ঃ

শুধু বাহ্যিক পরিবর্তন দ্বারা সম্ভব হয় না বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ অনুশীলন, যেমন, তা হয় না সন্ন্যাস জীবনযাপন দ্বারা অথবা শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা। এ প্রশ্ন প্রায়ই তোলা হয় যে এই কর্মগুলিকে ধর্মীয় বলা সমীচীন কি না : যেহেতু ধর্মের অনুশীলন করা উচিৎ মনে। সঠিক মানসিক ভঙ্গী যদি কারুর থাকে, তার সমস্ত কায়িক এবং বাচনিক অভিব্যক্তি হয়ে ওঠে ধর্মীয়। কিন্তু সঠিক মনোভাবের অভাব থাকে যদি কারো, ঠিকভাবে চিন্তা করতে যদি সে না জানে, সারা জীবন মঠে কাটালেও এবং ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও সে লাভ করবে না কিছুই। কাজেই প্রথম প্রয়োজন এই উপযুক্ত মনোভাবের। নিজের চরম আশ্রয় হিসেবে প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা উচিৎ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নকে ; পালন করা উচিৎ কর্মযোগ এবং তার পরিণতিও ; এবং অন্যের মঙ্গল-চিন্তার অনুশীলনও করা উচিৎ প্রত্যেকেরই।

সংসার ত্যাগ করে যদি ধর্মের অনুসরণ করা যায় আন্তরিকভাবে, তা মহা আনন্দ এনে দেয় তার অনুগামীকে। তিব্বতে বহু লোক আছেন যাঁরা সংসার ত্যাগ করেছেন এইভাবে, এবং অবর্ণনীয় মানসিক এবং শারীরিক পরিতৃপ্তি লাভ করেন তাঁরা। আত্মপ্রীতির উদ্দেশ্য এবং সেই প্রীতি অর্জনের যে শ্রম, তার মধ্য দিয়ে অর্জিত সমস্ত জাগতিক আনন্দ তুলনা করা যায় না এটির ভগ্নাংশের সঙ্গেও। এঁরাই হচ্ছেন অন্যের মহত্তম মঙ্গলের কারণ,

তাঁদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ গুণের জন্যে—যাদ্বারা সমর্থ হন তাঁরা মানব-জাতির দুঃখের শুধু নির্ণয়েই নয়, সেগুলির সত্যকার প্রতিকার বিধানেও। তবুও প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না এই সংসার ত্যাগ করা, কারণ যে আত্ম-বলিদান প্রয়োজন এজন্যে তা খুবই বিরাট।

কি প্রকার ধর্মের তবে নির্দেশ দেওয়া যায় সাধারণ মানুষের জন্যে? বাতিল করতে হবে, অবশ্য, অর্থনৈতিক সাংসারিক ক্রিয়াকলাপ; কোনও ধর্মের সঙ্গেই সংগতি নেই এই ক্রিয়াকলাপের। কিন্তু নীতি-সমর্থিত ক্রিয়াকলাপ, যেমন দেশের শাসনতন্ত্র পরিচালনায় সাহায্য করা, অথবা কার্যকরী এবং সৃজনকারী কোনো কিছু করা, অন্যের আনন্দ এবং সুখবর্ধনের জন্যে কিছু করা, এগুলির অবশ্য সংগতি আছে ধর্মানুশীলনের সঙ্গে। ধর্মের উন্নতি-সাধন করেছেন ভারতবর্ষ এবং তিব্বতের নৃপতি এবং অমাত্যবৃন্দ। যদি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করা যায় তাহ'লে গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেই অর্জন করা যায় মুক্তি। কিন্তু প্রবাদ আছে: 'মানসিক কষ্ট স্বীকার যারা না করে, যদিও তারা পর্বতে বাস করে নিভৃতে, যেমন শীত যাপন করে পশুরা গর্তে, নরকে নামার কারণগুলিই শুধু ওঠে জমে।'

একটি প্রাচীন তিব্বতী কাহিনীর উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি বোধহয় আমি।

বহুকাল আগে একজন লামা ছিলেন তিব্বতে যাঁর নাম ছিল দোম। একদিন তিনি দেখলেন যে একটি স্তূপকে প্রদক্ষিণ করছে একটি লোক। 'শোনো,'—বললেন তিনি,—'স্তূপ প্রদক্ষিণ করছো। খুব ভালো কাজ এটা। কিন্তু ধর্ম অনুশীলন করলে ভালো হতো আরও।'

'ঠিক কথা, এখন থেকে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবো আমি তা হ'লে,—মনে মনে বললে লোকটি। এবং একটি ধর্মগ্রন্থ থেকে যত্নসহকারে পাঠ শুরু করলো লোকটি, একদিন আবার দেখা হ'য়ে গেলো তার দোমের সঙ্গে।

'ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা খুবই ভালো বটে,'—বললেন দোম। 'কিন্তু আরও ভালো হয় যদি ধর্ম অনুশীলন করো তুমি।'

এবং লোকটি ভাবলো: 'কেবল আবৃত্তিই যথেষ্ট নয়। ধ্যান করলে কেমন হয়?'

অল্প কিছুদিন পরে, দোম দেখলেন তাকে ধ্যানস্থ অবস্থায় এবং বললেন:

'ধ্যান করা খুবই ভালো। কিন্তু আরও ভালো হয় যদি ধর্ম অনুশীলন করো তুমি।'

'ধর্মের অনুশীলন বলতে তবে কি বলতে চাইছেন—দয়া ক'রে জানাবেন কি?' জিজ্ঞেস করলো বিভ্রান্ত লোকটি।

'তোমার মনটিকে সরিয়ে নিয়ে এসো এই পার্থিব জীবনের আচারানুষ্ঠান থেকে,'—বললেন দোম। 'মনকে তোমার চালিত করো ধর্মের দিকে।'

পরিশিষ্ট ২

তিব্বতের পুণ্যাত্মা দালাই লামা কর্তৃক

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট আবেদন

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মহোদয় সমীপে—

কালিমপং, ১১ই নভেম্বর ১৯৫০

বিশ্বের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে কোরিয়ার ওপর যেখানে আক্রমণ প্রতিহত করা হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক শক্তি দ্বারা। সুদূর তিব্বতে সংঘটিত হচ্ছে ঐ একই প্রকারের ঘটনাবলী কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। পৃথিবীর কোনো অংশেই যাতে অপ্রতিহত না থাকে আক্রমণ এবং অরক্ষিত না থাকে স্বাধীনতা, সেইজন্যেই তিব্বতের সীমান্ত খণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে আপনার মারফৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অবহিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি আমরা।

আপনি অবগতই আছেন যে কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তিব্বতের সমস্যা সাম্প্রতিক কালে। তিব্বতের নিজস্ব সৃষ্টি নয় এ সমস্যা, নিজের সামান্তবর্তী দুর্বল দেশগুলিকে আপন সক্রিয় কর্তৃত্বের মধ্যে আনবার চীনের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষারই ফল হচ্ছে এটি। বহু কাল ধরে পৃথিবীর বাকি অংশ থেকে দূরে এবং একান্তে বাস করে এসেছে তিব্বতীরা, তাদের পার্বত্য দুর্গে মঠজীবন, শুধু বৌদ্ধধর্মের স্বীকৃত প্রধান হিসেবে পুণ্যাত্মা দালাই লামা আশীর্বাদ দিতেন এবং শ্রদ্ধা পেতেন বহু দেশে তাঁর অনুগামীদের কাছ থেকে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সত্যিই গাঢ় সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল চীন সম্রাট এবং পুণ্যাত্মা দালাই লামার মধ্যে। এই সম্পর্ক মূলতঃ জন্মগ্রহণ করেছিল একটি সমধর্মে বিশ্বাস থেকে এবং সঠিকভাবে বললে বলা যায় যে এটা ছিল ধর্মগুরু এবং তাঁর অযাজকায় অনুগামীদের মধ্যেকার সম্পর্ক; কোনো রাজনৈতিক প্রশ্ন ছিল না এটির মধ্যে। বৌদ্ধধর্মের মতবাদে বিশ্বাসী জাতি হিসেবে রণকৌশল থেকে বিরত থেকেছে বহুদিন থেকেই

তিব্বতীরা, শান্তি এবং সহিষ্ণুতারই অনুশীলন করে এসেছে তারা, এবং নিজের দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে নির্ভর করেছে দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর এবং অন্য দেশের ব্যাপারে নিজেদের নিরপেক্ষতার ওপর। এমন সময়ও গিয়েছে যখন চীন সম্রাটের সাহায্য চেয়েছে তিব্বত প্রতিরক্ষার জন্যে কিন্তু খুব কচিৎই তা পেয়েছে। রাজত্ব বিস্তারের স্বাভাবিক প্রবণতার জন্যে, অবশ্য, চীন সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছিল এই বন্ধুত্বের বন্ধনকে এবং পারস্পরিক স্বাবলম্বিতাকে—যার অস্তিত্ব ছিল চীন এবং তিব্বতের মধ্যে প্রতিবেশী হিসেবে। চান সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং তিব্বত একটি সামন্ত রাষ্ট্র বলেই মনে হতো তাদের। এরই জন্যেই প্রথম ন্যায়সঙ্গতভাবেই আশঙ্কা জেগেছিল তিব্বতের জনগণের মনে তাদের স্বতন্ত্র সত্তার ওপর চীনের অভিসন্ধির।

১৯১০ সালের অভিযানের সময় চীনের আচরণ সম্পূর্ণ ভাঙ্গন ধরিয়েছিল এই দু'টি দেশের মধ্যে। ১৯১১-১৯১২ সালে ত্রয়োদশ দালাই লামার সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল তিব্বত—এমনকি একইসঙ্গে চীনের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেছিল নেপাল—আর ১৯১১ সালের চীন বিদ্রোহ, শেষ মাঞ্চুরিয়ান সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করেছিল যা, ভঙ্গ করেছিল চানের সঙ্গে তিব্বতের শেষ নৈতিক এবং ধর্মীয় বন্ধনটুকুও। এরপর থেকে তিব্বত সম্পূর্ণ নির্ভর করে এসেছিল নিজের অন্তরণের ওপর, প্রভুবুদ্ধের প্রজ্ঞায় বিশ্বাসের ওপর, এবং সময় সময় আত্মরক্ষার জন্যে ভারতবর্ষের ব্রিটিশদের ওপর। এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে পরবর্তীরাও সার্বভৌম কর্তৃত্ব দাবি করতে পারতো তিব্বতের ওপর সময় সময় ইঙ্গ-চীন প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল তিব্বত, যার সমর্থনে বলা যেতে পারে যে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং সারা বিশ্বের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে সমর্থ হয়েছে তিব্বত। চীনের জনগণের মধ্যে প্রতিবেশীসুলভ শুভেচ্ছা এবং সৌহার্দ্য বজায় রাখতে পেরেছিল তিব্বত; কিন্তু ১৯১৪ সালের চীনের সার্বভৌমত্বের দাবি সে স্বীকার করে নি কোনও দিন।

বৃটিশেরই প্ররোচনায় একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হয়েছিল তিব্বত যার দ্বারা নামেমাত্র (হস্তক্ষেপ না করে) চীনের সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিব্বতের ওপর এবং যার দ্বারা চীনকে অধিকার

দেওয়া হয়েছিল লাসায় একটি দূতাবাস রাখবার জন্যে, যদিও কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছিল এদের তিব্বতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। এছাড়াও. এই নামেমাত্র সার্বভৌমত্ব চীনের কাছে স্বীকার করতে যা বাধ্য হয়েছিল তিব্বত, বলবৎ হতে পারেনা, কারণ ১৯১৪ সালের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নি চীন। এটাও লক্ষ্য করা যেতে পারে যে অন্য প্রতিবেশী দেশ, যেমন ভারত এবং নেপালের সঙ্গে স্বতন্ত্র সম্পর্ক বজায় রেখেছিল তিব্বত। এ ছাড়াও, বৃটিশের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনের দিকে নিজের সামরিক শক্তি কাজে লাগতে দিয়ে নিজের অবস্থার অপোষ করেনি তিব্বত। এইভাবে তিব্বত প্রমাণ করে এসেছিল এবং রক্ষা করে এসেছিল তার পূর্ণ স্বাধীনতা। তিব্বত এবং ভারতের সম্পর্ক আজও নিয়ন্ত্রিত হয় ১৯১৪ সালের চুক্তির দ্বারা, এবং এ চুক্তিতে পক্ষ না হওয়ার জন্য চীন এটি থেকে যে সুযোগ সুবিধাগুলি পক্ষান্তরে লাভ করতে পারতো সেগুলি পরিত্যাগ করেছে ব'লে ধরে নিতে হবে। এইভাবে পুনরায় ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তিব্বতের স্বাধীনতা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর থেকে যে সামান্য বন্ধনটুকু বাঁচিয়ে আসছিল তিব্বত চীনের সঙ্গে তার ন্যায্যতা আরও কমে গিয়েছিল যখন পুনর্বার বিপ্লব হ'য়ে পূর্ণ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল চীন। এ রকম দু'টি বিভিন্নমুখী মতবাদ চীন এবং তিব্বত প্রচার করতো যা, তাদের মধ্যে আত্মীয়তা বা সহানুভূতি থাকতেই পারে না। ভবিষ্যতে জটিলতা বাড়তে পারে এ কথা পূর্বেই বুঝতে পেরে চীনের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্কে ছিন্ন করেছিলেন তিব্বত সরকার এবং লাসাস্থ চৈনিক প্রতিনিধিকে তিব্বত থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে। তখন থেকেই, চীন সরকার এবং জনগণের সঙ্গে লৌকিক সম্পর্ক রাখেনি তিব্বত। অত্যধিক জড়বাদী মতবাদের জীবাণু থেকে মুক্ত থেকে দূরে বাস করতে চেয়েছিল তিব্বত, কিন্তু তিব্বতকে শান্তিতে বাস না করতে দেবার জন্যে চীন বদ্ধপরিকর। লোকায়ত্ত সাধারণতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ; তিব্বতকে মুক্ত করবার ভয় দেখিয়ে আসছে চীনারা এবং নানা প্রকারের কুটিল প্রণালী ব্যবহার করে আসছে তিব্বত গভর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাবার জন্যে এবং

তার ক্ষতিসাধন করার জন্যে। তিব্বত জানে যে এ প্রতিরোধ করার সাধ্য তার নেই। চীন সরকারের সঙ্গে তাই বন্ধুত্বপূর্ণ শর্তে আলাপ-আলোচনা করতে রাজী হয়েছিল তিব্বত।

দুর্ভাগ্যের বিষয় যে চীনে প্রেরিত তিব্বতের দূতবৃন্দ ভারতবর্ষ থেকে যেতে পারেন নি নিজেদের কোনো ক্রটির জন্যে নয়, ব্রিটিশের ভিসা বা সরকারী অনুমতিপত্রের অভাবে—যেটার প্রয়োজন ছিল হংকংয়ের ভেতর দিয়ে যাবার জন্যে। ভারত সরকারের মধ্যস্থতায়, লোকায়ত্ত সাধারণতন্ত্রী চীন সম্মত হয়েছিলেন এই তিব্বতী দূতবৃন্দকে প্রারম্ভিক আলোচনা করতে দিতে ভারতে অবস্থানকারী চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে—মাত্র সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে এসে পৌঁছেছিলেন যিনি। এই আলাপ আলোচনা যখন চলছিল দিল্লীতে ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে, পূর্বাহ্নে কোনো সতর্ক না করে বা উত্তেজনার কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও, বহুকাল ধরে যে নদীটিকে তিব্বতের সীমানা ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছিল, সেই দে ছু নদীটি অতিক্রম করে এলো চীন সৈন্যরা। অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের দখলে এসে পড়লো যথাক্রমে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি যেমন দেমা, কামদো, তুংগা, ছামে, রিমোচেগোতু, ইয়াগালু এবং মাখাম। সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল খামে অবস্থিত তিব্বতী সীমান্ত সৈন্যবাহিনী, যেটি ওখানে রাখা হয়েছিল কোনো আক্রমণের উদ্দেশ্যে নয়, শুধু নামমাত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। পাঁচ দিক থেকে প্রবলবেগে কম্যুনিষ্ট সেনাবাহিনী এসে মিলিত হলো খামের রাজধানী চামদোতে, এটিও ওদের হস্তগত হলো অল্প সময়ের মধ্যে। ঐ স্থানে অবস্থানকারা তিব্বত সরকারের একজন মন্ত্রীর অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায় নি কিছুই।

এই হীন আক্রমণের সময় খুবই অল্পজ্ঞাত আছে বহির্জগৎ। এই আক্রমণের বহুদিন পরে, বিশ্বকে জানালো চীন যে তার সৈন্যবাহিনীকে তিব্বতের মধ্যে অগ্রসর হ'তে হুকুম দিয়েছিল সে। শুধু তিব্বতেরই শান্তি বিঘ্নিত করে নি এই অন্যায় আক্রমণ, এটির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল চীন কর্তৃক ভারত সরকারকে প্রদত্ত বিধিসম্মত প্রতিশ্রুতি এবং জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে এটি তিব্বতে এবং বহুদিনের যত্নে লালিত স্বাধীনতা থেকে হয়তো শেষ পর্যন্ত এটি বঞ্চিত করবে তিব্বতকে।

আপনাকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, সেক্রেটারী জেনারেল মহোদয়, যে লড়াই না করে আত্মসমর্পণ করবে না তিব্বত, যদিও শান্তিতে নিয়োজিত একটি জাতির পক্ষে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের পাশবিক শক্তিপ্রয়োগকে প্রতিরোধ করার আশা খুবই কম; কিন্তু আমাদের ধারণা যে যেখানেই আক্রমণ হোক না কেন সে আক্রমণ বন্ধ করতে সঙ্কল্প করেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ।

বলপ্রয়োগের দ্বারা তিব্বতকে কম্যুনিষ্ট চীনের অন্তর্ভুক্ত করবার উদ্দেশ্যে তিব্বতের ওপর সশস্ত্র হস্তক্ষেপ স্পষ্ট আক্রমণের ঘটনা। যতদিন ধরে তিব্বতের জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ করা হবে তাদের ইচ্ছা এবং সম্মতির বিরুদ্ধে চীনেরই একটি অংশ হবার জন্যে, তিব্বতের ওপর এই আক্রমণ ততদিন একটি লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে দুর্বলের ওপর বলশালীর পীড়নের। আপনার মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত জাতির কাছে আমরা তাই আবেদন করছি—আমাদের পক্ষে মধ্যস্থতা করবার জন্যে এবং চীনের এই আক্রমণ দমন করবার জন্যে।

সমস্যাটি সহজ। তিব্বতকে চীনের একটি অংশ বলে দাবি করছে চীন। তিব্বতীরা মনে করে জাতিগতভাবে, সংস্কৃতিগতভাবে এবং ভৌগোলিকভাবে চীনাদের থেকে তারা সম্পূর্ণ পৃথক। যদি চীনারা মনে করে তাদের অস্বাভাবিক দাবির বিরুদ্ধে তিব্বতীদের প্রতিক্রিয়া অবাঞ্ছনীয়, আরও মার্জিত প্রণালী আছে যা দ্বারা তিব্বতের জনগণের অভিমত নির্ণয় করতে পারতো তারা, অথবা বিতর্কের বিষয়টি যদি কেবলমাত্র বিচারগত হয় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে প্রতিবিধানের জন্যে যেতে পারতো তারা। চীন কর্তৃক তিব্বতের বিজয় আরও বিস্তৃত করবে সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্রকে এবং আরও বিপদ বাড়িয়ে তুলবে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির স্বাধীনতা এবং স্থায়িত্বের পক্ষে।

পুণ্যাত্মা দালাই লামার অনুমোদন ক্রমে, আমরা মন্ত্রীরা এই সঙ্কটকালে তিব্বতের সমস্যাটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে অর্পণ করলুম, এই আশা নিয়ে যে জংলী আচরণ দ্বারা আমাদের রাষ্ট্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেবে না বিশ্বের বিবেক।

কাশা (মন্ত্রীসভা) এবং তিব্বতের জাতীয় পরিষদ তিব্বতী প্রতিনিধিবর্গ, শাকাপা কোঠি, কালিম্পং তারিখ-লাসা লৌহ ব্যাঘ্র বৎসরের নবম তিব্বতী মাসের সপ্তবিংশতি দিবস (৭ই নভেম্বর, ১৯৫০)

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহামান্য সেক্রেটারী জেনারেলকে প্রেরিত তারবার্তার প্রতিলিপি

নয়াদিল্লী

তারিখ ৯ই সেপ্টেম্বার, ১৯৫৯

মহামহিম,

শুক্রবার—১৯৫০ সালের ২৪শে নভেম্বার তারিখের রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের জেনারেল কমিটির প্রস্তাবটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে বলা হয়েছিল—'তিব্বতের ওপর বিদেশী শক্তির আক্রমণে'র বিরুদ্ধে এল্ সাল্ভাডোরের অভিযোগের ওপর বিবেচনাটা মুলতুবী রাখা হোক উভয়পক্ষকে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হবার সুযোগ দেবার জন্যে। অতীব দুঃখের সঙ্গে আপনাকে আমি জানাচ্ছি যে বহুদূর অবধি বিস্তৃত হয়েছে এই আক্রমণাত্মক কার্যাবলী যার ফলে এখন সমগ্র তিব্বতই রয়েছে চীন সৈন্যের অধিকারে। শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার জন্যে বহু আবেদন করেছি আমি এবং আমার সরকার, কিন্তু সে সমস্ত আবেদনই সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে এখনও পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে এবং তিব্বতের জনগণ যে মনুষ্যত্ব এবং ধর্মের বিরুদ্ধে অমানুষিক আচরণের বলি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে, অবিলম্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি এবং প্রার্থনা করছি যে সাধারণ পরিষদ নিজের উদ্যমেই যেন বিবেচনা করেন তিব্বত সমস্যাটি মুলতুবী হয়ে রয়েছে যেটি। আমি এবং আমার গভর্ণমেন্ট জোরের সঙ্গে এটা বলতে চাই যে ১৯৫০ সালে চীন সৈন্যবাহিনী কর্তৃক যখন লঙ্ঘিত হয়েছিল তিব্বতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল তখন তিব্বত। এই যুক্তির স্বপক্ষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করতে চান আমার গভর্ণমেন্ট:

প্রথম, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ দালাই লামা কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পর থেকে কোনো কর্তৃত্ব ক্ষমতাই ব্যবহার করেনি চীন তিব্বতের ওপর।

দ্বিতীয়, এই সময়ে যে তিব্বত সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে এ থেকে যে এই সময়ে এবং এর অব্যবহিত পূর্বেও পাঁচ পাঁচটা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে তিব্বত।

তৃতীয়, তিব্বত সরকার নির্ভর করেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-তিব্বত চুক্তির

ওপর, যাদ্বারা স্বীকার করা হয়েছিল তিব্বতের সার্বভৌমত্ব এবং গ্রেট্ ব্রিটেন এবং চীনের প্রতিনিধিদের সমতুল্য পদমর্যাদাই দেওয়া হয়েছিল তিব্বতের রাষ্ট্রদূতকে। এ-কথা ঠিকই যে বহির্জগতের সম্পর্কে তিব্বতের সার্বভৌমত্বের ওপর আরোপ করা হয়েছিল কিছুটা গণ্ডী কিন্তু অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাকে এ থেকে বঞ্চিত করা হয় নি। তাছাড়া, এই বিধিনিষেধেরও আর কোনো কার্যকারিতা থাকলো না ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর।

চতুর্থ, এমন কোনো বৈধ এবং চালু আন্তর্জাতিক চুক্তি নেই যার দ্বারা তিব্বত অথবা অন্য কোনো শক্তি স্বীকার করে নিয়েছে চীনের সার্বভৌম কর্তৃক।

পঞ্চম, তিব্বতের সার্বভৌমত্বের বিষয় এ থেকেও সমভাবে প্রমাণিত হবে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার জন্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিল তিব্বত এবং কেবলমাত্র অসামরিক দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে দিয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে চীনে তিব্বতের মধ্য দিয়ে। গ্রেট ব্রিটেন এবং চীনের সরকাররা মেনে নিয়েছিলেন এই অবস্থাটা।

ষষ্ঠ, সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছেন অন্য শক্তিরাও। ১৯১০ সালে যখন তিব্বত সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধিরা গিয়েছিলেন ভারতবর্ষে, ফ্রান্সে, ইটালিতে, যুক্তরাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রে, তিব্বত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র গৃহীত হয়েছিল এই দেশগুলির সরকার দ্বারা। মহামহিম, আমি এবং আমার সরকার সনির্বন্ধ মিনতি করছি মনুষ্যত্বের কারণে যেন অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ। তিব্বতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘন করবার পর থেকে চীনা সৈন্যবাহিনী নিম্নলিখিত অপরাধগুলি করেছে সারাবিশ্বে গৃহীত আচরণ বিধির বিরুদ্ধে।

প্রথম, সহস্র সহস্র তিব্বতীকে তাদের সম্পত্তি থেকে বেদখল করেছে তারা এবং জীবিকা নির্বাহের প্রত্যেকটি উপায় থেকে বঞ্চিত করেছে তাদের এবং এইভাবে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে তাদের মৃত্যু আর হতাশার দিকে।

দ্বিতীয়, শ্রমদানে বাধ্য করা হয়েছে স্ত্রী, পুরুষ এবং বালক-বালিকাদের এবং সামরিক নির্মাণকার্যে নিয়োগ করা হয়েছে বিনা পারিশ্রমিকে অথবা নামমাত্র পারিশ্রমিকে।

তৃতীয়, তিব্বতী জাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পুরুষ এবং নারীকে নির্বীজিত করবার জন্যে নিষ্ঠুর এবং অমানুষিক উপায় অবলম্বন করেছে তারা।

চতুর্থ, পাশবিক হত্যা করা হয়েছে তিব্বতের সহস্র সহস্র নির্দোষ জনগণকে।

পঞ্চম, বিনা কারণে এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে তিব্বতে বহু বিশিষ্ট নাগরিককে।

ষষ্ঠ, সর্বপ্রকার চেষ্টা হয়েছে আমাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করবার। সমভূমি করা হয়েছে হাজার হাজার মঠকে এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে পবিত্র বিগ্রহ এবং ধর্মীয় সামগ্রীগুলিকে। নিশ্চয়তা নেই জীবন এবং সম্পত্তির এবং রাজধানী লাসা আজ একটি মৃত নগরী। আমার দেশবাসীরা যে দুর্দশা ভোগ করছে তা অবর্ণনীয় এবং এটা একান্ত প্রয়োজন যেন অবিলম্বে বন্ধ হয় আমার জনগণের যথেচ্ছ নির্মম হত্যা। এই প্রকার পরিস্থিতিতে আপনার কাছে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে আবেদন করছি আমি এই আশা নিয়ে যে যথাযোগ্য সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করা হবে আমার এই সানির্বন্ধ অনুরোধটি।

স্বাক্ষর : দালাই লামা

স্বর্গাশ্রম
ধর্মশালা ক্যান্টন্‌মেণ্ট,
পূর্ব পাঞ্জাব।
২'রা সেপ্টেম্বার, ১৯৬০

মহামহিম—
শ্রীযুক্ত দাগ্‌ হ্যামারশল্ড্‌,
রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল মহোদয়,
নিউইয়র্ক

মহামহিম :

গত বৎসর যখন আনুষ্ঠানিকভাবে আপনার কাছে সনির্বন্ধ আবেদন করেছিলুম তিব্বতের জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে, তখন আপনি অনুগ্রহ করে সাহায্য করেছিলেন আমার প্রতিনিধিবৃন্দকে

আপনার অপরিমেয় উপদেশ এবং মূল্যবান সমর্থন দিয়ে। সেইজন্যে, আবার আমি সাহসী হয়েছি আপনার সান্নিধ্যে আসতে তিব্বতের জনগণের নামে যারা আজ গভীর আর্তনাদ করছে অসহ্য আতঙ্ক এবং অত্যাচারের চাপে।

মহামহিম, আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে তিব্বতের অবস্থা এখন অত্যন্ত দুঃখদায়ক। নির্দয় নির্যাতন এবং অমানুষিক আচরণ থেকে বাঁচবার জন্যে শত শত তিব্বতী এসে পৌঁছুচ্ছে ভারতবর্ষে আর নেপালে। কিন্তু সহস্র সহস্র লোক এখনও রয়েছে সেখানে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নেওয়া যাদের পক্ষে অসম্ভব এবং মৃত্যু আর ধ্বংস তাদের আসন্ন। প্রবলভাবে আমি উপলব্ধি করছি যে এই নির্দোষ নারী, পুরুষ এবং শিশুদের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে অবিলম্বে কিছু করা উচিৎ, এবং সেই জন্যেই চেয়েছি রাষ্ট্রসঙ্ঘের বহু সভ্যরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্টের সাহায্য এবং সমর্থন। মালয় ফেডারেশনের প্রধান মন্ত্রী মহোদয় এবং থাইল্যাণ্ড সরকার খুবই সাড়া দিয়েছিলেন আমার আবেদনে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে তিব্বতের প্রশ্নটি উত্থাপন করবার তাঁদের অভিপ্রায়টি ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা। এই সম্পর্কে আবার আপনার কাছে আসতে সাহসী হয়েছি আমি। পূর্বকার মতোই, আমার বিশ্বাস, তিব্বতের এই দুঃখদায়ক প্রশ্নের কোনো কার্যকর সমাধান উদ্ভাবন করার জন্যে আপনার মধ্যস্থতা এবং প্রভাব প্রয়োগ করা সম্ভব হবে আপনার পক্ষে। আমি আশাকরি, আমার নিজের মনোভাব প্রকাশ করবার অনুমতি দেবেন আপনি আমাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিব্বতের হতভাগ্য জনগণকে কার্যকর এবং ত্বরিত সাহায্য করতে পারেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ—হয় সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কোনো বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সালিসের দ্বারা, না হয় আপনার মধ্যস্থতার দ্বারা। এইটেই বোধকরি আমি এবং আমার এ অভিমত জানিয়েছি আমি মহামান্য টুঙ্কু আবদুল রহমন এবং মার্শাল সারিৎ থানারতের কাছে। এটা, অবশ্য, একটি প্রস্তাব হিসেবে পেশ করছি আপনার বিবেচনার জন্যে, এবং অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবো আমি যদি অনুগ্রহ করে আপনি আপনার নিজের উপদেশ দিতে পারেন আমাকে।

আমার গভীর শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতা জ্ঞাপন করে। ভবদীয়—

দালাই লামা

এই সাধারণ পরিষদ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে এবং মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে লিখিত এবং ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বার তারিখে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মৌলিক মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতার নীতিগুলিকে স্মরণ করিয়া,

অন্যান্যদের মতোই, তিব্বতী জনগণও যে মৌলিক মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকারী সে অধিকারের মধ্যে তাঁহাদের সকলের—কোনো পার্থক্য ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত আছে—একথা বিবেচনা করিয়া,

তিব্বতের জনগণের স্বাতন্ত্র্যসূচক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় উত্তরাধিকার এবং সার্বভৌমত্ব যা তাঁহারা ভোগ করিয়া আসিতেছেন পুরুষানুক্রমে—সে কথা মনে রাখিয়া,

পুণ্যাত্মা দালাই লামার সরকারী বিবৃতি সমেত রিপোর্টগুলি যাহাতে বলা হইয়াছে যে তিব্বতের জনগণকে তাঁহাদের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা হইতে জোর করিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে—সেগুলির জন্য গভীর উদ্বিগ্ন হইয়া,

এই ঘটনাবলীর ফলে যে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জাতিতে জাতিতে সম্পর্ক তিক্ত হইতেছে—যে সময় দায়িত্বশীল নেতারা এই উত্তেজনা হ্রাস করিবার এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই পরিণতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া,

১। দৃঢ়তা সহকারে এই মত প্রকাশ করিতেছে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ এবং মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের নীতিগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন—নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ বিশ্বের বিকাশের জন্য ;

২। আহ্বান করিতেছে যে, তিব্বতী জনগণের, মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির প্রতি এবং তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হউক।

৮৩৪ তম প্লীন্যারি মিটিং,

২১শে অক্টোবর ১৯৫৯

স্বর্গাশ্রম
ধর্মশালা ক্যান্টনমেণ্ট
পূর্ব পাঞ্জাব। (ভারত)
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

মহামহিম
শ্রীযুক্ত দাগ্‌ হ্যামারশল্ড্‌,
সেক্রেটারী-জেনারেল,
রাষ্ট্রসঙ্ঘ,
নিউইয়র্ক

মহামহিম :

১। রাষ্ট্রসঙ্ঘকে এবং আপনাকে আমার আন্তরিক প্রশংসা জ্ঞাপন করছি—রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তায় কঙ্গোতে যে মহান কার্য সম্পাদিত হয়েছে এবং হচ্ছে—তার জন্যে।

২। আপনার মন্তব্য নং ২০৩৩-র সঙ্গে প্রচারিত আমার ১৯৫৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বার তারিখের চিঠি, এবং আপনাকে লিখিত আমার ১৯৬০ সালের ২রা সেপ্টেম্বার তারিখের চিঠির প্রতিও আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৩। খুশী হয়েছি আমি এ-কথা জেনে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদের এ বছরের আলোচ্য বিষয় সূচীতে তিব্বত-প্রশ্নটি রাখা হয়েছে মালয় এবং থাইল্যাণ্ডের অনুরোধে যাঁদের কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আশা করি আমি যে সমস্ত শান্তিকামী দেশেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হবে আমার দেশবাসীর কণ্ঠস্বরে এবং দাসত্ব আর উৎপীড়নের যে রাত্রির মধ্য দিয়ে কাটাচ্ছে তারা আলোক রেখার ব্যবস্থা করবেন তাঁরা সে রাত্রিতে।

৪। আমি সুখী হয়েছি এটা লক্ষ্য করে যে পরিষদে ১৯৬০ সালের ২৪শে সেপ্টেম্ব'র তারিখের বক্তৃতায় মহামহিম এন্‌, ক্রুশ্চেভ আহ্বান জানিয়েছেন সমস্ত উপনিবেশের মুক্তি। দুর্ভাগ্যের বিষয় উপনিবেশের অবস্থাতেই এসে নেমেছে আজ আমার দেশ এবং আমি আশা করি যে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়াও তাঁদের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর উত্থাপন করবেন আমার দেশের স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে।

৫। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে ১৯১১—১২ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্বথেকেই

চীনের কর্তৃত্বের চিহ্নমাত্রও ছিল না তিব্বতে কিন্তু এই আবেদনের জন্যে এই প্রশ্নের ঐতিহাসিক দিকটার গবেষণা করার প্রয়োজন মনে করি না আমি।

৬। ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যে অবস্থাই হয়ে থাকুক না কেন তিব্বতের, যাই হোক না কেন আক্রমণকারী চীন সৈন্যদের তিব্বত থেকে বিতাড়নের পর তিব্বতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন যে দিন ত্রয়োদশ দালাই লামা, শুধু প্রকৃত প্রস্তাবেই স্বাধীন ছিল না তিব্বত, সেইদিন থেকে ন্যায়সঙ্গত অধিকারেও ছিল সে স্বাধীন।

৭। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিব্বত সরকার মঙ্গোলিয়ার সরকারের সঙ্গে। এই চুক্তিটি সম্পাদন করা হয়েছিল দালাই লামার কর্তৃত্বের বলে। তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়া ঘোষণা করেছিল এই চুক্তি দ্বারা যে তারা পরস্পরকে স্বীকার করছে স্বাধীন দেশ বলে।

৮। কতকগুলি অমীমাংসিত প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্যে, একটি ত্রিদলীয় আলোচনায় যোগ দিতে সম্মত হয়েছিল তিব্বত যেটা আরম্ভ করা হয়েছিল ১৯১৩ সালে সিমলায়। এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার, চীন সরকার এবং তিব্বত সরকার। প্রত্যেক গভর্ণমেন্টের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন সেই গভর্ণমেন্টের একজন করে রাষ্ট্রদূত। স্পষ্ট বোঝা যায় এটা চুক্তিপত্রের পাঠ্যাংশ থেকে, যেটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সমস্ত পক্ষের প্রতিনিধিদের দ্বারা।

৯। এ বিষয়টির সবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১নং শ্বেত পত্রের ৩৮ পৃষ্ঠায়—১৯৫৯'র সেপ্টেম্বার থেকে নভেম্বারের মধ্যে ভারত এবং চীন সরকারের মধ্যে যে সব মন্তব্য স্মারকলিপি এবং পত্রের বিনিময় হয়েছিল সেই আখ্যায়িকায়। এটির ওপর আরও জোর দেওয়া হয়েছে ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত ৩ নং শ্বেত পত্রের ৯৪, ৯৫ পৃষ্ঠায় ভারত সরকারের ১৯৬০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মন্তব্য।

১০। যদিও চীন সরকারের প্রতিনিধিরা সই দিয়েছিলেন চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তুতে, এটির দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন চীনা গভর্ণমেন্ট এবং শেষ পর্যন্ত ১৯১৪ সালের ৩'রা জুলাই তারিখে এটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তিব্বত -রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান হিসেবে দালাই লামা এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত। এরই সঙ্গে,

চীন সরকার সই করতে সম্মত না হওয়ায়, নিম্নলিখিত ঘোষণাটিও সই করেছিলেন গ্রেট ব্রিটেন এবং তিব্বতীয় রাষ্ট্রদূতরা :

১১। "আমরা গ্রেট ব্রিটেন এবং তিব্বতের রাষ্ট্রদূতরা, এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঘোষণাটি লিপিবদ্ধ করিতেছি এই মর্মে যে আমরা স্বীকার করিতেছি যে অত্রসহ সংযোজিত স্বাক্ষরিত চুক্তিটি গ্রেট ব্রিটেন এবং তিব্বত সরকারের উপর কার্যকর হইবে, এবং আমরা এ-বিষয়ে একমত হইয়াছি যে যতদিন পর্যন্ত চীন সরকার এই চুক্তিতে তাঁহাদের স্বাক্ষর না দেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা এই চুক্তির সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবেন।

১২। 'ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা এই ঘোষণাপত্রে, দু'কপি ইংরিজীতে এবং দু'কপি তিব্বতী ভাষায়, আমাদের সীলমোহর যুক্ত স্বাক্ষর দিলাম।

১৩। 'সিমলাতে অদ্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩'রা জুলাই, তথা তিব্বতী কাষ্ঠ ব্যাঘ্র বৎসরের ৫ ম মাসের ১০ই তারিখে ইহা সম্পাদিত হইল।

এ, হেন্‌রি ম্যাকমহন,
ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত

(ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের সীল মোহর)
(দালাইলামার সীল মোহর)
(লেঙ্কে সাদার সীল মোহর)

(লেঙ্কে সাদার স্বাক্ষর)

(ড্রেপুং গোম্‌ফার সীল মোহর)
(সেরা গোম্‌ফার সীল মোহর)
(গেদেঁ গোম্‌ফার সীল মোহর)
(জাতীয় পরিষদের সীল মোহর

১৪। এই চুক্তির কোনও শর্ত কোনো দিনও পালন না করার জন্যে ; এই চুক্তির সুযোগ সুবিধাগুলিও পাবার অধিকারী হ'তে পারেন নি কখনও চীন সরকার।

১৫। ১৯২৬ সালে নিলাংয়ে যে চৌহদ্দি কমিশন বসেছিল তিব্বত, টেহ্‌রি এবং গ্রেটব্রিটেনের প্রতিনিধিদের নিয়ে—তিব্বতের পক্ষেও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

১৬। ১৯১২ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে, চৈনিক কর্তৃত্বের কোনো

চিহ্নই ছিল না তিব্বতে। চীনা দূত ছিলেন তিব্বতে—১৯৩৪ সালে যাঁরা এসেছিলেন ত্রয়োদশ দালাই লামার পরলোকগমনে শোক জ্ঞাপন করবার জন্যে। এই দূতবৃন্দকে থেকে যেতে দেওয়া হয়েছিল তিব্বতে নেপাল এবং ভারত সরকারের দূতরা যে শর্তে ছিলেন ঠিক সেই একই শর্তে।

১৭। ১৯৩৬ সালের পরে লাসাতে অবস্থিত চীনা দূতালয়ের অফিসাররা বহুবার তিব্বতে এসেছেন ভারতের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকবারই ভারত সরকার ভারতের মধ্য দিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের অথবা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন তিব্বত সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে।

১৮। এই রাষ্ট্রদূতও তিব্বত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন ১৯৪৯ সালে।

১৯। চীন-জাপান যুদ্ধে কোনো পক্ষ অবলম্বন করেনি তিব্বত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে চলেছিল তিব্বত এবং কোনো যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়ে যাবার অনুমতি দেয় নি তিব্বতের মধ্য দিয়ে ভারত থেকে চীনে।

২০। চীন দাবি করছে যে তিব্বতের প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে ছিলেন ১৯৪৬ সালে শাসনতন্ত্র পরিষদে এবং ১৯৪৮ সালে চীন জাতীয় পরিষদেও আসন গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা। এ-দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। জাসা খামে সোনাম ওয়াংদো, প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে চীনে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি বলেন, '১৯৪৬ সালে গভর্ণমেণ্ট একটি শুভেচ্ছা মিশন পাঠিয়েছিলেন জাসা রংবেলুহুং থুদেঁ সাম্‌ফে এবং আমার নেতৃত্বে অন্যান্য সহকারীসহ ব্রিটেন, আমেরিকা এবং কুওমিনটাং সরকারকে যুদ্ধজয়ের অভিনন্দন জানাবার জন্যে; কলকাতার মধ্য দিয়ে আমরা গিয়েছিলুম নয়াদিল্লীতে, এবং অভিনন্দন জানিয়েছিলুম ব্রিটেন এবং আমেরিকাকে তাঁদের রাষ্ট্রদূত মারফৎ; সেখান থেকে আমরা আকাশপথে গিয়েছিলুম ন্যান্‌কিংয়ে এবং অভিনন্দন জানিয়েছিলুম সেখানে। অসুস্থতার জন্যে এবং চিকিৎসার জন্যে আমরা থেকে গিয়েছিলুম সেখানে মাস কয়েক। কয়েকটি অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলুম আমর তারপর এবং ন্যান্‌কিংয়ে যখন ফিরলুম দেখলুম সেখানে চলেছে একটি বিরাট অধিবেশন। আমরা উপস্থিত ছিলুম এই অধিবেশনে এটা লক্ষ্য করবার জন্যে যে কি ভাবে আচরণ করে খাম্‌পা এবং অন্যান্য তিব্বতী বাস্তুত্যাগীরা—মিথ্যা তিব্বতী

প্রতিনিধি হিসেবে ঐ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিল যারা। কিন্তু নতুন সাংবিধানিক আইন (শেন্‌ফা) যেটির প্রণয়ন হচ্ছিল তখন সেটিকে স্বীকার করে নিই নি বা তাতে স্বাক্ষর দিই নি আমরা।

'১৯৪৮ সালের সম্বন্ধে, হ্যান্‌কিনে আমাদের মিশনও, খান্‌দে লোম্‌, দর্শনার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চীন পরিষদে কিন্তু কোনো বিশেষ প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়নি লাসা থেকে, এবং ঐ পরিষদেও কোনো প্রস্তাব মেনে নেন নি বা তা'তে সই করেন নি তাঁরাও।'

২১। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর তিব্বত সরকারের একটি পত্রের উত্তরে, ভারত সরকার জবাব দিয়েছিলেন নিম্নলিখিতরূপ :

"ভারত সরকার আনন্দিত হবেন এই প্রতিশ্রুতি পেলে যে বর্তমান ভিত্তিতেই সম্বন্ধ চালিয়ে যেতে চান তিব্বত সরকার যতদিন পর্যন্ত না কোনো পক্ষ কোনো বিষয়ে নতুন চুক্তি সম্পাদন করার ইচ্ছে করেন। অন্যান্য দেশ যাঁদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভারত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন হিজ ম্যাজেস্‌টিস্‌ গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে, তারাও অবলম্বন করেছেন এই প্রণালী।'

২২। ১৯১২ সাল থেকে ১৯৫১ সালের ২৩শে মে তারিখে ১৭-বিষয় সম্বলিত চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত তিব্বত তার বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনা করে এসেছে বাইরের কোনো কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না নিয়ে। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৮ সালে তিব্বতী প্রতিনিধিদল ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন তিব্বতীয় পাস্‌পোর্টের বলে।

২৩। মিষ্টার এইচ্‌, ই, রিচার্ডসন্‌ লাসায় ব্রিটিশ দূতাবাসের এবং পরে ভারতীয় দূতাবাসের দায়িত্বে ছিলেন যিনি, আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশন কর্তৃক গঠিত বিধিসম্মত তদন্ত কমিটির কাছে বলেছিলেন তিনি যে, লাসায় ১৯৩৬ সালের পর থেকে ব্রিটিশ দূতাবাসের এবং পরে ভারতীয় দূতাবাসের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের প্রধান কাজ ছিল তিব্বত সরকারের সঙ্গে তাঁর সরকারের কূটনৈতিক কার্যাদি পরিচালনা করা।' (তিব্বত এবং লোকায়ত্ত সাধারণতন্ত্রী চীন শীর্ষক রিপোর্টের ১৪৬ পৃষ্ঠা)

২৪। উপরোক্ত তথ্যগুলিই যথেষ্ট হবে এটা বোঝাতে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল তিব্বত। গত বৎসর যেহেতু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল

আমার দেশের রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদা সম্বন্ধে, কার্যকরভাবে বিবৃত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ;

২৫। অ্যাফেয়ার্স অফ্ চায়নাতে স্যার এরিক্ টিশ্‌মান লিখেছিলেন : 'এরপর (১৯১২) আর চীনা কর্তৃত্বের কোনো চিহ্নের অস্তিত্ব ছিল না বা পুনরায় ফিরেও আসেনি তা লাসা-শাসিত তিব্বতে। বিশ বৎসরেরও বেশী তিনি (ত্রয়োদশ দালাই লামা) শাসন করেছিলেন স্বশাসিত তিব্বতের অবিসম্বাদী শাসক হিসেবে; অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং ভারত সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রেখে।'

২৬। ১৯২৮ সালে স্যার চার্লস্ বেল্ তাঁর দি পিপ্‌ল্ অফ্ টিবেট এই গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে চীনা কর্তৃত্বের অবসান হয়েছে তিব্বতে।

২৭। এম অ্যামরি দে রিয়েনকোর্ট ১৯৪৭ সালে যিনি তিব্বতে ছিলেন তিনি বলেছেন, একটি স্বাধীন জাতি হিসেবেই সর্ব বিষয়ে নিজেকে শাসন করেছে তিব্বত। এও বলেছেন তিনি যে প্রত্যেক স্থানেই দেখা যেত সরকারী পরওআনা।

২৮। সুং লিয়েন্ শেন্ এবং শেন্-চি লিউলাসার চৈনিক দূতাবাসের সভ্য ছিলেন যাঁরা দু'জনে, এঁরা বলেছিলেন, '১৯১১ সাল থেকে—কার্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে তিব্বত।' এর সমর্থনে উল্লেখ করেছিলেন তাঁরা যে তিব্বতের ছিল নিজস্ব মুদ্রা এবং শুল্ক ব্যবস্থা, নিজস্ব ডাক এবং তার বিভাগ, এবং নিজস্ব অসামরিক কর্মব্যবস্থা যা ছিল চীনের ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন রকমের, এবং ছিল নিজস্ব সৈন্যবাহিনী।

২৯। ১৯৫০ সালে এল্ সাল্‌ভাডোরের প্রস্তাব—যাতে চাওয়া হয়েছিল যে তিব্বতের ওপর আক্রমণের বিষয়টি সাধারণ পরিষদের বিষয়সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক—বিবেচনা করা হচ্ছিল যখন সেটি—ভারতের প্রতিনিধি নবনগরের যামসাহেব বলেছিলেন যে বিদেশী শক্তিদ্বারা তিব্বতের আক্রমণের প্রশ্নটি সাধারণ পরিষদে বিবেচ্য বিষয় সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হোক বলে এল্, সাল্‌ভাডোর যে প্রস্তাব করেছেন তার ওপর যে সমস্ত সমস্যাগুলি উত্থিত হয়েছে সেগুলিকে বিশেষভাবে বিচার করে দেখেছেন তাঁর গভর্ণমেণ্ট। চীন এবং ভারত উভয়ের পক্ষেই ছিল ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কমিটি অবহিত ছিলেন যে চীন এবং তিব্বতের প্রতিবেশী হিসেবে-যে দুটি

দেশের সঙ্গেই ছিল তার বন্ধুত্বপূর্ণ-সম্পর্ক, ভারত-ই এমন একটি দেশ যেটি এই সমস্যার সমাধানে বিশেষ আগ্রহী। এই কারণেই ভারত সরকার বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন যাতে এটির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়।' (এ। বি ইউ আর। এস আর, ৭৩, পৃষ্ঠা ১৯।)

৩০। তিব্বতের ওপর চীনের সার্বভৌমত্বের দাবির ভিত্তি হচ্ছে গ্রেট-ব্রিটেন এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত ১৯০৭ সালের চুক্তি। এটি লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ঐ চুক্তিতে কোনো পক্ষ ছিল না তিব্বত এবং ঐ চুক্তির শর্ত মানতে কোনো প্রকারেই বাধ্য ছিল না সে।

৩১। তিব্বত সরকারের প্রধান হিসেবে আমি বলছি যে ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে সংঘটিত হয়েছিল যা, তা ছিল আমার দেশের বিরুদ্ধে চীনের অতি অসৎ আক্রমণ।

৩২। রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন তিব্বত গভর্ণমেন্ট। তিব্বতী সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ের ফলে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছ থেকে তিব্বতী সরকার কোনো সাহায্য লাভ করতে সমর্থ না হওয়ায়, পিকিংয়ে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলুম আমরা। ১৯৫১ সালের ২৩শে মে তারিখে যাকে বলা হয় ১৭-দফা শর্ত-বিশিষ্ট চুক্তি সেটি সই করতে বাধ্য হয়েছিলেন ঐ প্রতিনিধিদল।

৩৩। তারপর থেকে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে আমার তিব্বত ছেড়ে আসার সময় পর্যন্ত যা ঘটেছে সেসব ঘটনাবলী এত পরিচিত যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই সেগুলির। এখনও পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই শরণার্থীরা আসছে নেপাল, ভুটান, সিকিম এবং ভারতে। শরণার্থীদের সংখ্যা হচ্ছে ৪৩,৫০০। এই সব শরণার্থীদের কাছ থেকে যা খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে উৎপীড়ন এবং ব্যাপক সন্ত্রাস কোন রকম কমেনি যে বিষয়ে আমি উল্লেখ করেছিলুম আপনাকে লিখিত আমার গত বৎসরের এবং এ বৎসরেরও চিঠিতে।

৩৪। এই সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমি তিব্বত প্রশ্নের উপর আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশন দ্বারা প্রকাশিত চমৎকার রিপোর্টটির প্রতি। তাঁদের দ্বিতীয় রিপোর্টটিতে সম্মানিত কমিটি, গভীর-ভাবে এই প্রশ্নটিকে বিচার করে দেখেছিলেন যাঁরা, অন্যান্যের মধ্যে, এই

সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে জেনোসাইড্ কন্‌ভেন্‌সান্ হিসেবে ব্যাপক নরহত্যার অপরাধে দোষী চীন কর্তৃপক্ষ। আমার বিশ্বাস মনোযোগ সহকারে ঘটনাগুলিকে তদন্ত করে দেখবেন রাষ্ট্রসংঘ-যেগুলির ওপর ভিত্তি করে আসা হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এ বিষয়টির জন্যে। 'জেনোসাইড্ কন্‌ভেন্‌সান্' ছাড়াও আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধেও অপরাধ বলে গণ্য করা হয় ব্যাপক নরহত্যাকে।

৩৫। ১৭-দফা শর্ত-বিশিষ্ট চুক্তিটির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্তগু'লরই ব্যাপক লঙ্ঘনের ফলে, চুক্তিটিকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন সাধারণ পরিষদ (যেটিতে ছিলেন সরকারী কর্মকর্তারা এবং জনসাধারণ বিশেষ করে জনসাধারণ), যেটি আইনতঃ তাঁরা করতে সক্ষম এবং ১৯৫৯ সালের ১০ই মার্চ তারিখে তিব্বতের স্বাধীনতা পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা।

৩৬। দখলকারী এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে এখনও লড়াই চলেছে তিব্বতে। আবেদন করেছিলুম আমি রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে গত বৎসরে এবং আবেদন করছি এ বছরেও আবার এই আশায় যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ চীনকে এই আক্রমণ বন্ধ করার জন্যে বাধ্য করতে। আমার মতে এর চেয়ে কোনো ন্যূন ব্যবস্থা কোনো উপকারেই আসবে না আমার দেশে যেখানে আমার জনগণের স্বাধীনতাকে চূর্ণ করে চলেছে কম্যুনিষ্ট ষ্টীম্‌রোলার প্রতিদিন।

৩৭। আপনাকে সানির্বন্ধ অনুরোধ করছি মহামহিম এই আবেদনটিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থাপিত করবার জন্যে।

দালাই লামা